INDEX

The Headline " Questions & Answers " is to be read at pages 3, 5, 7, 9, 11, 13 and 15

Monday, the 30th September, 1985

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Wednesday, the 25th September, 1985

The HOUSE met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 25th September, 1985.

PRESENT

Shri Amarendra Sharma, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Deputy Chief Minister, 8 (eight) Ministers, the Deputy Speaker and 40 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলির পাশে সদস্যগণের নাম উল্লেখ করা আছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হল ইচি-পোকার আক্রমণে ফসলের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তাতে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে একটা হাহাকার উঠে গেছে...

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন, এটা আলোচনা করার সুযোগ পাবেন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার— স্যার, এটা তো ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের বাঁচার প্রশ্ন, কাজেই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনি বসুন। নোটিশ দিলে আলোচনা করবার সুযোগ পাবেন।

(At this stage Sarvasree Monoranjan Majumder and Jwahar Saha went hearby the Speaker's Dais with a bottle full of 'ICHHI' insects to prove the failure of the Government to eradicate the s id insects from the paddy fields all over Tripura. Then, they returned to their seats).

মিঃ স্পীকার— সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রীমহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য, শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮০।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮০।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ১৯৭৮ ইং থেকে ১৯৮৫ ইং পর্যন্ত রাজ্যের রিজার্ভ ফরেস্ট এরিয়াতে যে সব উপজাতি পরিবার বসবাস করিতেছে, তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হইতেছে?

২) সত্য হইলে, কতগুলি পরিবারকে কোন কোন স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

১। ইহা সত্য।

২। ৩৫৫ টি পরিবারকে এন, ই, সি ও সয়েল কনজার্ভেশান সস্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং ২২৬৯ টি পরিবারকে পি, জি, পি স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়ার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মোট পরিবারের সংখ্যা ২৬২৪ টি।

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব :—

মহকুমা	এন, ই, সি স্কীম	সয়েল কনজারভেশান স্কীম	পি, জি, পি স্কীম	মোট
সাব্রুম	২৫ টি পরিবার	৫৩ টি পরিবার		৭৮ পরিবার
বিলোনিয়া	—	—	২০০ পরিবার	২০০
অমরপুর	—	—	৪৫০	৪৫০
উদয়পুর	—	—	২৩০	২৩০
সদর	—	৫০	—	৫০
খোয়াই	—	—	১২০	১২০
কমলপুর	—	৪১	৫০৯	৫৫০
কৈলাশহর	—	৮৬	১১৪	২০০
ধর্মনগর	২৫	৭৫	৬৪৬	৭৪৬
	৫০ পরিবার	৩০৫ পরিবার	২,২৬৯ পরিবার	২,৬২৪ পরিবার

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এন, ই, সি, স্কীম, পি, জি, পি. স্কীম এবং সয়েল কনজার্ভেশান স্কীমে মোট ২,৬২৪ টি পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কফি বাগানের মাধ্যমে আরও কিছু পরিবারকে এই ধরনের পুনর্বাসন দেওয়া হবে কিনা, জানতে পারি কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, এই বিষয়টি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বিস্তারিত ভাবে বলার দরকার, কারণ অনেক সদস্যই জানেন না, পি, জি, পি, স্কীমটা কি?

আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে রিজার্ভ ফরেস্টটা বিরাট, প্রায় ৩৬ ভাগ হবে এবং এই রিজার্ভ ফরেস্টের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার-এর মত জুমিয়া পরিবার বসবাস করছে, তাদের স্থায়ী পুনর্বাসন করা যাচ্ছে না। আমরা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর তাদের পুনর্বাসনের জন্য এই সব স্কীমগুলি হাতে নিয়েছি, এই স্কীমগুলির মধ্য দিয়ে প্রত্যেক পরিবার পিছু অনেক টাকা খরচ করে, তাদের স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। তাদের ঘর-বাড়ী ছাড়াও যেটুকু জমি তাদের দখল আছে, সেটুকুতে তারা যাতে কৃষি কাজ করতে পারে, তার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। তাছাড়া তাদের হয়তো কিছু উচ্চ জমি থাকতে পারে, সেগুলিতে তারা যাতে হর্টিকালচার করতে পারেন, কৃষি কাজ করতে পারেন এবং সেগুলির মালিক যাতে তারা নিজেরা হতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই ফরেস্টের এগুলির মালিক হওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তাই তাদের কি ভাবে কি পরিমান জমির মালিকানা দেওয়া যায়, আমরা সেটা পরীক্ষা করে দেখছি, যাতে তাদের কেউ উচ্ছেদ না করতে পারে। এজন্য প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা অন্যান্য দপ্তর থেকে আসবে, যেমন কৃষি কাজ করলে কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আসবে কৃষি দপ্তরে থেকে, হর্টি-কালচার করলে, হর্টিকালচারের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আসবে হর্টিকালচার ডিপার্ট-মেন্ট থেকে, আর রাস্তাঘাট করতে হলে, রাস্তাঘাটের জন্য টাকা আসবে পি, ডবলিউ, ডি থেকে। সব দপ্তরের টাকা দিয়েই আমরা তাদের পুনর্বাসন করব। কাজেই স্থায়ী পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যই এই সব স্কীমগুলি হাতে নেওয়া হয়েছে, এবং তাদের পুনর্বাসন রিজার্ভ এলাকার মধ্যেই করা হবে।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই সব এলাকাতে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য এবং পুনর্বাসনের কাজ-কর্ম দেখা শুনা করার জন্য কোন রকম কমিটি আছে কিনা, থাকলে কাদের নিয়ে সেই কমিটি গঠিত হয়েছে জানাবেন কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জন্য বিভিন্ন লেভেলে জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয় এবং সেই সব কমিটিই এই সব কাজ দেখা শুনা করেন।

শ্রী বিমল সিংহ, উপাধ্যক্ষ : মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে পি, জি, পি-র জন্য বিভিন্ন স্কীম গ্রহন করা হচ্ছে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি কমলপুরে দেখেছি প্রায় ৫০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে—কাজ বেশী হচ্ছে না, তবে কিছু কিছু হচ্ছে। যাও হচ্ছে তাও টাইমলী হচ্ছে না। কারন জানতে চাইলে আমাকে জানাল যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতা পাচ্ছি না, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে জিজ্ঞাস করলে জানানো হচ্ছে এগ্রিকালচার সহযোগিতা করছে না, এগ্রিকালচারকে জিজ্ঞাস করলে জানায় যে হর্টিকালচার সহযোগিতা করছে না, বা ফিসারী সহযোগিতা করছে না এই রকম মোট কথা এক ডিপার্টমেন্ট অন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে ঠিক মত সহযোগিতা পাচ্ছে না সেটা ইচ্ছাকৃতই হউক আর বিভিন্ন অসুবিধার জন্যই হউক কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার যে কথা বললেন তাহা অনেকাংশে সত্য, সেজন্য আমাদের ডেপুটী চীফ মিনিষ্টার সব দপ্তরের সেক্রেটারী এবং বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে বৈঠক করেছেন যাতে এই কোঅর্ডিনেশানের কাজটা তড়ান্বিত হয় এবং সেই বৈঠকে কিছু আলোচনার পর ডেপুটী চীফ মিনিষ্টার তাদের এই ব্যাপারে কি কি অসুবিধা আছে সেগুলি জানাবার জন্য তৈরী হয়ে আসার জন্য তাদের বলেছেন।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য সুবোধ চন্দ্র দাস

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস:— কোয়েশ্চান নং ৭১

শ্রী সমর চৌধুরী:— কোয়েশ্চান নং ৭১

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার জলেবাসায় অবস্থিত দীর্ঘ দিনের পুরানো জলেবাসা ডিসপেনসারীটির উন্নতি সাধনের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন?

উত্তর

১। জলেবাসা স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে ৪ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস:— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন যে সেই ডিসপেনসারীটিকে ৪ শয্যা বিশিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার জন্য বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে সেটা খুব ভাল কথা। কিন্তু এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য যে জমি দেওয়া হয়েছিল সেই জমির বর্তমান বাজার মূল্য ৭ লাখ টাকার উপর হবে—সেই জমির বেদখল হয়ে যাচ্ছে। এই জমির সীমানা চিহ্নিতকরনের জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এবং সেখানে চিকিৎসক নাই, তাছাড়া যে সব স্টাফ আছে তাদের থাকার জায়গা নাই, তারা পি ডাবলিও, ডি, র কোয়ার্টারে থাকে, ঔষধ রাখার জায়গা নাই এই সব বিষয়গুলি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা?

শ্রীসমর চৌধুরী— মাননীয় স্পীকার স্যার, সবকিছুরই খোঁজ খবর নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ। শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ—কোয়েশ্চান নং ২৬

শ্রী সমর চৌধুরী— কোয়েশ্চান নং ২৬

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার বড়খাতে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল ?

২। সত্য হয়ে থাকলে কবে বা কোন তারিখে এ ঘোষণা দিয়েছিলেন ?

৩। কত শয্যাবিশিষ্ট এ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত ছিল ?

৪। বর্তমানে উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে, এবং

৫। না হলে ইহার কারণ ?

উত্তর

হ্যাঁ, ইহা সত্য।

১৯৮২-৮৩ আর্থিক বছরে।

১০ শয্যার চেষ্টা নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন ওয়ার্কিং গ্রুপ ৪ শয্যার বেশী অনুমোদন দেন নাই।

স্থান নির্বাচন চূড়ান্ত করিতে বিলম্ব হওয়ায় অদ্যাপি কাজ আরম্ভ হয় নাই। জলের সোর্স-এর সমস্যাও ছিল। সম্প্রতি জল সরবরাহের সুবিধার সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়াতে সত্বর প্রকল্পটি হাতে নেওয়ার প্রয়াস চলিতেছে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বড়খাতে গত '৮০ র জুনের দাংগার ফলে যারা শরণার্থী হয়েছে তাদের সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে এখানে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতেই বড়খাতে স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সরকার থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল। সেই সব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কথা চিন্তা করে— পুনরায় যাতে তাদের সুখ সুবিধা দেওয়া যায় তার জন্য এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি যাতে তাড়াতাড়ি স্থাপিত হয় তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রী সমর চৌধুরী— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে প্রসেসিং চলছে, শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করা হবে।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য মাখনলাল চক্রবর্তী

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী— কোয়েশ্চান নং ৩৫

শ্রী সমর চৌধুরী— কোয়েশ্চান নং ৩৫

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে কতটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিবেন বলে আশা করা যায়?

২। ইহা কি সত্য যে কল্যাণপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে প্রতিদিন ৯০ থেকে ১০০ জনেরও বেশী রোগী ভর্তি হয়ে থাকে?

৩। যদি সত্য হয় তবে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিতে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিবেন কিনা?

উত্তর

৬ষ্ঠ যোজনার পরিকল্পনা অনুসারে নূতনবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার ব্যবস্থা হইতেছে। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের Working Goup বর্তমান ৭ম যোজনাকালে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার ব্যবস্থা রাখেন নাই।

কখনও কখনও রোগীর ভিড় বেড়ে যায়।

আপাতত নয়।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে কল্যাণপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র তার পূর্বে ১৮ মুড়া, পশ্চিমে বড়মুড়া, উত্তরে চেবরী এবং দক্ষিণে মোহর ছড়া। এই বিরাট এলাকার প্রায় ৫০/৬০ হাজার লোক সেখানে ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল—২০/২৫ মাইলের মধ্যে কোন চিকিৎসা কেন্দ্র নাই সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আবার অনুরোধ রাখছি তিনি যেন এই বিষয়ে আবার বিবেচনা করে এই বিষয়ে নূতন করে সিদ্ধান্ত নেনী।

শ্রী সমর চৌধুরী— মাননীয় স্পীকার স্যার, সবগুলি স্বাস্থ্য কেন্দ্রেরই একই অবস্থা, এমন কি হাসপাতালগুলিরও রোগীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সেখানে আমরা রোগীদের বেড দিতে পারি না তাদের আমরা ফ্লোরে রাখতে বাধ্য হচ্ছি। সারা রাজ্যেরই এই অবস্থা, কল্যাণপুর তার থেকে বাইরে নয়।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী এবং মাননীয় সদস্য শ্রীকালী কুমার দেববর্মা।

শ্রী কালীকুমার দেববর্মা: - মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৩৭।

মিঃ স্পীকার:— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৩৭।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৩৭।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে নতুন করে ব্লক বা সাব-ব্লক গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

২। থাকিলে খোয়াই বিভাগের কল্যাণপুরে একটি ব্লক গঠণ করা হবে কি না?

উত্তর

১। এই বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

২। এ বিষয়ে এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না।

শ্রী কালি কুমার দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে সেলেমার অন্তর্গত গঙ্গানগরে ১২টি গাঁওসভা আছে। এখানে ব্লক অফিস না থাকায় এলাকার লোকের কাজকর্মের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। কাজে কাজেই এখানে ব্লক অফিস করার জন্য সরকারী তরফে কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গঙ্গানগর এলাকাতে গত এক বছর আগে একটি সাব-ব্লক গঠন করার পরিকল্পনা সরকার নিয়েছিলেন। মিনিমাম কয়টি পঞ্চায়েত নিয়ে সাবব্লক গঠণ করা হবে এ জন্য সরকার তথ্য সংগ্রহ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— গঙ্গানগর সাব-ব্লকের জন্য একজন এডিশনাল বি, ডি, ও'কে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছিল তা সত্যি কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এবং যদি দিয়ে থাকেন, তা হলে সেই এডিশনাল বি, ডি, ও, সেখানে যাচ্ছেন না এ খবর সরকারের জানা আছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, একটি ব্লক বা সাব-ব্লক করতে গেলে তার জন্য কতগুলি কাজ-কর্ম করতে হয়। যেমন— অফিস ঘর নির্মাণ, কোয়ার্টার তৈরী করতে হয়, এবং সেই সাথে স্টাফও দিতে হয়। এই সবগুলি যদি না থাকে, তাহলে বি, ডি, ও, কে পোষ্টিং করলেও তিনি সেখানে গিয়ে কোথায় থাকবেন ? কাজেই এই সব অসুবিধা দূর করার জন্য সরকার চেষ্টা নিচ্ছেন।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— এডিশনাল বি, ডি, ও, হিসাবে যাকে পোষ্টিং দেওয়া হয়েছিল তিনি বর্তমানে কোথায় আছেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? কেন না, তিনি গঙ্গানগরেও নেই অথচ সেলেমায়ও আসছেন না।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা:— বিষয়টি আমরা অনুসন্ধান করে দেখব।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস:— টাকারজলায় একটি ব্লক গঠন করার কথা ছিল তার কাজ কতটুকু এগিয়েছে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় তা জানাবেন কি?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা:— টাকারজলায় কোন ব্লক গঠন করার সরকারী পরিকল্পনা ছিল না। তবে জম্পুইজলায় একটি সাব-ব্লক গঠন করা হয়েছে ২/৩ বছর আগে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:— স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই, এখানে যেসব সাব ব্লকের কথা আলোচনা করা হয়েছে তা সবই রয়েছে এ, ডি, সি. এরীয়াতে। কিছু নূতন ব্লক করার সিদ্ধান্ত আমাদের রয়েছে। আমরা এ, ডি, সি—এর সঙ্গে আলোচনা করে কিছু নতুন ব্লক করার সিদ্ধান্ত নেব। সাব—ব্লক নয়।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার:—মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৫০।

মিঃ স্পীকার:— অ্যাডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং—৫০।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে মিনিস্টার-ইন-চার্জ কো-অপারেটিভের যে জবাব তা হাউসের সামনে উপস্থিত করছি।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় মোট কতটি ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ আছে,

২। উক্ত ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্‌গুলির যথাযথ অডিট করা হয়েছে কিনা,

৩। অডিট করা হয়ে থাকলে কতটির অডিট করা হয়েছে এবং কাহার দ্বারা করা হয়েছে?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় মোট ৫৫টি ল্যাম্পস্ ও ২২২টি প্যাকস্ আছে।

২। উক্ত ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্‌গুলির যথাযথ অডিটের কাজ চলিতেছে।

৩। বিভাগীয় কর্মচারীর দ্বারা এ যাবৎ ৪৪টি ল্যাম্পস ও ২০২টি প্যাকস্-এর অডিট আংশিক ভাবে সম্পন্ন করা হইয়াছে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার:—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ এর অডিট সম্পর্কে তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয়

মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই, ল্যাম্পস্ ও প্যাকসের এই যে অডিট তা আপ-টু-ডেট অডিট না হবার কারণ কি? কেন আপ-টু-ডেট করা হচ্ছে না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন তা আংশিক সত্য। অনেকগুলি ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসের অডিট আপ টু ডেট করা সম্ভব হয় নি। এটা না হবার ফলে কাজ কর্মে আমাদের নিজেদের অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। কারণ, ব্যাঙ্ক থেকে আমাদের টাকা যখন লগ্নী করতে হয়, তখন তারা প্রথমতঃ দেখেন, অডিট আপ-টু-ডেট হয়েছে কিনা। কাজেই আমরা এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করছি। কর্মচারীর সংখ্যা বাড়াতে না পারলে তা সম্ভব হবে না। মাননীয় সদস্যগণ জানেন, আমাদের অডিটারের অনেক কাজ আছে। কাজেই অডিটারের সংখ্যা বাড়াতে না পারলে হবে না। আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, নতুন অডিটারের সংখ্যা বাড়ানো জন্য। কাজেই এর ফলে আমরা আশা করতে পারি, শীগ্রই আমরা অডিট আপ-টু-ডেট করতে পারব।

শ্রীজওহর সাহা :- মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্য থেকে জানতে পারা গেল, বেশ কিছু ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস-এর অডিটের কাজ আংশিক হয়েছে। আবার কিছু কিছু ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসের হিসাবের খাতা চুরি হয়ে গেছে কিংবা ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে থানায় এজাহার দেওয়া হয়েছে ! আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই এই আংশিক অডিট করার কারণ কি ? চুরি ঢাকার জনাই কি অর্দ্ধেক অডিট করে বন্ধ রাখা হয়েছে ? ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্গুলিতে যারা কর্মরত আছেন আমরা জানি, তারা শাসক দলের সমর্থিত। কাজেই তাদের মুখোস যাতে খুলে না যায় তার জন্যই কি এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আংশিকের অর্থ এই নয় যে, অর্দ্ধেক অডিট বন্ধ রাখা হয়েছে। মাননীয় সদস্য আংশিক অর্থ বুঝতে পারেন নি : আমি এই অর্থে আংশিক বলেছি, কোন কোন ল্যাম্পস্ বা প্যাকসের অডিট এক কিংবা দু'বছরের বাকী আছে। আর বাকী যে কথা বললেন, তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

শ্রীজওহর সাহা :—যে সব ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস এর কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং হিসাবে কারচুপি ধরা পড়েছে সে ক্ষেত্রে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী : - আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার।

মিঃ স্পীকার:—শ্রীসমীর দেব সরকার।

শ্রীসমীর দেব সরকার:—কোয়েশ্চান নং ৪৪ স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী:--কোয়েশ্চান নং ৪৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

২) থাকিলে কতটি শয্যা বৃদ্ধি করা হবে, এবং

৩) না থাকিলে তার কারন,

৪) খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে বহির্বিভাগ খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৫) থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তা খোলা হবে, এবং

৬) না থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১) আপাততঃ নাই।

২) প্রশ্ন আসে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) সম্প্রতি অস্থায়ী গৃহনির্মান করিয়া কাজ আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে এবং স্থায়ী বহির্বিভাগ নির্মাণের জন্য পূর্ত্ত বিভাগকে অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

৫) প্রশ্ন আসে না।

৬) প্রশ্ন আসে না।

শ্রী সমীর দেব সরকার।— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে খোয়াই মহকুমা হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই। ১৯৮৪ ইং সালে তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী এই হাউসে জানিয়েছিলেন যে এই হাসপাতালটি প্রতিদিন ১০০ মত রোগী এডমিশান নিচ্ছে এবং এই সংখ্যা কোন কোন দিন ২০০র মত দাঁড়িয়ে যায়, অথচ এই হাসপাতালটি শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কবে নাগাদ এই শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— স্যার, স্বাস্থ্য দপ্তরের উন্নয়নের জন্য যে সমস্ত প্রকল্পগুলি পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সেগুলির বাস্তব রূপায়নের জন্য আমরা চেষ্টা করছি আর নূতন কোন পরিকল্পনা আমাদের হাতে নেই। 'নূতন স্কীম নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি

জানেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমেই তাঁদের হাতকে সংকুচিত করছে, ফলে আমাদের নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তা সত্বেও খোয়াই 'হাসপাতালের রোগীদের সমস্যা সম্পর্কে আমরা সচেতন, প্রতিটি হাসপাতাল সম্পর্কে আমরা সচেতন। হাসপাতালগুলির উন্নয়নের জন্য আমাদের বরাদ্দকৃত অর্থের সমান্যতমও অবশিষ্ট রাখব না।

শ্রী সমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী সার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে অস্থায়ী গৃহ নির্মান করিয়া আউট ডোরের কাজ আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। আমি জানতে চাই, স্থায়ী ঘর নির্মানের ক্ষেত্রে হাসপাতাল ইম্প্রুভমেন্ট কমিটির প্রস্তাব বিবেচনা করা হবে কিনা।

শ্রী সমর চৌধুরী :— এ সম্পর্কে খোঁজ নেওয়া হবে।

শ্রী সমীর দেব সরকার : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, খোয়াইতে যে আউটডোরটি খোলা হয়েছে, হাসপাতাল ইম্প্রুভমেন্ট কমিটির সুপারিশ মত করতে গেলে তার জন্য আলাদা ডাক্তার এবং স্টাফ থাকা দরকার। সুতরাং ঐ আউটডোরটিতে আলাদা ডাক্তার এবং আলাদা স্টাফ দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রীসমর চৌধুরী :— স্যার, হাসপাতাল উন্নয়ণ কমিটির প্রতিটি প্রস্তাব আমরা খুটিয়ে দেখব ।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীজহর সাহা।

শ্রীজহর সাহা :— কোয়েশ্চান নং ৫৭ স্যার।

শ্রীসমর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নং ৫৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) অমরপুরের নূতন বাজার হাসপাতালে রোগীদের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

২) থাকিলে কবে নাগাদ এবং কত সংখ্যক শয্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে,

৩) উক্ত মহকুমায় চেলাগাঙ্-এ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

৪) থাকিলে কবে নাগাদ তাহা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়,

৫) না থাকিলে তাহার কারণ?

উত্তর

১) আছে।

২) নূতনবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ১০ শয্যা বাড়িয়ে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। ঐ জন্য ভূমি অধিগ্রহনের ব্যবস্থা চুড়ান্ত হইয়াছে। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কাজ আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

৩) বর্তমানে নাই। পরবর্তী সময়ের জন্য বিবেচনায় আছে।

৪) প্রশ্ন আসে না।

৫) প্রশ্ন আসে না।

শ্রী জওহর সাহা:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অমরপুরের অধীন চেলাগাং এলাকাটি অত্যন্ত পশ্চাদপদ এলাকা এবং সেখানে চাকমা উপজাতি বেশ ঘন বসতিপূর্ণ এলাকা। কিন্তু তারা চিকিৎসার কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। সেখানে একটা ডিসপেন্সারী আছে বটে কিন্তু সেটা নামে মাত্র, সেখানে সব সময় ঔষধ পাওয়া যায় না এবং সেখানে একজন কম্পাউণ্ডার আছেন কিন্তু তিনি অনভিজ্ঞ। সুতরাং ঐ এলাকার জনগণ যাতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার সুযোগ পান তার জন্য সেখানে একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার জন্য গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে কিনা এবং তা বর্তমান আর্থিক বছরের মধ্যে সম্ভব কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সমর চৌধুরী: স্যার, রোগীরা যাতে ঔষধ-পত্র এবং চিকিৎসার সুযোগ পায় তার জন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি এবং প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছি যে ঐ এলাকায় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা সম্পর্কে পরবর্তী কালে বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী জহর সাহা:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যে একটা ডিসপেনসারী খোলা হয়েছে সেটা একজন অনভিজ্ঞ কমপাউন্ডার দিয়ে চালানো হচ্ছে। কাজেই সেখানে একজন ডাক্তার দেওয়া সম্ভব কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? কারণ ঐ এলাকা থেকে একজন ডাক্তার দেওয়ার জন্য দাবী করা হয়েছে। কারন চিকিৎসার অভাবে অনেক রোগী সেখানে মারা যায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা এতই অপ্রতুল যে অমরপুর হাসপাতালে পর্যন্ত রোগীদের আনা সম্ভব হয় না। কাজেই এই সমস্ত দিকগুলি বিবেচনা করে চেলাগাং-এ এক্ষুনি একজন ডাক্তার দেওয়ার জন্য গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সমর চৌধুরী:— স্যার, একজন ডাক্তার সেখানে কি ভাবে দেওয়া যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। তবে মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য আমি বলছি যে, পরিকল্পনা কমিশন বেঁধে দিয়েছেন কোন স্তরে ডাক্তার থাকবে, কোন স্তরে কমপাউন্ডার

থাকবে এবং কোন স্তরে ফার্মাসিস্ট থাকবে। যাই হউক, চেলাগাং একটি দুর্গমাঞ্চল, ঐ এলাকার জনসাধারণ যাতে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পান তার প্রতি আমরা নজর দেব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নূতন বাজারে যে হাসপাতাল আছে সেখানে কোন ঔষধ পাওয়া যায় না। সমস্ত ডিসপেন্সারী এবং প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার থেকে বলা হচ্ছে যে স্টোরে ঔষধ নাই। এমন কি সাধারণ ম্যালেরিয়ার ঔষধ পর্যান্ত দেওয়া সম্ভব হয় না। রোগীদের সমস্ত ঔষধ বাজার থেকে কিনতে হয়। ডাক্তাররা বলছেন, রোগীরা আমাদের হেয় করছে তাদের ঔষধ দিতে পারি না বলে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কবে নাগাদ এই অবস্থার অবসান ঘটবে ?

শ্রী সমর চৌধুরী : - স্যার, ঔষধ নেই এই ধরনের অভিযোগ ঠিক নয়। নিয়মিত ঔষধ যাচ্ছে। আর নূতন বাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে ১০ শয্যা থেকে বাড়িয়ে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল করাব পরিকল্পনার কথা আমি আগেই বলেছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীতরণীমোহন সিনহা।

শ্রীতরণীমোহন সিনহা - মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬২।

প্রশ্ন

১। ল্যাম্পস ও প্যাকসের মাধ্যমে রেশন বিলি বন্টনের ব্যাপারে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কিনা,

২। নিয়ে থাকলে ৩০,৬, ৮৫ ইং পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসের উপর রেশন বিলি বন্টনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তার সংখ্যা,

৩ ভবিষ্যতে আরও ল্যাম্পস্-এর মাধ্যমে রেশন বিলি বন্টনের দায়িত্ব অর্পণ করার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

৪। থাকিলে তার সংখ্যা,

৫। ইহা কি সত্য যে কোন কোন স্থানে ল্যাম্পস্ বা প্যাকস্ থাকা সত্ত্বেও উহাদের মাধ্যমে রেশন বিলি ব্যবস্থার দায়িত্ব অপর্ণ না করে ডিলারশিপ দেওয়া হয়েছে।

৬। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৩০,৬,৮৫ ইং পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৪৬টি ল্যাম্পস্ এবং ১৩০টি প্যাকস্‌কে রেশন বিলি বণ্টনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে।

৩। হ্যাঁ।

৪। ৯টি ল্যাম্পস্ এবং ৪২টি প্যাকস্।

৫। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নামে ডিলারশিপ দেওয়া হয়েছে।

৬। ব্যক্তিগত নামে ডিলারশিপ দেওয়ার কারণ নিম্নরূপ :—

ক) যে ক্ষেত্রে ল্যাম্পস্ ও প্যাকসের প্রয়োজনীয় পরিচালন ব্যবস্থা নাই।

খ) কোথাও কোথাও সাপ্লাই এড্‌ভাইসারী কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যক্তিগত নামে ডিলারশিপ দেওয়া হইয়াছে।

গ) কোথাও কোথাও পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে রেশন দোকান চালু আছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, যেসব জায়গায় আগের থেকে ডিলারশিপ আছে সেগুলি রাতারাতি গায়ের জোরে পরিবর্তন করা যায় না। পরিবর্তন করতে গিয়ে দেখা গেছে যে তারা আদালতে মামলা করেন এবং তারা আবার সেই সব ডিলারশিপ ফিরে পান। এছাড়া করা যায় দুর্নীতির অভিযোগ যদি থাকে তাহলে পর সে সব অভিযোগের ভিত্তিতে সেগুলি তাদের হাত থেকে নিয়ে যাওয়া যায়। অনেক সময় এই রকম অনেকগুলি ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ আমরা নিয়েছি এবং দুর্নীতির অভিভোগ-এ প্রাইভেট ডিলার যারা আছেন তাদের অনেকের বিরুদ্ধে আসছে। আমি রেশন গো-ডাউণ পরিদর্শন করার জন্য গিয়েছেলাম আগরতলায়। সেখানে দেখলাম একজন লোকের নামে ২২টা পাওয়ার অব এটর্নি এই সব প্রাইভেট ডিলাররা দিয়ে রেখেছে, যেটা আইনতঃ হয়তো সিদ্ধ কিন্তু এটা মস্ত বড় ভুল বলে আমি মনে করি এবং সে সব ক্ষেত্রে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলি এখন ভিজিলেন্সের তদন্তে রয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে সরকারের যদিও এটা সিদ্ধান্ত যে ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ রেশনসপ চালাবেন। ল্যাম্পসের একটা মূলধন আছে কিন্তু প্যাকসের কোন মূলধন নেই, সেই মূলধনের জন্য দীর্ঘদিন ধরে তারা রেশনসপ নিতে পারেন না, তাই এখন আমরা ঠিক করেছি তাদের মূলধন দেব যাতে এই কাজটা তারা নিজেদের হাতে নেন। মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করবো যেখানে যেখানে ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ আছে সেখানে আমরা সবাই মিলে সহায়তা করে তাদের হাতে রেশন-সপ তুলে দিতে চাই। আগামী এক বছরের মধ্যে যাতে ল্যাম্পস্ এবং প্যাকসের হাতে চলে যায় তার জন্য চেষ্টা করবো।

শ্রী তরণী মোহন সিনহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন কোন ল্যাম্পসের হাত থেকে নেওয়া যায় না, এটা স্বীকার করছি। কিন্তু পূর্ব রাতাছড়া পঞ্চায়েতের মাধ্যমে কাঞ্চনবাড়ী থেকে যে প্যাকস্ আগের যে রেশনসপ ছিল যেটা কো-অপারেটিভ প্যাকসের মাধ্যমে ছিল সেটাকে গত দু বছর আগে ইচ্ছাকৃতভাবে কো-অপারেটিভের হাত থেকে ৩ জন লোকের নামে ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হলো। এই ব্যাপারে রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রার, ফুড এডভাইসরী কমিটি এবং মন্ত্রী মহলের কাছেও জানানো হয়েছে যে কো-অপারেটিভ ভেঙ্গে এই রেশনসপটা ব্যক্তিগত নামে যে দেওয়া হলো সেটা অফিস থেকে ফেরৎ দেওয়া হোক। যেহেতু রেশনসপ কো-অপারেটিভের হাত থেকে অন্য হাতে চলে গেল। কি করে এটা হলো, বার বার দাবী করা সত্বেও কেন দেওয়া হলো না এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কিনা? এবং এখানে ২০০ ভূয়া রেশন কার্ড আছে সেটাও তদন্ত করে দেখাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য যা বলেছেন যদি বুঝে থাকি তাহলে তিনি সে সব রেশনসপের কথা বলেছেন সেগুলি কি পঞ্চায়েতের হাতে ছিল?

শ্রী তরণীমোহন সিনহা :— না, কো-অপারেটিভের হাতে ছিল

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— ল্যাম্পস্ এবং প্যাকস্ যদি পঞ্চায়েতে যায় তাহলে মাননীয় সদস্য যে ঘটনার কথা বললেন সেটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখবো। তবে আমি এটা বলতে চাই ভূয়া রেশন কার্ড এটা এখন চেক-আপ করার সুযোগ এসেছে, কারণ এখন আমরা সমস্ত কার্ড নূতন করছি। সে কাজ হয়তো শুরু হয়ে গেছে ২/১টা জায়গায়। এই সময়েতে মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করবো এবং অন্যান্য গণসংগঠন যেগুলি আছে তাদেরও অনুরোধ করবো, যে সব জায়গাতে ভূয়া কার্ড আছে সেগুলি যেন এই নূতন কার্ড দেওয়ার সময়েতে ভাল করে তদন্ত করেন। আমরা দেখেছি, এই কার্ড অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই ফুড ফর্মে এইবার আমরা কার্ড দিয়েছি, এই জন্য আমাদের কিছু টাকা খরচ হবে, কিন্তু তা হলেও এই রেশন কার্ড যাহাতে স্থায়ী হয় তার জন্য আমরা এটা করেছি। মাননীয় সদস্য যে ২০০ ভূয়া রেশন কার্ডের কথা বলেছেন সেটাও এই নূতন কার্ড পরিবর্তন করার সময় ধরা পড়বে।

শ্রী তরণীমোহন সিনহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পঞ্চায়েত চাইলেই দিয়ে দেওয়া হয়. পঞ্চায়েত চেয়েছে রেশনশপটা কো-অপারেটিভকে দিয়ে দেওয়ার জন্য। এই জাতীয় পঞ্চায়েত গোকুলনগর এবং আরও কয়েকটি এলাকা আছে। চাওয়ার পর অর্ধেকটা ব্যাক্তিগত মালিকানায় এবং অর্ধেকটা কো-অপারেটিভের নামে করা হয়ে থাকে। এইটার কারণটা কি? সম্পূর্ণটা করা যাবে কিনা: মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, মাননীয় সদস্য যদি আমার বক্তব্যটা শুনতেন তাহলে প্রশ্নটা উঠতনা। সেটা হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানায় যদি কোন ডিলারশিপ থাকে তাহলে সেটাকে চট্ করে তুলে দেওয়া যায় না। সেটা কনট্রাকট। সেই কন্ট্রাক্টকে ভায়োলেট করতে হয়। সরকার সেটা ভায়োলেট করলে তার শাস্তি হয়। কিন্তু যদি দেখা যায় কোন এলাকায় রেশন হোল্ডারের দোকান থেকে চাল আনতে অসুবিধা আছে তাহলে সমস্ত কার্ড-গুলি স্পীডি করতে হয়। ১ হাজার কার্ড একজন ডিলারের কাছে আছে, ৩০০ কার্ড রেখে দিয়ে ৭০০ কার্ড ল্যাম্পস এবং প্যাক্সকে দিয়ে দেই সেটা অবৈধ হবে না। কারন আমাদের ভোক্তাদের সুবিধার জন্য ডিলারের হাত থেকে ল্যাম্পস্ এবং প্যাক্সকে দিতে পারি।

শ্রী ভানুলাল সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যখনই কোন দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয় খাদ্য দপ্তরের কর্মচারী সেই ব্যক্তির পক্ষ নেয় এবং প্রশ্রয় দেয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্বেও এই দপ্তরের অসহযোগি-তার ফলে তা প্রমাণ করা যায় না। সেই ক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগ আসলে পরে অন্য দপ্তরের কর্মচারী দিয়ে, বিডিও বা অন্য দপ্তরের অফিসার দিয়ে তদন্ত করার ব্যবস্থা হবে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এইরকম জেনারালাইজড্ বক্তব্য রাখলে তার কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের মধ্যে কোন গাঁও সভার প্রধান বা নির্বাচিত সদস্য কর্মচারী হিসাবে কাজ করতে পারবে, এইরকম কোন আইন আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, করতে পারেনা এইরকম কোন আইন নাই। কারণ তারা ত চাকরী করতে পারছে না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—না, কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত এবং বেতন পায় মানে এইরকম আইন আছে কি না ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, ল্যাম্পস এবং প্যাক্স কোন সরকারী সংগঠন নয়, বেসরকারী সংগঠন। নির্বাচিত প্রধান বা উপ-প্রধান সরকারী বেতন পায়না। তাদের জীবিকার সংস্থান করতে হয়। আইনতঃ কোন নিষেধ নাই। উচিত কিনা সেটা আলাদা প্রশ্ন। আইনতঃ কোন বাধা নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯৮।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৯৮।

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমানে ধর্মনগর মহকুমার পেচারথল মাছমারা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সভ্য সংখ্যা কত,

২। ইহা কি সত্য উক্ত সমবায় সমিতির নামে মাছমারা কো-অপারেটিভ ব্যাংকের নিকট শেয়ার বাবদ টাকা জমা আছে ;

৩। সত্য হইলে উক্ত সমবায় সমিতির এখনও পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রেশনের জন্য (সমবায়) অনুমোদন না পাওয়ার কারন কি ?

উত্তর

১। ধর্মনগর মহকুমার পেচারথল মাছমারা মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি নামে কোন রেজিষ্ট্রিকৃত সমবায় সমিতি নাই। সুতরাং সভ্য সংখ্যার প্রশ্ন আসে না।

২। উক্ত রেজিষ্ট্রিকৃত না হওয়া সমিতির নামে (সাসপেণ্ড একাউন্টে) ত্রিপুরা ষ্টেট কোঃ অপারেটিভ ব্যাংকে লিঃ-এর মাছমারা শাখার টাকা জমা করা হইয়াছে।

৩। উক্ত সমিতির নিজ নামে কোন জলাশয় না থাকায় এবং লিজ দেওয়ার মত সরকারী কোন জলাশয় না থাকায় উক্ত সমিতি রেজিষ্ট্রেশনের জন্য সুপারিশও অনুমোদন পায় নাই।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে মাছমারা পেচারথল মৎস্য সমবায় সমিতি করার জন্য প্রস্তাবিত সমবায় সমিতি তার জন্য মৎস্য বিভাগ থেকে ১০ হেক্টার জলাশয় ছাড়া হয়েছে বিভিন্ন খাস এলাকায়। এইটা তাদের তদন্তের সময় দেওয়া হয়েছে। ১০ একরের মত চাওয়া হয়েছে এবং দেওয়া হয়েছে। ১৮ একরের মত আছে। এবং এইটা যদি জেনে শুনে রেজিষ্ট্রেশন করা না যায় তার জন্য মৎস্য বিভাগ থেকে এখন কাজটা করা হয়েছে। বলা হয়েছে তাদের দখলে নাই, এই বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হবে কিনা এবং ৩ বৎসর যাবৎ মৎস্য সমবায় সমিতি করার জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেই উদ্যোগকে প্রয়োগ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— আপাত দৃষ্টিতে আমার মনে হচ্ছে রেজিষ্ট্রেশন না দেওয়ার কোন কারণ নাই। জলাশয় ছাড়া মৎস্যজীবি মাছের ব্যবসা করতে পারেন। ড্রাই ফিস, সিদল স্টুটকির ইত্যাদি ব্যবসা করতে পারেন। কাজেই এইটা আমরা নিশ্চয়ই দেখব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেজিষ্ট্রেশন পেতে পারে নিশ্চয়ই আমরা সেদিকে নজর দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী লেনপ্রসাদ মালসই।

শ্রী লেনপ্রসাদ মালসই :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৪।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১০৪।

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকাতে সরকারী উদ্যোগে মোট কতটি ডিপ টিউবওয়েল, রিংওয়েল ও কাঁচা কুয়া স্থাপন করা হয়েছে (তাহার পৃথক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত জলাধারগুলির মধ্যে বর্তমানে কতটি সচল আছে (তার আলাদ আলাদা হিসাব) ?

উত্তর

১। সরকারী উদ্যোগে কাঞ্চনপুর ব্লক এলাকাতে গ্রামীণ জল সরবরাহ দপ্তরের মাধ্যমে মোট ৬১১টি রিং ওয়েল, ১২৬টি টেংকি এবং ১২১৪টি কাঁচা কুয়া আছে।

২। বর্তমানে ৬১১টি রিংওয়েলের মধ্যে ৪৮১টি চালু এবং ১৩০টি অকেজো অবস্হায় আছে।

১২৬টি টেংকির মধ্যে ১০২টি চালু ও ২৪টি অকেজো অবস্হায় আছে।

১২১৪টি কাঁচা কুয়ার মধ্যে সব কয়টিই চালু আছে।

শ্রী লেন প্রসাদ মালসই :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কাঞ্চনপুর ব্লকের মধ্যে সাতনালা, দশদা এই সমস্ত এলাকায় ডিপ টিউব-ওয়েল থাকা সত্ত্বেও সেখানে কোন জল জনসাধারণের কাছে পৌঁছায়নি। এইটার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এর যাতে সুব্যবস্হা হয় এবং অতি সত্বর করা হয় তার জন্য ব্যবস্হা নেবেন কি না ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মালসই সাহেব যে প্রশ্নটা করছেন এইটা আমার দপ্তরের করার কথা নয়। সেটা করছে অ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থ্রু পি, ডব্লিউ, ডি, করে থাকে।

শ্রী লেন প্রসাদ মালসই :—যেখানে বর্ত্তমানে মেশিন অকেজো অবস্হায় আছে এইসব রিং ওয়েল, ডিপ টিউব ওয়েল এইগুলি রিপেয়ারিং-এর কাজ এর ব্যাপারে ইহা কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা ব্লকের মাধ্যমে এবং ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেটের মাধ্যমে রিপ্লেইসমেন্ট এবং রিসিংকিং-এর ব্যবস্থা করেছি টিউব ওয়েলের ক্ষেত্রে আর রিং-ওয়েলের ক্ষেত্রে যেটা বলা হয়েছে, সে ক্ষেত্রে যে সমস্ত রিং-ওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে সেগুলির জন্য গভার্ণমেন্ট মেরামতের জন্য কোন অনুদান দেননা কারণ অনেক সময় সেগুলির জল দূষিত হয় বলে। তারজন্য টিউব-ওয়েলের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কোথায় কোথায় কি অবস্থায় আছে দেখে কাজ করার জন্য ডিস্ট্রিক্ট মেজিস্ট্রেট এবং ব্লককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলির উত্তর প্রসভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURE "A" & 'B')

OBITUARY REFERENCES

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল ত্রিপুরার প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত ক্ষিতিশ চন্দ্র দাসের স্মৃতি তর্পন"।

আমি গভীর দুঃখের সহিত জানাচ্ছি যে—ত্রিপুরার প্রাক্তন শ্রম, বন ও পশু পালন দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস গত ২৭শে জুলাই রাত ৮টা নাগাদ কমলপুরে তাঁর নিজ বাস ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বৎসর।

প্রয়াত ক্ষিতিশ চন্দ্র দাস ছিলেন আজীবন সমাজসেবী। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু আগমন ও তাদের সেবার মধ্য দিয়েই তিনি রাজনৈতিক মঞ্চে পদার্পণ করেন। তিনি দু'বার কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বিধানসভায় নির্বাচিত হন এবং শেষের বার পূর্ণমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীকালে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং বাম ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি সি, পি, আই (এম) দলের তফসিলী জাতির গণতান্ত্রিক সংগঠন, "ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্যজীবি ইউনিয়নের,' রাজ্য কমিটির নির্বাচিত সহ-সভাপতি ছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বাম ও গণ-তান্ত্রিক সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর শোক ও মর্মবেদনা প্রকাশ করছে এবং প্রয়াত দাসের শোকার্ত পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি। (২ মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হয়)

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল—"আকালি দলের নেতা প্রয়াত সন্ত হরচাঁদ সিং লাঙ্গোয়ালের স্মৃতি তর্পণ। "

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে—ভারতের সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক আকালি দলের প্রধান সন্ত হরচাঁদ সিং লাঙ্গোয়াল গত ২০শে আগস্ট, ১৯৮৫ইং পাঞ্জাবের শেরপুর গুরুদ্বারে আততায়ীর গুলিতে আহত হন এবং রাত্রি ৯টা ২ মিনিটে সাঙ্গরুর সিভিল হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। গত ২৪শে জুলাই প্রধানমন্ত্রীর সহিত পাঞ্জাব সমঝোতা নিয়ে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার এক মাসের মধ্যেই তিনি নিহত হলেন।

১৯৩২ সালে ২রা জানুয়ারী পাঞ্জাবের সাঙ্গরুর জেলায় গাদাড়িয়ানি গ্রামে এক দরিদ্র

কৃষক পরিবারে লাঙ্গোয়ালের জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই গুরুদ্বারের পবিত্র আবহাওয়া তাঁকে পুরোপুরি আকর্ষণ করে নেয়। ষোল বছর বয়সে তিনি আকালি দলে যোগ দেন। পাঞ্জাবের ভাষাগত রাজ্য গঠনের আন্দোলনে সন্ত ফতে সিং-এর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিনি ছিলেন পুরোভাগে। অকৃতদার এই বত্রিশ বছর বয়সেই আকালি দলের ভেতরে এক অন্যতম শক্তি হয়ে উঠেন। ১৯৭৫-এ "জরুরী মোর্চা-র" নায়ক হিসাবে তিনি আকালি নেতৃত্বে শীর্ষে আসেন। ১৯৮১-র ২৬শে জুলাই বিশ্ব শিখ কনভেনশান থেকে তাঁকে "মোর্চা" চালানোর একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তারপর পাঞ্জাব আন্দোলনে দ্রুত পালা বদল ঘটলো। ১৯৮৪-র ৬ই জুন অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে অপারেশন ব্লুস্টার অভিযানের সময় তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন। ১৯৮৫-র জুলাই প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঐতিহাসিক পাঞ্জাব চুক্তি প্রনয়ণ ও সম্পাদন করে অশান্ত পাঞ্জাবে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপনে ব্রতী হন। ধর্মজ্ঞান তাঁকে যেমন দিয়েছিল সহনশীলতা, তেমনি রাজনীতিকের কুশলতাও। তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য যে কোনও রকম ত্যাগ স্বীকার করা যায়। তাই একদিকে সন্ত্রাসবাদীদের খালিস্তান স্থাপনের আন্দোলন ও অন্যদিকে হীন সাম্প্রদায়িকতা উগ্রজাতীয়তাবোধ যখন সমগ্র ভারতবর্ষকে আন্দোলিত করছিল ঠিক তখনই তিনি যুক্তিবাদী মন নিয়ে দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় সাড়া দিয়ে সমগ্র দেশে স্বস্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়েছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর শোক ও মর্মবেদনা প্রকাশ করছে ও তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত আকালি নেতার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(২ মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করা হয়)

শ্রী সুধীর মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে। আজকে আমরা এখানে শোক প্রস্তাব নিলাম প্রয়াত নেতা ক্ষিতিশ চন্দ্র দাসের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও প্রয়াত নেতা সন্ত হরচান্দ সিং লাঙ্গোয়ালের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, কিন্তু আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম যে আরেকজন রাষ্ট্রীয় নেতা, সংসদ সদস্য ও শ্রমিক নেতা প্রয়াত ললিত মাকেনের নাম অবিচুয়েরিতে নেই।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এটা ঠিক যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে আজকে অনেক লোক, অনেক নেতা, এম, পি, মন্ত্রী, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অনেক কর্মী নিহত হচ্ছেন। আমরা তাদের সবারই জন্য এই হাউস থেকে শোক, তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা এবং ক্ষোভ জানাতে পারি। কিন্তু যেহেতু আমাদের হাউসের সময় সীমাবদ্ধ সেহেতু তাদের সকলের প্রতি শোক প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী

দুস্কৃতকারীদের হাতে যে সকল পুলিশ কর্মী, প্রশাসনিক দপ্তরের কর্মী, বা কোন দলের নেতা বা কর্মী বা সাধারণ লোক নিহত হচ্ছেন তাদের সকলের প্রতি আমাদের সমবেদনা রয়েছে এবং থাকবে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার : মিঃ স্পীকার স্যার, প্রয়াত ললিল মাকেন একজন শ্রমিক নেতা এবং সংসদ সদস্য। এই প্রয়াত শ্রমিক নেতার প্রতি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায়ও শোক প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। অথচ এই ত্রিপুরা বিধানসভায় এই প্রয়াত নেতার প্রতি শোক প্রস্তাব নেবার জন্য কোন সময় হচ্ছেনা এটা মানতে পারছি না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :—মিঃ স্পীকার স্যার, ললিত মাকেন একজন শ্রমিক নেতা। তারপ্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য আমাদের এই হাউসে শোকপ্রস্তাব অবশ্যই নেওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এখানে মাননীয় প্রয়াত নেতা ললিত মাকেনের মৃত্যুতে শোকপ্রস্তাব আনা উচিত ছিল। তবে আমি হাউসের পক্ষ থেকে প্রয়াত ললিত মাকেনের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা : মি: স্পীকার স্যার, সন্ত লাঙ্গোয়াল যেভাবে দুস্কৃতকারীদের হাতে নিহত হয়েছেন, ঠিক সেভাবে ললিত মাকেনও দুস্কৃতকারীদের হাতে নিহত হয়েছেন। সুতরাং সন্ত লাঙ্গোয়ালের প্রতি যদি আমরা শোক প্রস্তাব নিতে পারি তবে ললিত মাকে-নের জন্য কেন নেওয়া হবে না?

মিঃ স্পীকার : আমি তো প্রয়াত ললিত মাকেনের মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন করেছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা : মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা আগামী দিন ললিত মাকেনের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব নেব সে আশ্বাস দিন। কারন সন্ত লাঙ্গোয়ালের মৃত্যুতে যদি শোক প্রকাশ করে সময় নষ্ট করতে পারি, তবে ললিত মাকেনের মৃত্যুতে সে সময় দিতে পারব না কেন?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য বলছেন যে, আমরা সন্ত লাঙ্গোয়া-লের প্রতি শোক প্রস্তাব এনে সময় নষ্ট করেছি এটা সন্ত লাঙ্গোয়ালের প্রতি অবমাননা করা হয়েছে। আমি হাউসের পক্ষ থেকে এই বিবৃতির প্রতিবাদ করছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা : মি: স্পীকার স্যার, আমি সন্ত লাঙ্গোয়ালের প্রতি অবমাননা-সূচক কোন মন্তব্য করিনি।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :—মি: স্পীকার স্যার, তাহলে এখনই প্রয়াত নেতা ললিত মাকেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আমরা দু মিনিট নিরবতা পালন করতে পারি।

মিঃ স্পীকার : ঠিক আছে। (সকল সদস্য দাঁড়িয়ে দু'মিনিট নিরবতা পালন করেন।)

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার : আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহাশয়ের নিকট হইতে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পাইয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হইলো :
"গত ১২ই জুলাই আনুমানিক সন্ধ্যা ৭-৩০ মিঃ সময়ে বুরবুড়িয়া গ্রামে বিপিন্দ্র জমাতিয়ার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্য নিশ্চয় উপস্থিত আছেন (শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন।)

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই বিষয়ের উপর আগামী ৩০-৯'৮৫ইং বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ ইং তারিখে এই বিষয়টির উপর একটি বিবৃতি দিবেন।

মিঃ স্পীকার : আমি আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীকালী কুমার দেববর্ম্মা মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো:—
"গত ৭ই আগস্ট, শুক্রবার, ভোর ৪,৩০ মিঃ স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে সদস্য কমঃ হরিমোহন দেববর্ম্মার বাড়ীতে টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদের আক্রমনের ফলে ৫ জন নিহত এবং ২ জন আহত হওয়া সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্য শ্রীকালী কুমার দেববর্ম্মা নিশ্চয় হাউসে উপস্থিত আছেন। (শ্রীকালি কুমার দেববর্মা উঠে দাঁড়ান।)

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকালি কুমার দেববর্মা মহাশয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তবে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিসয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এ বিষয়ের উপর আগামী ২৭, ৯, ৮৫ ইং তারিখে বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৭, ৯, ৮৫ তারিখে বিবৃতি দিতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার : আমি আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় এর নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

“গত ৪ঠা জুন, ১৯৮৫ইং কমলপুর মহকুমার আমবাসা থানাধিন রাইপাশা গ্রামে উপজাতি যুব সমিতির টি, এন, ভি, উগ্রপন্থীদের দ্বারা সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং ৫ই জুন, ১৯৮৫ইং তারিখে উক্ত এলাকায় ডলুবাড়ী পাশে আসাম-আগরতলা রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে যাত্রীদের হত্যা ও মারধোর করা সম্পর্কে ।”

মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস নিশ্চয় উপস্থিত আছেন (শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস উঠে দাঁড়ান।) আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহাশয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তবে তিনি আমায় একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩০, ৯, ৮৫ইং তারিখে একটি বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর. এই বিষয়ের উপর একটি বিবৃতি দিবেন।

২/৫/৮৫ইং
১২-২০ মিঃ

বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট উত্থাপন ও গ্রহণ

মিঃ স্পীকার— সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো. “বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা ”।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় স্পীকার স্যার, রেফারেন্স পিরিয়ডে. আমাদের দুইটা নোটিশ ছিল। আমি তো সময় মতই দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য, আপনার নোটিশ ১০টার পরে পাওয়া গেছে। কাজেই আজকে এটা দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া — স্যার ১০টার পরে অনেকেই দিয়েছেন। সেগুলি তো এলাও করেছেন ।

মিঃ স্পীকার— আমি আপনার নোটিশ দেখিনি। এ সম্বন্ধে পরে দেখব।
বর্তমান অধিবেশনের ২৫শে সেপ্টেম্বর, বুধবার, ১৯৮৫ ইং হইতে ৩রা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

১৯৮৫ ইং পর্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস অ্যাডভাইসার কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের, ২৫শে সেপ্টেম্বর, বুধবার, ১৯৮৫ ইং হইতে ৩রা অক্টোবর, ১৯৮৫ ইং পর্যন্ত বিভিন্ন কার্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘন্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় :— এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহাশয় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, "বিজনেস অ্যাডভাইসার কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"।

অধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি।

মোশানটি হলো— "বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"।

(মোশানটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়) অতএব, রিপোর্টটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

ASSENT TO BILLS

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে নিম্নলিখিত দুটি বিলের প্রথমটিতে মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় এবং দ্বিতীয়টিতে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁদের সম্মতি দিয়েছেন। বিল দুটোর নামের পার্শ্বেই আমি মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহোদয় এবং মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয়ের সম্মতির তারিখ জানাচ্ছি।

ক্রমিক নং	বিলের নাম	সম্মতির তারিখ
1.	"THE TRIPURA STATE RIFLES (AMENDMENT) BILL, 1984 (Tripura Bill No. 8 of 1984)"	22-5-1985 PRESIDENT
2.	"THE TRIPURA PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS TAXATION (AMENDMENT) BILL, 1985 (Tripura Bill No. 8 of 1985)."	30-5-1985 GOVERNOR

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

অধ্যক্ষ মহাশয় :–সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল " Laying of a copy of—

i) the report of the Comptroller and Auditor General of India relating to the Accounts of the State of Tripura for the year 1982-83.

ii) the Appropriation Accounts for the year 1982-83.

iii) the Finance Accounts for the year 1982-83 as required under clause 2) of Article 151 of the Constitution of India.

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আমি এখন মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি উপরোক্ত রিপোর্ট অ্যাণ্ড একাউন্টস এর প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (অর্থমন্ত্রী)—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to lay before the House a copy of (i) the report of the Comptroller and Auditor General of India relating to the Accounts of the State of Tripura for the year 1982-83.

ii) the Appropriation Accounts for the year 1982-83.

iii) the Finance Accounts for the year 1982-83 as required under clause (2) of Article 151 of the Constitution of India."

Mr. Speaker—The next Business of the House is "Laying of a copy of the Certified Accounts and Audit Reports in respect of the Tripura Road Transport Corporation for the year 1979-80, as required under sub-section (4) of Section 33 of the Road Transport Corporation Act, 1950."

আমি এখন মাননীয় পরিবহন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করাই উপরোক্ত সার্টিফাইড অ্যাকাউন্টস অ্যাণ্ড অডিট রিপোর্টস এর প্রতিলিপি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, I beg to lay before the House a copy of "the Certified Accounts and Audit Reports in respect of the Tripura Road Transport Corporation for the year 1979-80, as required under Sub-Section (4) of Section 33 of the Road Transport Corporation Act, 1950."

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, আজকের সভাতে যে 'রিপোর্ট অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস' এবং সার্টিফাইড একাউন্টস অ্যাণ্ড ' অডিট রিপোর্টস ইত্যাদি পেশ করা হয়েছে, সেগুলোর প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস" থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার—মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি এই সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে বিগত ১৮ই সেপ্টেম্বর চন্দ্রপুরে পুলিশের গুলি চালানোর ফলে জনৈক ছাত্র নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে এবং বহু আহত হয়েছে। যার ফলে প্রায় ৫৮ ঘন্টা এ রাস্তার যানবাহন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এটা অত্যন্ত ইমপোর্টেন্ট এবং আমি মনে করি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সম্পর্কে এক্ষুনি একটা বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এই ব্যাপারে আপনি একটি নোটিশ দিয়ে তো জানতে পারতেন। নোটিশ ছাড়া হবে না।

শ্রী জহর লাল সাহা - নোটিশের দরকার নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, হাউসকে বলছি যে এই সম্পর্কে আমি বিবৃতি দেব। তবে এক্ষুনি সম্ভব নয়। আমাদের তৈরী হয়ে আসতে হবে। আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এই সম্পর্কে একটা বিবৃতি দেব।

গভর্ণমেন্ট রিজলিউশন

মিঃ স্পীকার—এবার গভর্ণমেন্ট রিজলিউশান। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন আসাম চুক্তির উপর তাঁর রিজলিউশনটি মুভ করেন।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার- স্যার, আমার একটি বক্তব্য আছে। আমার এই সভায় দুটি প্রস্তাব দেখছি একই বিষয়ের উপর। একটি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন এবং আর একটি মাননীয় সদস্য নকুল দাস এনেছেন। একই বিষয়ের উপর দু'জন সদস্য রিজলিউশান আনতে পারেন কিনা?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, যেইনা এ গভর্ণমেন্ট রিজলিউশান আসবে সেই মুহূর্তে একই বিষয়ের উপর অন্য রিজলিউশান আর কোন সদস্যের থাকতে পারে না, বাতিল হয়ে যাবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আসাম চুক্তির উপর একটা প্রস্তাব এই বিধানসভার সামনে আমি রাখছি। "ত্রিপুরা বিধানসভা লক্ষ্য করছেন যে—সারা আসাম ছাত্র ইউনিয়ন এবং গণসংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হবার ফলে গত পাঁচ বছর ধরে পরিচালিত জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর—আসামের/ 'বিদেশী বিতাড়ন' আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা ইহাও লক্ষ্য করেছেন যে, এই চুক্তি সাক্ষরিত হবার সংগে সংগে আসামে রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভা আসনে নির্বাচনের জন্যে প্রস্তুতি সুরু হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই আসাম চুক্তিতে এমন কয়েকটি সংবিধান বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী ও আন্তর্জাতিক

চুক্তি বিরোধী ধারা অন্তর্ভুক্ত করেছেন যাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ইহাতে দাঙ্গাবাজ বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করা হয়েছে, আসামের সংখ্যালঘু জনগণের পক্ষে আতঙ্কের কারণ হয়েছে। প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জীবিত থাকতে বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে, আসামে তথা অন্যান্য রাজ্যে ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বছর বলে স্বীকার করা হবে।

কিন্তু বর্তমান চুক্তিতে সেই প্রতিশ্রুতি অগ্রাহ্য করে ১৯৬৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরে হাজার হাজার সংখ্যালঘু অংশের প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককে নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইহা শুধু আসাম নয়, ভারতের ঐক্য ও জাতীয় সংহতির পক্ষেও বিপদজনক। ইহার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন, যার ফলে এই অঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যেও বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভেদকামী শক্তি-সমূহ তাদের গণতন্ত্র বিরোধী কার্য্যকলাপ চালিয়ে যাবার সুযোগ পাবে' সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শক্তিসমূহও দেশের অভ্যান্তরে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির সুযোগ পাবে। ত্রিপুরা বিধানসভা দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন যে, এই আসাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা সমেত এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই বিভেদপন্থীরা পুনঃরায় বিদেশী বিতাড়নের দাবী তুলছেন, আসাম চুক্তিকে এই সকল রাজ্যে সম্প্রসারিত করার দাবী তুলছেন। এই সভা এই দাবীকে ভারতের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপদজনক বলে মনে করেন।

এই সভা আশা করছেন যে, গত কয়েক বছর ধরে আসামে, তথা দেশের অন্যান্য অংশে যা ঘটছে তা থেকে আসামের জনগণ শিক্ষা গ্রহণ করবেন। তারা আসামে এমন কিছু ঘটতে দেবেন না যা আসামের শক্তি ও ঐক্যকে বিপন্ন করবে, সংখ্যালঘুদের সংবিধান সমেত ও গণতন্ত্রসমেত কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।

এই বিধানসভা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করেন যে, সমান অধিকার ও ন্যায়-বিচারের ভিত্তিতে আসামের সকল অংশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা হবে, শান্তিপূর্ণ ও বৈধ নির্বাচনে সংখ্যালঘুসমেত সব অংশের ভারতীয় নাগরিকদের নির্বাচনে অবাধে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে এবং এই নির্বাচনের মাধ্যমে আসাম তথা সমগ্র ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে আরো বলিষ্ঠ করা হবে।"

মাননীয় স্পীকার, স্যার, স্বাধীনতার ৩৭ বছর পার হয়ে ৩৮ বছরে এসে পড়েছে, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, এক একটা সমস্যা আজকে ভারতের জীবনকে জর্জরিত করছে। আমাদের স্বাধীনতা লাভের পর দুই জাতি তত্ত্বে দেশ বিভাগের কুফলের যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, আজও দেখছি সেই সমস্যা জীবিত রয়েছে। আমরা পাঞ্জাব সমস্যা পেয়েছি; এটা বড়ই সৌভাগ্যের যে দেরী হলেও সেই পাঞ্জাব একর্ড, পাঞ্জাবে শান্তি এনেছে। আমরা আশা করেছিলাম যে পাঞ্জাবের পর আসাম একর্ডও এই অঞ্চলে একটা শান্তির বাতাবরণ নিয়ে

আসতে। কিন্তু ১৪ই আগস্টের শেষ রাত্রিতে কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্ত, কেন্দ্রীয় সরকার ও আসাম থেকে বিদেশী তাড়ানোর আন্দোলনের সংগঠনের সঙ্গে যে চুক্তি করলেন, তা বিদেশী সমস্যার সমাধান না করে আসাম সমস্যাকে আরও জটিলতর করে তুলতে সাহায্য করবে। আমরা আরও দেখছি যে এই নতুন সমস্যা, যেটা আসাম একর্ডের ফলে সৃষ্টি হয়েছে, সেই সমস্যা শুধু পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেই নয়, সারা ভারতেই তার কিছুটা প্রভাব পড়বে। আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করছি যে সমস্যার সমাধান না হয়ে তা আমাদের জীবনের উপর আর একটা আঘাত করার চেষ্টা করছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এর মূলে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ রয়েছে, সেই দিকেই আমি এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পাবার পর আমরা লক্ষ্য করছি যে, যে পথ এখানকার শাসক গোষ্ঠি গ্রহন করেছেন, সেটা হচ্ছে শোষণের পথ, সীমাহীন শোষণের পথ। অসম বিকাশ হল, এখানকার এ্যাবসলুয়েট ল, যার মধ্য দিয়ে কাজ করছে। সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলের যে টাকা, এখান থেকে তারা নিয়ে গেছে, তেল, চা এবং পাট ইত্যাদি বিক্রি করে, তার একটা ক্ষুদ্রতম অংশও এই অঞ্চলে আর ফিরে আসেনি। আমরা লক্ষ্য করেছি, সমগ্র ভারতে সামন্ততে ঝাঁকিয়ে বসেছে। ধর্মের সঙ্গে ধর্মের সংঘর্ষ জাতির সঙ্গে জাতির সংঘর্ষ এবং আরও বিভিন্ন রকমের গোষ্ঠিগত সংঘর্ষ লাগিয়ে রাখা হয়েছে, সিডিউল্ড কাষ্ট এবং কাষ্টের মধ্যেও সংঘর্ষ চলছে, গুজরাটে এটা শুরু হয়ে গেছে, অন্যান্য রাজ্যেও এটা ছড়িয়ে পড়তে পারে। কাজেই এই পরিস্থিতির মধ্যে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ যেটা বাইরে তারা চালাচ্ছে, সেটা আমাদের এখানেও ঘটিয়ে দিতে পারে, অন্তত: যতদিন শোষনের ব্যবস্থা থাকবে। রেডিক্যাল ব্যবস্থা না হলে এইসব সমস্যার সমাধান আশা করা বৃথা। সেই পাঞ্জাব সমস্যাই হউক, আর কাশ্মীরের সমস্যাই হউক, গুজরাটের সমস্যাই হউক অথবা এখানকার সমস্যাই হউক। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি যে, ভারতের মধ্যে কাশ্মীরে একটা আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের একটা ষড়যন্ত্র চলছে পাঞ্জাবে খালিস্থানী রাষ্ট্র গঠনের একটা ষড়যন্ত্র চলছে, আর এজন্য আমেরিকার মত দেশে বসেই, সেই সশস্ত্র উগ্রপন্থিদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, যাতে করে ভারতকে টুকরো টুকরো করে ফেলা যায়। সম্প্রতি ভারতের মধ্যে হিন্দু মহাসভা রামের নামে, একটা হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখছে। তেমনি এই অঞ্চলে ব্রাচীন নামে আর একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার দাবী দানা বাঁধছে। এই সবই ভারতকে টুকরো টুকরো করে ফেলবার বিচ্ছিন্নতাবাদী অশুভ শক্তির হাতে আমরা বিভ্রান্ত হচ্ছি। তাই সম্প্রতি এই আসু এবং গণসংগ্রাম পরিষদ যারা এই ৫ বছরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ নেলীর হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল, যেখানে হাজার হাজার মুসলমানকে খুন করা হয়েছে, আজও আসামে এই ধরনের আক্রমন হচ্ছে, আসামে যারা সংখ্যালঘু আগেই একবার জীবন দিয়েছে, তাদের এখনও আক্রমণ করা হচ্ছে। এই মাত্র কয়েকদিন আগের কথা, কলকাতায় আমাদের ত্রিপুরা ভবনের পাশেই আসামের মুখ্য মন্ত্রী শ্রী সাইকিয়ার এক আত্মীয়ই থাকেন, সাইকিয়া

বিবাহ উপলক্ষে সেই বাড়ীতে নিমন্ত্রন রক্ষা করতে গিয়েছিলেন, ১৫ই আগস্টের পর তার বাড়ী আক্রান্ত হয়েছিল, কারন কি, না তিনি সাইকিয়ার আত্মীয়। কাজেই এই ঘটনাও আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে এটা শুধু যারা সংখ্যা লঘু তারাই আক্রান্ত হচ্ছে, আর যারা সংখ্যাগুরু তারা দাঙ্গা লাগাবার চেষ্টা করছে, তা নয়।

আর যারা দাংগা করেছে তারাই আজকে শক্তিশালী হয়েছে। আজকে এই কথা কি আমাদের বুঝতে কষ্ট হবে? আমি সেদিন গৌহাটি গিয়েছিলাম, সেখানে আমাকে আমার বন্ধুরা এসে বলেছে সাময়িকভাবে হলেও সেখানে দাংগাবাজদের হাত শক্তিশালী হচ্ছে আর যারা এই সব দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল তাদের কাজ আজকে কঠিন হয়েছে। এই যে আসাম একর্ড এতে যারা দাংগাবাজদের বিরুদ্ধে লড়েছিল তাদের কাজ কঠিন করে দিয়েছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে আসামে ইলেকশান হতে চলেছে, সেখানে সেখানে ভোটার লিস্ট তৈরী করা হচ্ছে। সেখানে সুপ্রীম কোর্ট থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, সর্বশ্রেয় যে ইলেকটোরেল সেটাকে মানতে হবে, সেটাকে মেনেই নূতন লিস্ট তৈরী করতে হবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেই সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অমান্য করা হচ্ছে। আজকে মাননীয় আইন মন্ত্রী তিনি বলছেন যে, এটা কি কথা ১০ বছর-এর জন্য ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে, এতো সামান্য জিনিষ। আমিতো বিলাতে দেখেছি, আমেরিকায় দেখেছি কোন কিছুর দরকার লাগে না শুধু একটা গ্রীণকার্ড থাকলেই চলে, একটা সবুজ কার্ড থাকলেই চলে। তুমি যেখানে খুশী সেখানেই যেতে পারবে, তুমি চাকরী করতে পারবে, তুমি ব্যবসা করতে পারবে সবকিছু করতে পারলে, শুধু ভোটটা দিতে পারবে না। এটা এমন কি একটা অধিকার যার জন্য আপনারা এত চিৎকার করছেন? শুধু তাই নয় এমন কি তাদের ছেলে মেয়েরাও সেই অধিকার থাকবে কি না তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। ভারবর্ষের সংবিধানে কি চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে যে তুমি ভারতবর্ষের নাগরিক হলে তুমি ভারতবর্ষের যেকোন জায়গায় থাকতে পারবে, যে কোন জায়গায় যেতে পারবে, চাকরী করতে পারবে, ব্যবসা করতে পারবে। আজকে আমার প্রসাশনে যারা বড় বড় অফিসার, তাদের অধিকাংশই বাইরের রাজ্য থেকে এসেছে, কই তাদের ক্ষেত্রেতো বিদেশী বিতাড়নের প্রশ্ন উঠেছে না? আজকে আমার সরকার থেকে তো এই কথা বলা হচ্ছে না। None Need apply who are not citizen of this State. অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে এই আওয়াজ তোলা হচ্ছে, অন্যান্য রাজ্যের ছেলেরা আওয়াজ তুলছে যে বিদেশীরা আমাদের রাজ্যে ঢুকতে পারবে না। এ'শিব সেনারা মহারাষ্ট্রে আওয়াজ তুলছে যে অন্যান্য রাজ্যের লোকদের আমাদের রাজ্যে কোন সংস্থান নাই, সেখানে ট্রাইবেলদেরও আমাদের এখানে কোন সংস্থান নাই। অথচ ভারতবর্ষের সংবিধানে আছে ভারতীয় নাগরিক হলেই সে যেকোন জায়গায় থাকতে পারবে, চাকরী করতে পারবে, ব্যবসা করতে পারবো। এই যদি না হত তাহলে গত ৩৭ বছরে ভারতবর্ষ টুকরো

টুকরো হয়ে যেত। এটা যে হয়নি এটা আমাদের গৌরবের। আসামের সংখ্যালঘুদের বঞ্চিত করে সেখানে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করা হচ্ছে। আমি যখন গৌহাটি গিয়েছিলাম সেখানে আমাকে বলা হয়েছে সে আসু এবং গণ সংগ্রাম পরিগদের ছেলেরা সব জায়গায় ক্যাম্প করে ঘুরে ঘুরে লিস্ট করেছে। এবং সেই সব লিস্ট তারা অফিসারদের দিচেছ। অফিসাররা সেই সব লিস্টকে ভয়ে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে। তারা বলছে যে আমরা যদি এইগুলি না মেনে কাজ করি তাহলে আমাদের গর্দান যাবে। কাজেই যে ভাবে আসু এবং গণ সংগ্রাম পরিষদের ছেলেরা দিচেছ সেই ভাবেই আমাদের কাজ করতে হচেছ। কত হাজার লোক যে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে আজ আজ পর্য্যন্ত আমরা সেই কথা বলতে পারব না। এবং তাদের মধ্যে সবাই আছেন শুধু বাঙালী নয়, নেপালী আছে বিহারী আছে—ট্রাইবেলসও আছে তাদের মধ্যে বিশেষ করে আক্রমণ হচেছ সংখ্যালঘুদের উপর, কারণ তাদের সহজেই চেনা যায়। তারা লুংগি পরে দাড়ি রাখেন। তাদের আচার আচরণ আলাদা। কাজেই তাদের চিহ্নিত করাটা কঠিন নয়। কিছু দিন আগে যেমন শিখদের দেখলেই উগ্রপন্থী বলা, অবশ্য তাদের খালিস্তানীও বলা হত। ঠিক তেমনি করে চট করে বলে দেওয়া যায় এরা হচেছ মুসলমান। মুসলমানদের বলা হচেছ যে তারা পাকিস্তানী। যদিও আসাম সরকার এটা এটা এখনও প্রমান করতে পারেননি কোন পাকিস্তানী আসামে বাস করছে। স্যার, আমরা তাদের বলেছি যে আপনারা কোথাও যাবেন না— এরা যাবে কোথায়? বংগোপসাগরে? পশ্চিমবংগেই ২২ হাজার উদ্বাসন্তু রয়েছে তারাই ফিরে যেতে পারছে না। আর আমাদের এখানেতো সেচ্যুরেশান পয়েন্টে এসে গিয়েছে। কেন্দ্র আসু—গন সংগ্রাম পরিসদের সংগে একর্ড করেছে তার দায় রাজ্য সরকার নেবে কেন? তার জন্য সব দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। আমি আমাদের প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি তারা যেন সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, আমরা আর কোন দায়িত্ব নিতে পারব না। মাননীয় স্পীকার স্যার, সব চেয়ে ভয়ের কারণ হচ্ছে—আমি একদিনের জন্য শিলং গিয়েছিলাম। সেখানে আমার বন্ধুরা জানিয়েছে আসাম একর্ডের ফলে মেঘালয়ে উদ্যোগ নিয়েছে সেটা যাতে মেঘালয়েও একসটেণ্ড হয়। সেটা যাতে সেখানেও সম্প্রসারিত হয় তাদের রাজ্যে '৬৬ সালকে ভিত্তি করে তার পর যারা এসেছে তারা সেখানে থাকতে পারবে না। স্যার, এটা শুধু ক'টি ছেলেদের পাগলামি নয়। সেই সব পাগল ছেলেদের মা বাবা এবং কিছু রাজনৈতিক দলেরও সমর্থন এতে রয়েছে।

এটা কয়েকটি পাগল ট্রাইবেল ছেলেদের দাবী নয়। এটা তাদের বাবা মায়ের দাবী, সেখানকার দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের নেতাদের, শাসক দলের নেতাদের দাবী। এটা অত্যন্ত আতংকজনক। এর ফলে সেখান থেকে ইংরাজীতে যাতে ফল আউট অর্থাৎ আগুনের টুকরো অন্যান্য অঞ্চলে পড়বে না এমন মনে করার কারণ নেই। এই দেশের

সমস্ত রাজ্যেই কিছু কিছু ট্রাইবেল রাজ্যে নন-ট্রাইবেল আছে, অথবা অন্যান্য অংশের লোক যেমন, নেপালী অরুণাচলের মধ্যে এসে অনেকে আশ্রয় নিয়েছেন। আমি শুনেছি, আমি যাওয়ার একদিন আগে যেসব নেপালী মেঘালয়ে এসেছিলেন তাদের ট্রাক বোঝাই করে আসামে পাঠানো হয়েছে তাদের ভাগ্যে পরবর্তী সময়ে কি হয়েছে তা আমি জানতে পারি নি। ত্রিপুরা ট্রাইবেল স্টুডেন্টস্ ফেডারেশন (টি, টি, এস, এফ) এর জন্মলগ্ন থেকেই যে সমস্ত প্রস্তাব রেখেছে তার মধ্যে আছে, বিদেশী বিতারণ এবং আসামের পথ তাদের পথ। আসামের পথ। আজকে তো আসামের পথ প্রধানমন্ত্রী ঠিক করে দিয়েছেন। কাজেই তারা সেই পথে চলবেন না কেন? সেই পথে তারা বিবৃতি দেবেন না কেন? সেই পথে মানুষকে উস্কানি দেবেন না কেন? মাননীয় সদস্যারা জানেন, টি. এন-ভি একই পথ নিয়েছেন। তাঁদের দাবী স্বাধীন ত্রিপুরা, বিদেশী সরকারকে এখান থেকে হঠতে হবে। সেই আন্দোলন আজকে টি. ইউ. জে. এস. কে বহন করতে হচ্ছে। তারা আজকে সমস্ত জায়গায় জায়গায় মিটিং করছেন, সারা ত্রিপুরাকে উপদ্রুত। এলাকা বলে ঘোষণা করতে হবে। এটা একটা থেকে আর একটা আলাদা নয়। টি. এন. ভি' টি. টি. এস, এফ, কিংবা টি, ইউ-জে-এস, একটা থেকে আর একটা আলাদা নয়। সমস্ত আন্দোলনটাই হচ্ছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। বাইরে থেকে যারা এসেছে তারা যদি নাগরিকও হয়ে থাকেন, তাহলেও এখানে তাদের জায়গা হবে না। সমস্ত আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে, এখান থেকে তাদের বিতাড়ণ করা। তার জন্য তার জন্যই ৮০ সালের দাঙ্গা, তার জন্যই ব্যক্তিগত খুন-সন্ত্রাস। মাননীয় স্পীকার স্যার, টি. ইউ. জে. এস'এর কোন কোন নেতা বিবৃতিতে বলেছেন, এই কথা টি. টি. এস. এফ. এর। টি. ইউ. জে, এস, এই কথা বলে না যে "আমরা বিদেশী বিতাড়ন চাই না। আমরা আসাম চুক্তি এখানে আনতে চাই না। আমি মাননীয় সদস্য টি-ইউ. জে. এস, এর, যারা এই বিধানসভার মধ্যে আছেন আমি খুব বিনয়ের সঙ্গে তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, টি. টি, এস. এফ, এর নেতারা যখন ইলেকশনে দাঁড়াতে পারেন, তখন তাঁরা টি-ইউ-জে-এস। আর যখন অসুবিধা হয়, যখন দিল্লীতে গিয়ে তাঁদের কৈফিয়ৎ দিতে হয়, টাকা আনতে গিয়ে কৈফিয়ৎ দিতে হয় তখন টি ইউ জে এস আলাদা টি টি এফ আলাদা। এটার কোন মারালেটি নেই। কোন নৈতিক বিচারের ভিত্তিতে একথা কেহ বলতে পারেন না যে, টি. টি. এস. এফ-এর সঙ্গে টি ইউ জে এস এর কোন সম্পর্ক নেই। টি টি এস এফ এর সম্মেলনে টি, ইউ জে এস এর নেতারা দুর্গা চৌধুরী পাড়াতে দিনের পর দিন বক্তৃতা করেছেন, তাদের সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রস্তাবকে সমর্থ করেছেন, হয়ত বা তৈরী করতেও সাহায্য করেছেন, তখন তারা প্রকাশ্য বিবৃতিতে কি করে বলতে পারেন, তারা আমাদের কেহ নয়, আমাদের গর্ভজাত সন্তান নয়। এটা কাকে বুঝতে চাইছেন? ত্রিপুরার মানুষ এই কথা বিশ্বাস করবে না। এই সমস্ত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমস্ত আন্দোলনের জন্মদাতা হচ্ছে, টি-

ইউ-জে-এস এর জন্য আমাদের এখানে সতর্কতা অবলম্ভন করা প্রয়োজন আছে। আমি জানি, এর পেঁছনে সাম্রাজ্যবাদের হাত আছে। এটা আমার বক্তব্যই শুধু নয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সম্প্রতি পাঞ্জাবে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলোম। সেখানে আমি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বক্তৃতা খুব ধৈর্য সহকারে খুব মনোযোগ দিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি, রেডিওতে শুনেছি, পত্রিকায় লক্ষ্য করেছি। তিনি প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বলেছেন, পাকিস্থানের মধ্যে ঘাটি করে বিদেশী শক্তি পাঞ্জাবে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। পাঞ্জাবে ইলেকশান বাঞ্চাল করার জন চেষ্টা চালাচ্ছে। অনেক বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্য হয়। যেমন মত পার্থক্য আছে, জনতা পার্টির সঙ্গে, লোকদলের সঙ্গে। কিন্তু কংগ্রেস (আই) এর সঙ্গে মত পার্থক্য থাকবে না যদি তাঁরা চিহ্নিত করেন সাম্রাজ্যবাদীদের। যারা চারপাশে ঘাটি করেছে, আমাদের দেশে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। সে টি. এন. ভি হউক কিংবা ইস্কনের দামুণ্ডাই হউক তাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে কাজ করার জন্য আমরা হাত মিলাচ্ছি এই জন্যে যে, এই কথায় আমরা বলে এসেছি এতদিন। আমরা এও বলেছিলাম, এই কাজ করা করাচ্ছে। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, শুধুমাত্র পাকিস্তানকেই বলা হচ্ছে না, আমেরিকায় স্কুল খুলে সন্ত্রাসবাদীদের ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। কানাডা, বিলাত, এমেরিকার রেডিওতে সরকার পর্যন্ত মদৎ দিচ্ছেন ভারতের এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বার্থে। আজকে এই কথাও বলা দরকার। বলা দরকার, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সি. আই. এর এজেন্টের হাতে জীবন দিতে হয়েছে। সি. আই. এর এজেন্ট শুধুমাত্র দিল্লী, পাঞ্জাব বা কাশ্মীরে বসে নেই। তারা সমগ্র ভারতবর্ষে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ত্রিপুরায়ও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংবাদপত্রের অফিসে ঢুকেছে, বিভিন্ন রকমের গণসংগঠনের মধ্যে নিজেদের ঢুকাবার চেষ্টা করছে। এখানে যারা কংগ্রেস(আই) এর লোক রাছেন তাঁরা নজর রাখবেন, যারা এই সমস্ত সি. আই, এর এজেন্ট হিসাবে কাজ করছেন তাঁদের সংগে যেন একত্রে হাত না মিলান। আজকে যুদ্ধ এবং শান্তির প্রশ্ন নয়। প্রধানমন্ত্রী তাঁর দল সহ আমরা সবাই যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির পক্ষে। সেখানে আমাদের নামের মধ্যে, একটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেখানে এই মতের সংগে যারা আসেন তাদের সংগে আমরা একমত। আমাদের গড়ে তুলা উচিত একটা বিরাট সুন্দর আন্দোলন যা প্রধানমন্ত্রী করেছেন না, তা খুবই দুঃখজনক। কারণ, তিনি শুধু একটি সম্মেলনের মধ্যে দিল্লীর একটি কক্ষের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ রেখেছেন। তিনি যদি শ্রী মজুমদারের কানে কানে বলে দেন যে, তোমাদের এখানে যারা এই মতের সঙ্গে একমত আছে তাঁদের সঙ্গে তোমরা এক হয়ে লড়বে। আজকে আমেরিকার বিরুদ্ধে, তারকা যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির সংগ্রামে সবই একমত। আজকে দক্ষিন আফ্রিকা থেকে আরম্ভ করে নিকারগুয়া পর্য্যন্ত এই তারকা যুদ্ধের বিরুদ্ধে। দলমত নির্বিশেষে সবাই সমর্থন জানাচ্ছে। বিলাতে লেবার পার্টির মত একটি দল তাঁরাও বলছেন ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাটি হিসাবে এমেরিকাকে বিলাতে ঘাটি করতে দেবে না। কাজেই আমি আশা করব,

আসাম চুক্তিকে সেই হিসাবে দেখতে হবে। যদি তা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করতে সাহায্য করে, রাজনৈতিক অনৈক্যের সৃষ্টি হয়, সংখ্যালঘুর স্বার্থ বিপন্ন হয় তবে তা আমাদের দেখতে হবে। ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পর মাত্র ৪ পারসেন্ট সংখ্যালঘুর শিখের জীবন বিপন্ন হয়েছিল। একমাত্র দিল্লীতেই ১ হাজার শিখ নিহত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোলে। এই জন্যই আজকে বুঝতে হবে এই চুক্তির ফলে যাতে সংখ্যালঘুরা বিপাকে না পড়ে, যাতে গণতন্ত্রের ক্ষতি হয়ে না যায়। সাম্প্রদায়িক শক্তি না মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। যদি তার জন্যই আপোষ করতে হয়, তাহলে সেই আপোষের বিরুদ্ধে সোচচার হতে হবে। ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ এই আপোষের বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে বলে আমি আশা প্রকাশ করে শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— এই অধিবেশন বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2 P.M.

মি: স্পীকার-গভর্ণমেন্ট রিজলিউশানের জন্য দু ঘন্টা সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এটাকে ভাগ করলে যা দাড়ায় সেটা আমি বলছি কংগ্রেস (আই) ২৪ মি:, টি, ইউ, জি, এস ১২ এবং ইনডিপেনডেণ্ড ৬ মি:। আমি এখনও ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে কারও নাম পাই নি, তাই বলছি নামের লিস্ট আমাকে দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীবীরেন দত্ত।

শ্রীবীরেন দত্ত-মি: স্পীকার স্যার,

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী-মি: স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অসুস্থ, তাই আপনি যদি উনাকে বসে বলার অনুমতি দিন তাহলে ভাল হয়।

মি: স্পীকার-মাননীয় সদস্য শ্রীদত্ত যে-হেতু অসুস্থ তাই আমি উনাকে বসে বলার পারমিশান দিলাম।

শ্রীবীরেন দত্ত—মি: স্পীকার স্যার, আমাকে বসে বলার অনুমতি দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আজকে যে প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় উপস্থিত করেছেন এবং এই প্রস্তাবটিকে উপস্থিত করতে গিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন তা থেকে আমরা এই বিষয়ে পরিস্কার হয়ে গেছি যে, এই প্রস্তাব শুধু আসাম—এ চিহ্নিত হলো না। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নাগরিকদের সমস্ত অংশের জনগণের জীবনের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং এটার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ঘটনার সাহায্যে এই প্রশ্নটা উত্থাপন করেছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমরা তো একটা কথাই জানতাম ভারতীয় সংবিধান ভারতের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আইন পাশ করেছেন। সেই সংবিধান সমস্ত ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক আইনও পাশ করেছেন। আমরা ভারতবাসী হিসাবে প্রতি রাজ্য

ভোটার তালিকাভুক্ত হই এবং নাগরিক নির্ধারিত হই। সেই নির্ধারনের ক্ষমতা একমাত্র সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা।. এই যে চুক্তি বা দলিল হিসাবে উপস্থিত হলো, এখানে প্রশ্ন এই ক্ষমতাটা কার কাছে দেওয়া হলো, এটা আবার প্রচলিত যে ক্ষমতা তার বলে আমরা গর্ব করে বলতে পারতাম ভারতবর্ষের নাগরিকদের প্রতিনিধি হিসাবে যারা সংবিধান রচনা করেছেন তাদের মধ্য দিয়ে ভারতবাসী একটা ক্ষমতা অর্জন করেছেন। সেই ক্ষমতা বলে আমরা নাগরিক হই, সেই ক্ষমতা বলে আমরা ভোটাধিকার ভুক্ত হই। বর্ত্তমানে দেখা যায় যে সব আইন সংবিধান নাগরিকত্ব, জন প্রতিনিধিত্ব—মূলক আইন তার সঙ্গে কোন সঙ্গতি না রেখে এক দল উগ্রবাদী লোক তারা দাবী করলো কি ভাবে নাগরিক নির্ধারিত হবে এবং তারা বলছে তাদের রাজত্বে তারা এটা চেষ্টা করবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জীবিত অবস্থায় এই যে দাবী তার কাছে মাথা নত করেন নি, তিনি সঙ্গত ভাবেই মাথা নত করেন নি কিন্তু সে জন্য উনার উদ্বেগ ছিল। আমরা ভারতবাসী হিসাবে বলতে চাই যে, অন্ততঃ পক্ষে একটা টেবিল বসে আলোচনা করে মিমাংসা করার জন্য যে উদ্যোগ তারা গ্রহণ করেছিল সেটা প্রকৃত উদ্যোগ। সেই উদ্যোগ সত্যিকারের সংবিধানের মধ্যেই হবে, ভারতবর্ষের নাগরিকত্ব আইনের মধ্যে হবে, ভারতবর্ষের জন নিরাপত্তার মধ্যে চিহ্নিত হবে। আসাম সম্পর্কে ভারত সরকারের একই বক্তব্য ছিল যা কিছু মিমাংসা করি সবই সংবিধান প্রদত্ত জন প্রতিনিধিত্ব মূলক আইন এবং নাগরিক আইন ক্ষমতার মধ্যেই করতে হবে। এখন চুক্তির মধ্যে একটা বাতাবরন সৃষ্টি হয়েছে সেটাই মুখ্যমন্ত্রী সব প্রায় বলেছেন। তাই আমি আর বেশী বলছি না, কারন এই সব বলার শক্তি আমার নেই। তথাপি আমার সমগ্র রাজনৈতিক জীবনে এই যে একটা প্রশ্ন সেটাকে আমি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই ক্ষমতার বাইরে কয়েকটি কথা বলেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে চাই। আজকে তো এটা প্রশ্ন নয় আসামে কোন ভাষা, কোন সম্প্রদায় ভক্ত, কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ বিঘ্নিত হলো, শুধু এইক্ষেত্রেপ্রশ্নটা সীমাবদ্ধ থাকবে না, দাবীও থাকবে না। ভারতবর্ষে যে কোন দলের, যে কোন মতের যারা ভারতবর্ষের, নিজেকে প্রথমে ভারতীয় মনে করে তাদের মধ্যে এমন একটা বিচলিত মনোভাব দেখা দিত না। আমরা লক্ষ্য করেছি বিভিন্ন দলে আজকে একই প্রশ্ন কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় বিভিন্ন দল আছে কিন্তু সমস্ত অংশের মানুষের মধ্যে এই প্রশ্নটা আলোচিত হয়েছে। এই প্রস্তাবের মধ্যে আমাদের বিধানসভায় সমস্ত সদস্য নিজেদের বিবেক অনুযায়ী সঠিক ভাবে যাতে আমরা এই চুক্তির দুর্বল যে দিকগুলি আছে সেই দিকগুলিকে সংশোধন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের হাতকে আমরা আরও শক্তিশালী করতে চাই এবং যে সব জায়গায় দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে প্রত্যেকটি দিক সুচিন্তিত ভাবে উৎঘাটিত করে শুধু আমাদের এখানে নয় আসামের মধ্যেও সহস্র আসামী নাগরিক আছেন যারা জীবনে সংগ্রাম করেছেন, লড়াই করেছেন, স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছেন এবং ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য আমরা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে অসমিয়া ভাষাভাষি যারা, যারা সংগ্রাম করেছেন তারাও চান আমরা ভারতীয়।

আসামের জনগণের প্রকৃত যে অংশ গণতান্ত্রিক যারা ভারতবর্ষের নাগরিত্বকে বিশ্বাসী, যারা ভারতবর্ষের ঐক্যে বিশ্বাসী তারা যে দল মত পোষণ করুন না কেন তারা যেন এই চুক্তিতে কোনদিন থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীর হাতীয়ার হিসাবে গড়ে না তোলেন। তারা যেন নিজেদের এমন একটা পরিস্থিতির ভিতরে না নেন? শক্তিশালী ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করার জন্য টুকরো টুকরো করার জন্য কোনরকম বিতর্কে প্রবেশ না করেন। এই আমার অনুরোধ। আপনারা লক্ষ্য করবেন, যে কোন কারণেই হোক এই চুক্তিটা করার সময় স্বরাষ্ট্র দপ্তর, আইন দপ্তর, সরকারের অন্যান্য যে দপ্তরগুলি আছে সবগুলি এই জিনিষটাকে ভালভাবে, সুচিন্তিতভাবে ব্যবহার করা হয়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীও স্বীকার করেছেন খুব দ্রুততার সংগে এইটা করা হয়েছে। করার পর এইখানে নিশ্চয়ই সংশোধনের যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নগুলি থাকবে, এইটাকে ব্যবহার করার ব্যাপারে যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নগুলি থাকবে। এর বিপদজনক যেসব ভুলভ্রান্তি ঘটেছে সৃষ্টি করতে গিয়ে তার যে রূপগুলি আছে তার যে প্রবণতা তাকে প্রতিহত করার জন্য ভারতবর্ষের জনগণকে সাহায্য করতে হবে যদি আসামের ঐক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আসামের সঙ্গে ভারতের ঐক্য এবং সংহতি যাতে সুদৃঢ় হয় এবং ভারতবর্ষের ঐক্যবিরোধী যে শক্তিগুলি আছে তা যাতে পরাজিত হয় তার জন্য মানুষকে ভাবতে হবে চিন্তা করতে হবে এই প্রস্তাবের মধ্যে যে সুস্পষ্ট বক্তব্য রাখা হয়েছে তা গভীরভাবে বিবেচনা করে কোন রকম বিতর্কে প্রবেশ না করে একে সমর্থন করে আমাদের দায়িত্ব ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে, ক্ষুদ্র ত্রিপুরায় আমরা যারা বসবাস করি তাদের দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে পালন করুন এই আশা নিয়ে এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্যা শ্রীমতী রত্নপ্রভা দাস।

শ্রীমতী রত্নপ্রভা দাস:—মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে বাঙ্গালীদের যে দাঙ্গা আমি সেই সম্বন্ধে কিছু বলব। এইখানে বাঙ্গালীদের বলতে শুধু হিন্দুকে বুঝচ্ছে তা নয়, বাংলা একটা দেশ। সেখানে হিন্দু, মুসলমান সকলেই আছেন। তারা আজকে ভারতবর্ষে আসল কোথা থেকে?, যেহেতু বাংলা ভাগ হল তারা ভারতবর্ষে আসল। সবাই ভারত-বর্ষের নাগরিক। এতদিন ভারতবর্ষে বসবাস করার পরও যদি তাদের ২য় শ্রেণীর নাগরিক করা হয় তাদের কি অবস্থা হবে? আমাদের সকলেরই উচিত কেউ যেন ভিটে ছাড়া না হয়, প্রত্যেকই যাতে আমরা সবাই ভারতে থাকতে পারি। ভারতবাসী সবাই এক প্রাণ না হলে দেশ কোনদিন উঠতে পারবে না / কাজেই আসামের চুক্তিটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না, এই বিরোধীতা করি না, আমি বলি এইটাকে প্রত্যাহার করে প্রত্যেকেই যাতে ভারতবর্ষের নাগরিক হয়, সবাই যাতে ভারতবর্ষে বসবাস করতে কোথাও থেকে কেউ যেন উচ্ছেদ না হয়, এই আমার অনুরোধ। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন আমি তার তীব্র বিরোধীতা করি। কেন না এইটা এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ হচ্ছে দলীয় রাজনীতির স্বার্থে এইটা নতুন করে স্বার্থের কাজ। কারণ গত নির্বাচনে কি পশ্চিমবাংলায়, কি ত্রিপুরায় বাঙ্গালী এলাকাতে সি, পি, আই (এম)এর ভোট কমেছে এবং তাদের সংগঠনও দুর্বল হয়ে পড়েছে। এইটা প্রমাণ হয়ে গেছে। সেই কারনে এইটাকে ইস্যু করে এরা উত্তর পূর্বাঞ্চলে বাঙ্গালীদের কথা বলে তাদের স্বার্থোদ্ধারের কথা ভাবছেন। এইখানে একটা জিনিস খুবই পরিস্কার, তারা যা বলেছেন তা খুবই অপ্রীতিকর এবং দেশের স্বার্থবিরোধী। তাদের যে বক্তব্যগুলি তাতে একটার সঙ্গে একটার মিল দেখতে পাই না। কিছুদিন আগে সরোজ মুখার্জী বলেছেন আসামে বিদেশী নেই। এমন একটা তথ্য দিয়ে দিলেন, বাংলা দেশের পত্র পত্রিকায় বড় করে উঠল। তাহলে আমি বলতে চাই আসামে যদি কোন বিদেশী না থাকে তাহলে আসামের যে আন্দোলন হল তা কি হাওয়ার উপর হল? মাননীয় স্পীকার স্যার, এইখানে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের যে উদ্দেশ্য কংগ্রেসের বাঙ্গালীর মধ্যে যে পপুলারিটি তাকে ভেঙ্গে আমরা বাঙ্গালীর পকেটে নিয়ে যাওয়ার জন্য, এখানে একজন সদস্য আছেন উনাদের সংগঠন ভেঙ্গে গেছে, ক্ষমতাসীন দল চাচ্ছে একটা বাঙ্গালী সেন্টিমেন্ট গঠন করে কংগ্রেসের হাত থেকে "আমরা বাঙ্গালীর" হাতে তুলে দেওয়া। এমনভাবে প্রচার করছেন এইটা খুবই অপ্রীতিকর এবং দেশের স্বার্থ-বিরোধী। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমার রাজ্য ত অন্য রাজ্যের কর্মচারী আছেন, এইখানে তাদের বিদেশী বলা হয় না। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আসামের যে আন্দোলন চলছে তা কি উত্তর-প্রদেশের বিরুদ্ধে, বিহারের বিরুদ্ধে বা দেশের অভ্যন্তরের যে রাজ্যগুলি তার বিরুদ্ধে? তাদের আন্দোলন ত বহিরাগতদের বিরুদ্ধে। বহিরাগতদের চিহ্নিত করার জন্য, তাদের সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আসামের আন্দোলনে প্রেক্ষাপট বিচার করে দেখতে হবে। মানুষের সমাজের একটা বিকাশ সেই বিকাশের ধারাটা কি? যে উন্নত গোষ্ঠী মানব সমাজ গোষ্ঠী সে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় উন্নত হয়, পাশাপাশি সংখ্যালঘুরেরা যদি দুর্বল থেকে তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা তাদের দুর্বল পেয়ে তাদের গ্রাস করে ফেলে, তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে যায়। ক্রমাগত গ্রাসের ফলে তাদের অস্তিত্ব, তাদের ভাষা, তাদের সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে যায়। কাজেই এই যে সমাজ বিকাশের ধারা-টাকে মেনে নিতে হবে এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করতে হবে। আসামীরা ভয় পাচ্ছেন বাংলাদেশ থেকে যদি বাংগালী আসতে থাকে তাহলে বাঙ্গালীরা তাদের চাইতে সংখ্যায় বেশী হয়ে যাবে তা এবং তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে গ্রাস করে ফেলবে। এই জন্য তাদের ভয়। পাশাপাশি তাদের ত্রিপুরা রাজ্যকে দেখে আতংক হয়। আজকে

এইখানে ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিরা এত বৎসর যাবৎ শাসন করে আসছে আজকে তারা সংখ্যালঘু তাদের যে ঐতিহ্য তা ক্রমাগত বহিরাগতদের আসার ফলে গ্রাস হয়ে যাচ্ছে। আজকে এখানে কোটা করা হচ্ছে ২৯ পারসেন্টের বেশী চাকুরী দেওয়া যাবেনা, ২৯ পারসেন্টের বেশী জমি দেওয়া যাবেনা উপজাতিদের। এই সমস্ত যদি হয় আসামে তার জন্য তারা ভয় পাচ্ছে। আজকে দেখতে হবে ত্রিপুরা ত উন্নত হয়ে গেল আজকে একটি বাজার দেখাতে পারবেন যেটা উপজাতিদের জন্য করা হয়েছে? যে বাজারে উপজাতিরা যারা নিজেরা নিজেদের ভাষা বলে বাজার করতে পারে। আমার উপজাতি ভাইয়েরা আগরতলার রাস্তা ক্রস করতে পারে না! মন্ত্রী অফিসে ঢোকার সাহস পায় না। আসামেও যাতে এই অবস্থার সৃষ্টি না হয়। তা আমরা সমর্থন করতে পারি না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ট্রাইবেলদের যে ভাষা, যে সংস্কৃতি, যে ঐতিহ্য তা প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে। কাজেই আসামের ব্যাপারেও এইটা লবে তা আমরা মেনে নিতে পারিনা আসামের ব্যাপারে সরোজ মুখার্জী বলেছেন এককথা আর সি, পি, আই বলেছেন যে এটা সমর্থনযোগ্য, আমরা সমর্থন করি। আবার বিশ্বনাথবাবু বলেছেন এইটা মেনে নিতে পারিনা।

মিঃ স্পীকার স্যার' এই যে বিচ্ছিন্নতা বলা হচ্ছে সে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিয়েছে কারা? কারা গত ৩৩ বছর এখানে রাজত্ব করেছে। যারা এখানে রাজত্ব করেছে তারাই ত জন্ম দিয়েছে। আজকে এখানকার মানুষ যদি জেগে উঠতে পারত তাহলে ২৯ পার্সেন্ট বলে খবরদারি করতে পারতনা। মিঃ স্পীকার স্যার, কাজেই এটা বুঝতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে চুক্তি আসামের জন্য করেছেন সেটা আসামের ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে করেছেন। আমাদের ত্রিপুরাতে লক্ষ্য করেছি, উপজাতি চাকমা যারা আসে তারা বেশী নীপিড়িত হয়। তাদের অধিকারের কথা ত তারা বলেন না। আমরা দেখছি বাংলাদেশের সরকার বলছেন বাংলাদেশ থেকে কেউ ভারতে আসছেনা।

ইন্দিরা-মুজিবের চুক্তিতে বলা হয়েছে ভারতে আর কোন বাংলাদেশী নেই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— এখানে ছোট ছোট সম্প্রদায় যারা আছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। কাজেই আসামের চুক্তিকে আমরা নিশ্চয়ই মেনে নেব। এখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আমরা বাংলাকে শক্তিশালী করার জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কাজেই এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা একটা জাতীয় সমস্যা, কাজেই এটাকে সার্বিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে। আমরা জানি ভারতের স্বাধীনতা সামন্ত-তান্ত্রিক বুর্জোয়াদের সঙ্গে আপোষ করে আসেনি। স্বাধীনতার আগে কিংবা স্বাধী-

নতার পরে বুর্জোয়ারা যে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে তার উদ্দেশ্য তাদের আইডিওলজিকে পরিপুষ্ট করা। তাই আমরা এখানে দেখি যে, এখানকার ফাণ্ডামেন্টালিস্টদের সাহায্য করা হচ্ছে। আজকে খৃষ্টান মিশনারিরা উপজাতিদেরকে দিয়ে বলায় চেষ্টা করছে যে উপজাতিরাএকটা আলাদা নেশন। আবার এখানকার যারা হরিজন তাদের আলাদা বলা হচ্ছে। আজকে আমরা দেখছি শ্রমিক শুধু একজন নয়, প্রথমে সে হিন্দু নাকি মুসলমান সেটা বিচার হচ্ছে, তারপরে শ্রমিক। বিরোধী বন্ধু যারা আছেন তারা এসবে মদত দিচ্ছেন। এটা ঠিক যে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে আমাদের অর্থনৈতিক সংকট গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে। কেন্দ্রে যখন জনতা পার্টি ছিল তখন শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধী আসামের ছাত্র-সংগঠনকে বলেছেন যে এটা তাদের যুক্তি সঙ্গত দাবি। তারপর যখন শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধী আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন তখন সেটা মানতে রাজী নন। এভাবেই ত ডিজইন্টিগ্রীটি দেখা দিচ্ছে। রাজীব গান্ধী যে কিভাবে সংবিধান সংশোধন না করে একটা কলমের খোঁচায় আসামের সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব নাকচ করে দিলেন সেটা কল্পনা করা যায় না। তিনি বিরোধীদলের সঙ্গে কথা বলতে রাজী হলেন না। তাই আমাদের বিরোধীদলের সদস্যরা খুশী হবেন, কারণ তাতে খুশী হওয়ার কারণ আছে। যখনই কোনখানে মাইনরিটি ও মেজরিটি প্রশ্ন দেখা দেয় তখন মাইনরিটি দিকে তাকাই লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু আসামে মেজরিটির মতকে মদত দেওয়া হয়েছে। এরকম হলে আমরা ভারতের সংহতি আশা করতে পারিনা। আজকে আমরা যদি শ্রীলংকার দিকে তাকালে দেখতে পাই সেখানে কি হচ্ছে। পাকিস্তান একবার দু টুকরো হয়েছে আবার হবে। আজকে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে কি হচ্ছে? কাজেই গণতন্ত্রকে বিকশিত করার প্রয়োজন আছে। আজকে বাঙালী নিয়ন যদি একটা সংগঠন হয় তারপর আবার যদি উপজাতি নিয়ন আরেকটা সংগঠন হয় তাহলে দেশের অবস্থা কি হবে সেটা বুঝতে হবে।

আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে এখানে বাঙ্গালীর প্রশ্ন নয়, ট্রাইবেলের প্রশ্ন নয়, আসামীদের প্রশ্ন নয় বা পাঞ্জাবীদের প্রশ্ন নয়। আজকে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে এই বিষয়ে সচেতন করার প্রশ্ন রয়েছে। আজকে প্রতিটি মানুষকে অগনতান্ত্রিক অসাংবিধানিক কাজের বিরুদ্ধে সোচ্চার করবার প্রয়োজন রয়েছে। আজকে যেখানে এই ভারতবর্ষের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবার প্রশ্ন রয়েছে সেখানে এই অগণতান্ত্রিক অসাংবিধানিক আসাম চুক্তি করা যা মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করে তুলবে যা আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঞ্জাবে, আসামে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে। সুতরাং এই ব্যবস্থাকে কোন মতেই চলতে দেওয়া যায়না। কাজেই এই হাউসে এই অগণতান্ত্রিক অ-সাংবিধানিক আসাম চুক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার জন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার ঃ মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে আসাম

চুক্তির বিরোধীতা করে বিবৃতিমূলক যে প্রস্তাব দিয়েছেন আমি সেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে আসাম চুক্তির বিরোধীতা করে যে বিবৃতি দিয়েছেন—যাদের কথা বলতে চেয়েছেন, যাদের অধিকার রক্ষা করার জন্য বলছেন যারা পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বসবাস করছেন তাদেরই বিরুদ্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বহুবার বক্তব্য রেখেছেন, আর আজকে তাদের অধিকার রক্ষা করবার জন্য যে বিবৃতি দিয়েছেন সে বিবৃতির দ্বারা প্রকারান্তরে তাদের স্বার্থকে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের লোকেরা আক্রমণ করছে—তাদের প্রাণ ও সম্পত্তি বিনষ্ট করছে দাঙ্গা বাধিয়ে তাদের উপর হামলা বাধিয়ে। আজকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব এই আসাম চুক্তির মাধ্যমে সংখ্যা লঘিষ্ঠের জীবন ও ধন সম্পত্তি রক্ষা করবার ব্যবস্থা করছেন। এবং এর ফলে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঐক্যকে আরো মজবুত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

১৯৬৬ সালের পর যারা এসেছেন তারাও একদিন বিদেশী বলে নানাভাবে নির্যাতিত হয়েছেন কিন্তু এই চুক্তির দ্বারা তাদের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষা করবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে আমরা দেখতে পাই যে, আসামে আন্দোলনকারীরা যে ১৯৫০ সালকে ভিত্তি বৎসর হিসাবে চেয়েছিলেন সেখানে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন তাতে ১৯৬৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরা হয়েছে। সুতরাং মাত্র তিন চার বৎসরের ডিফারেন্স রয়েছে। অথচ এই ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল পর্য্যন্ত যারা এসেছেন তাদের নাগরিকত্ব নষ্ট হচ্ছে না। তারা মাত্র ১০ বৎসরের জন্য ভোটাধিকার হারাবেন। আর যারা ১৯৬৬ সালের পরে এসেছেন তাদের ১০ বৎসর তো প্রায় পূর্ণ হতে চলল। সুতরাং এই সামান্য একটু ক্ষতি স্বীকার করে যে বিরাট একটা আন্দোলনকে বন্ধ করে দেওয়া হল, যেখানে ভারতের ঐক্য বিপন্ন ছিল সেখানে এই চুক্তির দ্বারা ভারতের ঐক্যকে রক্ষা করা হলো।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই ট্রেজারী বেঞ্চে যারা বসে আছেন তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে, আসাম সমস্যার সমাধানের জন্য এবং দেশের জাতীয় ঐক্যকে রক্ষা করবার জন্যে প্রধানমন্ত্রী যে ব্যবস্থা নেবেন তারা তা সমর্থন করবেন। এই আসাম চুক্তি করাবার সময়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী কি তাদের দলের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন নি? তিনি শুধু বামফ্রন্টের সঙ্গে নয় ভারতবর্ষে আর যত দল রয়েছে তাদের সকলের সঙ্গেই আলাপ আলোচনা করেন। কিন্তু তখন তো তারা একবারও বলেন নি যে, আপনারা যা করবেন আমরা তার বিরোধীতা করব। কাজেই আমি বলব যে, এখানে যে প্রয়াস

আনা হয়েছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আনা হয়েছে। যারফলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটা বিরাট বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক এটা তারা চান। আমরা সেই ৮০-র জুনের দাঙ্গায় কি দেখেছি? - দেখেছি যে, সি, পি, এমের নেতারা দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়ে নিজেরা আত্মগোপন করে রেখেছেন, কেউ বা রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। সুতরাং তারা সর্বদা চান যে, সারা দেশে একটা অশান্তি দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগে থাকুক। তারা সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছেন। আমরা আরো দেখেছি যে এই যে, প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে এনেছেন সেই প্রস্তাবের সঙ্গে একই সুরে কথা বলছেন 'আমরা বাঙ্গালী' দল। অর্থাৎ বামফ্রন্ট সরকার প্রত্যক্ষ বা বা পরোক্ষভাবে "আমরা বাঙ্গালীর" সাথে যোগাযোগ করে চলছেন।

এই ক্ষেত্রে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর একটা যে যারা না কি আসামে প্রকৃত নাগরিক তাদের নাগরিকত্ব এই চুক্তির দ্বারা ক্ষুন্ন করা হয়েছে। এই ধরণের অবস্থার যদি সৃষ্টি হয় তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আসাম সরকার যারাই পরিচালনা করুন না কেন তারা সেখানে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নিত যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। যাতে সকলেই তাদের নাগরিকত্ব নিয়ে পাশাপাশি বাস করতে পারে সেই আশ্বাস কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছেন। সুতরাং এই ধরণের ভয়ের কোন আশঙ্কা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তবুও যদি কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা আমাদের কন্ঠকে নামিয়ে রাখব না। আমরা সেই অশান্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হব। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে আসাম চুক্তি করেছেন তাকে স্বাগত জানিয়ে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে আসাম চুক্তির বিরুদ্ধে প্রস্তাব এনেছেন তাকে বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আসলে আসামের নাগরিকদের জন্য চিন্তা যতখানি তার চেয়ে ত্রিপুরার উগ্রপন্থী-দের দমনে ব্যর্থতা চাপা দেবার চেষ্টাটাই বেশী করে ফুটে উঠেছে এই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, এই আসামের আন্দোলন অর্থনৈতিক কারণেই হয়েছে। কিন্তু তাঁরা লক্ষ্য করে দেখুন আমেরিকা, বাংলাদেশ এবং পাঞ্জাবে যে সমস্ত আন্দোলন হচ্ছে সেগুলি কি অর্থনৈতিক কারণে হচ্ছে? এটা কোন নুতন কথা নয়। ভারতবর্ষের চিন্তাধারা আমি তাঁদের আবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বান্ডুং সম্মেলনেও এই চিন্তাধারাই ব্যক্ত করেছেন। নিরস্ত্রীকরণের বেলাতেও ভারত শান্তির প্রচেষ্টাই নিয়েছে। এটাই ভারতবর্ষের চিন্তাধারা। 'শুধু যুদ্ধ নয় শান্তি চাই' বললেই শান্তি চাওয়া বুঝা যায় না। শক্তিতে পারি না বলেই যদি এরকম শ্লোগান দিতে হয় তবে শান্তি আসে না। সুতরাং আসল কথা হচ্ছে একটা সমস্যাকে জিইয়ে রাখার

একটা প্রচেষ্টা যার মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী বার বার সকলকে আহবান জানিয়েছেন। সকলের সংগে আলোচনা করেই তিনি এই চুক্তি করেছেন। এটাতে আপত্তির কি আছে ? আমাদের ত্রিপুরাতে যখন পূর্ব বাঙলা থেকে উদ্‌বাস্তুরা এসেছিল তখন তাঁরা কি বলেননি যে ত্রিপুরার অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে? এখানকার অর্থনীতি ভেঙে পড়বে? পশ্চিমবঙ্গেও এই কথা বলেছেন তারা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসুব কথা উল্লেখ করলেন। কিন্তু গৌহাটীতে কি এস, এফ, আই, এর ছাত্ররা নির্বাচন করে নি? তখন কি বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল? আসলে আদর্শহীন, লক্ষ্যহীন, গণতন্ত্রে যাদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই, রাজনৈতিক ব্যভিচারে যারা লিপ্ত তাদেরই কথা ফুটে উঠেছে এই প্রস্তাবে। সুতরাং এই চিন্তা পরিত্যাগ করে রাজীব গান্ধীর চিন্তাধারাকে সমর্থন করার জন্য এবং ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্যই আমি তাদের কাছে আবেদন রাখছি। এই কথা বলেই আমি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী ফয়জুর রহমান।

শ্রী ফয়জুর রহমান—মিঃ স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে হাউসে যে আসাম চুক্তির উপর প্রস্তাব এখানে এনেছেন, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছি। কারণ আমরা দেখছি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী রাতের অন্ধকারে সাম্প্রদায়িক, বিচ্ছিন্নতাবাদী একটা শক্তির সঙ্গে আঁতাত করে লক্ষ লক্ষ বাঙালী হিন্দু এবং মুসলমানদের জীবন একেবারে শেষ করে দিলেন। ভারতবর্ষের সংবিধানে বলা আছে যে ভারত গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে সকলের সমান অধিকার। কিন্তু আমরা কার্যক্ষেত্রে তা দেখছি না। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নিজেই প্রকৃত যারা ভারতের নাগরিক তাদের বিদেশী করে দিলেন। অথচ তিনি নিজেই বিদেশী মেয়ে বিবাহ করেছেন সোনিয়া গান্ধীকে, ইতালীয় মেয়ে। স্যার, আমরা কোথায় আছি, আমাদের দেশের যিনি প্রধানমন্ত্রী, তিনিও বিদেশীনি বিয়ে করেছেন। তাই বলতে হচ্ছে, আসামের ব্যাপারে আমাদের যে ধারণা, আসাম থেকে বিদেশী বিতাড়নের যে সমস্যা, আমরা রোজদিনই তার খবর পাচ্ছি। যে বিদেশী নয়, তাকেও বিদেশী বলে সেখান থেকে বিতাড়ন করা হচ্ছে, অনেক লোক সেখানে দেশ বিভাগের আগে থেকেই সেখানে বসবাস করে আসছে, তবু তাদের রেহাই দেওয়া হচ্ছে না, বিদেশী বলে তাদের আসাম থেকে তাড়ানো হচ্ছে। অনেকেই আবার ধর্মনগর এলাকায় এসেছে, তাদের যে বৈধ ডকুমেন্ট সেগুলিও তাদের থেকে কেড়ে নিয়ে ছিড়ে ফেলা হচ্ছে, এমন কি তাদেরকে দেওয়া রেশন কার্ডও রেখে দেওয়া হচ্ছে, পুলিশ গায়ের জোরে এসব করে চলেছে। কোন প্রতিকারই সেখানকার এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান থেকে তারা পাচ্ছে না। ফলে আসামে যেখানে আগে শান্তি আনার দরকার, সেখানে শান্তি আসছে না, বরং বিপদই ডেকে আনা হচ্ছে। আর এতে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হচেছ

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুসলমানেরা, যেটা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও এখানে উল্লেখ করেছেন। তাদের প্রতি এত অবিচার এত অত্যাচার কেন ? না তারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং মুসলমান বলেই তারা অপরাধী। ভারতের সর্বত্রই আজকে এই জিনিষটা চলছে, তবে ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরাতে কিন্তু এই জিনিষটা হচ্ছে না। কাজেই এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে ভারতের নাগরিক হয়ে, তারা নাগরিকের যে অধিকার সেটা ভোগ করতে পারছে না। বরং নানাভাবে তাদের হয়রানি করে তাদের যে বৈধ ডকুমেন্ট সেগুলিও তাদের কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, কাজেই এই সমস্ত কারণে আজকে আসামে একটা অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এখানে আসামে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে যে গঠনমূলক প্রস্তাব এনেছেন, তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী রসিকলাল রায়—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আসাম চুক্তি সম্পর্কে যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এনেছেন, সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় যে, তাঁর এই প্রস্তাব আমাকে হতবাক করে দিয়েছে। আজকে আমাদের নৃপেন বাবুরা এবং দশরথ বাবুরা এই যে প্রস্তাব এনেছেন, তাতে হতবাক হওয়ার একমাত্র কারণ হল, বিরোধী দলের যেমর্যাদা, সে দিকে না গিয়ে, তারা রাজনৈতিক মুনাফা লুটার জন্যই একটা বিপদগামী ভূমিকা নিয়েই, তারা এই প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার আসাম সম্পর্কে যে চুক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাকে বিরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করার একটা চেষ্টা, তারা এর মধ্যে চালাচ্ছেন। আমরা জানি যে দেশ ভাগের পর ভারত যখন স্বাধীন হয়, তখন পূর্ব বাংলা থেকে ভারতে লোক আসার যে একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তখন আমাদের নৃপেন বাবুদের হস্তক্ষেপেই সেই সুযোগ নষ্ট হয়েছিল। আমরা আরও জানি যে ১৯৪৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য যখন ভারতীয় যুক্ত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়েছিল, তখনও নৃপেন বাবুরাই স্বাধীন ত্রিপুরার দাবী তুলেছিল, আর এজন্যই বহু বাঙ্গালীকে তারা এই ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ে জঙ্গলে খুন করেছিল। তেমনি, আজকে মানুষের বাঁচার জন্য যে নীতি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী গ্রহণ করেছেন, তার মধ্যেও আমরা দেখছি যে তারা রাজনৈতিক মুনাফা লুটার চেষ্টা করছেন, কারণ এছাড়া বামফ্রন্টের আর অন্য কোন পথ নেই। ত্রিপুরা রাজ্যের কত সমস্যা রয়েছে, সেই সব সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টা তাদের মধ্যে নেই, অথচ আসাম সমস্যা সম্পর্কে তারা এত কথা বলছেন, যার তুলনা নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে তারাই তো উগ্রপন্থীর সৃষ্টি করেছেন, তারা বলে দিয়েছেন যে মানুষ খুন করে এলে ২০ হাজার টাকা দেব, আর যাকে মারবে তাকে ৫ হাজার টাকা দেব। এভাবেই তো আজকে শাসক গোষ্ঠী উগ্রপন্থীদের বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই তো তাদের যুক্তি। বিদেশী বিতাড়নের জন্য অসমিয়াদের দাবী যে ১৯৬১ সালকে ভিত্তি বর্ষ

করতে হবে এবং ১৯৬১ সালের পর যারা আসামে এসেছে, তাদের সবাইকে আসাম থেকে বের করে দিতে হবে। কিন্তু আসাম সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার যে চুক্তি করেছেন, তাতে বহিরাগতের কোন প্রশ্ন নেই, তবু বিরোধী দলগুলি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্তিকর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। যারা ভারতের নাগরিক, তাদের ভারতে থাকার অধিকার আছে, তবে যারা ১৯৬৬ সালের পরে এসেছেন, তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার স্থগিত রাখা হয়েছে মাত্র। কিন্তু নৃপেনবাবুরা এটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বলছেন যে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সেটা যদি বলতে হয়, তাহলে আমরাও বলতে পারি যে বর্তমানে যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন, তারাও তো ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার লোককে বিনা নোটিশে বিগত লোক সভার নির্বাচনে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিলেন আর, তাতে বামফ্রন্ট সরকারের কোন অপরাধ হয় নি, যদিও এটাতে কোন ভিত্তি বছরের প্রশ্ন ছিল না। বিনা নোটিশে বহু লোকের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের নাম যাতে ভোটার লিস্টে উঠতে পারে তার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হল না, বরং যাদের নাম আগে থেকে ভোটার লিস্টে ছিল, তাদের নামও বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার সেই জায়গাতেই দেখা গেছে যে যাদের বয়স বার বছর, তাদেরও ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে, তাদের নাম ভোটার লিস্টে উঠেছে। এই ধরনের কত অনিয়ম ভোটার লিস্ট তৈরী করতে গিয়ে বামফ্রন্ট করেছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাই আমরা আরও লক্ষ্য করেছি, যে এভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যকে যে ভাবে চালিয়ে যেতে চাইছেন বলে আশা করেছেন, তারা আর খুব বেশী দিন করতে পারবেন বলে মনে হয় না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে, তাদের এই চক্রান্ত ধরা পড়ে গেছে। তাই নৃপেন বাবুরা আর কিছু না পেয়ে আসাম চুক্তিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এইভাবে ব্যাখা করবার চেষ্টা করছেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। তাই এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের প্রধানমন্ত্রী যে ভাবে ভারতে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনতে চেষ্টা করছেন, তাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য সি, পি, এম, পার্টির যে প্রয়াস, এই প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে, এটা সত্যি নিন্দনীয়। আজকে আসামে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে এবং এই সমস্যার সৃষ্টির পিছনে যারা আন্দোলনকারী, তারা কারা? এই বামফ্রন্টের বন্ধু, যারা জনতা সরকার হিসাবে একদিন দিল্লীর মসনদে আসীন হয়েছিলেন, সেই জনতার মুখ্যমন্ত্রী গোলাব বরবরা, যিনি আসামের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন থেকেই আসামে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, এটা কারো অজানা নয়। বিদেশী প্রশ্নে, তখন সেখানে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সেই আসু ও গণসংগ্রাম পরিষদ, তাদের সঙ্গে এখনকার বিরোধী দলগুলি, সেই জনতা

পার্টি ও সি, পি, এম, ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। শ্রীমতী গান্ধী তখন ক্ষমতায় ছিলেন না, আমাদের বিরোধী বন্ধুরা তখন এই সমস্যার সমাধানের জন্য কে কি বলেছেন, তাও সবার জানা আছে। কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যখন আবার ক্ষমতায় আসলেন, তখন তিনি আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুদের এই সমস্যার সমাধান করে জন্য আহবান জানিয়েছিলেন, তাদের উপরই এই সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিরোধী দলের অসংখ্য মতামত, এই সমস্যার সমাধানতো করতেই পারলেন না, বরং এটাকে নানাভাবে আরও জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছিলেন।* কারণ তাদের কাছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাই ছিল বড়, কোন সমস্যার সমাধান করা তাদের নীতি ছিল না। তাই আজকেও আমরা লক্ষ্য করছি যে প্রধানমন্ত্রী যখন সেই আসাম সমস্যার সমাধানের জন্য এগিয়ে আসছেন, তখন বিরোধী দলগুলি এই সমস্যার যাতে কোন রকম শান্তিপূর্ণ সমাধান না হয়, তার জন্য সুঁড়সুড়ি দিয়ে চলেছেন, তাই এখানে যে প্রস্তাবটা রাখা হয়েছে, এটারও উদ্দেশ্য তাই। কাজেই সি, পি, এম অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান শাসকগোষ্ঠির এই যে অপপ্রয়াস, তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আমরা আসাম থেকে আর একটি লোকও নেব না। কারণ ত্রিপুরা রাজ্য লোক সংখ্যার দিক থেকে অনেক আগেই সেস্থরেশান পয়েন্টে এসে পৌঁছেছে, কাজেই ত্রিপুরাতে বহিরাগত আর কোন লোককে নেওয়া সম্ভব নয়। উনার দলের কেউ কেউ বলছেন যে আসাম থেকে তাড়িত হয়ে অনেক লোক আসছে, কিন্তু সেই সব লোকগুলি কোথায় আছেন, সেই সম্পর্কে সরকার আমাদের কিছুই বলছেন না। জানিনা, যারা এসেছেন, তারা ওদের দলের লোক কিনা, তা যদি হয় তাহলে তারা সেটা দেখাতে চাইবেন না। কাজেই তারা এভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছেন।

সেই ভাবে প্রতিটি ব্যাপারে বিভ্রান্ত করছেন। সেদিন সরোজ মুখার্জি, ওয়েস্ট বেংগল বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বলেছেন যে, দেয়ার ইজ নো ফরেনার ইন আসাম। যদি ফরেনারই না থাকে তাহলে আপনাদের আপত্তির কারন কি? যারা ফরেনার তাদেরই ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে আর যদি ফরেনার নাই থাকে তাহলে এত মাথা-ব্যাথা কেন? মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমি স্টেটিসটিকস দিয়ে বলতে পারি আসামে ১৯৭১ ইং থেকে ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত কি পরিমান বিদেশী এসেছে। এটা আমার কথা নয় সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টে পরিসংখ্যান দপ্তর থেকে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে বাইথালংসো, বালুকবাড়ী, লাহাইঘাট দাসহোনাই—এই সমস্ত বিধানসভার কেন্দ্রগুলিতে শতকরা ৬০ ৯০ শতাংশ ভোটার বৃদ্ধি হয়েছে। আর শতকরা ৯০ শতাংশের উপর বৃদ্ধি পেয়েছে হাফলং, সারোপাথর, জোরহাট, কোকিয়াজুলি, গোহাপুরি, সোনাই—এই সমস্ত কেন্দ্র-গুলিতে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৯০ শতাংশের উপর—এটা কি স্বাভাবিক এর পরেও যদি কেউ বলেন যে বিদেশী নাই তাহলে সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মানুষকে বিভ্রান্ত

করার চেষ্টা ছাড়া আর কি বলতে পারি? আর আশ্চর্যের ব্যাপার এই সমস্ত এলাকা-গুলি এস, টি, আর অহমিয়া এলাকা। আর যেখানে আদৌ ইনকুজ হয় নাই সেই সব এলাকাগুলি হচ্ছে পাথারকান্দি, বদরপুর, কাঁটালীছড়া, হাইলাকান্দি প্রভৃতি এলাকা। তার মানে যারা ফরেনার তারা শুধু ট্রাইবেল এবং অসমিয়া এলাকাগুলিতেই বৃদ্ধি পেয়েছে—অর্থাৎ যারা বুদ্ধিতে কম তাদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার জন্য সেই সব এলাকাতে ফরেনার বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন এখানে তার অপব্যাখ্যা করা হচ্ছে। স্যার, চুক্তিতে পরিস্কার উল্লেখ আছে যে '৬৬—৭১ সাল পর্যন্ত এবং আফটার ওয়ার্ডস যারা এসেছে তাদের বিদেশী বলে চিহ্নিত করা হবে, তাদের চলে যেতে হবে না, তবে তারা ভোট দিতে পারবে না।

আগামী ১০ বছর পর্যন্ত তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। ১০ বছর পর তাদের ভোটাধিকার আবার ফিরে পাবে। এটা কি কম লাভের কথা হল? আমাদের হারাবার কি আছে। ১০ বছর পরেতো আমরা সব কিছুই পাচ্ছি। আজকে আমরা যদি আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য অরুনাচলের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব যে সেখানে '৬৪ সালে পাবত্য চট্টগ্রামে থেকে প্রায় ৩০ হাজার চাকমা এসেছিল তারা আজও ভোটাধিকার পায় নাই। কই তাদের জন্য তো আমার সি. পি. এম বন্ধুরা একটি কথাও বলছেন না। আর আসামেতো ১০ বছর পর আবার তারা তাদের সেই ভোটাধিকার ফিরে পাবে এটা কি কম লাভ হল? কিছুক্ষণ আগে আমাদের শ্রদ্ধেয়া দিদি ভারত ভাগ হওয়ার ফলেই আজকে আমরা এখানে এসেছি (ইন্টারাপশান— হাস্যধ্বনি) এটা ঠিক যে ভারতবর্ষ ভাগ করায় সমস্ত অংশের মানুষকে তাদের বাড়ী ঘর ফেলে চলে আসতে হয়েছে। তার ফলে বাঙালী, পাঞ্জাবী, বিহারীরাই সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা অতি বাস্তব কথা। যার ফলে বাংলাদেশে তারা আজকে সেকেণ্ড ক্লাস সিটিজেন হয়ে থাকতে হচছে এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতবর্ষে চলে এসেছে তাদের সম্পর্কে ভারত সরকারের দায়িত্ব নিশ্চয়ই আছে। তারাতো এককালে ভারতেরই নাগরিক ছিল। কিন্তু তাদের সেই দায়িত্ব শুধুমাত্র আসামকেই কেন নিতে হবে, কেন শুধু তাদের দায়িত্ব ত্রিপুরাকেই গ্রহণ করতে হবে? এই সমস্যাকে অন্যভাবে সমাধান করার জন্য চিন্তা করতে হবে তাহলেই সব চেয়ে ভাল হবে। সব কিছু আসামের উপর চাপিয়ে দিয়ে এর সমাধান হবে না। এখানে আমার সি. পি. এম, বন্ধুরা বাঙালী সেন্টিমেন্টের মধ্যে সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনৈতিক মুনাফা লুটার চেষ্টা করছেন। কই কিছুদিন আগে শ্রীলঙ্কা থেকে যে ৩০ হাজার তামিলকে বিতাড়িত করা হল তখনতো আমাদের লেফ্‌ট ফ্রন্ট বন্ধুরা এই বিধানসভায় একটি প্রস্তাবও আনেন নাই।

এটা শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই আনা হয়েছে, কাজেই এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এবং আমাদের প্রধান মন্ত্রী এই সমস্যার সমাধানের জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়েছে তার সহযোগীতা

করা আমাদের উচিত। তার এই দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে যখন পাঞ্জাব এবং আসামের সমস্যার সমাধান হয়ে ভারতবর্ষের উন্নতির শিখর ছাড়িয়ে যাবে তখন এই সর্বহারার আশ্রয়দাতাদের খোঁজে পাব না। কাজেই আজকে বাঙ্গালীদের সেন্টিমেন্টে সুরসুরি দিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে অশান্তির পরিবেশের সৃষ্টি করতে চাইছেন এটা অত্যান্ত দুঃখের।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (চেয়ারম্যান):—মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস:—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে এই সভাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসাম সমস্যার উপর যে প্রস্তাব এনেছেন আমি আর, এস, পির পক্ষ থেকে তা সমর্থন করছি। কেন না, আজকে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে এর প্রভাব সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে বেশী মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে। এটাও আমরা জানি যে, ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় যে সংকট দেখা দিয়েছে তার ফলেই আজকে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল বঞ্চিত হচ্ছে। এই উপেক্ষার ফলেই আজকে এই বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দিয়েছে। ধনতান্ত্রিক শোষকগোষ্ঠী জন অসন্তোষকে দমানোর জন্যই এই বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে উস্কানি দিয়ে যাচেছ। আসু, গণ-সংগ্রাম পরিষদ তাদেরই সৃষ্টি। সে সময় শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, তাদের এই দাবি মেনে নিলে আসামের সংখ্যালঘুরা বিপন্ন হবে। পুঁজিবাদী শক্তি উস্কানি দিয়ে চলছে তাদের সমর্থনে। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করছে। এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না বলেই বিচিছন্নতাবাদী আন্দোলন দেখা দিয়েছে। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার এই জন্যই আজকে আসাম, মনিপুর, মিজোরাম, অরুনাচল প্রদেশ, ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। তাদের কাজে সাফল্য পাবার জন্য বিদেশে ট্রেনিং নিচ্ছে। এই ধনবাদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গে সেখানে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করে তুলছে। এই ঐক্যকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মদৎ দেওয়া হচ্ছে। এখানে উপজাতি যুব সমিতি সৃষ্টি করে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পথ সুগম করে তোলা হচ্ছে। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আজকে উপজাতি যুবসমিতির বন্ধুরা বলেছেন, রাজীব গান্ধী যে চুক্তি করেছেন তা মহৎ চুক্তি। কেন না, তৈদু সম্মেলনে দাবী তুলেছেন, ১৯৫০ সনের পরে যারা এসেছেন তারা বিদেশী। এই সম্মেলনের দাবী থেকে তাঁরা এখনও সরে আসে নি। আজকে তাঁদেরই ছাত্র সংগঠন টি. এস. এফ. থেকে দাবী করা হচ্ছে, আসু ও গণসংগ্রাম পরিষদের যে পথ তাদেরও সেই একই পথ। আজকে কংগ্রেস (আই) সেই সব লোকদের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে। হাত মিলাচ্ছে, এই সাম্প্রদায়িক চুক্তির সঙ্গে। এটা স্বাভাবিক, আজকে ধনবাদী শক্তির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির মিলন। বিদেশী বিতারণ করতে হবে বলে যে সব কথা বলা হয়েছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তা এখানে সবই বলেছেন। আমরা দেখেছি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যে আন্দোলন

মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে সেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যই দায়ী। আমরা দেখেছি, আসাম চুক্তিতে পরিস্কার বলা আছে, যারা ভারত বিভাগের পরে এসেছে, তাদের নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে হবে। এতে আমি মনে করি, ভারতীয় সংবিধানের উপর আঘাত হানা হয়েছে। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, ভারতীয় সংবিধানের নীতিকে বিসর্জন দিয়ে কিছু হতে পারে না। এটা সংবিধান বিরোধী। কাজেই এই চুক্তি সমগ্র জাতির স্বার্থের পরিপন্থী বলে এই চুক্তিকে আমি সমর্থন করতে পারি না।

(এট দিস স্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

মিঃ চেয়ারম্যান, আমাকে আরো দুই মিনিট সময় দিতে হবে। আমরা জানি, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ৭১ সালকে ভিত্তি বৎসর হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আজকে রাজীবগান্ধী তা অমান্য করে চুক্তি সম্পাদন করেছেন। কাজে কাজেই এই চুক্তি সম্পাদিত হবার ফলে বাংলাভাষীদের মনে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। তারা ভাবছেন, তাদের ভবিষ্যৎ কি হবে। ১০ বছর পরেই যে তারা তাদের অধিকার আবার ফিরে পাবেন এই বিশ্বাস তারা হারিয়ে ফেলেছেন। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, এইভাবেই ভারতবর্ষকে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চলছে। সংবিধানকে লংঘন করা হচ্ছে। আজকে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে বড় বড় কথা বলা হচ্ছে, ক্ষতি তাদের হবে না। কিন্তু তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দিয়েছেন, বঙ্গভাষী ভোটারের বিরুদ্ধে আবেদনপত্র থাকলে তাদেরকে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। এটা শুধু বঙ্গভাষীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, অন্যদের জন্যে নয়। এতে জাতীয় স্বার্থ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছে। এই চুক্তির দ্বারা সমাজের মঙ্গল হবে না বলেই এই ভিত্তি বৎসরকে আমি মানতে পারি না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে একই সুরে আমিও বলতে চাই, সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষের সাথে ত্রিপুরার মানুষও গর্জে উঠুক এই চুক্তির বিরুদ্ধে। যাতে জনগণের চাপে এই চুক্তি বাতিল করা হয়। এই বলেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:— শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ:— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আসাম চুক্তির উপর যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব খুবই দুঃখজনক। কারণ, এই প্রস্তাবের দ্বারা ত্রিপুরায় এবং আসামে সাম্প্রদায়িক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে বলেই আমি মনে করি। মিঃ স্পীকার স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চল সহ সমগ্র ভারতবর্ষের ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য এবং ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্নতাবাদীর শক্তির হাত থেকে মুক্ত করার জন্যই এই চুক্তি করেছেন।

আমি জানিনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কেন এই চুক্তিটাকে বিরোধীতা করে এই প্রস্তাবটি এনেছেন। আমার মনে হয় আসাম চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পর থেকে তারা হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনি ভাবছেন হয়তো ত্রিপুরাতে আর বামফ্রন্ট সরকারকে আর প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। তাই তিনি অন্যরূপ ধারণ করছেন। আমি বুঝতে পারছিনা আসাম চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বামফ্রন্ট সরকারের এত জনদরদী হওয়ার কি কারন? তারা কি বিগত ৮০ জুনের দাঙ্গার কথা ভুলে গেছেন? ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোক জানেন এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কিভাবে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করে এই দাঙ্গার সৃষ্টি করেছিলেন। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য, বিচ্ছিন্নতাবাদীকে উচ্ছেদ করার জন্য এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার তার বিরোধীতা করেছেন। কাজেই দাঙ্গাবাজ যে কারা তা ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোক বুঝে গেছেন। আজকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এই প্রস্তাবটিকে হাউসে এনেছেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী সারা ভারতবর্ষের মাটি থেকে বিচ্ছিন্নবাদীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য আসাম চুক্তিটি প্রনয়ন করেন, আর আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দেওয়ার জন্য আজকে এই প্রস্তাবটি হাউসে উপস্থিত করেছেন। আজকে বামফ্রন্ট সরকারের সাড়ে সাত বৎসরের শাসনেই ত্রিপুরার মানুষ রন্ধ্রে রন্ধ্রে উপলব্ধি করেছেন কারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে মদত দিচ্ছে। তাই আজকে তারা "আমরা বাংগালীদেরও" মদত দিতে শুরু করেছেন কংগ্রেসীদের ঢেউর প্রতি ভীত হয়ে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতবর্ষে কংগ্রেস শাসনের যে গৌরবময় অধ্যায় চলে আসছে ত্রিপুরাতেও তাকে পুনরায় অধিষ্ঠিত করতে হবে। কংগ্রেসীদের এই তৎপরতা দেখে ভীত হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সাম্প্রদায়িকতার বীজ বুনতে চাইছেন ত্রিপুরাতে। তার, আজকে আসাম চুক্তি সাক্ষরিত হওয়ার পরেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে এই প্রস্তাবটি হাউসে উপস্থিত করেছেন। আজকে পাঞ্জাবে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, আসামেও সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে ত্রিপুরাতেও সমস্যা সমাধান হওয়ার পথে। তাই দেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ভাবছেন সাম্প্রদায়িক শক্তিকে যদি মদত দেওয়া না যায় তাহলে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট আর সরকারে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবে না: তাই আসামের দীর্ঘদিনের যে সমস্যা, সেই সমস্যা সমাধানের চুক্তিকে বিরোধীতা করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে হাউসে এই প্রস্তাবটি এনেছেন। প্রস্তাবে তিনি বলেছেন যে, আসামে সংখ্যালঘুদের গনতন্ত্র সম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান বিরোধী কাজ করেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়তো বুঝতে পারছেন না কোনটা সংবিধান বিরোধী আর কোনটা সংবিধান সম্মত। যদি এটা সংবিধান বিরোধী হত তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই এই চুক্তিটি প্রনয়ন করতেন না। আসামে সংখ্যালঘুদের প্রতি চিন্তা করেই কেন্দ্রীয় সরকার এই

চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছেন। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে হাউসে যে প্রস্তাবটি এনেছেন, সেটাকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রী জহর সাহা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আসাম চুক্তিকে বিরোধীতা করে যে প্রস্তাব হাউসে উপস্থিত করেছেন এবং প্রস্তাবের সমর্থনে যে বক্তব্য রেখেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। আমি ছোটবেলায় আলেকজেন্ডার সম্পর্কে একটা কথা পড়েছিলাম তিনি তাঁর সেনাপতিকে বলেছেন সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ। ঠিক তেমনি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের এই প্রস্তাবটি আনার মধ্যে দিয়ে আমার এই কথাটিই মনে পড়ে গেল—কি বিচিত্র উনাদের চরিত্র। আমার মনে হচ্ছে তিনিই যেন ভারতবর্ষের ঐতিহ্য বহন করে চলেছেন। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং তার দল যে কতা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন সেটা তিনি উপলব্দি করতে পারছেন না। আমি উনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই— আসামেতো মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির একটা কমিটি আছে। তারা আসাম চুক্তিকে বিরোধীতা করে কি বক্তব্য রেখেছেন উনি হাউসে বলুনতো। উনারাতো মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে সর্ব ভারতীয় দল হিসাবে দাবী করে আসছেন। পত্র-পত্রিকায় দেখেছি তাদের নেতা জ্যোতি বসু বলেছেন, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য কমিটিগুলির পক্ষে পশ্চিমবংগ ও ত্রিপুরার পক্ষে আসাম চুক্তিকে বিরোধীতা করে এমন কোন ভূমিকা নেওয়া উচিৎ হবে না যাতে করে আসামে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি জন বিচ্ছিন্ন হয়ে পরে। সুতরাং আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে যে প্রস্তাবটি সরকারী প্রস্তাব হিসাবে উপস্থিত করেছেন এটা পাশও হয়ে যাবে, কিন্তু তার অর্থ কি? কিছু দিন আগে তারা বিভিন্ন জায়গাতে আসাম চুক্তি সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করে সাম্প্রদায়িকতার জিগির তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে তারা জনগণকে বিন্দুমাত্রও টলাতে পারেননি। জনসাধারণ তাদের আন্দোলনে সারা দেননি। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব পত্র-পত্রিকাতে প্রচার হওয়ার জন্য, রেডিওতে প্রচার হওয়ার জন্য জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য আবার নূতন করে প্রস্তাব এনেছেন। কাজেই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছিনা। ভারতবর্ষের সংহতিকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছেন, শুধুমাত্র কিছু ভোটারদের দিকে তাকিয়ে নয়, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সংহতির দিকে তাকিয়ে। তার জন্য আমি আসাম চুক্তিটিকে সমর্থন করছি।

শ্রী জওহর সাহা—বরং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসের মধ্যে আসাম চুক্তির বিরোধী করে যে প্রস্তাব এনেছেন, আমরা খুব আনন্দিত হতাম যদি পাঞ্জাব চুক্তির সমর্থন করে

তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রস্ফুটিত হতো। তাই আমি আবেদন রাখছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শাসক দলের কাছে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে ভারতবর্ষের অখণ্ডতা, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের সংহতিকে মজবুত করে তোলার জন্য জনসাধারনকে বিবাদমান না করে আরও সুষ্ঠু চিন্তাধারা নিয়ে গঠনমূলক সহযোগিতা করার জন্য শক্তিশালী চিন্তাধারা গ্রহণ করা উচিত।

(রেড লাইট)

স্যার, আমাকে আর এক মিনিট সময় দিন। আজকে এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবকে বিরোধীতা করার আরও কারণ হলো, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জীবনের ঝুকি নিয়ে কাজ করছে। সেখানে সরকারতো ব্যবস্থা নিতে পারছে না। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আজকে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছে। বরং মুখ্যমন্ত্রীর আজকের যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের, সন্ত্রাসবাদীদের উৎসাহিত করবে। সুতরাং এটাকে রাজনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা না করে, কিছু কিছু ফায়দা করার জন্য অপচেষ্টা না করে বরং ভারতবর্ষের সংহতিকে আরও মজবুত করার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। একটা প্রশ্ন মাননীয় মুখ্যবলেছেন যে, আসামের নির্বাচনের ব্যাপারে নিয়ে তিনি উষ্মা প্রকাশ করেছেন। আমি বলতে চাইছি আসাম চুক্তির ফলে যদি আসামের মধ্যে নির্বাচন হয় এখনই কিংবা একমাস কি দুই মাস পরে তাহলে আপনার বক্তব্য সঠিক থাকবে, সেখানে তো মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির উদ্বিগ্ন হওয়ার কারন দেখছিনা। বরং যে ভোটটা কমেছে কিংবা জনসাধারণের মধ্যে যদি ব্যাপক প্রতিফলন হয়ে থাকে তাহলে তো বিতর্কিত রায় দেবার সম্ভাবনা। সেখানে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর কোন নেতার উষ্মা প্রকাশ করার, বিস্মিত হবার কিংবা ভয় পাবার কারন থাকতে পারে কি? সেটা আমার মনে হচ্ছেনা। আমার বক্তব্য এখানে শেষ করতে চাই এই বলে যে, যারা নাকি ত্রিপুরার মধ্যে কিংবা ভারতবর্ষের সংহতি এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের এই 'যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে মাথা তুলবার জন্য এই বিধানসভাকে রাজনৈতিক ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চায় তাদেরকে ভাতবর্ষের সংহতির কথা চিন্তা করে ঐ অপপ্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রাইভেট মেম্বার রিজলিউশ্যানের উপর ১-৩০ মিঃ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। কাজেই একটা প্রস্তাবের উপর আর কত আলোচনা হবে কারন এখন আমাদের হাতে মাত্র :-০ মিঃ সময় আছে।

শ্রী মানিক সরকার—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বক্তব্য রাখবো না।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব।

শ্রীদশরথ দেব : মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সরকার পক্ষ থেকে আসাম চুক্তির উপর যে প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে অবশ্যই সমর্থন করি। কাজেই এই বক্তব্যের মধ্যে বিস্তৃত কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। প্রস্তাবটা আসাম চুক্তির পুরাপুরি বিরোধীতাও নয়, পুরাপুরি সমর্থনও নয় এবং প্রস্তাবের ভাষাগুলি যারা বুঝেন অবশ্য ভাষা সম্পর্কে যাদের একটু ঘাটতি আছে তাদের একটু বুঝবার অসুবিধা হবে। প্রথমতঃ এখানে বলা হয়েছে যে আসাম চুক্তির কিছুটা ভাল দিক আছে। তাতে সাময়িকভাবে হলেও এতদিন ধরে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আসামের মধ্যে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছিল এটা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে। কারন আন্দোলনকারীরা এটা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। সাময়িক ভাবে হলেও এই আন্দোলনের চরিত্রটা কি এটা ব্যাখ্যা করার আবশ্যক থাকে না, সেখানে এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে, গৃহদাহ, নরহত্যা, নেলীর মতো গণহত্যা সব কিছু মিলিয়ে কলঙ্কিত ইতিহাস এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত এবং মানুষের দুঃখ, যন্ত্রনা, নিপীড়ন সমস্ত রকম ঘটনা এর সঙ্গে জড়িত আছে। এই চুক্তির ফলে সাময়িক ভাবে এই যে কিছুটা উপশম হয়েছে এটা একটা ভাল দিক। আমরা সব সময় এটা আগেও বলেছি এটা আমরা সমর্থন করি। সংখ্যালঘু শ্রেণীর মধ্যে এই যে আসাম থেকে বিদেশী বিতাড়নের নামে তাদের উপরে যে নির্যাতন চলছিল সংখ্যালঘুরা সেখানে সব সময় একটা দুঃশ্চিন্তায় ভুগত, কখন কার ঘাড় যাবে, কখন কার ঘর আগুনে পুড়ে যাবে এই সব নানা দুশ্চিন্তায় দিবারাত্রি মানুষ সেখানে বাস করতেন। অন্ততঃপক্ষে এটা সাময়িক হলেও আন্দোলনকারী নেতারা এই ইস্যুটা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। তারা এখন নিবাচনের প্রস্তুতি চালাচ্ছে এবং এই নির্বাচনের সময় কি ঘটনা ঘটবে, কি ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে পারে এটার জন্য আমরা উদ্বেগ বোধ করছি। বিপদজনক দিকটা হচ্ছে শ্রী রাজীব গান্ধী আমাদের প্রধান মন্ত্রী আশু এবং গণ পরিষদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছে সেই চুক্তির বিপদজনক দিকটা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রচলিত আইন-কানুন, সংবিধান এবং বৈদেশিক যে চুক্তি তার কোনটার সঙ্গে কোন রকম সঙ্গতি এখানে রাখা হয়নি। ভারতবর্ষের মধ্যে কারা নাগরিক হবেন তার আইন আছে। নাগরিককে কিভাবে তার নাগরিক অধিকার হরন করা যায় তার কতগুলি আইন আছে, কতগুলি পদ্ধতি আছে। যদিও কোন পদ্ধতির সঙ্গে যোগ নেই এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি যেটা ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি যাতে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে ১৯৭১ সালের পর যারা এসেছে তারা ভারতবর্ষের নাগরিক হবেনা। ১৯৭১ সাল-এর ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত যারা আসবে তাদের নাগরিক হিসাবে ধরে স্বীকার করে নেওয়া হবে। তাহলে এই যে চুক্তি ১৯৬৬ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যারা ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েছেন, ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে এবং কয়েকবার ভোট দিয়েছেন, কোন্ আইনের বলে, কোন্ সংবিধানের ধারায় রাজীব গান্ধী এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকারীদের সঙ্গে চুক্তি করে তাদের অধিকার

হরণ করে নিলেন, এটা তো আমাদের বুঝতে হবে। তার তো কতগুলি আইনের মধ্য দিয়ে যেতে হবে, কতগুলি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। যদি এটা অপরিহার্য্য হয়ে দাড়ায় তাহলে ভারতবর্ষের সংবিধান সংশোধন করলেন না কেন? নূতন ক্ষমতার মধ্য দিয়ে তবেই সরকারকে সেটা করতে হবে, এর আগে তো করা যায় না। কিন্তু করছেন। এটা ভীষণ আপত্তিজনক প্রশ্ন। রাতারাতি কত লক্ষ মানুষ ভোটের অধিকার হারালো এটা আমরা জানি না এখনও, কত লক্ষ হবে সেটা পরে জানা যাবে। প্রশ্ন, একটা মানুষের ভোটের অধিকার এই ভাবে কি হরণ করে নিতে পারে? এই অধিকার ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে কোন ক্ষমতা দিয়েছে? একমাত্র সংখ্যা গরিষ্ঠ ক্ষমতা ছাড়া। কোন আইন, কোন সংবিধান, কোন চুক্তি, ভারতবর্ষের কোন প্রচলিত আইন দেশের প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা এই দেয় নি। কোন দিন সেই ক্ষমতা প্রয়োগ করলে এটাকে আমরা বলবো গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ। এটা তো গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ নয়, এটা স্বৈরতন্ত্রের আবার নূতন করে মুখ দেখা দিচ্ছে। এটাই আমরা দেখছি এখন ভারতবর্ষের বিপদ। মাননীয় সদস্য শ্রী হবীর বাবু বললেন, ওদের তো ভারতবর্ষ থেকে চলে যেতে হবে না, তারা তো মাত্র ১০ বছরের জন্য ভোটের অধিকার হারাচ্ছেন।

এদের ভারত থেকে চলে যেতে হবে না। এরা যে ভাবছেন এদের চলে যেতে হবেনা এই গ্যারান্টি কোথায়? ওরা যদি ভারতের নাগরিক না হয় ওরা কি চাকুরী পাবে যাদের ভোটের অধিকার নেই? ৬৬ সনে যারা চলে এসেছে আজকে তাদের ছেলেমেয়েদের কত বৎসর বয়স আরও ১০ বৎসর পরে ৩০ পার হয়ে যাবে। ২৫-৩০ বৎসর বয়স পর্যন্ত উচ্চ-সীমা হচ্ছে চাকুরী পাবার বয়স, এইটাই হচ্ছে ভারতবর্ষের আইন। তখন এই সব লোক কি চাকুরী পাবে? কত লোককে নিয়োগ করতে পারব? সুতরাং চিন্তা না করে কথা বলবেন না। একটা যুক্তিকে কতগুলি অযৌক্তিক কথা দিয়ে খণ্ডন করার চেষ্টা করবেন না। তারপর টি, ইউ, জে এস, নেতারা বলছেন যে হাজার হাজার মানুষ ত্রিপুরাকে ডুবিয়ে দিল। আসামেও সেই ব্যবস্থা। আসামেও হাজার হাজার লোক এসে ডুবিয়ে দিচ্ছে। ভারতবর্ষের কোন রাজনৈতিক দল এই কথা বলেনা, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এই কথা বলেনা। আমরা কি বলেছি ৭১ সন থেকে যারা এসেছে আসামে তাদের বিদেশী বলে চিহ্নিত কর। ৭১ সন পর্য্যন্ত যারা এসেছে ইন্দিরা—মুজিবের চুক্তি অনুযায়ী তারা ভারতের নাগরিক। কি পশ্চিমবাংলায়, কি ত্রিপুরায়, কি আসামে সব জায়গায়। এই প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? এখনও লোক আসছে এরা ত সব ডুবিয়ে দেবে, এই প্রশ্ন আসে কোথা থেকে? একটা চীৎকার করলেই হয়ে গেল? মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য, প্রমাণ দিতে পারবেন না। কোন পার্টি এই কথা বলেনি। এইসব অযৌক্তিক কথাবার্তা বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না। আর একটা প্রশ্ন যদি এই ট্রেণ্ডকনটিনিউ করে কেন্দ্রীয় সরকারের তাহলে তার আরো বিপদ আছে। সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা কোথায়? আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠরা আব্দার করল ১৯৬৬ সন থেকে যারা ভোটের অধিকার পেয়েছিল তাদের

ভোটের অধিকার থেকে নাম কেটে দাও। আন্দোলন করেছে। তাদের খুশী করার জন্য, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের খুশী করার জন্য আসামে এই চুক্তি করলেন। এইখানে সংখ্যালঘুদের বাঙ্গালীর প্রশ্ন নয়, হিন্দুর প্রশ্নে নয়, ট্রাইবেলের প্রশ্নে নয়, যারা সংখ্যালঘু তাদের প্রশ্নে। যারা ভারতের নাগরিক যাদের কেউ অনাগরিক বলেনা, ১৯৭১ সনের আগে যারা এসেছেন তারা সবাই নাগরিক ভারতের আইন অনুযায়ী। এই নাগরিকের অধিকার রাজীব গান্ধীর সরকার কেটে দিলেন। কাল ত্রিপুরা রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যদি বলে ট্রাইবেলরা সংখ্যালঘু তাদের দাবীটা কেটে দিতে হবে; তাদের ৬ষ্ঠ তপশীল কেটে দিতে হবে, তাদের সংরক্ষণ কেটে দিতে হবে, এই আন্দোলন যদি চলে, রাজীব গান্ধীর যে ট্রেণ্ড সংবিধান সংশোধন না করে তিনি তাও করতে পারেন। এইটা প্রবণতা। ত্রিপুরায় বলুন, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানে জাতীয় সংখ্যালঘু আছে, ধর্মীয় সংখ্যালঘু আছে সমস্ত সংখ্যালঘুদের অধিকার একটির পর একটি খণ্ডন করে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের অন্যায় আবদারের কাছে তাদের সাহায্য সমর্থন পাবার জন্য আসামের চুক্তির মধ্য দিয়ে তা বোঝা যাচ্ছে। আসামের কয়টা লোক ক্ষতিগ্রস্ত হল সেটা বড় প্রশ্ন নয়। এই ট্রেণ্ড যদি থাকে তাহলে ভারতবর্ষের সংবিধান থাকবে না, গণতন্ত্র থাকবেনা, ভারতবর্ষের মধ্যে আন্তর্জাতিক যে চুক্তি তাও থাকবে না। নাগরিক অধিকারের যে প্রচলিত প্রথা ব্যবস্থাপনা সব সংবিধান সংশোধন করেই প্রধানমন্ত্রী যিনি ক্ষমতায় আছেন সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থে তা করতে পারেন। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষ তা কি স্বীকার করে নেবে? এইটা হচ্ছে আজকে মূল প্রশ্ন। আসামের প্রশ্নের সংগে আজকে এই প্রশ্নটিও জড়িত। মেঘালয়ের মধ্যে আজকে আওয়াজ উঠেছে আমাদের এখানেও সম্প্রসারিত কর, লিনডু, লিডার অফ দি অপোজিশান এর বক্তব্য পত্র-পত্রিকায় উঠেছে। টি, ইউ, জে, এসের নেতারা এরাত পরামর্শ নিতে যান শিলংয়ে, এরা কি বলছেন? এরা বলছেন যে এইটা এখানেও চালু কর। এইসব জিনিষগুলি আমাদের ভাল করে বুঝতে হবে। এর জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করছি এই কারণে যে আমরা ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করতে চাই, আমরা ভারতবর্ষের যে কোন ধরণের বিচ্ছিন্নতাবাদীর বিরুদ্ধে লড়াই করে ভারতবর্ষের জাতি উপজাতি বিভিন্ন ধর্মের ভাষার সমস্ত গোষ্ঠীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাই। এর জন্য আজকে ওয়ার্নিং, এর জন্য আজকে সতর্কতা। আসাম চুক্তি একদিকে যেমন খানিকটা সাময়িকভাবে অবস্থাকে স্বাভাবিক করে এনেছে এইটাকে আমরা সমর্থন করি, তার সঙ্গে চুক্তির ফলে যেসমস্ত শর্তগুলি রয়েছে এইগুলি ফলো করতে গিয়ে তার যে বিষময় ফল দিনের পর দিন লক্ষ্য করছি এইটা কোনদিনই ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করবেনা। এইটা অন্ততঃ আমরা আশা করছিনা। আমি আর বেশী বক্তব্য রাখছিনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উনার বক্তব্যের মধ্যে বিস্তারিত বক্তব্য রেখেছেন। তবে মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায় বললেন, তা হচ্ছে ধান ভানতে শিবের গীত। কবে হাজার হাজার মানুষ এসেছিল, কবে নৃপেন চক্রবর্তী, দশরথ দেব তাদের তাড়াল, এইসব বক্তব্য ভিত্তিহীন। আমি মাননীয় সদস্য

সুধীরবাবুকে বলে দিচ্ছি আপনার দলের সদস্যদের কিন্তু টি, ইউ, জে, এস, পাকড়াও করে ফেলছে। আর শ্যামাচরনবাবু যেটা বললেন তাতে জবাব দেওয়ার মত কিছু নেই। কারণ উনার বক্তব্যের মধ্যে সারবস্থ বলতে কিছু নেই এবং এর সঙ্গে বাস্তবের কোন সম্পর্ক নেই। সি, পি, আই (এম) হাজার হাজার চাকমারা অধিকার পাচ্ছেনা সেই আন্দোলনে। শ্যামাচরণবাবুরা চোখে দেখতে পাননা, কানে শুনতে পাননা, আমরা যা বলি তারা সেটা বলেনা, আর আমরা যেটা বলিনা, তারা সেটাকে চীৎকার করে বলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। কিন্তু তাদের এই প্ররোচনায় মানুষ বিভ্রান্ত হবেনা। কাজেই আমি হাউসের কাছে অনুরোধ রাখব যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হয়েছে এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গোটা ভারতবর্ষের জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করতে হবে। এখানে পাঞ্জাব চুক্তির কথা আমরা আনছিনা। কারণ পাঞ্জাব চুক্তি সম্পর্কে এদের কোন ধারনা নেই। পাঞ্জাব চুক্তির ব্যাপারে রাজীব গান্ধী বলেছেন এবং ইন্দিরা গান্ধী পর্য্যন্ত বলেছিলেন যে পাঞ্জাবের ব্যাপারে একমাত্র সি, পি, আই, (এম) শক্তিশালী করেছেন, এবং আজও রাজীব গান্ধী বলেছেন যে আপনারা মনে প্রাণে শক্তিশালী করেছেন পাঞ্জাবের ব্যাপারে। আর এখানে কয়েকজন আছেন, তারা কোন খবর রাখবার চেষ্টা করেন না। যা খুশী আবোল তাবোল বলে যাচ্ছেন। দেশের মানুষ শুনে হাসবে। একমাত্র কয়েকবার এম, এল, এ হলেই পণ্ডিত হওয়া যায়না। কাজেই আমি এই সম্পর্কে হাউসকে আবারও অনুরোধ করব এই বিষয়ে কোন বিতর্ক না করে আমাদের জাতীয় সংহতিকে আরো সুদৃঢ় করার জন্য সংখ্যালঘুর অধিকার সংরক্ষণ এবং ভারতের প্রত্যেকটা নাগরিকের সমান অধিকার যাতে পায় এইটা আমরা চাই।

আজকে আসামের যে চুক্তি হয়েছে তাতে সেখানকার সংখ্যালঘুদের ২য় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে থাকতে হবে কিন্তু আমরা চাই এমন কোন আইন না হউক। ১০ বছর তাদের কোন নাগরিক অধিকার থাকবেনা, তাদের কোন ভোটাধিকার থাকবেনা এটা হতে পারে না। পৃথিবীর কোথাও এমন কোন নজির নাই। যদিও কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অশোক সেন একটা গ্রীন কার্ড দেওয়া হবে বলে বলেছেন ওখানকার সংখ্যালঘুদের স্বার্থে। যদি এই আইন হয় তাহলে সেখানকার সংখ্যালঘুদের একটা দায়বদ্ধ হয়ে থাকতে হবে। এরকম কোন দায়বদ্ধ হয়ে কোন ভারতবাসীকে ভারতে থাকতে হবে এটা হয়না। কোন গণ-তান্ত্রিক দেশে এটা চলতে পারেনা। কাজেই এটার প্রতিবাদে আমরা এই হাউজে উদ্বেগ প্রকাশ করছি। এ ব্যাপারে সকলের অবহিত থাকা দরকার বলে আমরা মনে করি। এই বলে এই প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আরও কয়েকজনের নাম আছে এই প্রস্তাবের উপর আলোচনার জন্য, কিন্তু সময়ের অভাবে আর হচ্ছেনা। কারন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর রাইট অব রিপ্লাই আছে।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ত টাইম এলট করা আছে।

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, সে অনুসারে সদস্যরা সময় নিয়েছেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার আমি সংক্ষেপে দুয়েকটা কথা বলব। বিরোধী দলের সদস্যরা বলেছেন আমরা নাকি আমরা বাঙালী দলকে খুশী করার জন্য এই প্রস্তাব এনেছি। এর আগে শুনতাম যে আমরা ট্রাইবেলদের খুশী করার জন্য আমরা ৬ষ্ঠ তফশীল দাবি করেছি। আবার শুনতাম চাকুরী ক্ষেত্রে রিজার্ভেশন করেছি উপজাতিদের চাকুরী দেওয়ার জন্য। এভাবে কংগ্রেস (ই) দিনরাত গুজব প্রচার করে বাঙালীদের বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেয়েছে। তেমনি যদি ইলেকশনের সময় যান তাহলে দেখবেন নৃপেন চক্রবর্তী আর "আমরা বাঙালীর" মধ্যে তফাৎটা কি। তখন টি, ইউ. জে, এসের ঘরে দেখবেন আমরা বাঙালীর ছবি এবং তখন টি, ইউ, জে, এস আমরা বাঙালী হয়ে যায়। তাহলে আমাদের সম্পর্কে যে কথা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয়। আসল কথা আমরা না ট্রাইবেল, না "আমরা বাঙালী" আমরা হচ্ছি একটি গণতান্ত্রিক দল। আবার এখন মুসলমানদের মধ্যে একটা গুজব ছড়ানো হচ্ছে যে আমরা নাকি কোরান ও শরিয়তের বিরুদ্ধে। আসলে আমরা কোরান বা শরিয়তের বিরুদ্ধে নই, আমরা মুসলমান মেয়েদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তার পক্ষে। পশ্চিমবঙ্গে মোল্লারা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করছে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে। কাজেই এভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদ তোতাপাখীর মত না বলে আসল কাজ করুন। এখানে বিলোনীয়ার মাননীয় সদস্য বলেছেন সেখানে নাকি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে লোক খুন হয়েছে। আমি যখন গ্রামে যাই তখন প্রথমে কুয়ো দেখি কারণ কুয়োতে যে ব্যাঙ থাকে সে ঘরের কোন খবর জানেনা, দেশের কোন খবর জানেনা, সেটাকে খুব ভাল করে খাওয়াতে পারেন কিন্তু কোন খবর পাবেন না। এই ব্যাংকে সৃষ্টি করেছে? এই ব্যাঙ সৃষ্টি করেছে বৃটিশ। আমাদের দেশে ডাঃ এলুইন ব্যারিষ্টার প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী জওহর লাল নেহেরুর ট্রাইবেল এডভাইজার ছিলেন। তিনি ট্রাইবেলদের বোতলে রাখার নীতি উপদেশ দিয়েছিলেন। আর এই বোতলে রাখার নীতি পণ্ডিত নেহেরু অনুসরণ করার ফলশ্রুতি হয়েছে এটা। তার সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় যে তিনি গণতান্ত্রিক অধিকার মানতেন না। তিনিও আমাদেরকে বিনা বিচারে জেলে আটকে রেখেছিলেন। শ্রীমতী গান্ধীর আরেকটা নাম তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে আজকে যা হচ্ছে তাও আগের মতোই ১৯ আর ২০। আজকে যারা বলছেন যে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী না তার কি একটাও প্রস্তাব দেখাতে পারবেন যে—বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, জিনিষপত্রের দামের বিরুদ্ধে এনেছেন। আমরা বলছি এবং বলব যে জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, প্রচুর বেকারের সৃষ্টি হচ্ছে, হাজার হাজার কল-কারখানা বন্ধ হচ্ছে এবং আরও হবে, কারণ যে নীতি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী নিয়েছেন তার ফলে। আজকে বিদেশী পুঁজীর হাতে যেভাবে দেশের প্রকল্পগুলি চলে যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে তাতে শতকরা ৫১ টাকা প্রাইভেট সেক্টারের হাতে চলে যাচ্ছে। আর পাবলিক সেক্টারের হাতে যেটা রাখা হয়েছে

সেটাও রাখা হয়েছে প্রাইভেট সেক্টারের সাহায্যের জন্য। দেশের মানুষের জন্য আজকে কি রাখা হচ্ছে? আজকে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে আমরা হাসপাতালগুলিতে যে খাবার দিচ্ছি তার নাকি কোন দরকার নাই। আমরা যে মিড-ডে মিল দিচ্ছি তাও নাকি বাজে খরচ। চাউলের উপর যে সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে সেটাও নাকি বাজে খরচ। এসব কথা টি, ইউ, জে, এস, এর নেতা বা সমর্থকরা কেউ গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিচ্ছে না। তারা বরং মানুষকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছেন। আমি তাদের বলতে চাই যে, তারা যদি সত্যি সত্যি রাজনীতি করতে চান তবে তারা ভুল পথে অন্ধকারে চলছেন। এটা রাজনীতি নয়। এতে নিজেরাও ভুল পথে চলছে আর সাধারণ মানুষকেও বিভ্রান্ত করছে।

প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর এই টি ইউ, জে, এস, এর সঙ্গে হাত মিলানোর কিপ্রয়োজন ছিল? না প্রয়োজন ছিল। কারণ কংগ্রেস যে এখানে দুর্বল এটা তিনি বুঝতে পেরেছেন। আজকে টি, ইউ, জে, এস, যদি কংগ্রেসের সাথে হাত না মিলাতো তবে কংগ্রেস একটিও আসন পেত কি না সন্দেহ ছিল। আমরা পাঞ্জাবে কি দেখি? সেখানেও রাজীব গান্ধী আকালীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজের দলকে শক্ত করতে চাইছেন। কেননা আমরা দেখেছি পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দিরে আকালী দলের ভিন্দ্রানওয়ালের নেতৃত্বে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী-দের আস্তানা গড়ে উঠেছিল। অথচ পাঞ্জাবের ইলেকসনের পূর্বে কংগ্রেস (আই) যে ইলেকসান মেনিফেস্টো বের করেছে তার মধ্যে এই উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সম্পর্কে একটি কথাও উল্লেখ নেই। এত লোক পাঞ্জাবে প্রাণ হারালো কিন্তু কৈ তাদের সম্পর্কে একটি কথাও তো এই ইলেকসন মেনিফেস্টোতে নেই। কাজেই আকালীদের সমর্থন তিনি পেতেও পারেন। আবার তিনি মিজোরামের লাল ডেঙ্গার সঙ্গেও হাত মিলাতে চাইছেন। কিন্তু লালডেঙ্গা বড় শক্ত লোক। তিনি বলেছেন যে মিজোদের সমস্যার সমাধান আগে করতে হবে। আর আসামে আমরা কি দেখলাম? আসু এবং গণ সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তিনি চুক্তি করেছেন—উদ্দেশ্য তাদের সহায়তায় আসামে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তোলা। কারন আসামে কংগ্রেস (আই) এখন খুবই দুর্বল। এই কয়েকদিন আগেও আমরা দেখেছি কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উৎখাত করতে। দিল্লীতে একজন ক্ষমতাসম্পন্ন হয়ে বসে আছেন এবং তাঁরই নির্দেশে আজ একজন মন্ত্রীত্ব হারাচ্ছেন, কাল আরেক জন। একটা অস্থিরতা চলছে এই দলের মধ্যে। এর কারন কি? এর মূল কারন হচ্ছে ডিফেকটিভ অর্থনীতি। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে অর্থনীতি নিয়েছেন, আমি এই হাউসে এটা বলতে চাই যে, আগামী দিনে ভারতের অর্থ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়বে। যদি একে রক্ষা করতে হয় তবে রাজীব গান্ধী যে অর্থনীতি নিয়েছেন তার বিরুদ্ধে আমাদের সকল শ্রমিক ও শ্রমজীবি মানুষকে সোচ্চার হতে হবে। আজকে সমস্ত ভারতবর্ষের অর্থব্যবস্থা এক চরম সংকটের মুখে। ফলে গরীব মানুষ আরো গরীব হবে। আমাদের সামনে এক ভয়ংকর দিন

এগিয়ে আসছে-এই হোশিয়ারী দিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার: প্রস্তাবটির উপর আলোচনা শেষ হলো। আমি এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো :

'ত্রিপুরা বিধানসভা লক্ষ্য করছেন যে, সারা আসাম ছাত্র ইউনিয়ন এবং গণ সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হবার ফলে গত পাঁচ বছর ধরে পরিচালিত জাতীয় সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর-আসামের বিদেশী বিতাড়ন আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়েছে।

ত্রিপুরা বিধানসভা ইহাও লক্ষ্য করছেন যে, এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সংগে আসামে রাজ্য বিধানসভা ও লোক সভা আসনে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই আসাম চুক্তিতে এমন কয়েকটি সংবিধান বিরোধী, গণতন্ত্র বিরোধী ও আন্তর্জাতিক চুক্তি বিরোধী ধারা অন্তভু্ক্ত করেছেন যাহা নিঃসন্দেহে প্রমান করে যে, ইহাতে দাঙ্গাবাজ, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির নিকট আত্মসমর্পন করা হয়েছে, আসামের সংখ্যালঘু জনগণের পক্ষে আতংকের কারণ হয়েছে। প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী জীবিত থাকতে বার বার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হযেছিল যে, আসামে, তথা অন্যান্য রাজ্যে ১৯৭১ সালকে ভিত্তি বছর বলে স্বীকার করা হবে। কিন্তু বর্তমানে চুক্তিতে সেই প্রতিশ্রুতি আগ্রাহ্য করে ১৯৬৬ সালকে ভিত্তি বছর ধরে হাজার হাজার সংখ্যালঘু অংশের প্রকৃত ভারতীয় নাগরিককে নাগরিকত্ব ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইহা শুধু আসাম নয়, ভারতের ঐক্য ও জাতীয় সংহতির পক্ষেও বিপদজনক। ইহার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছেন. যার ফলে এই অঞ্চলে অন্যান্য রাজ্যেও বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভেদকামী শক্তিসমূহ তাদের গণতন্ত্র বিরোধী কার্য্যকলাপ চালিয়ে যাবার সুযোগ পাবে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহও দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিক অস্থিরতা সৃষ্টির সুযোগ পাবে। ত্রিপুরা বিধানসভা দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছেন যে, এই আসাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরা সমেত এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে ইতিমধ্যেই বিভেদপন্থীরা পুনরায় "বিদেশী বিতাড়ণের" দাবী তুলছেন, আসাম চুক্তিকে এই সকল রাজ্য সম্প্রসারিত করার দাবী তুলছেন। এই সভা এই দাবীকে ভারতের ঐক্য ও সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক বলে মনে করুন।

এই সভা আশা করছেন যে, গত কয়েকবছর ধরে আসামে, তথা দেশের অন্যান্য অংশে যা ঘটছে তা থেকে আসামের জনগণ শিক্ষা গ্রহণ করবেন। তারা আসামে এমন কিছু ঘটতে দিবেন না যা আসামের শান্তি ও ঐক্যকে বিপন্ন করবে, সংখ্যালঘুদের সংবিধান সম্মত ও গণতন্ত্র সম্মত কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে।

এই বিধানসভা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করেন যে, সমান অধিকার ও ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে আসামের সকল অংশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা হবে, শান্তিপূর্ণ ও বৈধ নির্বাচনে সংখ্যা-লঘু সমেত সব অংশের ভারতীয় নাগরিকদের নির্বাচনে অবাধে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে, । এবং, এই নির্বাচনের মাধ্যমে আসাম তথা সমগ্র ভারতের ঐক্য ও সংহতিকে আরো বলিষ্ঠ করা হবে।"

(প্রস্তাবটি ধ্বণিভোটে গৃহীত হয়।)

(প্রাইভেট মেমবারস্ রিজিউলিশানস)

মিঃ স্পীক্যর : সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :—প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান। আজকের কার্যসূচীতে তিনটি প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশাস আছে। রিজিউলিউ-শানের প্রায়রিটি অনুসারে প্রথমটি উথাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহম জমাতিয়া মহোদয়, দ্বিতীয়টি উথাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউ-লিউশানটি সভায় উথাপন করতে।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজিউলিউশানটি উথাপন করছি : রিজিউলিউশানটি হলো : ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরার উপ জাতিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী বিকাষ ও অগ্রগতির জন্য এবং পরিষদের প্রশাসনিক সুবিধার্থে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদর দপ্তর জেলা পরিষদের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হউক।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবটি এনেছি কেননা বিগত ১৯৮৩ ইং সনের ১৬ আগষ্ট এই বিলটি পার্লামেন্টে উথাপন করা হয় এবং ২৩শে আগষ্ট, ১৯৮৩ ইং সেই বিলটি সর্বসম্মতি-ক্রমে পাশ হয়। এই বিলটি পাশ হবার পর আমরা বার বার দাবী করেছি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন অতি সত্তর করবার জন্য। সেই হিসাবে বর্তমান প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী ত্রিপুরা সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ১৯৮৫ সালের মধ্যে যাতে নির্বাচন হয়ে যায়। সেজন্য ত্রিপুরা সরকার তথা বামফ্রন্ট সরকার বাধ্য হন নির্বাচন করার জন্য। কিন্তু একটা বিষয় হলো এখানে যে দীর্ঘদিন ধরে ষষ্ঠ তপশিল পাওয়ার জন্য ত্রিপুরা উপজাতিরা যে আন্দোলন করে আসছে সেই আন্দোলনের চাপে পড়ে বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন করার পরে সেটা বাস্তবে রূপায়িত হয় এবং ষষ্ঠ তপশলী আদায় করা সম্ভব হয়। ষষ্ঠ তফসিলের মূল লক্ষ্য ছিল পিছিয়ে পড়া উপজাতিকে—যারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুর্বল তাদের আরও সবল করে তোলা। কাজেই যদি সেই উদ্দেশ্যেকে সফল করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের ইচ্ছা থাকে

তা হলে আমি আশা করর এই প্রস্তাবের পক্ষে সরকার পক্ষের সদস্যরাও সমর্থন জানাবেন এবং কোন বিতর্ক না করে এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করবেন। আমরা দেখেছি যে কিছুদিন আগে বামফ্রন্ট সরকার কেবিনেট ডিসিশান নিয়েছেন যে জেলা পরিষদের সদর দপ্তর জেলা পরিসদ এলাকার বাইরে হবে। আমাদের দাবী হচ্ছে যে জেলা পরিষদের সদর দপ্তর জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যেই করা হোক। বিরোধী পক্ষ থেকে যখনি কোন দাবী তোলা হয় তখনি আমরা দেখছি যে শাসক দল সেটাকে আঞ্চলিকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে দাবীটাকে নসাৎ করে দিতে চান, যদি তাঁরা এইভাবে প্রচার করে চলেন তা হলে উপজাতিদের উন্নতি হবে না। যারা এখনও পাহাড় পর্যন্তে অন্ধকারের মধ্যে রয়েছে অর্থাত শিক্ষার আলো যাদে কাছে এখনও পৌছে নি, তাদের কাছে শিক্ষার আলো পেঁীছে দিতে জেলা পরিসদের সদর দপ্তর জেলা পরিষদ এলাকার মধ্যে থাকাটা বাঞ্ছনীয়। সেটাই আমি দাবী করছি। আমরা যদি আসামের দিকে দৃষ্টি দিই তাহলে দেখব কার্বিআলং, আর সদর দপ্তর গৌহাটি হয় নাই। আমরা দেখেছি এন, সি, হিল। তাদের সদর দপ্তর তো গৌহাটি বা যার দিসপুরেহয় নাই। যার জেলা পরিষদের ভিতরে তাদের সদর দপ্তর হয়েছে। মেঘালয়ে আমরা দেখেছি খাসি হিল। সেটা অবশ্য শিলঙে রয়েছে। কিন্তু জয়ন্তি হিলের জোয়াইতে সেটা আনা যেত। তুরাতে আমরা দেখছি, মিজোরামেও আমরা দেখছি। যার যার এলাকাতে সদব দপ্তর স্থাপিত হয়েছে। অসুবিধা থাকবার কোন কথা নাই। আগরতলার সংঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তা নয়. আগরতলা শহরে ঘন বসতি এলাকা। এখানে এটা না রেখে যদি আমরা অন্য এলাকায় এই সদর দপ্তর স্থাপন করি তা হলে সেখানে আর একটা শহর গড়ে উঠতে পারে। ত্রিপুরার উপজাতিরা তো শহরের আনন্দ পায় না। এটা হলে আমাদের ত্রিপুরা আরও উন্নতি হবে। বামফ্রন্টের কর্মীরা এবং উপজাতি সি, পি, এম, ভাইয়েরা প্রচার করছে বিভিন্ন জায়গায় এই দাবীর বিরুদ্ধে। এই জেলা পরিষদ গঠন হবার পরে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে এটা অন্যত্র হবে। কিন্তু তাঁরা এখন অন্য কথা বলছেন এবং এই ভাবে উপজাতিদের বোঝাচ্ছেন। কাজেই, আমি মনে করি আমার যে প্রস্তাব তার মধ্যে কোন রকম সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা নাই, তাই আমার এই প্রস্তাবকে এই হাউসের কি সরকার পক্ষ কি বিরোধী পক্ষ সবাই এক বাক্যে সমর্থন জানাবেন, কারণ এই প্রস্তাব অনুযায়ী স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদর দপ্তর জেলা পরিষদ এলাকায় স্থাপন করা হলে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী বিকাশ ও অগ্রগতি সম্ভব।

শ্রীশ্যাচরণ ত্রিপুরা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটা এনেছেন, তা অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত। জেলা পরিষদের

হেড-কোয়াটার জেলা পরিষদ এলাকায় হওয়া উচিত এবং হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু জেলা পরিষদের হেড কোয়ার্টার জেলা পরিষদ এলাকায় হবে না, তা নিয়ে আলোচনা করাই আমি অবান্তর বলে মনে করি। জেলা পরিষদ একটা স্বশাসিত সংস্থা, তার হেড কোয়াটার কোথায় হবে, না হবে, তা জেলা পরিষদেরই ব্যাপার, আমি জেলা পরিষদকে আহ্বান করব, তারা তাদের হেড-কোয়ার্টার জেলা পরিষদ এলাকায় করার উদ্যোগ নিন। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে জেলা পরিষদের হেড কোয়ার্টার আগরতলায় না করে, জেলা পরিষদ এলাকায় করা হউক, এই যে দাবী, এটা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত দাবী। স্যার, আমি আপনাকে জিজ্ঞাস করতে চাই, যে মজলিসপুরের পঞ্চায়েত অফিস মজলিসপুরে না হয়ে কি ধর্মনগরে পানিসাগরে হবে? স্যার, এটা তো স্বাভাবিক যে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী ত্রিপুরাতেই হবে, এটা নিশ্চয় আসামে হবে না। আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবেও আলোচনা করেছি। উনি বলেছেন, আগরতলায় সব রকমের যোগাযোগ ও সুবিধা রয়েছে, সেটা অন্য কোথাও নেই। আমি তো একথা বলছি না, আমি বলেছি আগরতলায় করতে পারলে ক্ষতির চেয়ে লাভই হত। তাছাড়া তো আর একটা লাভ আছে, যেটা হল ত্রিপুরাতে শহর বলতে তো মাত্র একটি, ভারতে শ্রেণীভিত্তিক শহর আছে, তাকে ৫ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে, যেমন, এ, বি, সি, ডি এবং ই শ্রেণীর। তার মধ্যে আমাদের আগরতলা হচ্ছে ডি শ্রেণীর শহর, এই আগরতলা ছাড়া ডি ভিত্তিক শ্রেণীর শহর আর একটিও নেই। এমন কি আমাদের যে মহকুমা শহরগুলি আছে' সেগুলি তো শহরের শ্রেণী বিন্যাসে কোনটিতেই পড়ছে না। কাজেই জেলা পরিষদকে কেন্দ্র করে, যদি ত্রিপুরাতে আর একটি শহর গড়ে উঠে তবে এই রাজ্যের সকল অংশের মানুষেরই লাভ, সেখানে নানা রকমের সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত হবে। অন্যান্য রাজ্যে অনেকগুলি শহর থাকে। কাজেই যেহেতু আমাদের দ্বিতীয় কোন শহর নেই, সেহেতু আমরা এই জেলা পরিষদকে কেন্দ্র করে একটা নতুন শহর গড়ে তোলার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, সেটাকে ভালভাবে ব্যবস্থা করতে পারি। আমরা আরও একটা নতুন শহর গড়ে তুলতে পারি। আর এতে স্বাভাবিকভাবে সকলেরই লাভ। কিন্তু আমরা দেখছি, যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এর মধ্যেও একটা সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ খুঁজে পেয়েছেন। জেলা পরিষদের হেড-কোয়ার্টার আগরতলার বাইরে স্থাপন করলে, সেটা পাহাড়ীদের হয়ে যাবে, বাঙগালীরা বঞ্চিত হবে, এই চিন্তাধারা তার মধ্যেও এসে গেছে। উনার কথায়-বার্ত্তায় সেই রকম প্রমানই পাওয়া গেছে। উনি তো প্রায় দাবী করে থাকেন যে আমি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধে, সাম্প্রদায়িকতার কোন রকম চিন্তাই উনার মধ্যে নাই। অথচ আমরা দেখছি জেলা পরিষদের হেড কোয়ার্টার স্থাপনের ব্যাপারে তিনি সেই সাম্প্রদায়িকতারই সুড়সুড়ি দিচ্ছেন, যাতে এই ইস্যুটাকে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আবার একটা সাম্প্রদায়িক অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমি এসব দিকে

যাচ্ছিনা, বা আগরতলা শহরে পাহাড়ীরা থাকবেনা বলেই জেলা পরিষদ-এর হেড-কোয়ার্টার জেলা পরিষদ এলাকায় হউক, এটা আমার দাবী নয়, আমার দাবী হচ্ছে, জেলা পরিষদকে কেন্দ্র করে সুযোগ যখন একটা পাওয়া গেছে, তখন একটা নতুন শহর গড়ে উঠুক এবং সেই শহর গড়ে উঠলে অন্যান্য সুযোগ সুবিধাও সেখানে গড়ে উঠবে। এর মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। আসলে জেলা পরিষদটা ৬ষ্ঠ তফশিল অনুযায়ী হয়ে গেছে, এবং সেই ৬ষ্ঠ তফশিল অনুযায়ী যাতে কাজকর্ম না হয়, যাতে ষষ্ঠ তফশিল অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের ট্রাইবেলদের কোন সুযোগ সুবিধা না হয়, তার ব্যাবস্থা করাই হচ্ছে, উনার এসব আগাম উক্তি বা ভাষণের উদ্দেশ্য। জেলা পরিষদের হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করা, জেলা পরিষদেরই অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তবুও আগে থেকে এইসব বলার মধ্যে নিশ্চয় কোন অর্থ আছে, সেটা হচ্ছে জেলা পরিষদের উনাদের যে সব সদস্য আছে, এসব কথা আগে থেকে বলে তাঁদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া। এছাড়া এর মধ্যে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। কাজেই এটা অত্যন্ত দুঃখজনক, যে নৃপেনবাবুরা যেটা বলছেন, সেটা তো "আমরা বাঙগালী" দলের বলার কথা। যে না এটা করোনা, এটা করলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু কি ধরণের সর্বনাশ হবে? জেলা পরিষদের ক্ষমতাই বা কি? জেলা পরিষদ আইনের সাব-রুল ফোরে পরিস্কারভাবে লেখা আছে, যে এলটমেন্ট অব ল্যান্ড, প্রাইমারী হেলথ সেন্টার, প্রাইমারী স্কুল, ফেরী ইত্যাদি, এই তো তাদের কাজ। না, এগুলিও তাদের হাতে হস্তান্তর হয়ে যাবে, সর্বনাশ হয়ে যাবে, বাঙগালীদের স্বার্থ বিপন্ন হবে, এ হতে পারে না। অথচ তারাই দাবী করছেন যে ৬ষ্ঠ তফশিল দাবী, তাদেরই। তাই যদি তাদের সত্যিকারের দাবী হয়ে থাকে, তাহলে আজকে এসব কথা কেন? জেলা পরিষদ গঠন অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে, কিন্তু সেই পরিষদ কোন কাজ করতে পারছেন না। একটা সংস্থা করা হল, কিন্তু সেটা কোন কাজ করতে পারছেন না, তাহলে সেই সংস্থা তৈরী করার কি প্রয়োজনীয়তা ছিল? আমার মনে হয়, অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের যে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সেই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও তাদের কাজ করতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আইনে তো তাকে একটা নির্দিস্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে, মন্ত্রী সভারও লিমিটেশান অব পাওয়ার আছে। কিন্তু আমরা দেখছি এই বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরাতে ৬ষ্ঠ তফশিলের কাজ কর্ম সম্প্রসারণে বাধার সৃষ্টি করে অথবা ষড়যন্ত্র করে উপজাতিদের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। এখানে আসাম সমস্যাকে নিয়েও একটা সুঁড়সুঁড়ি দিয়েছেন, বাঙগালী পাহাড়ীদের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ ডেকে আনছেন, যেটা আমাদের রাজ্যের শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানকে মারাত্মকভাবে আলোড়িত করতে পারে। তাই আমি আশা করব জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ জেলা পরিষদের হেড-কোয়ার্টার জেলা পরিষদ এলাকায় স্থাপনের ব্যাপারে এমন একটা সঠিক পদক্ষেপ নেবেন যাতে এর মধ্যে বাইরের কোন হস্তক্ষেপ না আসতে পারে এবং সেই সঙ্গে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কেও অনুরোধ করব যে

জেলা পরিষদের কাজ-কর্ম যাতে সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয়, সেজন্য তিনি তাঁর সহযোগীতা সম্প্রসারিত করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী মানিক সরকার – মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব এনেছেন, তার বিরোধীতা করা ছাড়া আমার কোন রাস্তা নাই। কারণ যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি এটা এনেছেন, তা এই রাজ্যের ঐক্য ও সংহতির উপর আঘাত করতে পারে। এটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, জেলা পরিষদ একটা গঠনমূলক উদ্দেশ্য নিয়েই করা হয়েছে, আর তাঁর এই প্রস্তাবের মধ্যে দিয়ে সেই গঠনমূলক উদ্দেশ্যকে একটা অবিশ্বাস্য সন্দেহের চোখে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। যার ফলস্বরুপ আমি তাঁর এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছি না। এই জেলা পরিষদের হেড-কোয়ার্টার কোথায় হবে, না হবে, তা নিয়ে কোন বিতর্কের কারণ ঘটতে পারে না যদি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী গঠনমূলক হত। এবং এই বিষয়ে যে সমস্ত যুক্তি জেলা পরিষদের সদর দপ্তর জেলা পরিষদ এলাকার ভিতরেই হওয়ার জন্য দেখিয়েছেন সেগুলি কোনমতেই সমর্থন করা যায় না। মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় বাম পন্থী ফ্রন্ট দীর্ঘ দিন চেষ্টা করে ৭ম তফশিল মোতাবেক জেলা পরিসদ আনা হয়েছে তিন বছর হল। আর ৬ষ্ঠ তফসিলী মোতাবেক জেলা পরিসদ হয়েছে কয়েক মাস হল। এখন এই জেলা পরিসদের কাজ কর্ম চালাতে হলে তার একটা প্রশাসনিক কাঠামোর দরকার এবং সংগে সংগে তার একটা সদর দপ্তরেরও দরকার। সেই সদর দপ্তরটি স্থাপন করতে গেলে এমন একটি স্থান হওয়া উচিত যেখানে হলে পরে জেলাপরিসদের কাজ কর্মের ব্যাপারে রাজ্যসরকারের দপ্তরগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কোনরকম অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। এখন সেই দৃষ্টিভংগী নিয়ে যদি আমরা এই জিনিষটাকে বিবেচনা করতে যাই তাহলে আগরতলা ছাড়া আর কোথাও এর জন্য কোন উপযুক্ত স্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি না। সেজন্য মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রস্তাবটি আনা হয়েছে সেটিকে আমরা কোনভাবেই সমর্থন জানাতে পারছি না। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথার উল্লেখ না করে পারছি না সেটি হল যে কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া বলেছেন যে এই বিলটি আনার জন্য যেন কেউ আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে মনে না করেন ইত্যাদি। এর অর্থ হল যে ঠাকুর ঘরে কেরে-না আমি কলা খাই না। অর্থাৎ উনারা নিজেরাই সন্দিগ্ধমানা, তাই তাঁদের মনে সব সময় এই চিন্তাটাই কাজ করে চলছে। আর সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে কংগ্রেস (ই) বিধায়কগণ। কাজেই এই জেলা পরিসদের সদর দপ্তরকে অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই ধরণের শ্লোগান এনে ত্রিপুরার উপজাতির জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা তারা করবেই। কিন্তু জেলা পরিসদের সদর দপ্তর যে অনত্র সরিয়ে নিয়ে গেলে প্রশাসনিক কাজ কর্মের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে সেজন্য তাঁরা একটুও চিন্তা করছেন না। সেজন্য তাঁরা উপজাতি জনসাধারণকে এইভাবে সুরসুরি দিয়ে বিভ্রান্ত

করছেন এবং সেই সঙ্গে তাদের ছাত্র সংগঠণ টি, এস, এফ, কে দিয়ে এর জন্য আন্দোলন করার চেষ্টা করছেন। সেজন্য আমি উপজাতি যুব সমিতির বিধায়ক বন্ধুদের অনুরোধ করব যে তাঁরা যেন এই প্রস্তাবটি উইথড্র করে নেন এবং জেলা পরিসদের প্রসাশনিক কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে সর্বক্ষেত্রে সহযোগীতা করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার—আমার কাছে আরও ক'টি নাম আছে, কিন্তু আমাদের সময় কম সেজন্য আমি ট্রাইবেল্ ওয়েলফেয়ার মিনিষ্টারকে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে জেলা পরিসদের সদর দপ্তর বা হেড কোয়া-র্টার জেলা পরিসদের ভিতরেই করা হউক এই মর্মে একটি প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া এনেছেন। সেই প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই বলতে চাই যে, জেলা পরিসদের সদর দপ্তর কোথায় হবে না হবে এই নিয়ে আলাপ আলোচনা এই হাউসে না হয়ে সেটি জেলা পরিসদের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে আলোচনা হলেই ভাল হত। এই নিয়ে এখানে আলোচনা অর্থ হচ্ছে আমাদের এই আলোচনার ফলে জেলা পরিসদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কাজেই এই ব্যাপারে জেলা পরিষদের সদস্যরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সেখানেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত। সেই দিকে চিন্তা করে বামফ্রন্ট সরকার চাইবে যে, এই ব্যাপারে জেলা পরিষদেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হউক। এখন জেলা পরিষদের সদর দপ্তর কোথায় হবে সেটা আমাদের সবাইকে মিলে চিন্ত করতে হবে। এবং এই ব্যাপারে প্রশ্ন হচ্ছে জেলা পরিষদের সদর দপ্তর কোথায় হলে কাজকর্মের ক্ষেত্রে সবচেয়ে সুবিধা হবে এবং এই সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের বিষয়টিও আমাদের বিবেচনায় রেখে আমাদের চিন্তা করতে হবে। এটা জেলা পরিষদের এলাকার ভিতর যদি করতে চাই তাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে জেলা পরিষদের ভিতর এমন কোন শহর ডিভেলাপ করেছে কি না অন্তত আগরতলার মত না হউক ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন সহর আছে কিনা যেটি জেলা পরিষদের ভিতর পড়েছে? এমন কি অমরপুর শহরটিও জেলা পরিষদের ভিতর পড়েনা জেলা পরিষদের ভিতর হেড কোয়ার্টার যদি করতে হয় তাহলে আমাদের করতে হবে ১৮ মুড়া বা বড়মুড়া, বা লংতরাই, সাকান টাঙ এইসব অঞ্চলে নইলে কোথাও নাই। আগরতলায় না করে যদি আমরা গামছা কবরা পাড়াতে কিংবা বুড়াখাতে করি তাহলে আমাদের কি অধিক সুবিধা হবে? আমাদের অসুবিধার মধ্যে আমাদের ভোগ করতে হবে সেই সব এলাকাতে রাস্তাঘাটের অসুবিধা, ঘরবাড়ীর অসুবিধা, বিদ্যুতের অসুবিধা, টেলিফোনের অসুবিধা এই সব আমাদের সম্মুখীন হতে হবে এবং এর ফলে আমাদের অনেক ক্ষতি হবে। এটা বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। এটা ঠিক যে, স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদর দপ্তর যদি জেলা পরিষদের এলাকার ভেতর করতে পারলে ভালই হত। তাতে ট্রাইবেল-দের সেন্টিমেন্টে রক্ষা করা হত। কিন্তু সেন্টিমেন্ট রক্ষা করতে গিয়ে কোন এলাকা

বাছাই ক-রলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। এটা আমাদের বিচার করতে হ-বে। আর যে চিন্তাধারা থেকে জেলা পরিষদের সদর দপ্তর স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের এলাকায় নেওয়ার প্রশ্ন উঠেছে এটার একটা বে্‌ক-গ্রাউণ্ড স আছে। হয়ত মনে করা হচ্ছে যে, আগরতলা শহরে ট্রাইবেলদের পক্ষে নিরাপদ নয়। কাজেই জেলা পরিষদের সদর দপ্তর এমন জায়গায় নেওয়া উচিত যেখানে ট্রাইবেলরা নিরাপদ থাকবে। যেহেতু আগরতলা শহর মিকস্‌ড পপুলেশান এবং যেহেতু ট্রাইবেলরা অ্যাব্‌স্‌লেট মেজরিটি নয়, সেহেতু আগরতলা শহরে সদর সদর দপ্তর না করলেই ভাল বলে মনে করেন। কিন্তু আমি একটি কথা চিন্তা করতে বলি সবাইকে যে, তারা ভাল করে চিন্তা করে দেখুন যে, একটা মাইনরেটি (সংখ্যালঘু)র নিরাপত্তার প্রশ্ন শুধুমাত্র তার ভৌগোলিক প্রশ্নেই হতে পারে না। এই জগতের বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র জেলা পরিষদ কেন সমগ্র ভারতবর্ষের কোন এলাকাই ভৌগলিক প্রশ্নে নিরাপদ নয়। যদি যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির আন্দোলন সত্যি-কারে গড়ে না উঠে, তাহলে পৃথিবীর কোন দেশই পারমানবিক বোমার হাত থেকে নিরাপদ নয়। গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে আজ বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদের যে লড়াই এটার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যদি শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করা না যায়, গণ-তান্ত্রিক পরিবেশকে শক্তিশালী করা না যায়, বিভিন্ন জাতি উপজাতির ধর্মের মানুষের মধ্যে যদি ঐক্য সুদৃঢ় করা না যায়, তাহলে সেই দিক থেকে ১৮ মুড়াও নিরাপদ নয়, লংতরাইও নিরাপদ নয়। এবং সেই দিক থেকে আগরতলাও নিরাপদ নয়। কাজেই নিরাপদ দেখতে গেলে গণতান্ত্রিক ঐক্য থাকতে হবে। জাতি-উপজাতির প্রশ্নকে আরো মধুর করে তুলতে হবে, ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, গণতন্ত্রকে আরো শক্তিশালী করে তুলতে হবে। এরজন্যে গোটা ত্রিপুরার মানুষকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়নের জন্যে শুধু মাত্র স্ব-শাসিত জেলা পরিষদই দায়িত্ব নেবেন তা নয়। আমরা তাদের বিরাট দায়িত্ব দিয়েছি। কাজেই এই দিক থেকে সমগ্র প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে হবে। স্ব শাসিত জেলা পরিষদ ত্রিপুরা রাজ্যের থেকে আলাদা হয়ে গেল নাকি? স্টেট রাজধানীর হেড কোয়াটার আগরতলা। সেই আগরতলায় স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের হেড কোয়াটার না হবার কোন কারণই নেই। তাছাড়া, স্টেট গভর্ণমেন্ট ছাড়া জেলা পরিষদ কি করে তার অস্তিত্ব রক্ষা করবে। ৬ষ্ঠ তফসিল আমরা দিই নি। আমরা দাবী করেছি, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ৬ষ্ঠ তফসিল দিয়েছেন। যে আইনে ৬ষ্ঠ তফসিল দিয়েছেন সেই আইনে কি আছে? সাধারণ একটা বিচার করার জন্য জজ নেই, পুলিশ নেই, প্যারা মিলিটারী পর্য্যন্ত নেই। কাজেই কি করে তারা নিজেদের রক্ষা করবে? ১৮ মুড়াতে গেলেও নিরাপত্তা থাকবে না। গভর্ণমেন্টের কাছেই আসতে হবে। বলতে হবে, জজ দেওয়ার জন্য, পুলিশ দেওয়ার জন্য. প্যারা-মিলিটারী ফোর্স দেওয়ার জন্য। কাজেই, বড়মুড়াতে যদি তাদের নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হয়, তাহলে আগরতলায়ও সম্ভব হবে। সমগ্র ত্রিপুরাই এক, এটা আমরা ভাবতে শিখি না কেন? এটা কোন সাম্প্রদায়িকতায় পড়ছে না, বিচ্ছিন্নতাবাদীতে পড়ছে না, এটা কিছুতেই

পড়ছে না। কিন্তু আমাদের ত একটা বিচারের মধ্যে আসতে হবে। সেই জন্যই এই জিনিসগুলি আমাদের মেনে নিতে হবে। এর জন্যেই জেলা পরিষদকে ত্রিপুরার বাইরে একটা কিছু মনে করার কারণ নেই। এটা ত্রিপুরার অভ্যন্তরেরই একটি সংগঠন। এই সংগঠনের মধ্যে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কাজ কর্মের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কাজ কর্ম, গুলি যদি ঠিক ঠিক ভাবে সম্পন্ন করতে পারা যায়, তাহলে দীর্ঘ দিনের অবহেলিত ট্রাইবেল এলাকার একটু উন্নতি করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রাইবেলদের কালচার, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হবে। মাননীয় সদস্যরা যারা এমন ভাবছেন যে, স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদর দপ্তর আগরতলা শহরে যদি হয়, তাহলে দারুন ক্ষতি হবে আমি তাঁদের বলব, আপাততঃ কিছু ক্ষতিই দেখা যাচ্ছে না। কারণ, শহর বন্দর তৈরী করা সবটা মানুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। কতকগুলি অবস্থাকে কেন্দ্র করে একটা শহর গড়ে উঠে। একটা রাস্তা-ঘাট, একটা জলের ধারা, একটা বাজারকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠে। ইচ্ছা করলেই বড় শহর হয় না। ট্রাইবেল এলাকার কোন একটি এলকাকে কেন্দ্র করে কিছু কিছু পরিকল্পনা নেই, গ্রোথ সেন্টার গড়ে তুলি, সেখানে কৃষি থেকে আরম্ভ করে সব জিনিস ডেভলাপ করে তুলতে পারি, তাহলে দেখা যাবে, সেই এলাকায় জেলা পরিষদের সদর দপ্তর না হলেও এটাকে কালচারেল কাজ-কর্মের প্রধান এলাকা হিসাবে গড়ে তুলতে পারা যায়। কাজেই এটা আজকেই সম্ভব নয়। এর জন্যে সময়ের প্রয়োজন, টাকা পয়সার প্রশ্ন আছে। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত যে সমস্ত কাজ-কর্ম আছে সে গুলি যাতে ভাল ভাবে করা যায় সে জন্যে সুষ্ঠ পরি-কল্পনা করতে হবে। মাঝখানে এলাকায় সদর দপ্তর নিয়ে, আজকে রাস্তা ঘেরাও, কালকে বি, ডি, ও অফিস ঘেরাও, পরশু রাস্তা রোখো আন্দোলন করে শক্তি ক্ষয় করার কোন মানে হয় না। আমাদের ভবিষ্যৎ দেশের ভবিষ্যৎ যে সমস্ত ছাত্র, যুবক, ট্রাই-বেলরা আছেন তাদের ভুল পথে ফেলে কোন লাভ হবে না। এর জন্যেই আমি অনু-রোধ করব, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যিনি এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন এবং টি, ইউ, জে, এস এর নেতারা যারা এ ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন তাঁরা জিনিষটা ভাল ভাবে চিন্তা করুন। ত্রিপুরার ডেভলাপের জন্য আমরা যাতে সবাই কি ট্রাইবেল-কি নন-ট্রাইবেল, কি সরকার পক্ষ, কি বিরোধী পক্ষ এক মত হয়ে কাজ করি তা হলে ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়ে গড়ে উঠবে। কারণ, ত্রিপুরা সবার জন্যেই। ত্রিপুরার উন্নতি করা গেলে সবাইর উন্নতি হবে। এই দৃষ্টি ভঙ্গী রেখে অন্তত পক্ষে আমরা জেলা পরিষদকে এই আশ্বাস দিতে পারি, তাঁরা নিজেরা স্বাধীন ভাবে বিচার বিবেচনা করে জেলা পরিষদের সদর দপ্তর কোথায় হবে তাঁরা নিজেরাই ঠিক করুন। কিন্তু যেহেতু এখানে প্রস্তাব এসেছে তার জন্য আমি আমার বক্তব্য এখানে উপস্থিত করলাম। আমি সরকারের পক্ষ থেকে এই অভিমতও পোষণ করি, এটা খুব তাড়াতাড়ি, করার জিনিষ নয়। ধীরে সুস্থে ঠিক ঠিক ভাবে

বিচার বিবেচনা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া এর জবাব দিতে পারেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনি আপনার জবাব শেষ করবেন।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে প্রস্তাব এখানে এনেছি সেই প্রস্তাবটি যাতে সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয় সেজন্য আমি এই সভার কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

স্যার, উপজাতিদের সুবিধার জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদর দপ্তর পরিষদের অভ্যন্তরেই স্থাপন করা হউক আমার এই প্রস্তাবটি হাউসের সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ সবাই সমর্থন করবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজলিউশানটি হলো—

"ত্রিপুরা বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে, ত্রিপুরার উপজাতিদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমুখী বিকাশ ও অগ্রগতির জন্য এবং পরিষদের প্রশাসনিক সুবিধার্থে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের সদর দপ্তর জেলা পরিষদের অভ্যন্তরে স্থাপন করা হউক"।

(রিজলিউশানটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তা বাতিল হয়ে যায়)।

মিঃ স্পীকার :— আরও একটি রিজলিউশান মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয় এনেছেন আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজলিউশানটি সভায় উত্থাপন করতে।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশানটি হচ্ছে—

"সমগ্র রাজ্যে ব্যাপক খুন, সন্ত্রাস, ডাকাতি ও হামলায় আইন শৃংখলার অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র রাজ্যেকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার জন্য এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছে"।

মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে গত ৩০ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনের পর গত ১৯৭৭ সালে ৩১শে ডিসেম্বর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে উনারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ লোক চিন্তা করেছে ত্রিপুরা রাজ্যে এমন একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠন করা দরকার যে সরকারের সুষ্ঠু শাসনে খুন-সন্ত্রাস কমবে নারীধর্ষনের ঘটনা কমবে, রাস্তাঘাটে স্যার, গত ২০শে আগষ্ট থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডাকাতির ঘটনা বাদ দিয়ে শুধু খুনের ঘটনা ঘটেছে ২৮টি। আমি যদি পার্সেন্টেজ হিসাব করি

তাহলে দেখব যে প্রতি আড়াই দিনে একজন করে খুন হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনার রিজলিউ-শানটি পরবর্ত্তী প্রাইভেট মেম্বারস ডেতে কেরীড ওভার করা হল। এই সভা আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ১৯৮৫,ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO—2

NAME OF M. L. A SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) চলতি আর্থিক বৎসরে বেহালাবাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে ৬ (ছয়) শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত বেহালাবাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র হইতে ১৫ (পনের) কিলোমিটার এর মধ্যে নিকটবর্ত্তী স্থানে আর কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র না থাকায় উক্ত এলাকার বহু লোক প্রতি বৎসর বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার অভাবে মারা গিয়াছে,

৩) সত্য হইলে বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর কোন বৎসরে কতজন লোক কি কি রোগে মারা গিয়াছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব), এবং

৪) তাহার প্রতিকারের জন্য উক্ত এলাকায় একটি ৬ (ছয়) শয্যা বিশিষ্ট একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করবেন কিনা?

১) আপাততঃ নাই।

২) বর্ত্তমান পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় চম্পাহাওর ও আশারামবাড়ী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র দুটিকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করার চেষ্টা নেওয়া হইয়াছে। তাহার ফলে বেহালা-বাড়ী সহ আশারামবাড়ী ও চম্পাহাওর অঞ্চলের চিকিৎসার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে বলিয়া অনুমিত হয়।

৩) কোন রোগেরই এপিডেমিক সৃষ্টি হয় নাই এবং অঞ্চলের সাধারণ তথ্যও সেজন্য সংগ্রহ হয় নাই।

৪) প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. :— 8.
Name of M. L. A. :—Shri Subodh ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to State :—

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় বিভিন্নস্থানে কিছু সংখ্যক সমাজ বিরোধী লোক রাজ্যের মূল্যবান বনজ সম্পদ চুরি করার কাজে সক্রিয় রয়েছে,

২) সত্য হইলে উক্ত চুরি রোধে সরকার কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি না, এবং

৩) ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে ধর্মনগরের দায়ছড়া, বগুলজুরি রিজার্ভ ও নয়াগাং এলাকায় ঐ রূপ কোন চুরির ঘটনা ঘটেছে কি না ?

—: উত্তর :—

১) ইহা সত্য :

২) বন বিভাগীয় আঞ্চলিক টহলদার বাহিনী গুলি ও বিভাগীয় বন রক্ষন টহলদার বাহিনী গুলিকে নূতন ভাবে সংগঠিত করা হইয়াছে ও শক্তি শালী করা হইয়াছে। বিভাগীয় টহলদার বাহিনী গুলিকে গাড়ী দেওয়া হইয়াছে যাহাতে টহলদারী কাজ তৎপরতার সঙ্গে করা যায়। তাছাড়া সম্প্রতি ভারতীয় বন আইন. ১৯২৭ সংশোধন করে করাতাকল প্রভৃতি ও অবৈধভাবে সংগৃহীত বনজবস্তু বহনকারী যানবাহনগুলি বন আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

হ্যা)

ADMITTED STARRED QUESTION NO—12

NAME OF M. L. A. SHRI SUBODH CHANDRA DAS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে দামছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি সরকার অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন,

২। যদি সত্য হয় তাহলে ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরের মধ্যে উক্ত ভূমিতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য-কেন্দ্রের জন্য পাকাবাড়ী নির্মাণের কাজ আরম্ভ হবে কিনা, এবং

৩। এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি নির্মাণে মোট কত টাকা ব্যয় হবে বলে আশা করা যায় ?

১। হ্যাঁ ইহা সত্য।

২। অগ্রিম দখল নিয়ে পূর্ত দপ্তরের হাতে জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। নির্মাণ কার্য্য পূর্তদপ্তরের এষ্টিমেট সাপেক্ষ।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 41

NAME OF M, L. A. SHRI SUDHIR RANJAN MAJUMDER.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে (১৯৮৫ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত) ত্রিপুরায় কয়টি গ্রামে গ্রামীন চিকিৎসা-কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং কতগুলি গ্রামে এখনও খোলা হয় নাই,

২। ১৯৭৮ সাল থেকে এ পর্য্যন্ত কতগুলি গ্রামীন চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হয়েছে ?

১। ১৯৭৮ সাল থেকে মোট ৩টি গ্রামীন হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। যথা—কাঞ্চনপুর তেলিয়ামুড়া এবং টাকারজলা। জিরানীয়াতে আরও ১টির নির্মানকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং সহসা চালু করা হইবে। অমরপুর মহকুমার নূতনবাজারে আরও একটি গ্রামীন হাসপাতাল খোলার প্রাথমিক পর্য্যায়ের কাজ শেষ হইয়াছে। এতদ-ব্যতীত আরও ৬টি মহকুমা হাসপাতালের সহিত গ্রামীণ হাসপাতাল সংযোজন করার সুপারিশ রহিয়াছে।

২। ১ নং প্রশ্নের জবাবে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 54

Name of the MLA :—Shri Sudhir Ranjan Majumdar

QUESTION

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development DePartment be pleased to state :—

১। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের অভাব পূরণের জন্য সরকার কি পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

ANSWER

উত্তর :— ১। গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের অভাব পূরণের জন্য সরকার কর্তৃক ১) টিউব-ওয়েল, ২) ডিপটিউবওয়েল, ৩) মার্কটু হ্যাণ্ড পাম্প, ৪) রিংওয়েল, ৫) মেশনারী-ওয়েল, ৬) উচ্চ পাহাড়ী এলাকায় জলের টেঙ্ক ও ৭) পাইপ লাইনের মাধ্যমে জল-সরবরাহ ইত্যাদি প্রকল্প ব্লকের মাধ্যমে বসানো ও তৈরী করানো হইতেছে।

Admitted Starred Question 63

Name of M. L. A. —Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-chage of the Forest Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫-৮৬ ইং এর জুন পর্যন্ত ছাতার বাট, বাঁশের চাটি ও ধূপ শলার মাশুল বাবদ সরকারের কত টাকা আয় হয়েছে তার বছর ভিত্তিক হিসাব ?

২। উক্ত দ্রব্য গুলির কত ভাগ ত্রিপুরার বাহিরে রপ্তানী হয় এবং কত ভাগ ত্রিপুরায় ব্যবহৃত হয় তার বিবরন ?

উত্তর

১। ১৯৮৩—৮৪ সালে ৮১, ১৫৩—২১ টাকা, ১৯৮৪—৮৫ সালে ১, ৭১, ৪৪২—৫৮ টাকা ও ১৯৮৫—৮৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২৮, ৬৪১-৪০ টাকা ছাতার বাট, বাঁশের চাটি ও ধূপশলার মাশুল বাবদ সরকারের আয় হইয়াছে। মোট ২, ৮১, ২৩৭—১৯ টাকা :—

২। উক্ত দ্রব্য গুলির বেশির ভাগ অর্থাৎ ৯৫ শতাংশ ত্রিপুরায় বাইরে চলে যায় বাকী ৫ শতাংশ ত্রিপুরায় ব্যবহৃত হয়।

Admitted Starred Question No. 75 asked by Shri Jawhar Saha, M. L. A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৩—৮৪, ১৯৮৪—৮৫ সালে রাজ্যে খাদ্য শস্যের (চাল, গম) চাহিদা কত ছিল; (বছর ভিত্তিক হিসাব),

এবং

২। উক্ত সময়ে কেন্দ্র হইতে কি পরিমান চাল, গম রাজ্য সরকার পেয়েছিল ? (পৃথক পৃথক হিসাব),

ANSWER

১। বৎসর ভিত্তিক খাদ্য শষ্যের (চাল, ও গম) চাহিদা :—

বৎসর	চাহিদা
১৯৮৩—৮৪	৪,০৭,৫২০ M. T.
১৯৮৪—৮৫	৪,১৯,৩৪৫ ,,

২। কেন্দ্র হইতে প্রাপ্ত চাল, গমের বৎসর ভিত্তিক হিসাব :—

বৎসর	চাউল	গম	মোট (চাউল, গম)
১৯৮৩-৮৪	৮৯৮৪৮ MT	৯১৮২ MT	৯৯০৩০ MT
১৯৮৪-৮৫	৮৯৫২৪ ,,	৬৫৩১ ,,	৯৬০৫৯ ,,

Admitted Starred Question No. 77

Name of the M. L. A. Shri Jawhar Saha.

will the Hond ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

১) ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে অমরপুরের চেলাগাং ও করবুক এবং অম্পিনগর কলোনীতে পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের জন্য Water Supply এর ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২) থাকিলে কবে নাগাদ উহার কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) না থাকিলে তার কারণ?

ANSWER

১) হাঁ পানীয় জলের সুবন্দোবস্তের জন্য ১৯৮৫-৮৬ইং সনে অমরপুরের চেলাগাং-এ ১ (একটি) ও করবুকএ ৩ (তিনটি) Mark II hand pump বসানোর পরিকল্পনা আছে। কিন্তু অম্পিনগর কলোনীতে উক্ত Mark II hand pump বসানোর জন্য ১৯৮৫-৮৬ইং সনে B D C এর কোন প্রস্তাব এখনও পাওয়া যায় নাই।

২) শীঘ্রই ঐ সমস্ত কাজগুলো শেষ করা হইবে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 114

Mame of M. L. A. Sri Mati lal Saha,

Will the Hon Hble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

১) রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের অধীনে কত হেক্টর ভূমির বনাঞ্চলকে চড়িলাম রেঞ্জ অফিসের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

২) বর্ত্তমানে চড়িলাম রেঞ্জ অফিসের অধীনে বনাঞ্চলের বিভিন্ন কাজে ও দপ্তরে নিযুক্ত মোট কর্ম্চারীর সংখ্যা কত, এবং

৩) উক্ত রেঞ্জ অফিসের অধীনে নিযুক্ত এই কর্মচারীর সংখ্যা সমগ্র বনাঞ্চল পরিচালনা ও রক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত কিনা,

৪) যদি পর্যাপ্ত না হয়ে থাকে তাহলে কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করাব কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১) রাজ্য সরকারের বন দপ্তরের অধীন ৭৬৪০'০৮ হেক্টর ভূমির বনাঞ্চলকে চড়িলাম রেঞ্জ অফিসের আওতাভুক্ত করা হইয়াছে।

২) বর্ত্তমানে চড়িলাম রেঞ্জ অফিসের অধীনে বিভিন্ন অফিসে বনাঞ্চলের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সংখ্যা মোট ৫০।

৩) চড়িলাম রেঞ্জ অফিসে ও রেঞ্জ অফিসের অধিনের বিভিন্ন অফিসে যে পরিমান কর্ম্মচারী বনাঞ্চল পরিচালনা ও রক্ষনা বেক্ষনের জন্য নিযুক্ত আছে তাহা মোটা মোটি ভাবে পর্য্যাপ্ত বলা যায়।

৪) উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই আসে না।

Admitted Starred Questicn. : 133

name of M.L.A : Shri Dhireendra Deb nath.

Will the Hon, ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state :—

১) বর্ত্তমান বৎসরে রাজ্য সরকার বন উৎসব উপলক্ষে কত টাকা ব্যয় করছেন, এবং

২) এর মধ্যে বৃক্ষ রোপন বাবদ কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩) উক্ত উৎসবের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে কোন অনুদান পাওয়া গিয়াছে কি,

৪) যদি পাওয়া গিয়া থাকে তবে তাহার পরিমান কত,

—উত্তর—

১) বর্ত্তমান বৎসরে রাজ্য বনমহোৎসব উপলক্ষে মোট ৭২,৮৩৪,৮২ টাকা ব্যয় করিয়াছে।

২) এর মধ্যে বৃক্ষ রোপন বাবদ মোট ৪৭,০৪৭,১০ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

ছামনু ব্লক	—	৮৯২·০০ টাকা
কাঞ্চনপুর ব্লক	—	১০,৭৭৫·০০ টাকা
সালেমা ব্লক	—	১,২২৫·০০ টাকা
কুমার ঘাট ব্লক	—	১,২৪৪·০০ টাকা
পানীসাগর ব্লক	—	৩,৩১৮·০০ টাকা
তেলীয়ামুড়া ব্লক	—	২,১৮৬·৯০ টাকা
অমরপুর ব্লক	—	১,০৪৫·০০ টাকা
বগাফা ব্লক	—	১,৩৯৪·০০ টাকা
বিশালগড় ব্লক	—	৪,৮৮৩·৮০ টাকা
মেলাঘর ব্লক	—	১৫৬·৮০ টাকা
মাতাবাড়ী ব্লক	—	১,৭৮৩·০০ টাকা
রাজনগর ব্লক	—	৫,২২৩·০০ টাকা
সাতচাঁদ ব্লক	—	৫,৭০৩·০০ টাকা
	মোট :—	৩৯,৮২৯·৫০ টাকা
ইহা ছাড়া আগরতলা পৌর এলাকায় ব্যয় করা হইয়াছে মোট	—	৭,১১৭,৬০ টাকা
	মোট :—	৪৭,০৪৭,১০ টাকা

৩) উক্ত উৎসবের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে কোন অনুদান পাওয়া যায় নাই।

৪) উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question No. 136.

Name of member :— Shri Matilal Saha.

will the Hon'ble minister-in-Charge of the Co-operative DePartment be Pleased to State,

১) ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৪ইং হইতে ১৯৮৫ সালের জুলাই মাস পর্য্যন্ত মোট কতটি ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সে চুরি ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে; এবং

২) উক্ত সময়ের মধ্যে চুরি যাওয়া এবং অগ্নি সংযোগ হওয়ার ফলে ক্ষয় ক্ষতির পরিমান কত? (ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

১) ১৯৮৪ইং হইতে ১৯৮৫ সালের জুলাই পর্য্যন্ত মোট ২৪টি ল্যাম্পস এবং ৩১টি প্যাকস্ এ চুরি এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

২) উক্ত সময়ের মধ্যে চুরি যাওয়া এবং অগ্নি সংযোগ হওয়ার ফলে ক্ষয় ক্ষতির পরিমান এইরূপঃ—

	চুরি	অগ্নিসংযোগ
ল্যাম্পস্	টাঃ ২,৩৫,৭৩৩.৫৬	পঃ টাঃ ৬১,৫৩০,১৫ পঃ
প্যাকস্	টাঃ ৫৫,৫৮৪৮৯	পঃ টাঃ ৩৪,৫৭৯.৩২ পঃ

Admitted Starred Question No 143 asked by Shri Mati Lal Saha, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon 'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be Pleased to state—

১) বর্ত্তমানে বিশালগড় ব্লক এলাকায় নায্য মূল্যের দোকানের সংখ্যা কত;

২) এই সমস্ত নায্য মূল্যের দোকানগুলিতে নিয়মিত রেশন সবরাহ করা হয় কিনা;

৩) যদি না হয়ে থাকে তবে নিয়মিত রেশন সরবরাহের ব্যাপারে সরকার কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা?

ANSWER

১) ১০৭ টি।

২) চাহিদা অনুপাতে রেশন সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। কোন কোন সময়ে রেশনি সামগ্রীর অপ্রতুলতায় সরবরাহের বিঘ্ন ঘটে।

৩) সরকার সর্বদাই সুষ্ঠুভাবে রেশন সামগ্রী সরবরাহ করার ব্যাপারে যত্নশীল।

Admitted Starred Question No. 62

Name of Member :— Shri Mono Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be please to state,

ক) ১৯৭৭ সাল হইতে ১৯৮৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্য সমবায় দপ্তর বিভিন্ন শ্রমিক সমবায় সংস্থাকে যানবাহন কেনার জন্য কত টাকা ঋণ বাবদ সাহায্য দিয়াছেন',,

খ) উক্ত যানবাহন গুলির মধ্যে কয়টি বাস ও ট্রাক বর্তমানে চালু অবস্থায় আছে;

গ) প্রদত্ত ঋণের মধ্যে কি পরিমান টাকা পরিশোধ করা হয়েছে; এবং

ঘ) অনাদায়ী অর্থ. আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

ক) ১৯৭৭ সাল হইতে ১৯৮৫ সালের ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত রাজ্য সমবায় দপ্তর কোন শ্রমিক সমবায় সংস্থাতে যানবাহন কেনার জন্য ঋণ বাবদ কোন সাহায্য দেয় নাই।

খ) প্রশ্ন উঠেনা।

গ) প্রশ্ন উঠে না।

ঘ) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 163.

Name of Member Shri Monoranjan Majumdar.

Will the Hon-ble Minister-in-charge of the Co-oprative Department be please to state :—

ক) ইহা কি সত্য যে গত মার্চ মাসে Land Development Bank হইতে ব্লক গুলিতে Notified area এর বাহিরে পুকুর কাটার জন্য প্রতি ১০০০ cft. মাটির রেইট ১৭৫.০০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে;

খ) সত্য হলে উক্ত সময়ে Notified area তে পুকুর কাটার জন্য কোন প্রকারের রেইট নির্দ্ধারিত হয়েছে কিনা?

গ) না হলে তার কারণ?

ANSWR

১) না সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question 169

Name of M. L. A. Sri Shyama charan Tripura.

will the Hon'ble Minster-in-charge of the forest Deperement be please to state:—

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে মোট কত হেক্টর জমিতে কফির চায হইতেছে, এবং

২। ভবিষ্যতে আরও কত একর জমিতে কফি চাযের পরিকল্পনা সরকারের আছে, এবং

৩। রাজ্যে বর্ত্তমানে কি পরিমান কফির উৎপাদন হইতেছে?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে ৪৪৪ হেক্টর জমিতে কফির চাষ হইতেছে।

২। ভবিষ্যাতে আগামী চার বৎসরে প্রায় ১২০০ হেক্টর জমিতে কফি চাষের পরিকল্পনা আছে।

৩। ১৯৮৫ সালে ৯৩৫ কিলোগ্রাম কফির উৎপাদন হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUSSTION NO 170.

NAME OF M. L. A. SHRI MONORANJAN MAJUMDER,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য বিলোনীয়া মহকুমায় ঋষ্যমুখ হাসপাতালে দীর্ঘ এক বৎসরের অধিক কাল যাবত জল সরবরাহের ট্যাংকটি ফুটো হয়ে যাওয়ার দরুন জল না থাকাতে উক্ত হাসপাতালের রোগীদের ভীষন জল কষ্ট হইতেছে।

২। সত্য হইলে উক্ত জলের ট্যাংকটি এখনও মেরামত না করার কারন কি? এবং

৩। উক্ত হাসপাতালের রোগীদের জল কষ্ট নিবারনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন?

ANSWER

১। ঋষ্যমুখ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ৪টি জলের টাংকের ২টি ফুটো হয়ে যাওয়ায় ঐগুলি মেরামতের জন্য পূর্ত্তদপ্তর নিয়ে এসেছেন। বাকী ২টি ট্যাংক থেকে জল সরবরাহ অব্যাহত আছে। রোগীদের জলের কিছু সমস্যা আছে। মেরামতের পর ২টি ট্যাংককে পুনঃস্থাপনের পর এই সমস্যা আশা করা যায় দূর হবে।

২। প্রশ্ন আসেনা।

৩। প্রশ্ন আসেনা।

Admitted Starred Question No. 195,

Name of Member :— Shri Rasiklal Roy.

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be plesed to state.

১। শোভাপুর পেকসের হিসাব এ পর্যন্ত অডিট হয়েছে কিনা;

২। যদি হয়ে থাকে করে পর্যন্ত হিসাব অডিট করা হয়েছে এবং অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী ঐ প্যাক্সে লাভ বা ক্ষতির পরিমান কত;

৩। ইহা কি সত্য উক্ত পেকস পুনরায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা নতুন করে ঋণ দেওয়া হয়েছে;

ANSWLR

১। হ্যাঁ, শোভাপুর প্যাকসের হিসাব অডিট করা হয়েছে।

২। ১৯৮২-৮৩ সমবায় বৎসর পর্য্যন্ত অডিট করা হয়েছে। উক্ত অডিট রিপোর্ট অনুযায়ী মোট ক্ষতির পরিমাণ টা: ১৪,৭৫২.১৬ পঃ।

৩। না, নূতন করে টাঃ ২০.০০০ ঋণ দেওয়া হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 196.

Name of member :— Shri Rasiklal Roy.

will the Hon'ble minister-in-charge of the Co-operation Departmant be plesed to state,

১। ইহা কি সত্য রুদ্রসাগর উদবাস্তু ফিসারমেন সমবায় সমিতি লিঃ-এর নির্বাচন নির্দিষ্ট সময়ে হইতেছে না;

২। সত্য হইলে তাহার কারণ ;

৩। যদি অডিট হয়ে থাকে তাহলে অডিট রিপোর্টের ফলাফল সম্পর্কে ?

ANSWER

১। রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু ফিসারমেন সমবায় সমিতি লিঃ-এর নির্বাচন সময়মত করার জন্য সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠে না,

৩। অডিটের কাজ চলিতেছে।

Admitted Starred Question No. 209

Name of M.L.A.—Shri Ratimohan Jamatia

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১। উদয়পুর মহকুমার কিল্লাতে ১০টি শয্যাবিশিষ্ট একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না :

২। থাকিলে তাহা কবে নাগাদ বাস্তবায়িত হইবে বলিয়া আশা করা যায়, এবং

৩। পরিকল্পনা না থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

১। আছে।

২। চূড়ান্তভাবে স্থান নির্বাচন হইলে কাজ আরম্ভ করা যাইবে।

৩। প্রশ্ন আসেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 210

NAME OF M.L.A.—SHRI NAGENDRA JAMATIA

will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে মোট কয়টি Dispensary রয়েছে ?

২। ইহা কি সত্য যে, ঐসব কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র যোগান দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ?

৩। সত্য হলে তার কারণ ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে ২২৩টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, ২টি ছয় শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল ৩৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩টি গ্রামীন হাসপাতাল রয়েছে। ডিসপেনসারী সংজ্ঞাটি বর্তমানে ব্যবহৃত হয়না।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন আসেনা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 213

NAME OF M. L. A, SRI NAGENDRA JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে সময়মত ডি, ডি, টি, না ছড়ানোর ফলে রাজ্যে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে,

২। সত্য হলে ম্যালেরিয়া নির্মূল করনের ব্যাপারে সরকার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন কিনা,

৩। করা হলে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১। এটা ঠিক নয়। তবে রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলের কোন কোন গ্রামে ডি, ডি, টি, কর্মীরা স্প্রে করার জন্য এখনও যেতে পারেন নি। ম্যালেরিয়া পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশের জন্যই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। রাজ্যে ডি, ডি, টি, ব্যাপক হারে স্প্রে করার জন্য টিম বাড়ানো হয়েছে।

২ ও ৩। প্রতি গাঁওসভায় পঞ্চায়েতের সাহায্য নিয়ে ম্যালেরিয়া নির্মূল করনের উদ্যোগকে আরও বিস্তৃত করা হয়েছে। রক্ত সংগ্রহ ও প্রাথমিক চিকিৎসা সম্প্রসারন করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 216

NAME OF M. L. A. SHRI RASIK LAL ROY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে মেলাঘর হাসপাতালে (যাহা সোনামূড়া Sub-Divisional Hospital) রোগীদের জন্য শয্যা সংখ্যা কত,

২। উক্ত হাসপাতালের আরও শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

১। বর্তমানে মেলাঘর হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ৩৫।

২। সপ্তম যোজনাকালে উহাকে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করার প্রস্তাব আছে।

Admitted Starred Question No—234

Name of Member :— Sri Kali Kr' DebBarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-oparative Departmant be pleased to estat :—

১) ইহা কি সত্য কিছুদিন পূর্বে মুঙ্গিয়াবাড়ী ও তুস্কিবাজার ল্যাম্পস এর বোর্ড অব ডাইরেক্টর (পরিচালক কমিটি) ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়েছে,

২) সত্য হলে উক্ত কমিটি ভাঙ্গার কারণ কি ?

৩) ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে উক্ত ল্যাম্পস এর পুনরায় পরিচালক কমিটি গঠন করার সরকারের অভিপ্রায় আছে কিনা।

ANSWER

১) হ্যাঁ,

২) বিধিমত সমিতি পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ায় পরিচালন কমিটি সাময়িক ভাবে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়।

৩) হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 243

asked by Shri Rabindra Deb Barma, M. L. A.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Deptt. be pleased to state—

১) রাজ্যের নূতন রেশন কার্ড বিলি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) থাকিলে কবে নাগাদ তাহা বিলি করা হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১) হ্যাঁ।

২) শীঘ্রই নূতন রেশন কার্ড বিলি করা হইবে ।

Admitted Starred Question No. 245 asked
by Shri Nakul Das, M. L. A

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

১) রাজ্যে বর্ত্তমানে বেসরকারী কাজের জন্য মোট সিমেন্টের চাহিদা কত (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) ঐ চাহিদার কত অংশ বর্ত্তমানে রাজ্যে মজুত আছে,

৩) চাহিদার তুলনায় মজুত কম হলে বাকিটা পূরণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করছেন ?

ANSWER

১) রাজ্যে বেসরকারী কাজের জন্য মোট সিমেন্টের চাহিদা ২৪,০০০ (চবিবশ হাজার) মেঃ টন । (পশ্চিম ত্রিপুরা—১২,০০০ মেঃ টন, উত্তর ত্রিপুরা—৬,০০০ মেঃ টন এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা—৬,০০০ মেঃ টন)

২) সাময়িক মজুতের পরিমান খুবই নগন্য ।

৩) বরাদ্দকৃত সিমেন্ট সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও সিমেন্ট ফেক্টরীগুলিকে বার বার অনুরোধ করা হইতেছে ।

ADMITTED STARRED QUESTION No 253
NAME OF M. L. A—SYED BASIT ALI

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি উত্তর ত্রিপুরার কৈলাশহর জিলা হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা অত্যাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর ফলে সমস্ত রোগী সঠিক চিকিৎসিত হচ্ছেন না ।

২) সত্য হলে রোগীদের সঠিক চিকিৎসার জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা ।

৩) জিলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিকর্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন কিনা ।

ANSWER

১) রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সত্য। কিন্তু কোন রোগীই অচিকিৎসিত নেই।

২) উক্ত হাসপাতালে ডাক্তারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং গত এক বছরে ৫০ শয্যা থেকে বাড়িয়ে উহাকে ১৫০ শয্যার হাসপাতালে উন্নীত করা হয়েছে।

৩) রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকার সর্বদাই জিলা হাসপাতালগুলির সাথে সমস্যাগুলি পরামর্শ করে ব্যবস্থা গ্রহন করেন।

Admitted Starred Question No. 256,

Name of Member :—Shri Kali Kumar DebBarma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে আই-আর-ডি-পি স্কীমে টাকা মঞ্জুর হওয়ার পরও কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে প্রাপক দিগকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না ?

২। সত্য হইলে তাহার কারণ কি ?

৩। ইহাও কি সত্য সম্প্রতি উত্তর পুলিনপুর ও দক্ষিণ পুলিনপুর গাঁও পঞ্চায়েতে কিছু লোকের নামে উক্ত স্কীমে টাকা মঞ্জুর হওয়া সত্বেও মঞ্জুরীকৃত টাকা ব্যাংক থেকে দেওয়া হচ্ছে না ?

উত্তর

১। ব্যাংক হইতে মঞ্জুরীকৃত ঋণ না দেওয়ার অভিযোগ সুনির্দিষ্ট ভাবে না থাকিলেও কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণ দিতে অসুবিধা ও বিলম্বিত হয়।

২। ব্যাংক হইতে ঋণ মঞ্জুরী হওয়ার পরও যে সব বিভিন্ন কারণে ঋণ দিতে বিলম্ব হয় ইহাদের কয়েকটি মূল কারণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) ইনপোটস্ এর অভাব যথা গবাদি পশু, যন্ত্রপাতি, অন্যান্য দ্রব্যাদি।

খ) ১৯৮৪-৮৫ সালের শেষ ভাগে সরকারী ভর্তুকীর অর্থ সাময়িক ভাবে নিঃশেষিত হওয়ায়।

গ) সিজনেল স্কীমগুলির জন্য ঋণ পাইতে সংশ্লিষ্ট সিজন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়।

৩) দক্ষিণ ত্রিপুরার গাঁওপঞ্চায়েতের টাকা ত্রিপুরা ষ্টেট ব্যাংক কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় ভর্তুকীর টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে যাহাতে সত্বর ঋণ বিলি করা হয় এবং উত্তর ত্রিপুরার গাঁও সভার ঋণ মঞ্জুর করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 257.

Name of Member ;—Shri Kali Kumar DebBarma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operation Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে মুঙ্গীয়াবাড়ী ও তুফিবাজার ল্যাম্পস্ এর গোদামঘর নির্মাণের প্রস্তাব মঞ্জুর হয়েছে;

২। সত্য হলে উক্ত কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

১। হ্যাঁ। সত্য।

২। শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করা হবে।

Admitted Starred Question No. 259.

Name of Member :—Shri Buddha DebBarma. M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। বর্তমানে খাদ্য দপ্তরের অধীনে খাদ্য পরিদর্শকের কয়টি পদ খালি আছে।

২। রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রত্যেকটি ব্লকে ১ জন করে খাদ্য পরিদর্শক নিয়োগ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

ANSWER

১। বর্তমানে কোন পদ খালি নাই।

২। আপাততঃ নাই।

Admitted Starred Question No:—271.

Name of Member:—Shri Fayzur Rahaman M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be Pleased to state.

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর (১৯৭৮ সন) হইতে ৩১/৮/৮৫ইং পর্যান্ত সারা রাজ্যে ঠেলা চালক, রিক্সা চালক, বর্গাদার এবং এলটমেন্ট প্রাপ্ত ভূমিহীনদের মধ্যে আই-আর-ডি-পি স্কীমে কত জন সাহায্য পেয়েছেন (আলাদা আলাদা হিসাব)

উত্তর

১। আই-আর-ডি-পি স্কীমে সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের মধ্যে কত জন রিক্সা চালক, কত জন ঠেলা চালক, কত জন বর্গাদার এবং কত জন ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি এলটমেন্ট করা হইয়াছে এই প্রকারের তথ্য অনুযায়ী কোন হিসাব ডি-আর-ডি-এ তে রাখা হয় না।

Admitted Starred Question No. 272.

Name of M. L. A. Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state:—

১। রাজ্যে বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন,

২। রাজ্যে কি কি ধরনের বন্য প্রাণীর অস্তিত্ব বর্তমানে আছে, এবং

৩। ঐ সব প্রানীদের রক্ষার জন্য কোন কোন জায়গায় অভয়ারন্য গড়ে তোলা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Deptt : Sri A. Rahaman.

১। বন্য প্রানী সংরক্ষণের জন্য বন্য প্রানী সংরক্ষন আইন ও বন্য প্রানী সংরক্ষন নিয়মাবলী রাজ্যে বলবৎ করা হয়েছে। বিনা অনুমতিতে কোন বন্য প্রানী হত্যা করিতে দেওয়া হয়না। বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সিপাহীজলায় একটি জীব উদ্যান স্থাপন করা হয়েছে ও তাহা ক্রমেই সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে গতিছড়িতে একটি

মৃগোদ্যান স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়েছে। বন দপ্তরের কর্মচারীদের বন্য প্রানী সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনায় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যাহাতে বন্য প্রানী অন্যায়ভাবে ধ্বংস না হয় তাহার জন্য বন দপ্তরের সর্বস্তরের কর্মচারীদের সজাগ দৃষ্টি রাখিতে বলা হয়েছে এবং বন রক্ষীদের পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। এই বিষয়ে পুলিশকেও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। ইহা ব্যতীত আর কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে নেই।

২। হাতী, সিবেট বিড়াল, বন্য বিড়াল, লিয়োপার্ড বিড়াল, চিতাবাঘ, ভাল্লুক, বাইসণ, সেরো, সম্বর, হগ্ হরিণ, স্বর্ণ হরিণ, বিন্টুরং, মেকক্, হুলক গিবন, শূকর সজারু, খরগোস, রেসাস বানর, চশমা বানর, কেপ লেঙ্গুর, আসামিজ মেকক, মথুরা, বন মোরগ, বন্য কুকুর, স্থলচর কচ্ছপ, প্রায় একশত পঞ্চাশের উপর বিভিন্ন ধরনের পাখী, বিভিন্ন জাতের সরিসৃপ, বিভিন্ন ধরনের প্রজাপতি, মথ প্রভৃতি। অত্যন্ত সীমিত সংখ্যায় ডোরা কাটা বাঘ প্রভৃতি বন্য প্রানীর অস্তিত্ব বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে আছে।

৩। অভয়ারন্য সৃষ্টি করার পরিকল্পনা বর্তমানে সরকারের হাতে নাই। বন্য প্রানী উপ-দেষ্টা পর্ষদ এ ব্যাপারে কি করা যাইতে পারে না পারে সেই বিষয়ে ভাবিয়া দেখিতেছে।

Admitted Starred Question No. 273

Name of M. L. A. Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state:—

১) রাজ্যে বর্তমান বছরে মোট কত পরিমাণ জায়গা সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং,

২) সামাজিক বনায়নের সম্প্রসারণে সরকার কি কি বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, এবং

৩) ঐ সব বাধা অতিক্রম করার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Department :— Sri A. Rahaman.

১) বর্তমান বছরে এখন পর্যন্ত যে তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাহাতে সামাজিক বনায়ন প্রকল্পে ৩৯৪২.৫০ হেক্টর পরিমাণ জায়গা সামাজিক বনায়নের আওতায় আনা সম্ভব হইয়াছে।

২) যে হেতু, সামাজিক বনায়ন প্রকল্প ব্যক্তিগত উদ্যোগে জনসাধারন তাহাদের নিজেদের ভূমিতে অধিগ্রহণ করেন সেই হেতু সামাজিক বনায়ন সম্প্রসারনে সরকারের বাধার সম্মুখীন

হইতে হয় না। তাছাড়া সরকারী জায়গায় অথবা পঞ্চায়েত ভূমিতে ব্লকের মাধ্যমে সরকারী জায়গায় সামাজিক বনায়ন রূপায়ন করার প্রাক্‌কালে জনসাধারণ হইতে নানা রকম আপত্তি পাওয়া যায় এবং ঐ সকল সমস্যা আলাপ—আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হয়।

৩) উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন আসে না।

Admitted Starred Question 279

Name of M. L. A. Sri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

১) ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার অনেক প্রত্যন্ত এলাকায় শষ্য ক্ষেতে বন্য শূকর ও বানরের উপদ্রব বেড়েছে,

২) সত্য হলে উক্ত বন্য প্রাণীদের হাত থেকে ফসল রক্ষার ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

উত্তর

Minister in-charge of the Forest Department :— A. Rahaman.

১) বর্ত্তমানে বানর ও শূকর দ্বারা শস্য ক্ষেতে ফসল নষ্ট করা সম্পর্কে কোন তথ্য জানা নাই।

২) প্রশ্ন আসে না। তবে শস্য ক্ষেতে শূকর ও বানর উৎপাত করিলে ফসল রক্ষার্থে জন সাধারনের নিকট হইতে আবেদন ক্রমে তদন্তের পর শূকর ও বানর মারিবার আদেশ দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question. No :294.

Name of M. L. A. Sri Matilal Sarkar.

Will the Hon-ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State :—

১) ১৯৮৫ইং সনে (অগস্ট মাস পর্য্যন্ত) সরকারী উদ্যোগে কত লক্ষ নূতন চারা গাছ লাগান হইয়াছে,

২) ইহা কি সত্য যে দুষ্কৃতকারীরা অনেক মূল্যবান গাছ কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে,

৩) সত্য হইলে ইহা রোধ করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

উত্তর

Minister-in-charge of the Forest Deptt:— Sri A. Rahaman

১) ১৯৮৫ইং সনের আগষ্ট মাস পর্যন্ত মোট এক কোটি নব্বই লক্ষ চারাগাছ লাগান হইয়াছে।

২) ইহা সত্য যে দুস্কৃতকারীগণ অনেক মূল্যবান বৃক্ষ কেটে নষ্ট করে দিতেছে।

৩) ঐ সমস্ত অপরাধমূলক কাজ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে বন দপ্তরের টহলদার বনরক্ষী বাহিনী গুলিকে পুনর্বিন্যাস ও সংগঠিত করা হইয়াছে। ভারতীয় বন আইন (ত্রিপুরা সংশোধনী ১৯৮৪ইং প্রনয়ন করা হইয়াছে ও তাহার ক্ষমতা বলে ত্রিপুরার বন (করাও কল ও অন্যান্য কাঠ ভিত্তিক শিল্প সংস্থান ও নিয়ন্ত্রন) নিয়মাবলী ১৯৮৫ইং প্রনয়ন করা হইয়াছে এবং ঐরূপ আইন প্রয়োগ করার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে বিশেষ ক্ষেত্রে পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ইত্যাদির সহযোগিতা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Unstarred Question No. 3

Name of member :— Sri Samir Deb Sarker, M. L. A:

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleassed to state.

ANNEXURE "B"

প্রশ্ন

১৯৮২-৮৩ইং হতে ১৯৮৪-৮৫ইং পর্যন্ত রাজ্যে কত পরিবার আই-আর-ডি-পির সুযোগ পেয়েছেন (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১৯৮২-৮৩ ইং হইতে ১৯৮৪-৮৫ ইং পর্যন্ত রাজ্যে যতগুলি পরিবার আই-আর-ডি-পির সুযোগ পেয়েছেন তাহাদের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	সুযোগ প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	ব্লকের নাম	সুযোগ প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা
১। পানিসাগর	১৯৭২	১০। বিশালগড়	৩৯৮০
২। কাঞ্চনপুর	১১২৭	১১। মেলাঘড়	১৫১৩
৩। কুমারঘাট	৪২০৮	১২। মাতাবাড়ী	৩৭৮৩
৪। ছামনু	৪৪১	১৩। অমরপুর	১৫৫৮
৫। সালেমা	১৪২৮	১৪। ডম্বুরনগর	৩৫৫
৬। খোয়াই	১১৫৮	১৫। বগাফা	২২০৪
৭। তেলিয়ামুড়া	১৫৯৩	১৬। রাজনগর	২৬৪৭
৮। জিরানীয়া	১৭৮৮	১৭। সাতচান্দ	৮৭২
৯। মোহনপুর	২০৯০	মোট	৩২৭১৪

প্রশ্ন

বর্তমান আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কোন ব্লকে কত পরিবারকে আই-আর-ডি-পির সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে,

উত্তর

১৯৮৫-৮৬ সালে সকল ব্লকে মোট ১১,০০০ নতুন পরিবারকে আই-আর-ডি-পি স্কীমের আওতায় আনার প্রস্তাব আছে ইহার ব্লক ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	প্রস্তাবিত নতুন পরিবারের সংখ্যা	ব্লকের নাম	নতুন প্রস্তাবিত পরিবারের সংখ্যা
১। পানিসাগর	৯৫০	১০। বিশালগড়	১৪৩০
২। কাঞ্চনপুর	৪৫০	১১। মেলাঘড়	৮২০
৩। কুমারঘাট	৪৭০	১২। মাতাবাড়ী	৮২০
৪। ছামনু	৩৮০	১৩। অমরপুর	৫৭০
৫। সালেমা	৪০০	১৪। ডম্বুরনগর	১৫০
৬। খোয়াই	৪৪০	১৫। বগাফা	৫২০
৭। তেলিয়ামুড়া	৭৮০	১৬। রাজনগর	৫২০
৮। জিরানীয়া	৬৫০	১৭। সাতচান্দ	৪৭০
৯। মোহনপুর	৭৮০	মোট	১১,০০০

প্রশ্ন—৩

১৯৮৪-৮৫ ইং সন পর্যন্ত খোয়াই ব্লকে ১০০০ (এক হাজার পরিবার আই, আর, ডি, পির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জেনে ১৯৮৫ ইং সনের মার্চ মাসে ৮০০ টি পরিবার উক্ত প্রোগ্রামে নির্বাচন করে ক্রেডিট ক্যাম্প করানোর পর ঐ সব পরিবার এখন পর্যন্ত আই, আর, ডি-পির সুযোগ না পাওয়ার কারন কি ?

উত্তর

১৯৮০-৮১ ইং সালে আই, আর, ডি, পি প্রকল্প আরম্ভ হইতে ১৯৮৫ ইং সালের মার্চ মাস পর্যন্ত খোয়াই ব্লকে অন্তর্গত ২৮৮০ টি পরিবারের কেস ব্যাংকে পাঠানো হইয়াছিল। তৎমধ্যে প্রকৃত পক্ষে ১৮৭৪টি পরিবারকে এই প্রকল্পে সাহায্য করা হইয়াছে এবং ১০০৬ টি পরিবার এখনও সাহায্য পাইতে বাকী আছে। ১৯৮৫-৮৬ ইং সালে আরও ৪৪০ নতুন পরিবার খোয়াই ব্লক হইতে আই, আর, ডি, পি সাহায্যের জন্য নির্বাচন করা হইতেছে। এই ৪৪০টি পরিবারকে সাহায্য করার মত অর্থের যোগান পরিকল্পনায় ধরা আছে। তবে পূর্বেকার বকেয়া পরিবার গুলির ঋণ দেওয়ার জন্য যে ভর্তুকী অর্থের প্রয়োজন তাহা পরিকল্পনা বরাদ্দ হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য রাজ্য সরকার চেষ্টা করিতেছে।

প্রশ্ন—৪

১৯৮৪-৮৫ ইং বৎসরে খোয়াই ব্লকের ভূমি কলোনীর জন্য ২০০ টি পরিবার আই, আর, ডি-পির জন্য নির্বাচন করে ক্রেডিট ক্যাম্প করার পরও উক্ত পরিবারগুলি এখন পর্যন্ত আই-আর, ডি, পির সুযোগ না পাওয়ার কারন কি ?

উত্তর

১৯৮৪-৮৫ ইং সালে ৩৫টি পরিবারের জন্য ক্রেডিট প্ল্যান তৈয়ারী করা হইয়াছে এবং ১৬৫টি পরিবারের ক্রেডিট প্ল্যান তৈয়ারীর কাজ চলিতেছে।

Admitted unstarred Question. No :—8

Name of M. L.A. : Sri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Forest Department be Pleased to State :

১) ত্রিপুরার কোন্ রাবার বাগানে মোট কত জন শ্রমিক বর্ত্তমানে স্থায়ীভাবে কর্মরত আছেন (১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত হিসাব),

২) ত্রিপুরায় রাবার বাগানের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

৩) থাকিলে তাহা কোথায় কোথায় কিভাবে করা হবে তার বিবরন।

উত্তর

১) ত্রিপুরা ফরেস্ট কর্পোরেশনের (T. F. D. P. C. Ltd) অন্তর্গত রাবার বাগানে মোট ৬৩৬ জন শ্রমিক ১৯৮৫ইং সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত স্থায়ী ভাবে কর্মরত ছিল। কোন বাগানে কত জন শ্রমিক কর্মরত ছিল তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

উত্তর ত্রিপুরা

১)	রাতাছড়া	— ৬৪ জন
২)	নবীন চৌধুরী পাড়া	— ১৯ জন
৩)	নালকাটা	— ১২ জন
৪)	কাঞ্চনবাড়ী	— ১৩ জন
৫)	সায়দারপার	— ৩ জন
৬)	পানিটীলা	— ১২ জন
৭)	মনু	— ২ জন
৮)	জুরী	— ৭৬ জন
		২০১ জন

দক্ষিণ ত্রিপুরা

১) পতিছড়ী	—	৫১ জন
২) তাকমাছড়া	—	১৫ জন
৩) পাইখোলা	—	১৩ জন
৪) কলসীমুখ	—	২১ জন
৫) সাচীরাম বাড়ী	—	৬২ জন
৭) আভাংছড়া	—	৩৮ জন
৭) গরিফা	—	৭ জন
৮) পশ্চিম লুধুয়া	—	৩৪ জন
৯) বগাফা	—	২ জন
		২৪৩ জন

পশ্চিম ত্রিপুরা

১) কলমচোরা	—	৬৫ জন
২) ধনতুর	—	১০ জন
৩) পাথালিয়া	—	৪৫ জন
৪) মতিনগর	—	১১ জন
৫) বনকুমারী	—	৩৫ জন
৬) কলকলিয়া	—	৩ জন
৭) ওয়ারেংবাড়ী	—	২ জন
৮) পদ্মনগর	—	২ জন
৯) করজাছড়া	—	১৯ জন
		১৯২ জন মোট :—৬৩৬ জন।

২) ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলাপমেন্ট এণ্ড প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন এবং ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটাশন এণ্ড প্ল্যানটেশন কর্পোরেশনের মাধ্যমে রাবার বাগানের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর পরিকল্পনা আছে।

৩) রাবার বোর্ডের সমীক্ষা অনুযায়ী উত্তর পূর্বাঞ্চলে আগামী ২০০০ সালের মধ্যে ১,০৫,০০০ হে: রাবার বাগান গড়ে তোলার সুপারিশ রয়েছে। এরমধ্যে ত্রিপুরায় ৩০,০০০ হে: রাবার বাগান করার প্রস্তাব আছে। ত্রিপুরা ফরেষ্ট এণ্ড ডেভেলাপমেন্ট

এণ্ড প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন, ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন এণ্ড প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন এবং রাবার বোর্ডের ডেভেলাপমেন্ট প্রকল্পে ব্যক্তিগত মালিকানায় উক্ত ৩০, ০০০ হে: রাবার বাগান আগামী ২০০০ সালের মধ্যে গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

Addmitted Unstarred Question No. 10

Name of the M. L. A. Shri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য যে, ১৯৭৮ সালের পূর্বে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে বেশ কিছু গ্রামকে মডেল ভিলেজ এবং জয়ন্তী ভিলেজ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল?

২) সত্য হলে কোন কোন গ্রামকে ঐরূপ আখ্যায়িত করা হয়েছিল (ব্লক ভিত্তিক হিসাব) এবং ঐ মডেল ভিলেজ জয়ন্তী ভিলেজ নামে আখ্যায়িত করার উদ্দেশ্য কি ছিল?

৩) ইহা কি সত্য যে খোয়াই ব্লকের সোনাতোলা মডেল ভিলেজের কিছু পরিবার তৎকালীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মডেল ভিলেজ গৃহ নির্মান ঋণের টাকা পরিশোধ না করার ফলে বর্ত্তমান সরকার থেকে সম্পতি ক্রোকের নোটিশ পাচ্ছেন;

৪) সত্য হলে উক্ত ঋণ গ্রহিত পরিবারগণের ঋণের টাকা স্বদ সমেত মুকুব করার বিষয়ে সরকার বিবেচনা করবেন কিনা?

Answer

১) ত্রিপুরার ১৭টি ব্লকের ১৭টি গ্রামকে বিগত ১৯৭২ইং সালে স্বাধীনতার পঁচিশ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষে জয়ন্তী ভিলেজ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। কিন্তু কোন গ্রামকে মডেল ভিলেজ আখ্যায়িত করা হয় নাই।

২) ব্লক এবং জয়ন্তী গ্রামগুলির নাম নিম্নে দেওয়া গেল:—

ব্লকের নাম		জয়ন্তী গ্রামের নাম
১। খোয়াই	—	পশ্চিম সিঙ্গিছড়া।
২। তেলিয়ামুড়া	—	দেবতাং।
৩। জিরানীয়া	—	বড়জলা।
৪। মোহনপুর	—	ভাটি ফটিকছড়া।

ব্লকের নাম		জয়ন্তী গ্রামের নাম
৫। বিশালগড়	—	প্রমোদ নগর।
৬। মেলাঘর	—	দুর্লভ নারায়ন।
৭। অমরপুর	—	পশ্চিম মালবাসা।
৮। ডম্বুর নগর	—	জগবন্ধুপাড়া।
৯। উদয়পুর	—	মুড়াবাড়ী।
১০। বগাফা	—	কাঞ্চন নগর।
১১। রাজনগর	—	বলদাখাল।
১২। সাতচাঁদ	—	গাবদাং।
১৩। পানিসাগর	—	উপ্তাখালি।
১৪। কুমারঘাট	—	বেতছড়া।
১৫। ছামনু	—	ধুমাছড়া।
১৬। কাঞ্চনপুর	—	ধনিছড়া।
১৭। সালেমা	—	দুলুছড়া।

ঐ গ্রামগুলিকে বিশেষভাবে উন্নত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক দপ্তর কর্তৃক স্ব, স্ব পরিকল্পনা মাধ্যমে সার্বিক উন্নতি কল্পে গঠনমূলক নানারূপ কর্মসূচি ও গ্রহণ করা হইয়াছিল।

৩) সোনাতোলা গ্রামকে গ্রামীন উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক জয়ন্তী ভিলেজ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় নাই, স্বতরাং সেই গ্রামে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করার কোন প্রশ্ন উঠে না। অনুসন্ধানে দেখা যায়, সোনাতোলা গ্রামে ভিলেজ হাউজিং প্রজেক্টের অধীনে কিছু পরিবারকে গৃহ নির্মান ঋণ দেওয়া হইয়াছিল এবং সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ঐ ঋণ পরিশোধ যোগ্য।

৪) বিষয়টি সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No :—18

Name of Member :— Shri Makhan Lal Chakraborty. M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to State.

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান বৎসরে রাজ্যের মোট কত পরিবারকে আই-আর- ডি-পি স্কীমের আওতায় আনা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১৯৮৫-৮৬ সালে রাজ্যের মোট যতগুলি পরিবারকে আগষ্ট মাস পর্যন্ত আই-আর-ডি-পির আওতায় আনা হইয়াছে অর্থাৎ সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল।

ব্লকের নাম	সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা
১। কুমারঘাট	৮৪৪
২। পানিসাগর	১২০
৩। সালেমা	২৫৪
৪। কাঞ্চনপুর	৪৭৫
৫। ছামনু	২৯৯
৬। তেলিয়ামুড়া	৩৫২
৭। মোহনপুর	২২
৮। জিরানীয়া	৫০
৯। মেলাঘর	১০০
১০। বিশালগড়	১৪৪
১১। খোয়াই	৩০
১২। মাতাবাড়ী	৫১
১৩। অমরপুর	৮৪
১৪। ডম্বুরনগর	—
১৫। বগাফা	২৮
১৬। রাজনগর	৪
১৭। সাঁতচান্দ	১৭৩
	২৯৯০

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO.23

NAME OF M.L.A. SHRI TARANI MOHAN SINHA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ১৯৮০ হইতে ৮৫ইং এর জুলাই মাস পর্যান্ত রাজ্যে কতজন রোগী ম্যালেরিয়া রোগে মারা গিয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। এই রোগ নির্মূলের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকার হইতে কোন সাহায্য পেয়েছেন কি,

৩। পেয়ে থাকলে কি কি সাহায্য পেয়েছেন ?

ANSWER

১। উক্ত সময়ে ম্যালেরিয়া রোগে মৃতের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ধর্মনগর	১৮ জন	কৈলাশহর	৬ জন
কমলপুর	১ জন	খোয়াই	৩ জন
সদর	১৪ জন	বিলোনিয়া	৯ জন
সাব্রুম	৬ জন	অমরপুর	১৬ জন

২। হ্যাঁ পেয়েছেন।

৩। ঔষধপত্র এবং যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মাধ্যমে ১৯৮০-৮১, ৮১-৮২, ৮২-৮৩, ৮৩-৮৪ আর্থিক বৎসরের যথাক্রমে ৫৬, ৬২, ৭৮৪ টাকা, ৫২, ০৮, ১৭৮ টাকা, ২৭, ৬৩, ৯৮৭ টাকা ও ৪২, ২১, ৮৫ টাকার সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। ১৯৮৪-৮৫ সালে ৬৮, ৬০, ৬০০ টাকা খরচ করা হইয়াছে। ১৯৮৫-৮৬ সালে ৬০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্য বরাদ্দ আছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 24

NAME OF M.LA. SHRI BIDYA CHANDRA DEB BARMA.

Will the Hon'bl Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be Pleased to state :—

১। বর্তমানে রাজ্যে কতগুলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে (৩০.৩.৮৫ইং পর্যন্ত)

২। উক্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে প্রসূতিদের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বা ধাত্রী আছে কি;

৩। থাকিলে বর্তমানে কোন কোন মহকুমার কতগুলি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তার বা ধাত্রী আছে,

৪। না থাকিলে তাহার কারন ?

ANSWER

১। ২২৬টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে।

২। তারমধ্যে ৮৯টিতে ডাক্তার আছে এবং ৭৮টিতে মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী (ধাত্রী বিদ্যায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) আছেন।

৩। প্রদত্ত সারনিকে এক তারকা চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে ডাক্তার এবং দুই তারকা চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী আছেন।

৪। প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষন প্রাপ্তা মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীর অভাব থাকায় প্রতিটি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

LIST OF SUB-CENTRES AS ON 30. 3. 85

: SADAR :

	No.	Sub-Centre
*	1.	Abhoynagar Urban S. C
*	2.	Jagaharimura ,, ,,
*	3.	Dhaleswar ,, ,,
*	4.	Bhati Abhoynagar ,,
*	5.	Unnayon Sanga ,, ,,
*	6.	Golchakkar ,, ,,
*	7.	Ranir BaZar
*	8.	Mandai
** *	9.	Old Agartala
*	10.	Jirania (Sachindra-nagar)
* *	11.	Gurupada Colony
*/**	12.	Radhakishorenagar
*/**	13.	Champaknagar
* *	14.	Purba Noagaon
* *	15.	Brajanagar
* *	16.	Kobrakhamar
	17.	Janmajoynagar
*	18.	Airport
*	19.	Ishanpur
*/**	20.	Gandhigram
**/*	21.	Durjoynagar
*	22.	Nripendranagar
* *	23.	Kaxmipara
*	24.	Simna
*	25.	Chachubazar
*	26.	Gopalnagar
	27.	Tamakari
* *	28.	Lefunga
* *	29.	Hejamaura
* *	30.	Barakathal
	31.	Gamchakobra
*	32.	Mantala
*	33.	Pamutia
*	34.	North Debendranagar
*	35.	S. N. C. Nagar
*	36.	Champamura
*	37.	Charilam
* *	38.	Laxmilunga
* *	39.	Abhicharanbazar
*	40.	Ishanchadranagar

* 41. Bishrmganj
* 42. Jogendranagar
* 43. Madhuban
* 44. Gakulnagar
* 45. Arundutinagar
* 46. Amtali
**/* 47. Jampuijala
* 48. Debipur
* 49. Golaghati
* 50. Madhupur
* 51. Konaban
52. Jarulbachai
* 53. Purba Laxmibill
* * 54. Durganagar
* * 55. Nabinagar
* * 56, Purathal Rajnagar
* * 57. Nabasantiganj
58. Warangbari
* * 59. Kanchanmala
* * 60. Sepahijala
* * 61. Pandabpur
* * 62, Pratapgarh
* * 63, Gabordi
* * 64. Surjyamaninagar
* * 65. Hermabari
* * 66. Lalsinghmura

: SONAMURA :

67. Kathalia
68. Mathinagar
**/* 69. Dhandur
70. Nidaya
71. Taksapara
72. Taibandal
73. Microsapara
* * 74. Veluarchar
* * 75. Durlav Narayan
* * 76. Bhavanipur
77, Manaipathar
* * 78. Urmai
79. Mohanbhog
* * 80. Nalchar

: KHOWAI :

* 81. Ashsarambari
82. Gandabasti
**/* 83. Ramchandraght
84. Behalabari
* * 85. Champahower
86. Rajnagar
87. Ratanpur
88. West Laxmichara
89. Gopalnagar
* * 90. Dhalabil
91, Bagabil
* * 92. Chebri
* * 93. Singhichara
94. Maidanbari

**/* 95. Krishnapur
96. Baluchara

* 97. Uttar Maharani
98. Ampura

** 99. Howaibari
** 100. Gilatali

** 101. Gourangatilla
** 102. Santinagar

103. Pankhalbazar
104. Manik Debbarma Para

105. Mungiabari

KAILASAHR :

* 106. Howerbazar

**/* 107. Bhadrapalli
* 108. Irani

109. Jagannathpur
110. Rangauti

111. Chinibagan
112. Rajkandi Ganganagar

* 113. Dhumachara
* 114. Maslichara

* 115. Chailengta
116. Karamchara

117. Manikpur
118. Thalchara

119. Lalchara
** 120. Nepaltilla

121. Karatichara
122. Durgachara

123. Sindhukumar
124. 82 Miles (Kanchanchara)

: DHARMANAGAR :

* 125. Sanichara
* 126. Jalebasa

* 127. Uptakhali
128. Brajendranagar

* 129. Kalikapur
** 130. Chorajbari

** 131. Ganganagar
132. Satsangam

133. Laxminagar
134. Bungnung

135. Krishnapur
136. Satnala

137. Anandabazar
138. Bhati-masmara

139. Shermun
* 140. Krishnatilla

141. Laljuri
142. Khedachara

143. Hmangchuang
144. Sabual

* 145. Dasda
* 146. Masmar

* 147. Damchara

KAMALPUR

**/* 148. Kulaihaor
**/* 149. Ambassa

* 150. Manikbhander
* 151 Halahali

* 152 Salema Colny

** 153. Chankup
** 154. Ganganagar

** 155. Santirbazar
156. Balaram

** 157. Fetrai
** 158. Jayantibazar

** 159. West Amtali
160. Harinchara

: UDAIPUR :

* 161. Chandrapur
* 162. Salgarah

**/* 163. Bagma
**/* 164. Miaza

* 165. Tepania
166. Noabadiklla

* 16 . Garjee
**/* 168. Palatana

* 169. Tulamura
* 170. Gangachara

* 171. Atharabhola
172. Baisabari

** 173. Samukchara
** 174. Amtali

175. Dataram
176. Pawramura

** 177. Pitra
** 178. Kupilong

: BELONIA :

* 179. Muhuripur
* 180. Kalashi

* 181. Kathaliachara
182. Kowaifang

** 183. Birchandramanu
** 184 Ramraibari

185. Debdaru
** 186, West Charakbai

187. Laxmichara
188. Rajapur

** 189. Paikhola
** 190. Radhakishoreganj

191. Chaigharia
**/* 192. Matai.

* 193. Barpathari
* 194. Nalua

* 195. Radhanagar
* 196. Rajnagar

197. Dimatali
19 . Chottakhola

199. Gourangabazar
** 200. Jashmura

201. Sonth Sonaichari
202. Kalabaria

SABROOM

* 203. Chotakhil
**/* 204. Narina
**/* 205 Manubankul
206. Ghorakappa
* 207. Satchand
**/* 208. Kalachari
* 209. Sonaichari
**/* 210. Samarendraganj
211. Manughat
212. Ludhua
213. Baishnabpur
* * 214. Ailmara

: AMARPUR :

215. Chelagag
216. Jalaya
* * 217. Jatanbari
218. Nagrai
** 219. Bampur
220. Paharpur
221. Kurmabazar
** 222. West Sarbang
* 223. Karbook
224. Taidu
225. Raishyabari
226. Ratannagai

Admitted UnStarred Question No. 25

Name of M. L. A. Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to state :—

১) ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ সালের ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্যে কত পরিমান বনজ সম্পদ পাচার হয়েছে এবং এর মূল্য কত, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) উক্ত সময়ে কতজন পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে,

৩) ঐ সকল পাচারকারীদের সাথে কোন বন বিভাগের কর্মী জড়িত ছিল কিনা,

৪) জড়িত থাকিলে ঐ সকল কর্মীর সংখ্যা (বিভাগ ভিত্তিক) এবং

৫) ঐ সকল ঘটনায় জড়িত বন বিভাগের কর্মীদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১) ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ সালের ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত অবৈধভাবে বনজ বস্তু সংগ্রহ করার সময় ২৭৭৭.০৪৫ ঘন মিটার কাঠ, ১২৪০'৯৮৫ ঘন মিটার জ্বালানী কাঠ, ২২৭২ রানিং মিটার বিভিন্ন জাতের খুঁটি, ২২.৪৬ ঘন মিটার পাথর ও ৫৯২.৫ মে: টন ছন বাঁশ ইত্যাদি ধরা হইয়াছে যাহার আনুমানিক মূল্য ১২, ৮৩, ৩০২.৮৪ টাকা। তাহার বন বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

বিভাগের নাম	কাঠ (ঘন মিঃ)	জ্বালানী কাঠ (ঘন মি:)	বাঁশ মেঃ টন	ছন মেঃ টন	পাথর ঘন মিঃ	খঁুটি (রানিং মিঃ)	মূল্য
১) মনু বন বিভাগ	১১৮০.৫৩১	১০.৮২৪	—	—	—	—	টাকা ৭৯,০২৮.১৪
২) গোমতী বন বিভাগ	১৯.৮২৫	—	—	—	—	—	টাকা ১১,৩৭৮.৮০
৩) তেলিয়ামুড়া বিভাগ	১৫৩৫.৭৭০	—	—	—	—	—	টাকা ৫,৪১,০৪৬.২৯
৪) কাঞ্চনপুর বিভাগ	৯৪.৬০২	—	—	—	—	—	টাকা ৪৭,৭১১,৫৫
৫) সদর বিভাগ	২১৩.১৭৭	৯৫৬.০০০	—	—	—	২২৭২	টাকা ২,৫৫,০৪৭.৩
৬) কৈলাসহর বিভাগ	২১.৮৬০	—	—	—	—	—	টাকা ১৯,৬৭৪.০০
৭) বগাফা বিভাগ	৭,৪১১	৩০.০০০	১৭৬	১	—	—	টাকা ৩৮,৭৭৭.১৮
৮) আমবাসা বিভাগ	৩৫০.৮৬৯	—	২০১	৭.৫	২২.৪০	—	টাকা ৩৩,৭৯৮.৫৫
৯) উদয়পুর বিভাগ	৪১৫.০০০	১৪৪.১৬১	৭২	৮৫	—	—	টাকা ২,৫৭,০০০.০০
মোট:—	২,৭৭৭.০৪৫	১১৪০.৯৮৫	৪৪৯	৯৩.৬	২২.৪৫	২২৭২	টাকা ১২,৮৩,৩৩২.৮৪

২) উক্ত সময়ে ১৩৫৬ জন অবৈধ ভাবে বনজবস্তু সংগ্রহ কারীকে ধরা সম্ভব হইয়াছে।

৩) উক্ত সময়ে দুর্নীতি মূলক কাজের সঙ্গে কিছু সংখ্যক কর্মচারীর যুক্ত থাকার অভি-যোগ আছে।

৪) ঐ সকল কর্মীর সংখ্যা ১০ (দশ) জন বন বিভাগ বিত্তিক হিসাব নিম্ন দেওয়া হইল।

কৈলাসহর বন বিভাগে	১ জন
দক্ষিন বন বিভাগ, বগাফা	৩ জন
কাঞ্চনপুর বন বিভাগ	১ জন
আমবাসা বন বিভাগ	১ জন
গোমতী বন বিভাগ	২ জন
সদর বন বিভাগ	২ জন
	১০ জন

৫) উপরোক্ত ১০ জন কর্মচারীর মধ্যে দুই জনের বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল এবং পরবর্ত্তিকালে সেই আদেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে চার্য সীট দেওয়া হইয়াছে। আরো একজন বর্মচারীর বিরুদ্ধেও চার্য সীট দেওয়া হইয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়। অপর ৭ (সাত) জন কর্মচারীর বিরুদ্ধের বিভাগীয় শাস্তি মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted UnStarred Question 36

Name of M. L. A. —Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-chage of the Forest Department be pleased to state :—

১) ১৯৮০ ইং সন থেকে ১৯৮৫ ইং সনের ১৫ই জুলাই পর্যন্ত কোন কোন মহকুমায় কতগুলি পরিবারকে রাবার চাষ করার জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে।
(মহকুমা ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২) তাহাতে মোট কি পরিমান ভূমিতে রাবার বাগান করা সম্ভব হয়েছে, এবং

৩) ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের আর্থিক বৎসরে উৎপাদিত রাবারের পরিমাণ এবং মূল্য কত,

৪) বর্তমান আর্থিক বৎসরে অমরপুর মহকুমায় রাবার চাষের জন্য কোন পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি,

৫) থাকিলে কি পরিমান ভূমিকে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা হবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১) ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন লি: ১৯৮৩-৮৪ ইং থেকে ১৯৮৫ইং জুলাই পর্যন্ত মোট ১৫৯টি উপজাতি জুমিয়া পরিবারকে সরকারী আর্থিক সহায়তায় তাদের এলটেড ভূমিতে ২৩৮.৫ হেকটর রাবার বাগান তৈরী করে দিয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল।

খোয়াই মহকুকা	—	৭৪০টি পরিবার
ধর্মনগর মহকুমা	—	৩ টি পরিবার
কমলপুর মহকুমা	—	২৩টি পরিবার
অমরপুর মহকুমা	—	৩০টি পরিবার
		১৫৯টি

রাবার বোর্ড আঞ্চলিক অফিস হইতে প্রাপ্ত অথ্যানুযায়ী ১৯৮০ ইং হইতে .৯৮৪ ইং পর্য্যন্ত রাবার বোর্ডের আর্থিক ভর্তুকিতে রাবার বাগান করার জন্য মোট ৮৯০টি পারমিট দিয়াছেন তাহার মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরায় ৪৮৮টি, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৩৩২টি এবং উত্তর ত্রিপুরায় ৭০টি মহকুমা ভিত্তিক তথ্য রাবার বোর্ড হইতে পাওয়া যায় নাই।

২) ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন মোট ২৩৮.৫ হেক্টর রাবার বাগান তৈরী করিয়াছে। রাবার বোর্ড হইতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মোট ৩৭৭৪.৬৮ হেক্টর রাবার বাগান ঐ সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরী করা হইয়াছে।

৩) ১৯৮৪-৮৫ইং সনের আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা ফরেষ্ট ডেভেলপমেন্ট এণ্ড প্ল্যানটেশন কর্পোরেশন লি: মোট ১, ৪৭, ৪৭৩ কেজি রাবার উৎপাদন করিয়াছে যাহার বিক্রয় মূল্যে মোট ২২, ১৬, ৪১২ টাকা।

৪) বর্তমান বৎসরে অমরপুর মহকুমার করবুক এলাকায় ৩০টি জুমিয়া পরিবারের জন্য রাবার বাাগান তৈরীর কাজ ত্রিপুরা রিহ্যাবিলিটেশন প্ল্যানটেশন কর্পোরেশনের মাধ্যমে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

৫) ৪৫ হেক্টর ভূমিতে রাবার বাগান তৈরী করা হইতেছে।

Name of the Member : Shri Tarani Mohan Sinha.
Admitted Unstarred Question No.—37

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

১। বামফ্রন্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে এ পর্যন্ত কতটি গ্রামে পানীয় জল দেওয়া সম্ভব হয়েছে এবং কতটি গ্রামে পরিকল্পনা থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

২। ইহা কি সত্য যে, কাঞ্চনবাড়ীতে পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। সত্য হইলে উক্ত ব্যবস্থা রূপান্তরিত না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। যেমন টিউবওয়েল, রিংওয়েল মেশনারী ওয়েল, ডিপ টিউবওয়েল এবং বৃষ্টির জল সংগ্রহ করিয়া জল সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। এছাড়াও পাহাড় বা উঁচু টিলা ভূমিতে বসবাসকারীদের মধ্যে যেখানে রিংওয়েল বা টিউবওয়েল সফল হয়না সেখানে Mirk U টিউবওয়েলের মাধ্যমে নূতনভাবে পানীয় জল সরবরাহের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

এপর্যান্ত ২১৮১টি গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইয়াছে এবং ৯০টি গ্রামে পরিকল্পনা থাকা সত্বেত সম্ভবপর হয় নাই।

২। Public Health থেকে পানীয় জলের জন্যে পাইপ লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No-41

NAME OF M. L. A.

1. Shri Dhirendra Deb Nath.
2. Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় আসার পর হইতে বর্তমানে ১৯৮৭ সনের জুন মাস পর্যন্ত রাজ্যে ৬ শয্যা বিশিষ্ট এবং শয্যা বিহীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা

কত ? (মহকুমা ভিত্তিক শয্যা বিশিষ্ট ও শয্যা বিহীন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পৃথক পৃথক হিসাব)

২। ১২৯৮৪ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ ইং সনের জুন মাস পর্যন্ত উক্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বৎসরে গড়ে কত জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে। (প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভিত্তিক হিসাব)

৩। উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির মধ্যে ১৯৮৫-৮৬ ইং সনের আর্থিক বৎসরে কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে রুর‍্যাল হাসপাতালে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি।

৪। যদি থাকে তবে কোন কোন মহকুমায় কয়টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে রুর‍্যাল হাসপাতালে পরিণত করা হবে ? এবং

৫। বামফ্রন্ট শাসন ক্ষমতায় আসার পর হইতে ১৯৮৫ ইং সনের জুন মাস পর্যান্ত কয়টি শয্যা বিহীন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকে ৬ শয্যা বিশিষ্ট এবং কয়টি ৬ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে বহু শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত করা হইয়াছে ?

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮৫ ইং সনের জুন মাস পর্যান্ত ৬ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও শয্যা বিহীন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব সঙ্গে দেওয়া হইল।

LIST OF 6 BEDDED P. H. C. & SUB-CENTRES OPENED DURING THE PERIOD OF LEFT FRONT GOVERNMENT UPTO 30TH JUNE, 1985.

NAME OF SUB-DIVISION	6 BEDDED P. H. C.	SUB-CENTRES
AGARTALA MUNICIPALITA AREA. & SADAR AREA.	1. Katlamara 2. Anandanagar	
		1. Jagahatimura Urgan SC 2. Dhalwswar Urgan ,, 3. Bhati Abhoynagar ,, 4. Unnyan Sangha ,, 5. Golchakkar ,,

NAME OF SUB-DIVISION	6 BEDDED P.H.C.	SUB-CENTRE
		6. Mandai
		7. Radhakishorenagar
		8. Champaknagar
		9. Purba Noagaon.
		10. Brajanagar
		11. Kobrakhamar
		12. Janmajoynagar
		13. Laxmipara
		14. Tamakari
		15. Lefunga
		16. Hejamara
		17. Barakathal
		18. Gamchakobra
		19. Laxmilunga
		20. Abhicharanbazar
		21. Jarulbachai
		22. Durganagar
		23. Nabinagar
		24. Purathal Rajnagar
		25. Nabasantiganj
		26. Warangbari
		27. Kanchanmala
		28. Sepahijala
		29. Pandabpur
		30. Pratapgarh
		31. Gabordi
		32. Surjyamaninagar
		33. Hermabari
		34. Lalsinghmura
SONAMURA		1. Microsapara
		2. Veluarchar
		3. Durlav Narayan
		4. Bhavanipur
		5. Urmai
		6. Mohanbhog
		7. Nalchar

NAME OF SUB-DIVISION	6 BEDDED P.H.C.	SUB-CENTRE
KHOWAI		1. Behalabari
		2. Champahower
		3. Rajnagar
		4. Ratanpur
		5. West Laxmichara
		6. Gopalnagar
		7. Dhalabil
		8. Bagabil
		9. Chebri
		10. Singichara
		11. Maidanhari
KHOWAI		12. Uttar Maharani
		13. Ampura
		14. Howaibari
		15. Gilatali
		16. Gourangatilla
		17. Santinagar
		19. Manik Debbarma Para
		20. Mungiabari
KAILASAHAR	1. Kanchanbari	1. Jagannathpur
		2. Rangauti
		3. Chinibagan
		4. Rajkandi Gangainagar
		5. Karamchara
		6. Manikpur
		7. Thalchara
		8. Nepaltilla
		9. Lalchara
		10. K ratichara
		11. Durgachara
		1 - Sindhuknmar
		13. 82 Miles (Kanchanchara)
DHARMANAGAR		1. Choraibari
		2. Ganganagar
		3. Satsangam
		4. Laxminagar

Name of Sub—Division	6 Bedded P. H. C	Sub-Centre
		5. Bungnung
		6. Krishnapur
		7. Satnala
		8. Hmangchuang
		9. Sabual
KAMALPUR		1. Santirbazar
		2. Balaram
		3. Setrai
		4 Jayantibazar
		5. West Amtali
		6. Harinchara
UDAIPUR		1. Tulamura
		2. Baisabari
		3. Samukchara
		4. Amtali
		5. Dataram
		6. Pawramura
		7. Pitra
		8. Kupilong
BELONIA		1. Kowaifang
		2. Birchandramanu
		4. Debdaru
		5. West Charakbai
		6. Laxmichara
		7. Rajapur
		8. Paikhola
		9. Radhakishoreganj
		10. Chaigharia
		11. Dimatali
		12. Chottakhola
		13. Gourangabazar
		14. Jashmura
		15. South Sonaichari
		16. Kalabaria

Name of Sub Division	6 Bedded P. H. C	Sub-Centre
SABROOM	1. Srinagar	1. Sonaichari
		2. Samarendraganj
		3. Manughat
		4. Ludhuaa
		5. Baishnabpur
		6. Ailmara
AMARPUR	1. Tirthamukh	1. Karbook
		2. Bampur
		3. Paharpur
		4. Kurmabazar
		5. West Sarbang
		6. Ratannagar.

২। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ভিত্তিক ১৯৮৪ সালের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

			ইনডোর	আউটডোর
কাতলামারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র			৩০০১	৩৪৬৬৫
আনন্দনগর	,,	,,	৪৩২	৪৬৫১৮
কাঞ্চনবাড়ী	,,	,,	৬৩০৬	১১১২৪
শ্রীনগর	,,	,,	৮৭৯	১১৩১৩
তীর্থমুখ	,,	,,	৪৮৯	৭০৭৫

৩। নাই।

৪। প্রশ্ন আসে না।

৫। ২টি শয্যাবিহীন উপস্বাস্থ্যকে ৬ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিনত করা হইয়াছে। কোন ৬ শয্যা বিশিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে বহু শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিনত করা হয় নাই।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO—43
NAME OF M. L. A.—SHRI LEN PRASA MALSAI

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৮৫-৮৬) কাঞ্চনপুর হাসপাতালটিকে সাব ডিভিশন হাসপাতাল রূপে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ করা হবে বলে আশা করা যায়।

৩। যদি না থাকে তবে তাহার কারণ ?

ANSWER

১। নাই !

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। গ্রামীণ হাসপাতালে রুপান্তরিত করা যায় না।

Admitted Starred Question No. :— 45
Name of M. L. A: —Shri Rudreswar Das, M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Forest Department be pleased to State : —

(১) ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে আর, এল, ই, জি পি র মাধ্যমে কত শ্রমিককে কাজ দেওয়া হয়েছিল (ব্লক ভিত্তিক হিসাব);

(২) উক্ত স্কীমের মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে বছরে কমপক্ষে একশত দিন কাজ দেওয়ার কোনরূপ পরিকল্পনা সরকারের ছিল কি না।

উত্তর

(১) ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে, আর, এল, ই, জি, পি স্কীমের মাধ্যমে ৭,৬৬,৬৭০ সংখ্যক শ্রমদিবসের কাজ দেওয়া হয়েছিল। তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল।

ব্লকের নাম	শ্রমদিবসের হিসাব
১। খোয়াই	৫১,৩০০ শ্রমদিবস
২। তেলিয়ামুড়া	৫২,০৭৪ শ্রমদিবস
৩। জিরানীয়া	৪৪,০০৪ শ্রমদিবস

৪। মেহনপুর	৪২,৬৬২ শ্রমদিবস
৫। বিশালগড়	৬৫,১৫৮ শ্রমদিবস
৬। মেলাগড়	৫৫,৮৩২ শ্রমদিবস
৭। জম্পুইজলা সাব ব্লক	২,৯০০ শ্রমদিবস
	মোট ৩,১৩,৯৩০ শ্রমদিবস
৮। উদয়পুর	২৫,১০১ শ্রমদিবস
৯। অম্বুরনগর	৩২,৫১৩ শ্রমদিবস
১০। অমরপুর	৭১,৯৪৫ শ্রমদিবস
১১। বগাফা	২৫,৮৪৭ শ্রমদিবস
১২। রাজনগর	৩৮,৬০৮ শ্রমদিবস
১৩। সাতচাদ	২৬,৫৯৭ শ্রমদিবস
	মোট :—২,১৯,৯১১ শ্রমদিবস
১৪। পানিসাগর	৩৩,৯৩৬ শ্রমদিবস
১৫। সালেমা	৭৭,২৮৪ শ্রমদিবস
১৬। কুমারঘাট	৪২,২৬৭ শ্রমদিবস
১৭। কাঞ্চনপুর	৩৬,১২৪ শ্রমদিবস
১৮। ছামনু	৪৩,১৭৮ শ্রমদিবস
	মোট :—২,৩২,৭৮৯ শ্রমদিবস
	সর্বমোট :—৭,৬৬,৬৩০ শ্রম দিবস

(২) কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশানুযায়ী ভূমিহীনদের বছরে ১০০ দিন কাজ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Unstarred Question. No. : 63

Name of Member:- Shri Syed Basit Ali, M. L. A.

Will the Hon, ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন:—১

গত ১৯৮২ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮৫ সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (টি আর ডি-এ) স্কীমে কৈলাসহর বিভাগের কুমারঘাট ব্লকে কত পরিবারকে ঋণ প্রদান করা হইয়াছে?

(গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর:—

১৯৮২ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮২ইং সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কুমারঘাট ব্লক আই, আর, ডি, পি আওতায় সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা নিম্নে গাঁওসভা ভিত্তিক দেওয়া হইল।

গাঁওসভার নাম	সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	গাঁওসভার নাম	সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা
১। শ্রীনাথপুর	১১০	১১। ফুলতলী	৭৩
২। রাজকান্দি	৪৬	১২। কটীকরায়	৭৬
৩। দুর্বপুর	৮৭	১৩। রাধানগর	৭৩
৪। জাকলতলী	৭০	১৪। রাজাভটী	৫৬
৫। ইরানী	৮৪	১৫। গোলকপুর	৪৭
৬। উনকোটী	৮১	১৬। রাংগুরুং	৩৩
৭। দেওড়াছড়া	৫৮	১৭। মনুভ্যালী	৪০
৮। ইছবপুর	৯৩	১৮। ছনতৈল	৬৭
৯। জামতৈলবাড়ী	৫৬	১৯। কুমারঘাট	৫২
১০। বিলাসপুর	৯১	২০। দেওভ্যালী	৬
		২১। দার-ছৈ	১৯

গাঁওসভার নাম	সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারে সংখ্যা	গাঁওসভার নাম	সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা
২২। বেতছড়া	৬১	৩৫। লক্ষীপুর	৯৬
২৩। দামছড়া	৩৭	৩৬। সাইদাছড়া	৪৭
২৪। কাঞ্চনবাড়ী	১৬৫	৩৭। লাটিয়াপুরা	৫৩
২৫। মছলী	৪১	৩৮। দক্ষিণ উনকোটী	৩৫
২৬। পাবিয়াছড়া	৫৯	৩৯। গকুলনগর	২১
২৭। সিঙ্গিরবিল	৬৩	৪০। গঙ্গানগর	৪০
২৮। নোটীফাইড এরিয়া	১৯১	৪১। রাতাছড়া (পূর্ব ও পশ্চিম)	১৬০
২৯। ধনীকন্দা	৫২	৪২। জগন্নাথপুর	৪৪

৩০। ভগবাননগর	৪৯	৪৩। ফটিকছড়া	৬৮
৩১। মনুভিছড়া	৪০	৪৪। কৃষ্ণনগর	৪৭
৩২। সমরুরপদ	৪৩	৪৫। সোনাইমুড়ী	৫২
৩৩। শ্রীরামপুর	৫৫		
৩৪। নওয়াগাঁও	১৬১	মোট	৩০১০

প্রশ্ন:—

উক্ত প্রদেয় ঋণের অর্থের পরিমান কত ?

উত্তর

উক্ত পরিবারগুলিকে মোট প্রদেয় ঋণের পরিমাণ ১৯.২৪ লক্ষ টাকা।

Admitted unstarred Question No. 78

Name of the M. L. A. Shri Fayzur Rahaman

will the Hond'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state –

QUESTION

১। ১৯৮২ইং সন হইতে ১৯৮৫ইং সনের চলতি মাস পর্যন্ত রাজ্যে কোন ব্লকে R.L.E.G.P., NREP ও SREP স্কীমে কত টাকার কাজ হয়েছে ব্লক ভিত্তিক হিসাবে।

ANSWER

২। ব্লক ভিত্তিক তথ্য সংগ্রাহাধীন আছে।

Assembly Admittred Un—Starred Question 84 asked by Shri Fayzur Rahaman, M. L. A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister—in—Charge of the Food and Civil Supplies Department be pleasd to state—

১। সারা ত্রিপুরার রেশন কার্ডের সংখ্যা কত ?

১। উক্ত রেশন কার্ডের মধ্যে প্যাকস্, এবং ল্যাম্পস্ এর অধীনে কতটি রেশনকার্ড এবং ব্যাক্তিগত ডিলারদের কাছে কতটি রেশন কার্ড আছে (আলাদাভাবে বিভাগ বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

ANSWER

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Name of Member : Shri Nakul Das.

Admitted Unstarred Question No. 85.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Co-operative Department be pleased to state.

১। রাজ্যে বর্তমান বছরে ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স এর মাধ্যমে মোট কত পরিমান পাট কেনা হয়েছে এবং কোন কোন জায়গায় কেনা হচ্ছে ?

২) ইহা কি সত্য যে এই পাট কেনা সম্পর্কে ব্যাঙ্ক ও জে, সি, আই ল্যাম্পস্ ও প্যাক্স-গুলির সঙ্গে সঠিকভাবে সহযোগিতা করছে না ,

৩। যদি সত্য হয় তবে সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১। বর্তমান বছরে (২০-৯-৮৫ইং পর্য্যন্ত) মোট কুইন্টাল ৫,৪৮০'৯৯ কেজি পাট কেনা হয়েছে, এ পর্য্যন্ত যে সব ক্রয় কেন্দ্র হইতে পাট কেনা হয়েছে তার তালিকা এতৎ-সঙ্গে দেওয়া গেল ;

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

২০-৯-৮৫ ইং পর্য্যন্ত নিম্নলিখিত কেন্দ্র হইতে পাট ক্রয় করা হইয়াছে।

১) বিশালগড়
২) গোলাঘাটি
৩) মোহনপুর
৪) মোহনপুর নোয়াগাঁও
৫) জিরানীয়া
৬) বিজয়নগর কালাছড়া
৭) টাকারজলা
৮) চম্পকনগর
৯) বড়কাঠাল
১০) পঞ্চবটি
১১) জম্পইজলা
১২) পাথালিয়াঘাট
১৩) তেলিয়ামুড়া
১৪) অম্পিনগর
১৫) তৈবান্দল
১৬) হবরডোলা
১৭) বাগমা
১৮) মেলাঘর
১৯) সোনামুড়া
২০) বৈরাগীবাজার
২১) কামরাজাতলী
২২) তকসাপাড়া

২৩) বাগমারা
২৪) মতিনগর
২৫) ভেলুয়ারচর
২৬) মোহরছড়া
২৭) কমলনগর
২৮) শালগড়া প্যাক্স
২৯) উদয়পুর
৩০) কাকড়াবন
৩১) তুলামুড়া
৩২) জামজুড়ি
৩৩) গর্জি
৩৪) মাতাবাড়ী
৩৫) ধনঞ্জয় ল্যাম্পস্
৩৬) মুহুরীপুর
৩৭) মনুবাজার (সাব্রুম)
৩৮) অমরপুর
৩৯) বড়পাথারী
৪০) করবুক।
৪১) মালবাসা।
৪২) চেলাগাং
৪৩) তৈদু
৪৪) হালাহালি
৪৫) মানিকভাণ্ডার
৪৬) পেঁচারথল
৪৭) মাছমারা
৪৮) ছৈলেংটা
৪৯) কৈলাশহর
৫০) করমছড়া
৫১) মছলি
৫২) শান্তিরবাজার (নর্থ)
৫৩) কুলাই
৫৪) সালেমা
৫৫) মহারানী।

PROCEEDINGS OF THE SESSION OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE pROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Tripura Legislative Assembly met in the Assembly Building on Friday, the 27th September, 1985 at 11 A. M.

PRESENT

The Hon'ble Speaker Shri Amarendra Sharma in the Chair the Hon'ble chief Minister, the Dy, Chief Minister 8 (Eight) Ministers, and 41 Members.

প্রশ্ন ও উত্তর

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩।

প্রশ্ন

১। বাচাইবাড়ী হইতে আশারামবাড়ী ভায়া বেহালাবাড়ী, লেংটি বাড়ী হইতে তিরুরামছড়া, বেহালাবাড়ী হইতে কারাঙ্গিছড়া বি, এস, এফ, ক্যাম্প, বাচাইবাড়ী হইতে গোপালনগর পর্য্যন্ত রাস্তাগুলির জন্য জমি এ্যাকুইজিশান করা হয়েছে কিনা,

২। যদি এ্যাকুইজিশান না হয়ে থাকে তবে তার কারণ,

৩। এ্যাকুইজিশান হয়ে থাকলে উক্ত জমির মালিকগণ জমির ক্ষতি পূরণ পাইয়াছেন কিনা,

৪। না পেয়ে থাকলে তার কারণ?

উত্তর

১। না।

২। বাচাইবাড়ী হইতে আশারামবাড়ী ভায়া বেহালাবাড়ী রাস্তার জমি অধিগ্রহণের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। লেংটিবাড়ী হইতে তিরুরামছড়া রাস্তায় জমি অধিগ্রহণের কোন প্রস্তাব নাই। বেহালাবাড়ী হইতে গোপালনগর রাস্তার জমি অধিগ্রহনের ব্যাপারে অগ্রগতি হইলেও অধিগ্রহণের কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই।

৩। ২ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৪। জমির অধিগ্রহণের কাজ এখনও শেষ না হওয়ায় জমির মালিকগণ কোন ক্ষতিপূরণ পান নাই।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই অধিগ্রহণের কাজ কবে পর্যন্ত শেষ হবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, তিরুরামছড়া রাস্তা যেটা মানিক ভাণ্ডারের সঙ্গে লিংক ওটাতে আমাদের কোন প্রস্তাব নেই। ওটা এম, এন, পিতে দেওয়া আছে, আমাদের সঙ্গে কোন প্রস্তাব নেই। তিরুরামবাড়ী থেকে লেংটিবাড়ী পর্য্যন্ত গত বছর তিন কিলোমিটার রাস্তা ইট সলিং হয়েছে, আমরা আশা করছি এই বছরে কমপ্লিট হবে। গোপাল নগরের কাজ ইতিমধ্যে কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। এই রাস্তার দৈর্ঘ্য ৯.৫০ কিলোমিটার। আমরা খোয়াইয়ের এস. ডি. ওর সঙ্গে পারমানেন্ট একজন সার্ভেয়ার দিয়ে দিয়েছি। আমাদের তিন কিলোমিটার অলরেডি সার্ভে হয়ে গেছে। ৫ কিলোমিটারের কাজ চলছে। এই ভাবে ক্রমান্বয়ে কাজগুলি করবো।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অনেক রাস্তার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এ্যাকুজিশ্যান অনেক দিন আগে শেষ হয়েছে, কিন্তু ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয় নি। যেমন, নবদ্বীপ জমাতিয়া তার সব জমি এ্যাকুইজিশ্যান করা হয়েছে তাই এখন সে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে এবং তার আয়ের পথও বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু এখনও ক্ষতি পূরণ দেওয়া হলো না, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার - স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দেবো।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার দামছড়া-খেদাছড়া রোড, ধুমছারায় পাড়া—জয়শ্রী রোড ও রাহুমছড়া—মজুফফর দোয়াল ভায়া সুশিদবাসা রোড এর কাজ দীর্ঘ দিন যাবৎ অসম্পূর্ণ থাকার কারণ কি, এবং

২। দুর্গম উপজাতি অধ্যুষিত উক্ত অঞ্চলের ঐ রোডগুলির কাজ সমাপ্ত করতে সরকার কি কি উদ্যোগ নিচ্ছেন?

উত্তর

১। দামছড়া-খেদাছড়া রাস্তায় প্রথম ৮'৭৬ কিঃ মিঃ মধ্যে কিছু অংশে প্রয়োজনীয় জায়গা

না পাওয়ায় এবং ৮'৭৬ কিঃ মিঃ হইতে ২৫ কিঃ মিঃ অংশের কাজের জন্য কিছু সেংশ্যান পাওয়া গেছে এবং কিছু সেংশ্যান এখনও পাওয়া যায় নি। এন. ই. সি. কর্তৃক এখনও আর্থিক অনুমোদন না পাওয়ার জন্য প্রথম রাস্তাটির কাজ অসম্পূর্ণ আছে। ধুমছারা-পাড়া হইতে জয়শ্রী রাস্তায় জুন মাসের ৮৫ইং এর বন্যায় প্রচণ্ড ধ্বস নামার ফলে কাজটি অসম্পূর্ণ আছে। সুন্দিবাসা হইয়া রাহমছড়া মজুফফর দোয়াল রাস্তাটির মঞ্জুরীর জন্য এ্যাস্টিমেট তৈরী করা হইতেছে।

২। উক্ত অঞ্চলের ঐ রোডগুলির জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে।

ক) দামছড়া খেদাছড়া রাস্তা, এই রাস্তার কিছু অংশের জমি অধিগ্রহনের জন্য ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশ্যান অধিকর্তার নিকট প্রস্তাব পাঠানো হইয়াছে এবং তাগিদ দেওয়া হইতেছে। এই রাস্তার জন্য একটি অংশের আর্থিক মঞ্জুরীর জন্য এন. ই. সির নিকট এস্টিমেট প্রেরণ করা হইয়াছে।

খ) ধুমছাপাড়া-জয়শ্রী রাস্তা এই রাস্তার মাটির কাজ শেষ হইয়াছে এবং ধ্বস সরানো হইলে যত শীঘ্র সম্ভব এস. পি. টি ব্রীজ এবং কালভার্টের কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

গ) রাহুমছড়া হইতে সুন্দিবাসা হইয়া মুজফফর দোয়াল রাস্তা আর্থিক মঞ্জুরীর জন্য এই রাস্তার এস্টিমেট তৈরী হইতেছে।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানালেন যে, এন. ই, সি থেকে আর্থিক অনুমোদন পাওয়া যায় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, এই যে খেদাছড়া এটা ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চল। এই জায়গার সঙ্গে জম্পুই পাহাড়ের খাতুয়াল থেকে খেদাছড়া এবং রাইছাম থেকে খেদাছড়া এবং লাঙ্গলছড়া থেকে আর একটা ফাড়ি পথে খেদাছড়ায় পেঁছার রাস্তা তৈরী করা যায় এই ধরনের প্রস্তাব পূর্ত দপ্তরের কাছে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু গ্রহণ করা হয় নি এবং অন্য রাস্তা ধুমছড়া পাড়া হইতে জয়শ্রী ভায়া চেলাগাং পাড়া যে রাস্তা এই রাস্তার জন্য লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছে। এই চলতি বছরে বহু ধ্বস নেমেছে এবং এর তিন বছর আগে তো ধ্বস নামে নি। কিন্তু অল্প কিছু কাজ দুটো ব্রীজ এবং সলিং-এর কাজ কেন হলো না? ব্রীজটা হলে ধামছড়া থেকে কাঞ্চনপুরের দূরত্ব ৫০ পারসেন্ট কমে যেত কিন্তু এটা তো হলো না। সুন্দিবাসা' রাহুছড়াতেও সুন্দিবাস ভায়া মুজফফর যে রাস্তা কাজ এখনও দেখা যায় মাত্র এস্টিমেট তৈরী করা হয়েছে। এই যে রাস্তাগুলি এইগুলি ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রাস্তা উন্নয়নের জন্যও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানিয়েছেন, এর আগেও বহুবার এই ধরনের উদ্যোগের কথা জানানো হয়েছে তাই বলছি একটা সুনির্দিষ্ট তারিখ বলেন যে কোন সময়ের মধ্যে রাস্তাগুলি কাজ শেষ হতে পারে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, আমি প্রশ্নের জবাবে বলেছি যে রাস্তাগুলি খুব দীর্ঘ। খেদাছড়া ও দামছড়া রাস্তার একটা অংশের মঞ্জুরী আমরা পেয়েছি, অধিকাংশ অংশের মঞ্জুরী আমরা পাই নি। গত ৩০,৪,৮৫ইং তারিখে আমরা এষ্টিমেট এন,ই সির দপ্তরে পাঠিয়েছি।

৫৯ লক্ষ ১২ হাজার ২০০ টাকার অ্যাসটিমেন্ট আমরা পেয়েছি। আমরা পারস্যু করেছি সেংশান আমরা পাইনি এবং এই রাস্তাগুলি যে অঞ্চলে অবস্থিত আমরা খুব তাড়াতাড়ি করতে চাইলেও সবকিছু তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয়না নানা কারনে। এই অঞ্চল দুর্গম অঞ্চল, রাস্তার কাজকর্ম করার চেষ্টা আমাদের রয়েছে আমি এইখানে এই বৎসরের যে রাস্তাগুলি করা হয়েছে তা প্রেজেন্ট করছি দামছড়া হইতে খেদাখড়া পর্য্যন্ত রাস্তা তৈরীর সম্পূর্ণ প্রকল্পটি এন, ই, সি, হইতে অর্থ বরাদ্দকৃত। প্রকল্পটির কাজ ধাঁপে ধাঁপে হাতে লওয়া হইতেছে। দামছড়া হইতে খেদছড়া ৮,৭৬ কিঃ মিঃ। এই অংশের জন্য ২১,৬৮,০০০, টাকা বরাদ্দ হইয়াছে কাজটি হাতে নেওয়া হইয়াছে এবং ৬ কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত রাস্তার মাটির কাজ শেষ হইয়াছে। বাকী অংশের কাজ চলিতেছে। জমি না পাওয়ার জন্য ০,৬ কিঃ মিঃ হইতে ১ কিঃ মিঃ এবং ১'৪ কিঃ মিঃ হইতে ২ কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ বন্ধ আছে এবং জমি অধিগ্রহনের চেষ্টা হইতেছে। জমি পাওয়ার জন্য তদবীর করা হইয়াছিল কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নাই। যাহা হউক উক্ত অংশের কাজ জমি পাওয়া গেলে শেষ হইবে।

গত ৩০-৪-৮৫ইং তারিখে উক্ত ধাঁপের ৮'৭৬ কি মিঃ হইতে ২৫, ২২ কিমিঃ পর্য্যন্ত রাস্তার জন্য ৫৯,১২,২০০ টাকার এষ্টিমেট মঞ্জুরীর জন্য এন, ই, সির নিকট পাঠান হইয়াছে। ধুমছড়া পাড়া হইতে জয়শ্রী পর্য্যন্ত রাস্তা উক্ত রাস্তার দৈর্ঘ্য ১০ কিমি উক্ত অংশের জন্য ৯,৭২, ১২৯ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এষ্টিমেটে মাটির কাজ, কাঠের সেতু, আর সি, সি, স্পান পাইপ কালভার্ট ধরা আছে। মাটির কাজ ১৯৮৪ সালে উপজাতি ঠিকাদার দ্বারা শেষ করা হইয়াছে। কাঠের সেতু ও কালভার্টের কাজ নিয়ম নীতি অনুসরন করিয়া শীঘই হাতে লওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যে গত বর্ষায় প্রচণ্ড ধ্বস নামার ফলে রাস্তাটি গাড়ি চলাচলের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ধ্বসের মাটি সরানোর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। ধ্বসের মাটি সরানো কাজ শেষ হইলে এস, পি, টি, ব্রীজ কালভার্টের কাজ হাতে নেওয়া হইবে। এস, পি, টি ব্রীজের কাজের দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে।

রাহুমছড়া হইতে সুন্দিবাসা হইয়া মুজাফফর দোয়াল রাস্তা :— উক্ত কাজ পূর্ত্ত-বিভাগের নির্দিষ্ট কাজের তালিকায় এম. এন. পি. প্রকল্পে ধরা হইয়াছে, জরীপের কাজ শেষ হইয়াছে এবং এষ্টিমেট তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। এষ্টিমেট মঞ্জুর এবং উপযুক্ত অর্থের বরাদ্দ পাইলে কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

মহারানী বিভু কুমারী দেবী :— Will the minister Please say that whetten that areas are within the Autonomous Distriet Council ? If so will the ministre consider to accept the management ot these Roads ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার: - স্যার, এইটা অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট এরিয়ার মধ্যে। কিন্তু এই সমস্ত রিমুভ এরিয়াতে আমাদের কাজকর্মের দিকে আমরা নজর দিয়েছি এবং এই কাজকর্ম যাতে সবজায়গাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করার চেষ্টা করছি।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেব সরকার।

শ্রী সমীর দেব সরকার : —অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৬

শ্রী বাদল চৌধুরী :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৬

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ইং পর্যন্ত রাজ্যে কতটি গ্রামসেবক কেন্দ্র ছিল এবং বর্ত্তমানে গ্রাম সেবক কেন্দ্রের সংখ্যা কত ?

২। বর্ত্তমান বৎসরে আরো গ্রাম সেবক কেন্দ্র এবং সাব-সীড্ সেন্টার খোলা হবে কিনা,

৩। খোলা হলে তার সংখ্যা;

৪। নোটিফায়েড এরিয়া শহরগুলিতে সাব সিড সেন্টার বা সার বীজ ও ঔষধ বিক্রয় কেন্দ্র খোলার কথা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা;

৫। করে থাকলে কবে পর্যন্ত খোয়াই শহরে এইরূপ কেন্দ্র খোলা হবে ; এবং

৬। না করে থাকলে তার কারন ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ইং পর্যন্ত ২৪১টি এবং বর্ত্তমানে ৫৫৬টি গ্রামসেবক কেন্দ্র আছে।

২। হ্যাঁ।

৩। ১৪৮টি গ্রাম সেবক কেন্দ্র এবং ৩৬টি বীজাগার খোলার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

৪। বর্ত্তমানে এ ধরণের কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

৬। এই ব্যাপারে গ্রামাঞ্চলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইতেছে।

শ্রী সমীর দেব সরকার :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন গ্রামাঞ্চলে গ্রামসেবক কেন্দ্র খোলার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য নোটিফাইড এরিয়াতে গ্রামসেবক কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা নিতে পারেন নি। তবে ত্রিপুরায় যে নোটিফাইড এরিয়াগুলি আছে তাতে প্রচুর কৃষক সেখানে বাস করে। আমার জানা মতে খোয়াই নোটিফাইড এরিয়াতে বলতে পারি এক একটা পঞ্চায়েতে যে ধরণের কৃষক বাস করে তার চেয়ে অনেক বেশী বাস করে। ১ হাজার কৃষক পরিবার খোয়াই নোটিফাইড এরিয়াতে বসবাস করে। আমার মনে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে সবকটি নোটিফাইড এরিয়াতেই প্রায় একই রকমের অবস্থা। যেহেতু সেই এলাকাগুলিতে গ্রামসেবক বা সাব-সিড সেন্টার খোলার কোন পরিকল্পনা নাই তাতে নোটিফাইড এরিয়ার কৃষকরা বঞ্চিত হচ্ছেন। তাদের দূরবর্তী অঞ্চল থেকে সার বীজ এইসব সংগ্রহ করতে হয়। গত বিধানসভায় আমি আলোচনা করেছিলাম তখন বলা হয়েছিল সরকার বিবেচনা করছে। ১ বৎসরের মধ্যে দেখছি সরকার এখনও বিবেচনা করে যাচ্ছেন। আমার প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি কবে পর্য্যন্ত এই এলাকার কৃষকদের জন্য গ্রামসেবক কেন্দ্র বা সাবসিড সেন্টার খুলতে পারবেন ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব তুলেছেন, আমাদের সে সমস্ত নোটিফাইড এরিয়া রয়েছে তার মধ্যে অনেক কৃষক বসবাস করে। তবে সেই সমস্ত এলাকার কৃষকরা যাতে সার বীজ পেতে পারে তার জন্য পার্শ্ববর্তী যে স্টোর আছে তাকে নির্দেশ দেওয়া আছে তাদের সার বীজ দেওয়ার জন্য এবং আমরা আশা করছি গ্রামগুলির যে সমস্ত পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে সেগুলি যদি আমরা শেষ করতে পারি পরবর্তী সময়ে সেগুলি আমরা রূপায়িত করব।

শ্রী ভানুলাল সাহা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ১৯৭৭ পর্য্যন্ত ২৪১টা গ্রামসেবক কেন্দ্র ছিল, গত ৮ বৎসরে আরও ৩১৫টা করা হয়েছে। এইটা আনন্দের কিন্তু আমার প্রশ্ন হল আগামী কয় বৎসরের মধ্যে প্রতিটা গাঁওসভায় ১টি করে গ্রামসেবক কেন্দ্র খোলা হবে ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :—স্যার, আমাদের সরকারের সিদ্ধান্ত হচ্ছে প্রতিটি গাঁওসভায় গ্রামসেবক কেন্দ্র খুলব। লোকের অভাব যার দরুন আমরা এখনও এই কাজটা যথাযথ করতে পারছিনা। লোকের অভাব তার জন্য নতুন লোক যাতে নিয়োগ করে কাজটা দ্রুত করা যায় তার জন্য আমরা চেষ্টা করব।

শ্রী তরনী মোহন সিনহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে যে পঞ্চায়েতে গ্রামসেবক আছে সেই সেই পঞ্চায়েতে গ্রামসেবক না থেকে অন্যত্র চলে আসে। রাধানগর গাঁও পঞ্চায়েতে অফিস আছে, গ্রামসেবক কেন্দ্র নির্মান করা হয়েছে কিন্তু সেখানে

গ্রামসেবক থাকেনা, তেমনি করে বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েতে গ্রামসেবক থাকা সত্ত্বেও সেই সেই এলাকায় থাকেনা, যাতে সেই এলাকায় থাকেন তার ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলার সময় আমরা পঞ্চায়েত এবং বি, ডি, সির সংগে আলাপ আলোচনা করে ঠিক করা হয়। সেখানে যদি না থাকে তাহলে সেটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী যদি অফিস করেন তাতে অপত্তির সেইরকম কিছু নাই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৪।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত মোহনপুর বাজারে পাকা ড্রেন তৈরীর কাজ বিগত অনেকদিন যাবৎ বন্ধ হয়ে আছে,

২। সত্য হয়ে থাকিলে, তাহার কারন ?

৩। উক্ত ড্রেইনের কাজ কবে নাগাদ সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়:

৪। বাজারের ড্রেইন ও বাজার সংস্কার বাবদ কত টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল ?

উত্তর

১। উপরোক্ত রাস্তার ড্রেইনের কাজ বিগত এপ্রিল মাস হইতে বন্ধ আছে।

২। রাস্তার ড্রেইন সংস্কারের জায়গা কয়েকজন দোকানী বেদখল করিয়া রাখার ঐ কাজ শেষ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৩। জবর দখলীকৃত জায়গা ছাড়িয়া দিলেই দুই মাসের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪। বাজারের ড্রেইন ও বাজার সংস্কার বাবদ কোন টাকা মঞ্জুর হয় নাই। বাজারের অংশে রাস্তার পার্শ্ববর্তী ড্রেইন সংস্কারের জন্য ৯৬,২৬৪ টাকার একটি এস্টিমেন্ট অনুমোদন করা হইয়াছিল।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে মোহনপুর বাজারের রাস্তার ড্রেইনের যে কাজ আরম্ভ হয়েছিল তা বন্ধ থাকায়

যে উদ্দেশ্যে রাস্তার ড্রেইন করা হচ্ছিল তা এমন পর্যায়ে এসে পড়েছে যে বাজারের মধ্যে লোকজন চলাফেরা করতে পারেনা, তাই সেই বন্ধ কাজ সত্বর আরম্ভ হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার' বি, ডি, ও, এবং সহ-বাস্তুকার বাজারের যারা বে-আইনীভাবে রাস্তার জায়গা দখল করে আছে তাদেরকে রাস্তার জায়গা ছাড়ার জন্য বলেছে, কিন্তু তারা ছাড়ছেনা। এটা সেখানকার মাননীয় বিধান সভার সদস্যকেও জানানো হয়েছে। এখন যারা বেদখল করে আছে তারা রাস্তার জায়গা ছাড়লে তবে আবার ড্রেইনের কাজ আরম্ভ হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :- মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৭৩

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৭৩।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-৭৩।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে বর্তমানে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কত ?

২। উক্ত জমি থেকে উৎপাদিত খাদ্য শস্যে বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ কত এবং তা দিয়ে রাজ্যের জন সাধারণের কত দিনেরখাদ্য চাহিদা মিটানো সম্ভব হয় ?

৩। বাকী খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার বিবরণ ?

উত্তর

১। রাজ্যে বর্তমানে আবাদী জমির পরিমাণ আনুমানিক ২,৫৮,১০০ হেক্টর।

২। চাউল ও গম সহ গত ৫ বৎসরে আনুমানিক বার্ষিক গড় উৎপাদন ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯০০ মেট্রিক টনের মত। উক্ত উৎপাদনে কত দিনের চাহিদা মিটিয়া থাকে তাহা নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। তবে ইহা অনুমিত হয় যে ইহার দ্বারা ৯ মাসের চাহিদা মিটিতে পারে।

৩। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তাহা এইরূপ :—

উচ্চ ফলনশীল ও উন্নত মানের পরীক্ষিত বীজ পরিবহন ভর্তুকীতে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ।

বিনামূল্যে কৃষকদের জমির মাটি পরীক্ষা প্রদর্শনী, ক্ষেত্র মাধ্যমে সুষম রাসায়নিক সারের ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

পরিবহন ব্যয় ১০০ ভাগ ভর্তুকী ছাড়াও ক্রয়মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তুকিতে বিভিন্ন রাসায়নিক সার কৃষকদের মধ্যে বিক্রির ব্যবস্থা।

শস্যের রোগ এবং পোকার আক্রমণ প্রতিহত করিতে কৃষকদের নিকট শতকরা ৩৩ শতাংশ ভর্তুকিতে স্প্রে মিসিন বিক্রয়ের ব্যবস্থা। সরকারী ব্যায়ে পোকা মাকড়ের মহামারি প্রতিরোধের ব্যবস্থা।

অধিক পরিমাণে আবর্জনা তথা জৈব সারের উৎপাদন ও ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা। অধিক জমি সেচের আওতায় আনা।

কৃষকগণের মধ্যে উন্নত কৃষি-যন্ত্রপাতি ভর্তুকিতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

জমি চাষের জন্য কৃষকগণকে হায়ারিং সেন্টার মাধ্যমে পাওয়ার টিলার ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা।

টিলা জমিতে উচ্চ-ফলনশীল ধান চাষ এবং একাধিক ফসল চাষের কৃষকদের উৎসাহিত করা।

সেচযুক্ত-এলাকায় স্বল্প মেয়াদী জাতের বিভিন্ন ফসল-চাষ করে বছরে দুই কিংবা তিন ফসলের উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

অধিক পরিমাণ উচ্চ ফলনশীল ধানের বীজ, গম বীজ, তৈল বীজ, ইত্যাদির "মিনিটকিট" বিনা মূল্যে বিতরণের মাধ্যমে এই সব জাতের ফসলের অধিক চাষে কৃষকগণকে উৎসাহিত করা।

সরকারী খরচে কৃষকের জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, ডাল, তৈল বীজ ইত্যাদি ফসলের প্রদর্শনী চাষের মাধ্যমে কৃষকগণকে উন্নত প্রথায় চাষ সম্বন্ধে উৎসাহিত করা।

ভূমি ও জল সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ভর্তুকীতে চাষযোগ্য জমি উন্নয়ন এবং এই সব জমিতে প্রদর্শনী, চাষের মাধ্যমে স্ফট ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

উৎপাদন বৃদ্ধির নূতন নূতন প্রযুক্তি কৃষি প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতীর মাধ্যমে দ্রুত কৃষকদের কাছে পৌছাইয়া দেওয়ার এবং কৃষকদের উন্নত কৃষি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

কৃষি তথ্য ও সরবরাহ সংস্থার প্রচার পত্রের মাধ্যমে কৃষকগণকে উন্নত চাষাবাদ সম্পর্কে অবহিত করা।

ত্রিপুরার কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালানো এবং স্থানীয় জল-হাওয়ার উপযুক্ত জাত বাছাই করা এবং তাদের চাষ প্রবর্তন করা।

কৃষকের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে ব্যাংক হইতে ঋণ পাইতে সাহায্য করা।

সহায়ক মূল্যে কৃষি পণ্যাদি খরিদের ব্যবস্থার দ্বারা কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য সুনিশ্চিত করা।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে উত্তর দিয়েছেন তাতে দেখা যায় রাজ্যে খাদ্যের ঘাটতি আছে এবং তারজন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিন্তু এটা আরও ভয়াবহ হবে যদি রাজ্যের বিভিন্ন নদী বা ছড়ার ভাঙ্গন রোধনা করা হয়। যেমন খোয়াই নদীর ভাঙ্গনে জমির বিরাট অংশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং চাষের অনুপযোগী হচ্ছে। এমনি ব্রহ্ম ছড়া, মহারাণী ছড়া, লাল ছড়া প্রভৃতির ভাঙ্গনে ফসলের সাংঘাতিক ক্ষতি হচ্ছে। তাই এই ভাঙ্গন রোধ করে জমি রক্ষা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সত্যি একটা বড় সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। যদিও এই অবস্থা থেকে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য কৃষি দপ্তরের যে ধরনের কাজ করা দরকার সে ধরনের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা আমরা পাইনা। যে সমস্ত নদীতে ভাঙ্গন ধরেছে সে সমস্ত ভাঙ্গন রোধ করার জন্য সরকার সার্বিকভাবে চেষ্টা করছেন। আমরা প্রজেক্ট তৈরী করে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে এনেছি যদি আমরা আরও আর্থিক সাহায্য পাই তাহলে ভাঙ্গন রোধের ব্যবস্থা হবে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে এন. ই. সির মাধ্যমে মহারানীপুর ছড়ার ভাঙ্গন রোধ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা দেখছি যে পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন কাজ সেখানে হচ্ছেনা, তারজন্য আমরা উদ্বিগ্ন। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, তার জন্যে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ?

শ্রী বাদল চৌধুরী ;— মিঃ স্পীকার স্যার, মহারাণীপুরে আমরা প্রকল্পটির কাজ শুরু করেছি কিন্তু বিভিন্ন কারণে সেখানে কাজ-কর্ম করার ক্ষেত্রে কিছু বিলম্ব হচ্ছে। আমরা আশা করছি এই বছর থেকে বা আগামী ৩/৪ বছরের মধ্যে বাস্তবে রূপায়ন করা সম্ভব হবে।

শ্রী জহর সাহা : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসকে জানালেন যে, বিগত ৩, ৮৮, ৯০০ বৎসরে রাজ্যের, চাল এবং গমের উৎপাদন হয়েছিল—মেট্রিক টন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই সময়ের মধ্যে রাজ্যে চাল এবং গমের চাহিদা কত ছিল ?

শ্রী বাদল চৌধুরী : মিঃ স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীজহর সাহা: সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী যে তথ্য দিলেন তা বিভ্রান্তিকর কর। কারণ তাহারা আমরা দেখেছি কোন বৎসর কেন্দ্রের নিকট ৮ হাজার মেঃ টন কোন সময়ে ১০ হাজার মেট্রিক টন আবার কোন সময়ে ১২ হাজার মেট্রিক টন চাল এবং গম দাবী করেন। সুতরাং আমাদের রাজ্যের ঠিক কি পরিমান চাল এবং গমের চাহিদা রয়েছে তার কোন হিসাব এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারছেন না, এটা হাউসকে বিভ্রান্তিকর।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রী জহর সাহা।

শ্রী জহর সাহা: মিঃ স্পীকার স্যার. এডমিটেড কেশ্চান নাম্বার—৬০।

শ্রী অনিল সরকার: মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৬০।

১) প্রশ্ন:—১৯৮৫ সালে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুট মিলে লোকসানের পরিমান কত?

উত্তর:—১৯৮৫ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুট মিলে লোকসানের পরিমান নিম্নরূপ:—

ক) নগদ ক্ষতি ৫০৯.৩০ লক্ষ টাকা।

খ) নীট ক্ষতি ৭৪৫.০৮ লক্ষ টাকা।

২) প্রশ্ন: জুটমিলে ১৯৮৫ সালের ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত উৎপাদিত পণ্যের মূল্য কত?
উত্তর: ১৯৮৫ ইং সনের ৩০ জুন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা জুটমিলে উৎপাদিত পন্যের মূল্য ১০৫৭.৯৬ লক্ষ টাকা।

৩) প্রশ্ন: ত্রিপুরা জুটমিলে লোকসান বন্ধ করার জন্যে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর: ত্রিপুরা জুটমিলের লোকসান বন্ধ করার জন্য সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইয়াছে:—

ক) প্রত্যেকটি মেশিনকে যাহাতে উৎপাদনের কাজে লাগানো যায় তার চেষ্টা করা হইতেছে,

খ) শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াইবার জন্য কয়েকটি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে এবং বর্তমানেও শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিভিন্ন সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি নেওয়া হইতেছে,

গ) উৎপাদনকালীন সময়ে যাহাতে কোন অপচয় না হয় তাহার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে,

ঘ) ঢালাই ঘর (ফাণ্ডরী) এবং ওয়ার্কসপ এর মাধ্যমে কিছু কিছু যন্ত্রাংশ তৈরীর চেষ্টা চলিতেছে,

ঙ) উৎপাদনের মান বজায় রাখার জন্য সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া হইতেছে,

চ) উপযুক্ত মূল্যে উৎপাদিত পাটজাত দ্রব্য-সামগ্রী বিক্রীর চেষ্টা করা হইতেছে।

শ্রী জহর সাহা: পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, এখানে আমি ১৫ই জুলাই ১৯৮৫ ইং পর্য্যন্ত লোকসানের হিসাব চাহিয়াছি। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ৩০শে জুন পর্য্যন্ত তার হিসাব দিয়েছেন। বাকি ১৫ দিনের মধ্যে কি পরিমাণ লোকসান হইতে পারে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জনাবেন কি?

শ্রী অনিল সরকার: মিঃ স্পীকার স্যার, অডিট যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত হিসাব ক্লোজ করা হয়। সুতরাং বাকি ১৫ দিনের হিসাব এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে মাননীয় সদস্য পূর্বের লোকসানের গড় করে সেটা বের করে নিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী মোহন সিংহ।

শ্রী তরণী মোহন সিংহ: মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৬৪।

শ্রী সমর চৌধুরী: মিঃ স্পীকার স্যার এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৬৪।

প্রশ্ন

১। কুমারঘাটে দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২। থাকিলে উক্ত কেন্দ্র চালু করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

৩। ইহা কি সত্য, উক্ত স্থানে দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কিছু সংখ্যক কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছে?

৪। সত্য হলে কতজন কর্মচারী কত বৎসর যাবত নিযুক্ত হয়ে আছেন?

উত্তর

১। সরকার সচেষ্ট রয়েছেন।

২। জমি অধিগ্রহণ করা হইয়াছে এবং দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি গঠনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ, এক্ষনে কাজের চাপ কম থাকাতে একজনকে অন্যত্র বদলী করা হইয়াছে, অপরজন উপ-অধিকর্তা (উত্তর)-এর নির্দেশ অনুযায়ী ডেয়ারী সম্প্রসারনের কাজ করিতেছেন।

৪। দুই বৎসর পূর্বে তাহারা নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রী তরণী মোহন সিংহ : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ট্রাইবেল দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্রে ডাইরীর জন্য ঘর করা হয়, রাস্তাঘাট করা হয় এবং রাস্তা ইট সলিং করা হয়, কিন্তু তারপর সেটা দীর্ঘদিন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকার ফলে ঘরগুলি ভেঙ্গে পড়ে যায়। তারপর সেখানে নিতাই দাস কেন এই কেন্দ্রটি বন্ধ করে দেওয়া হল সে ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রী সমর চৌধুরী : স্যার, এইখানে প্রথমে কুমারঘাটে ডাইরী ফারম্ করার সিদ্ধান্ত ছিল। পরে ন্যাশন্যাল ডাইরী ডেভেলাপমেন্ট বোর্ড থেকে একটি টিম আসে সার্ভে করার জন্য। তারা তাদের সার্ভের যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে দেখা যায় যে, এই অঞ্চলের দুধের উৎপাদন যদি খুব কম হয় তার জন্যে এই ইউনিটিটি চালু করা সম্ভব নয়। তবে দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তবে তার চেষ্টা করা হচ্ছে। সুতরাং এই ডাইরী ফারমটি তৈরী করতে কিছু সময় লাগবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন দেখা যাচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে যে দুগ্ধ উৎপাদন হয় সেই দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্রগুলিতে চলে আসে সবটাই সেটা চলে আসে শহরে। ফলে গ্রামাঞ্চলে বাচ্চাদেব দুধ খাওয়াবার জন্য সারা গ্রামে বা সারা পঞ্চায়েত ঘুরেও সেই দুধ পাওয়া যায় না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে কিভাবে গ্রামাঞ্চলের দুগ্ধ সরবরাহ ব্যবস্থাটা ঠিক রাখা হবে ?

শ্রী সমর চৌধুরী—এটা সত্যি নয়। আমরা গো-পালনের জন্য কৃষকদের সাহায্য করি তাদের দুধ কিনে। বিশেষ করে এ, ডি. সি, এলাকাতে এই প্রকল্প আমরা সম্প্রসারণ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—গ্রাম থেকে দুধ আনা হয় সমবায়ের মাধ্যমে। দুগ্ধ উৎপাদন কৃষকদের একটা ব্যবসা। মাত্র দুই একর বা তার চেয়ে কম জমি যাদের আছে অথচ সেই জমির শতকরা ৫০ ভাগ টিলা জমি এবং জলের কোন ব্যবস্থা নেই তাদের গো পালনে উৎসাহী করার জন্য এবং দুধ কিনে তাদের সাহায্য করার জন্য এই প্রকল্প করা হয়েছে। আর উনি যেটা বলেছেন সেটা হলো, আগে দুই আনা এক আনা দরে গ্রামাঞ্চলে দুধ পাওয়া যেত, সেটা শহরে আসে না। সেই ব্যবস্থা থেকে আমরা সরে এসেছি। কাজেই মাননীয় সদস্যের ধারণটা ভুল।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী বিধুভূষণ মালাকার।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০০।

শ্রী অনিম সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ১০০।

প্রশ্ন

১) আগরতলায় ধলেশ্বর নূতন পল্লীতে এবং কুমারঘাটে ই, সি, সি, (টি) কারখানা স্থাপনের ব্যাপারে সরকার থেকে কোন অনুদান দেওয়া হইয়াছে কি,

২) দেওয়া হইলে মোট কত টাকা অনুদান দেওয়া হইয়াছে,

৩) ইহা কি সত্য যে ই, সি, সি, (টি) কারখানার কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত উক্ত অনুদানের টাকা অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় করিয়াছেন এবং কুমারঘাটের ই, সি, সি, (টি) কারখানাটি ১ বৎসর যাবত বন্ধ রেখেছেন,

৪) ইহাও কি সত্য যে উক্ত কারখানার অধিকাংশ শ্রমিককে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করার পরও বর্তমানে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরী দেওয়া হইতেছে না?

উত্তর

১) কোন অনুদান দেওয়া হয় নাই,

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩) ক) যেহেতু সরকার কর্তৃক কোন অনুদান দেওয়া হয় নাই সেইহেতু বরাদ্দকৃত টাকা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে ব্যয়ের কোন প্রশ্ন উঠে না,

খ) কারখানাটি কিছুকাল যাবত বন্ধ আছে। (কারখানাটি বন্ধ থাকায় সঠিক তারিখ জানা সম্ভব হয় নাই)।

৪) কারখানাটির কাজ বন্ধ থাকলেও শ্রমিকগণ ঠিকমতো মজুরী পাইতেছেন।

ইলেকট্রিকেল কেবলস্ অ্যাণ্ড কন্ডাক্টার (ত্রিপুরা) নামে সংস্থাটি কুমারঘাটে উদ্বোধনের পর শিল্প দপ্তর ১৯৮২—৮৩ আর্থিক বৎসরে যন্ত্রপাতি ক্রয়ের উপর ৪৭,০৫৪ টাকা এবং কাঁচামাল পরিবহণের জন্য ১৯৮৩—৮৪ সালে ১১,৩৬৮ টাকা, সেলস্ ট্যাকস্ সাবসিডি হিসাবে ১৯৮১—৮২ সালে ২৭,৯০০ টাকা এবং ১৯৮২-৮৩ সালে ৬১,৮০৪ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত সংস্থাটিকে সরকার থেকে কোন অনুদান দেওয়া হয় নাই।

শ্রী বিধুভূষণ মালাকার এই কারখানায় কোন পেমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা?

শ্রী অনিল সরকার এটা তো প্রাইভেট মালিকানায়। সেখানে নিশ্চয়ই কিছু শ্রমিক ছিল এবং আছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী লেন প্রসাদ মালসই।

শ্রী লেন প্রসাদ মালসই—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

প্রশ্ন

১) পেচারথল হইতে কাঞ্চনপুর পর্যন্ত পি, ডাব্লিউ, ডি, রোডটি সংস্কারের কোন পরিকল্পনা

সরকারের আছে কিনা ?

১) উত্তর :— হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন :— থাকিলে কবে নাগাদ উহার কাজ আরম্ভ হইবে বলে আশা করা যায়,

২) উত্তর :— উক্ত রাস্তায় কাজ চলিতেছে।

৩) প্রশ্ন :— উক্ত রাস্তা সংস্কার না করার কারন কি ?

৩) উত্তর :— ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন :— কাঞ্চনপুর হইতে আনন্দবাজার পর্যন্ত রাস্তাটির মেটেলিং ও পীচ করার কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

৪) উত্তর :— ১৯৮৭-৮৮ আর্থিক বর্ষ নাগাদ এই কাজ শেষ হইবে বলিযা আশা করা যায়।

৫) প্রশ্ন :— আনন্দ বাজার হইতে ভাণ্ডারিমা পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কার ও সোলিং এর কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৫) উত্তর : আর্থিক সংকুলানে অনিশ্চয়তা হেতু এবং এই দুর্গম অঞ্চলে প্রয়োজনীয় ইট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অভাব থাকায় এই রাস্তার কাজ কবে শেষ হবে এখনই বলা সম্ভব নয়।

৬) প্রশ্ন :— কাঞ্চনপুর থেকে লালজুরী বাজার হইয়া জলাইবাসা পর্যন্ত রাস্তাটির মেটেলিং ও পীচ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

৬) উত্তর :— পর্যাপ্ত অর্থের সংকুলান হইলে উপরোক্ত কাজটি ধাপে ধাপে হাতে নেওয়া যাইবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী সেন প্রসাদ মালসই—কাঞ্চনপুর হইতে আনন্দ বাজার পর্যন্ত রাস্তাটির সংস্কার দরকার। এটা কবে শেষ হবে এবং আনন্দবাজার হইতে ভাণ্ডারিমা পর্যন্ত যে রাস্তার কথা বলেছেন সেটা বিশেষ করে এই সমস্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় শীঘ্রই কাজ হওয়া প্রয়োজন। কারণ এই সমস্ত এলাকায় বাজার থেকে চাল, রেশন ইত্যাদি নিয়ে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেন। এই সমস্ত এলাকার মানুষ রাস্তার জন্য অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করছেন। তাই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করছি যে ঐ রাস্তাটা তিনি কবে নাগাদ করবেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, কাঞ্চনপুর থেকে আনন্দবাজার রাস্তাটা ২৬ কিলোমিটার, এটাকে দুই ভাগ করা হয়েছে, একটা হচ্ছে কাঞ্চনপুর থেকে দশদা ১৩ কিলোমিটার রাস্তা, আর একটা হচ্ছে দশদা থেকে আনন্দবাজার ১৩ কিলোমিটার রাস্তা। কাঞ্চনপুর থেকে দশদা অংশে যে ১৩ কিলোমিটার রাস্তা, কাঞ্চনপুর থেকে ৯ কিলোমিটার রাস্তা মেটেলিং এবং কার্পেটিং এর কাজ শেষ হয়েছে, বাকী ৪ কিলোমিটার

রাস্তার কাজও চলছে। দ্বিতীয় সতরে দশদা থেকে আনন্দবাজার রাস্তা দৈর্ঘে ১৩ কিলোমিটার, এই রাস্তার কাজের প্রথম সতরে ৪ কিলোমিটার করে সতরে সতরে আরম্ভ হবে। দশদা থেকে আনন্দবাজার পর্যন্ত ৪ কিলোমিটার রাস্তার কাজের জন্য ৯ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। ইতিমধ্যেই কাজটা হাতে নেওয়া হয়েছে, যার জন্যে প্রয়োজনীয় মেটেরিয়েলস ইত্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে। তারপর ৪ কিলোমিটার থেকে ১৩ কিলোমিটার পর্যন্ত বাকী অংশের কাজের জন্য দুই ভাগে যথাক্রমে ৪ কিলোমিটার থেকে ৯ কিলোমিটার এবং ৯ কিলোমিটার থেকে ১৩ কিলোমিটার পর্যন্ত কাজের জন্য ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার ৭ শত টাকা ও ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৫০ টাকার এসটিমেট সরকারের অনুমোদনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে পূর্ত দপ্তরের অনুমোদন লাগবে। উপরোক্ত সব কয়টা কাজ আরম্ভ করার পরই যদি প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা হয়, তাহলে ৪ কিলোমিটার থেকে ৯ কিলোমিটার এবং ৯ কিলোমিটার থেকে ১৩ কিলোমিটার দশদা-আনন্দবাজার রাস্তা, দুই ভাগে উভয়ই পূর্ত দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের নির্দিষ্ট কাজের তালিকায় মধ্যে রয়েছে। ৪ কিলোমিটার থেকে ৯ কিলোমিটার পর্যন্ত অর্থাৎ দশদা পর্যন্ত প্রথম ভাগের আওতাধীন কাজের জন্য ২ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রয়েছে। স্যার; পরবর্তী যে রাস্তা চৈইলেংগাটা থেকে আনন্দবাজার ভায়া ভাণ্ডারী মা, এই রাস্তাটাকেও দুইভাগ করা হয়েছে। এটার টোট্যাল লেংগথ হচ্ছে ২৩ কিলোমিটার, প্রথম ভাগে আনন্দবাজার থেকে শান্তি নগর ১৫ কিলোমিটার আবার শান্তিনগর থেকে ভাণ্ডারীমা ৮ কিলোমিটার। উপরে উল্লেখিত উভর রাস্তার অবস্থা নিম্নরূপ :—আনন্দবাজার থেকে শান্তিনগর এই অংশে অনেকগুলি অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হয়েছে, এজন্য . লক্ষ ৫ হাজার ৭ টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। অস্থায়ী সেতুগুলির নির্মান কাজ শেষ হয়ে গেলে শান্তিনগর পর্যন্ত সুদিনে ঐ পথেও যান চলাচলের উপযুক্ত থাকে। এসব রাস্তাগুলির সব সেতুকে আধা স্থায়ী সেতুতে পরিণত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং আনন্দবাজার-এর দিক থেকে অল্প দিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে। ইতিমধ্যে আনন্দবাজার থেকে শান্তিনগর পর্যন্ত সোলিং এর কাজের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, আশা করা যাচ্ছে যে চলতি আর্থিক বছরের মধ্যেই এই কাজ শেষ হয়ে যাবে। এই অংশের কাজটা পূর্ত দপ্তরের জন্য নির্দিষ্ট কাজের তালিকায় ১৯৮৫—৮৬ আর্থিক বছরে ধরা হয়েছে। শান্তিনগর হইতে ভাণ্ডারী—মা ৮ কিলোমিটার রাস্তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়ার পর এষ্টিমেট ইত্যাদি তৈরী করা হবে। শান্তিনগর থেকে ভাণ্ডারী—মা রাস্তায় সাধারণ সাজসরঞ্জাম যেমন যান চলাচলের জন্য পরিবহণের সুবিধা হয়, রাস্তার এই অংশের নির্মানের কাজ হাতে নেওয়া হবে। উপরোক্ত কারনে এবং দুর্গম স্থানের জন্য কবে নাগাদ এই রাস্তার কাজ শেষ হবে, তা এক্ষুনি বলা যাচ্ছে না।

শ্রীলেশ প্রসাদ মালসই— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কাঞ্চনপুর জলেবাসা ভায়া

লালঝুড়ির দিকে যে রাস্তাগুলি, সেগুলি একটু বৃষ্টি হলেই, জীপ চলাচলও করতে পারে না। তাছাড়া অনেক জায়গাতে ব্রীজ না থাকায় বহনকারী চাউলের বস্তা, লবনের বস্তা বা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি নদীর পাড়ে নামিয়ে রাখতে হয়, সহজে গণন্তব্যস্থলে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তাই কাঞ্চনপুর থেকে ভায়া লালজুড়ি জলেবাসার রাস্তাগুলি যদি সংস্কার করে যানবাহন চলাচলের উপযোগী করা হয়, তাহলে এ বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের দুর্ভোগ লাগব হবে।

রাস্তাগুলি হচ্ছে না আবার বীজগুলিও থাকছে না, কাজেই বর্ষাকালে সেই এলাকার মানুষের নানা ভাবে দুর্ভোগ করতে হচ্ছে। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে কাঞ্চনপুর থেকে জলেবাসা রাস্তায় অন্ততঃ যাতে ট্রাক গাড়ী চলাচল করতে পারে তার ব্যবস্থা কবে নাগাদ করতে পারবেন জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, কাঞ্চনপুরে দেউ নদীর উপর যে পাক্কা ব্রীজটি আছে, সেটি আগামী শীতে শেষ করতে পারব বলে আশা করছি। ফলে সেটা যান-বাহন চলাচলের জন্য উনমুক্ত করা যাবে এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় কাজ কর্মও চলছে। কাঞ্চনপুর থেকে জলেবাসা হয়ে ২৫ কিলোমিটার যে রাস্তাটা রয়েছে, তার সবটা মেটেলিং এবং ব্লেক টপিং ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে অর্থের প্রয়োজন এবং আমাদের অর্থ ব্যবস্থা, সেগুলি এক সংগে করা সম্ভব নয়। আমি বলেছি যে পর্য্যায়ক্রমে সেগুলির কাজে হাত দেওয়া হবে এবং এই রাস্তার ব্রিক-সলিং আমার যতটুকু মনে পড়ে তখনও ব্রীজ হয় নাই। পরবর্ত্তী সময়ে আমরা এই রাস্তাগুলি হাতে নেব।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে কাঞ্চনপুর-আনন্দবাজার, কাঞ্চনপুর-জলেবাসা এই রাস্তাগুলির উপর অনেকগুলি ব্রীজ আছে এবং এই সব ব্রীজগুলি তৈরী করবার সময় কন্ট্রাকটারেরা যেসব কাঠ লাগিয়েছে, সেই সব কাঠ এস্টিমেটেও ধরা ছিল না। যারফলে এই সমস্ত ব্রীজগুলি একের পর এক বর্ষাকালে যান চলাচলের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে এবং যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। তাই মাননীয় সদস্য লেন প্রসাদ মালসই মহোদয় যে কথা বলেছেন যে খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষগুলি যথাসময়ে এ সব এলাকায় যেতে পারে না, ফলে মানুষের দুর্ভোগ বাড়ে। কাজেই এই সব ব্রীজগুলি যাতে স্থায়ীভাবে নির্মান করা হয়, তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হবে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, এস, পি, টি, ব্রীজ মানে সেমি-পার্মেনান্ট, কাজেই এগুলির ডিউরেশান অনেকদিন স্থায়ী হয় না। এই ধরনের অনেকগুলি ব্রীজ আছে তার মধ্যে কোনটায় নীচু মানের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা যদি মাননীয় সদস্য স্পেসিফিক বলে দেন,

তাহলে আমরা ইন্‌কোয়ারী করে দেখতে পারি। আমি উল্লেখ করেছি যে আসছে শীতের মধ্যেই পাকা ব্রীজটি চালু করতে পারব বলে আশা করছি। কাঞ্চনপুর ব্রীজটি হয়ে গেলে কাঞ্চনপুর বাজার থেকে আপের দিকে কাঞ্চনপুরের সঙ্গে অন্যান্য অংশের যোগাযোগ হয়ে যাবে বলে আমরা আশা করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩০।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩০,

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে কমলপুর বিভাগে বিদ্যুত সরবরাহ নিয়মিত নয় বলে জনজীবনে দুর্ভোগ বাড়ছে?	হ্যাঁ, আংশিক সত্য।
২) সত্য হইলে উহা নিরসনের জন্য কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কি?	বিদ্যুত বিভ্রাট নিরসনের জন্য আমবাসায় একটি ১৩২ কে, ভি, সাব-স্টেসন, কমলপুরে একটি ৩৩ কে, ভি, সাব-স্টেশন স্থাপন ও তত্‌ প্রয়োজনে লাইন বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় অনতিবিলম্বে উক্ত কাজ সকল সম্পন্ন হয়ে যাবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা

শ্রী শ্যামা চরণ ত্রিপুরা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬১।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা—স্যার, কোয়েশ্চান ন্যাম্বার ১৬১,

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ছাওমনু টি, ডি, ব্লক অন্তর্গত গোবিন্দবাড়ী ও লবনচড়া গাঁও সভার প্রধানদের বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের মে মাসে আনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছিল?

২) সত্য হলে এ অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল কি?

৩) না হলে কারণ?

উত্তর

১) ছাওমনু টি, ডি, ব্লক অন্তর্গত গোবিন্দবাড়ী ও লবনছড়া গাঁও পনচায়েতের প্রধানদের বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সালের মে মাসে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয় নি।

২) কাজেই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে এই প্রশ্ন আসে না।

৩) প্রশ্ন আসে না।

শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্ন ছিল কোন অনাস্থা প্রস্তাব এসেছে কিনা ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা—পনচায়েত রুলে এই সময়ের মধ্যে বি, ডি, ওদের অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। মাত্র ১৯৮৫ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী থেকে এই আইনটা কার্যকরী করার জন্য বি, ডি, ওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রী শ্যামাচরন ত্রিপুরা—আমার প্রশ্নটা ছিল মে মাসে বা পরবর্তী সময়ে ঐ সব গাঁও সভার প্রধানদের বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব এসেছে কিনা ?

শ্রী দীনেশ দেববর্মা না, এ সময়ের মধ্যে কোন অনাস্থা প্রস্তাব আসে নাই।

মিঃ স্পীকার মাননীয় সদস্যগণ,. প্রশ্ন উত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি, সেগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নিত গুলির উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি ANNEXURES "A" & "B"।

—: রেফারেন্স পিরিয়ড :—

মিঃ স্পীকার : এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ ৩ (তিনটি) নোটিশ মাননীয় সদস্য (১) শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (২) শ্রী গোপাল দাস (৩) শ্রী রতি মোহন জমাতিয়ার নিকট হইতে বিভিন্ন বিষয়ের উত্তর পেয়েছি। সেই নোটিশ গুলি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি বিষয়গুলি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি এবং আমি ক্রমান্বয়ে মাননীয় সদস্যদের নাম ডাকিব।

মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার কাছ থেকে একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হল 'গত ২৮শে আগষ্ট ১৯৮৫ ইং অমরপুর মহকুমার কাছিমা গ্রামের যুব সমিতির পঞ্চায়েত সদস্য বিষ্ণুমোহন জমাতিয়া দুস্কৃতকারীদের গুলিতে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে। যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়া উপস্থিত আছেন আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী-মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি তিনি এখন বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার এই সম্পর্কে আমি আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন। মাননীয় সদস্য গোপাল দাস মহোদয়ের নিকট হইতে আমি আর একটি নোটিশ পেয়েছি নোটিশের বিষয়-বস্তু হল, গত ২৪.৮.৮৫ ইং তারিখ শেষ রাত অনুমান প্রায় ৩ ৩০ মিঃ লামা কোতার খুনী বাহিনী কর্তৃক রাধাকিশোর পুর থানা এলাকাধীন চন্দ্রপুর আর, এফ, গাঁও পঞ্চায়েতের গাঁও প্রধান কমঃ চক্রধর রিয়াং-এর বাড়ীতে সশস্ত্র আক্রমণ, লুঠতরাজ এর ঘটনা সম্পর্কে। মাননীয় সদস্য গোপাল দাস মহাশয় যেহেতু সভায় উপস্থিত আছেন সেজন্য আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বক্তব্য রাখতে না পারেন তাহলে কবে তিনি এই সম্পর্কে তার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা দয়া করিয়া জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এই বিষয়ে আমি আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ ইং বিবৃতি দেবেন। মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়ার নিকট থেকে আর একটি নোটিশ আমি পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হল, গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ ইং অমরপুর মহকুমায় কাসকো গ্রামের যুব সমিতির সমর্থক স্বরেন্দ্র দেববর্মা খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে। যেহেতু মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া হাউসে উপস্থিত আছেন সেজন্য আমি মাননীয় মুখ্য-মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে না পারেন তাহলে কবে তিনি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার এই বিষয়ে আমি ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সম্পর্কে আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ইং বিবৃতি দেবেন।

—: দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ :—

মিঃ স্পীকার—আমি নিম্নলিখিত মাননীয় সদস্যদের নিকট হইতে একই বিষয়ের উপর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি :—

১) শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার

২) শ্রী যাদব মজুমদার

৩) জহর সাহা

নোটিশের বিষয়বস্তু হল "বিগত ১৮ ইং সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ইং পূর্ব আগরতলা থানার অন্তর্গত চন্দ্রপুরে পুলিশের গুলি চালনা এবং তাহার ফলে N.S.U.I. এর সদস্য রেশম

বাগানের বাসিন্দা বিলোনীয়া কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র হারাধন পালের নিহত হওয়া সম্পর্কে ও অন্যান্যদের আহত হওয়া সম্পর্কে। "আমি মাননীয় সদস্যদের আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের প্রস্তাবাবলী উথাপনের সম্মতি দিয়েছি। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ ইং তারিখ রাত্রি প্রায় ১১ টা সময় পূর্ব আগরতলা থানাধীন চন্দ্রপুরের বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে আরতি প্রতিযোগীতায় পুরস্কার বিতরন নিয়ে দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে/রেশম বাগান এথলেটিক ক্লাব এবং টাটা কোম্পানী ওয়ার্কসপ বিশ্বকর্মা পূজা কমিটির সদস্যগণ মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া চন্দ্রপুর আই, ও, সি, বিশ্বকর্মা পূজা কমিটির সদস্যদের আক্রমণ করে এবং বিশ্বকর্মা পূজার মণ্ডপটি ক্ষতিসাধন করে। আক্রমণকারীগণ গাড়ীর কাঁচ ভাংচুর করে এবং কিছু জিনিষপত্র যথা টেইপ রেকর্ডার ইত্যাদি নিয়ে যায়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অশান্ত জনতাকে শান্ত করার চেষ্টা করে কিন্তু জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তাহারা পুলিশকে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে এবং দেশী বন্দুক হইতে পুলিশের উপর গুলি বর্ষণ করে। অশান্ত জনতা বাজারের দোকান ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ইট পাটকেল বর্ষণ করিতে থাকে। এবং পুলিশ গাড়ীর ক্ষতি সাধন করে, ফলে ৪ জন পুলিশ এবং ১ জন সি. আর. পি. এফ.র হাবিলদার আহত হন। হাবিলদার গুলির আঘাতে আহত হন। আত্মরক্ষার্থে পুলিশ ৬ (ছয়) রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করে। ফলে শ্রীহারাধন পাল গুলির আঘাতে মারা যান এবং অন্য তিনজন আহত হন। এই আহত ব্যক্তির নাম শ্রী অলোক ঘোষ, শ্রী সুধন্ব দে এবং শ্রী রতন সেন। আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হইয়াছে। তাহারা এখনো চিকিৎসাধীন আছেন। আহত পুলিশদের মধ্যে ৪ জনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। হাবিলদার চরন সিং আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হন এবং বর্তমানে চিকিসাধীন।

গত ১৯. ৯. ৮৫ইং তারিখ জনতা পুলিশের গুলি চালনার প্রতিবাদে আসাম-আগরতলা রোড চন্দ্রপুর-এ অবরোধ করা হয় ফলে দুপুর পর্যন্ত গাড়ী চলাচল বিঘ্নিত হয়।

এই ঘটনাটি তদন্তের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসককে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। পুলিশ এই ঘটনায় মোট ৪ জনকে গত ১৯. ৯. ৮৫ ইং তারিখ রাত্রে গ্রেপ্তার করে।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার—অন পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশান স্যার গত ১৮. ৯. ৮৫ ইং তারিখ পুলিশের গুলি চালনার ফলে হারাধন পালের মৃত্যু হয়। সেখানে দেখা যায় যে গুলি তার পিঠে লেগেছে। এবং যাদের গায়ে গুলি লেগেছে তাদের সবারই গু...

পিছন দিকে লেগেছে। অথচ মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এখানে বিবৃতি দিলেন যে তারা আক্রমণকারী ছিল এবং পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল। এই কথা ঠিক নয় পুলিশ উদ্দেশ্যমূলকভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবেই সেদিন গুলি চালিয়েছিল। আরও ঘটনা ঘটেছে, সেদিন রাত্রি প্রায় আড়াইটার সময় পুলিশ সেই এলাকার প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে ছেলেদের পুলিশ অকথ্য গালাগালি করেছে তাদের উপর অত্যাচার করেছে। মেয়েছেলেদের প্রতি অশালীন ভাষা প্রয়োগ করেছে এবং আচরণ করেছে। শুধু তাই নয় পরের দিন নিহত হারাধন পালের বাড়ীতে গিয়ে পুলিশ বাড়ীর লোকদের অত্যাচার করে এবং বাড়ীর মেয়েছেলেদের প্রতি অশালীন আচরন করে। এবং হাসপাতালে আহতদের রক্ত দেওয়ার জন্য রেশম বাগান এলাকার ছেলেরা যখন হাসপাতালে যায় তখন সেই সব ছেলেমেয়েদের উপর পুলিশ অত্যাচার করে এবং তাদের এরেষ্ট করে থানায় নিয়ে আসে। থানাতে এনেও তাদের উপর নির্মম অত্যাচার করে। এমন কি তারা যখন পানীয় জল চায় তখন তাদের জল দেওয়া হয় নাই এবং পুলিশ তাদের বলেছিল যে জলের পরিবর্তে পান করার জন্য তাদের প্রস্রাব করে দেবে—এইসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, সেদিন যে ঘটনা ঘটেছে সেটার নিন্দা করার ভাষা নাইম একটা ছোট ঘটনাকেও কেন্দ্র করে যে ভাবে পুলিশের উপর আক্রমণ করা হয়েছে সেরকম ঘটনাকে বন্ধ করতে হবে। এই রকম ঘটনা কোন সরকারই চলতে দিতে পারে না। মাননীয় সদস্যদের উচিত এই ঘটনার নিন্দা করা সামনে পুজা আসছে এই সমস্ত দুর্বৃত্তদের এই সব অসামাজিক কাজকর্ম বন্ধ করতেই হবে। পুলিশ নিশ্চয় সেদিন সেখানে আরতি দেখার জন্য যায়নি—সেদিন সেখানে আগুন পর্য্যন্ত লাগান হয়েছিল। এবং সেদিন যদি সি, আর, পি, এফ-র লোক নিয়ে যাওয়া না হত তাহলে সেদিন সেখানে কি ভয়াবহ ঘটনা ঘটত তা কেউ বলতে পারে না।

তবে সরকার সেখানে পুলিশ এবং সি, আর, পি নিয়ে ভাল কাজ করছেন। তা না হলে সেই দিন সেখানে কি ঘটনা ঘটতো বলা যায় না। মাননীয় সদস্য নিশ্চয় সমর্থন করবেন যে দোকান পাট লুঠ এবং আগুন সংযোগ এগুলি ভাল কাজ নয়। এই সমস্ত কাজে সেখানে দুর্বৃত্তরা রত ছিল। এই ব্যাপারে পুলিশের কোন ত্রুটি হয়েছে কিনা সেটা সরকার দেখবে। যদি পরিস্থিতি আয়ত্বের বাহিরে চলে যায় তাহলেই পুলিশ গুলি চালাবে। মাননীয় সদস্যরা তো এই সরকারকে বার বার আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করছেন। সেখানে অসামাজিক কিছু কার্য্যকলাপের জন্য এবং সেটাকে দমন করার জন্য পুলিশ বাধ্য হয়ে গুলি চালিয়েছে। সেটা সমর্থক যোগ্য। যদি পুলিশের কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে থাকে সেটা তদন্ত করে দেখা হবে। এখানে কংগ্রেসের যিনি প্রেসিডেন্ট উনার সঙ্গে আমার আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমরা গোটা ব্যাপারটা একজন ম্যাজিসট্রেটকে দিয়ে তদন্তর ব্যবস্থা করেছি। এই তদন্ত রিপোর্ট

পেলে আমরা প্রয়োজনবোধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা করব। সেদিন একটা ছেলে সায়েন্স নিয়ে ১২ ক্লাশ পাশ করে বেড়িয়েছে তাকে জীবন দিতে হল। তিনি কি একেবারে নির্দোষ ছিলেন, না কি সেটা তদন্তে প্রকাশ পাবে। তবে সরকার তাদের পরিবারের একজনকে চাকুরী দেবে এবং সেই পরিবারকে কিছু আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হবে। যারা এ'ঘটনায় আহত হয়েছেন তাদেরকেও কিছু সাহায্য দেওয়া হবে। এখানে যে মাননীয় সদস্য বলছেন যে, এই ঘটনার পরের দিন পুলিশ অত্যাচার করেছে, সাধারণ লোককে মারধোর করেছে সেটা আমাদের জানা নেই। কারণ কেউ হাসপাতালে ভর্ত্তি হন নি এবং আই, জি, পি-এর কাছেও কোন অভিযোগ করেন নি। কোন প্রতিবাদ জানান নি। তবে আমরা দেখব সেখানে পুলিশ একসেস্ কোন কিছু করেছে কিনা। মাননীয় সদস্য নিশ্চয় জানেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যে এক জনের উপর পুলিশের জুলুম প্রমাণিত হওয়ার ফলেএকজন পুলিশ অফিসারকে সাসপেণ্ড করা হয়েছিল। যে নজির কংগ্রেস আমলে কোন দিন সৃষ্টি হয় নি। তবে পুলিশ কোন অত্যাচার, এরকম কোন কিছু যদি করে তাহলে সরকার নিশ্চয় হস্তক্ষেপ করবে।

শ্রীজহর সাহা:—পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে গত ১৮ তারিখ চন্দ্রপুরে কিছু অসামাজিক কার্য্যকলাপের জন্যই সেখানে পুলিশ ও সি আর পির তাণ্ডব লীলা চলেছিল। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি? প্রকৃত ঘটনা হল, সেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীদেরকে দমন পীড়ন করা। সেখানে এন এস ইউ আই কংগ্রেসের যুব সংগঠনের একটা গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছিল সেটাকে অসামাজিক কার্য্যকলাপ বলে শান্তিপূর্ণ নিরীহ নাগরিকবৃন্দের উপর পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৮ তারিখ রাত্রে সরকারের নির্দেশে নিরীহ মানুষের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ করেছিল। পুলিশ গাড়ী থেকে নেমে হঠাত লাঠিচার্জ, হুঁশিয়ারী না করে ফাঁকা আওয়াজ করল। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন, যারা সেদিন আহত হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের উপরই পুলিশ পেছনে আঘাত করেছে। পুলিশের অত্যাচারে তারা দৌঁড়ে যাচ্ছিল তখন পুলিশ পেছন থেকে তাদেরকে গুলি করে। সেটা মেডিকেল রিপোর্টে পাওয়া গেছে। শাসকগোষ্ঠীর মদতপোষ্ট হয়ে পুলিশ সেটা করেছিল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারছি না যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলন কি রাম দা, বল্লম দিয়ে করতে হয়? এটা কি রকম আন্দোলন? সমাজবিরোধীরা দেশী বন্দুক থেকে গুলি করেছে। এই সমস্ত আনন্দোলনের জন্যই অমরপুরের এই অবস্থা। গণতান্ত্রিক আন্দোলন বলতে আপনারা যেটা বুঝেন আমরা সেই রকম বুঝি না। অন্য যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে সেগুলি আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার: পয়েন্ট অব কল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সেখানে বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করা হয়েছিল কিন্তু এই ধরণের কোন ঘটনা ঘটে

নাই। এটা প্রকৃত ঘটনাকে চাপা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে পুলিশ এই ধরনের কোন ঘটনা গত আট বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে ঘটে নি। কিন্তু আমরা জানি জেলের ভিতরে নারী গর্ভবতী হয়েছিল এবং পরে তাকে হত্যা করা হয়েছিল। এই সমস্ত ঘটনা রয়েছে। সেদিনের ঘটনায় অনেকেই আহত হয়েছিলেন কিন্তু তারা হাসপাতালে ভর্তি হন নি। তারা বলেছেন, আমাদেরকে মেরে ফেলার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে। পরে প্রাইভেট ডাক্তার দিয়ে তাদের চিকিৎসা করা হয়। এ ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানতে চাইলে আমরা সেটা দিতে পারব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এটা আমার চাওয়ার প্রশ্ন নয়। আমি যে বক্তব্য এখানে রেখেছি তাতে বলেছি, পুলিশের কাছে এ তথ্য থাকলে দেখা হবে ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক একথা আমি বলেছি। পুলিশ নিশ্চয়ই নিজের লোককে বন্দুক দিয়ে গুলি করে হাসপাতালে পাঠিয়েছেন বললে কেউ বিশ্বাস করবে না।

শ্রীজওহর সাহা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি, এলাকাবাসীর তরফ থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ এবং সি আর পি যারা ঘটনা স্থলে গিয়েছিল তখন তাদের সঙ্গে কিছু সমাজদ্রোহীও ছিল ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :- আমার নূতন করে এব্যাপারে কোন ক্লিয়ারিফিকেশন নেই স্যার।

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, এ ধরনের কোন ঘটনার কথা জানা নেই। আমি বলব, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যা বলেছেন, তা ঠিক নয়। ঘটনা ঘটার পর ডি, আই, জি, গিয়েছিলেন ঘটনা স্থলে। তার কাছে সব কথাই বলা হয়েছিল। উনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এ সব কথা যদি আমাদের তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের কাছ থেকে থাকে তবে তা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পিয়েছি। প্রস্তাবটির গুরুত্ব বিবেচনা করে সেটি উথাপনের জন্য আমি অনুমতি দিয়েছি। প্রস্তাবটি হল—গত ২২শে আগস্ট ১৯৮৫ইং কমলপুর মহকুমার আমবাসা থানাধীন গংগানগর এলাকায় উপজাতি যুব সমিতির টি এন ভি উগ্রপন্থীদের দ্বারা একজন ফরেস্টার এবং দুজন বন কর্মী নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন সেদিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই ব্যাপারে আমি আগামী ৩০, ৯, ৮৫ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩০. ৯, ৮৫ইং বিবৃতি দেবেন।

গত ১৩ই সেপ্টেম্বরে বিলোনীয়া মহকুমার এস, ডি, পি, ও কর্তৃক রাজনগর বি ডি সির চেয়ারম্যানের উপর অশালীন আচরণ সম্পর্কে।

আমি মাননীয় মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি ১লা অক্টোবর এই সম্পর্কে হাউসের সামনে একটি বিবৃতি দিতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ১লা অক্টোবর এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীকালি দেববর্মা মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল :—

"গত ৯ই আগষ্ট শুক্রবার ভোর ৪-৩০ মিঃ স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদস্য কমঃ হরিমোহন দেববর্মার বাড়ীতে টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী কর্তৃক আক্রমণে ৫ জন নিহত ও ২ জন আহত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৯ই আগষ্ট, শুক্রবার, ভোর ৪-৩০ মিঃ স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদস্য কমঃ হরিমোহন দেববর্মার বাড়ীতে টি এন ভি উগ্রপন্থী কর্তৃক আক্রমণে ৫ জন নিহত ও ২ জন আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে আমি বিবৃতি দিচ্ছি।

গত ৯.৮.৮৫ইং তারিখ ভোর অনুমান ৩/৪ ঘটিকায় সময় অনুমান ১০/১২ জন উপজাতি উগ্রপন্থী রাইফেল, ষ্টেনগান, এস, এল, আর এ সজ্জিত হইয়া দক্ষিণ গকুলনগর সাকিনের স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মেম্বার (সি পি, আই (এম) শ্রী হরিমোহন দেববর্মার স্ত্রী হরিমোহন দেববর্মার বাড়ীতে চড়াও হইয়া শ্রী হরিমোহন দেববর্মাকে খোঁজ করেন। এই সময় শ্রী হরিমোহন দেববর্মা বাড়ীতে ছিলেন না। তাহাকে বাড়ীতে না পাইয়া বাড়ীর ৭ জনকে ধরিয়া অনুমান এক কিলোমিটার দূরে শর্মা ক্যাম্পের নিকট নিয়া যায়। উক্ত ৭ জনকে হাত পিছু মোরা দিয়া বাধে এবং ষ্টেনগান হইতে গুলি করিয়া উক্ত ৭ জনের মধ্যে ৫জনকে মারিয়া ফেলে এবং বাকী দুইজনকে (১) শ্রী সরোজ দেববর্মা ও (২) শ্রী সন্ধি দেববর্মাকে মারাত্মকভাবে

রক্তাক্ত ভাবে গুলিতে জখম করিয়া ফেলিয়া যায়। উক্ত দুস্কৃতকারীগণ উপজাতি উগ্রপন্থী বলিয়া জানা যায়। তাহারা ঘটনার পর ঘটনাস্থল হইতে দক্ষিণ দিকে চলিয়া যায়।

মৃত ব্যক্তিগণের নামঃ—

(১) শ্রী সুবোধ দেববর্মা, পিতা শ্রী ক্ষীরোধ দেববর্মা, দক্ষিণ গকুলনগর।

(২) শ্রী দুলাল দেববর্মা, পিতা মৃত রাজকুমার দেববর্মা, সাং ব্রজেন্দ্র পাড়া, তেলিয়ামুড়া থানা।

(৩) শ্রী বিদ্যামোহন দেববর্মা, পিতা শ্রী সন্তোষ দেববর্মা, সাং হরিমোহন পাড়া, থানা তেলিয়ামুড়া।

(৪) শ্রী ধীরেন দেববর্মা, পিতা মৃত রাধা দেববর্মা, সাং তৈবাংছড়া, থানা তেলিয়ামুড়া

(৫) শ্রী অরুন কুমার দেববর্মা, পিতা শ্রী পদ্ম কুমার দেববর্মা, সাং তেলিয়ামুড়া, থানা-তেলিয়ামুড়া।

আহত ব্যক্তিদের নাম :—

১। শ্রী সরোজ দেববর্মা, পিতা শ্রী হরিমোহন দেববর্মা, সাং হরিমোহন পাড়া, দঃ গকুলনগর থানা—তেলিয়ামুড়া।

২)। শ্রী সন্ধি দেববর্মা, পিতা মৃত-রাম দয়াল দেববর্মা, সাং-বাহাদুর সর্দার পাড়া, থানা তেলিয়ামুড়া।

উক্ত ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানায় ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩০২ | ৩০৭ ধারা ও অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারা মতে ৪ (৮) ৮৫ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তে প্রকাশ পায় যে দুস্কৃতকারী উগ্রপন্থীরা ঘটনার সময় শ্রী হরিমোহন দেববর্মা ও হরিমোহন পাড়ার শ্রী রাজমোহন দেববর্মা ও শ্রীমতি শালিনী দেববর্মার বাড়ী ঘর তছনছ করে মোট ৩০০৯ টাকা নগদ, কাপড়, ঘড়ি ইত্যাদি লুট করে।

তদন্ত কালো পুলিশ ১০ জনকে উক্ত ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গত ৯. ৮. ৮৫ ইং হইতে ২০.৮. ৮৫ইং মধ্যে গ্রেপ্তার আদালতে প্রেরণ করেন বর্তমানে মৃত ব্যক্তিগণ জেল হাজতে আছেন।

ধৃত ব্যক্তিদের নাম : --

১) শ্রী ভাস্কর কুমার জমাতিয়া, সাং গকুলনগর।

২) শ্রী জবন জমাতিয়া, সাং দক্ষিণ গকুল নগর।

৩) শ্রী মাখন জমাতিয়া, গকুলনগর।

৪) শ্রী কুকুমাই জমাতিয়া, সাং তৈবাংছড়া।

৫) শ্রী আদিবাসী জমাতিয়া, ওরফে বিচিত্র, সাং—তৈবাংছড়া।

৬) শ্রী বিষ্ণুপদ জমাতিয়া, সাং—তৈবাংছড়া।

৭) শ্রী মাইরাংজয় রিয়াং।

৮) শ্রী হালামবাসী জমাতিয়া

৯) শ্রী অরুন জমাতিয়া ও

১০) শ্রী তীর্থমতি রিয়াং।

ধৃত ব্যক্তিগত উপজাতী যুব সমিতির সমর্থক। ঘটনাটি বর্ত্তমানে তদন্তাধীন আছে। আহত শ্রী সরোজ কুমার দেববর্মাকে ২০০০, টাকা এবং শ্রী সন্ধি দেববর্মাকে ২০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হইতে দেওয়া হইয়াছে। নিহত ব্যক্তিদের প্রত্যেক পরিবারকে একটি সরকারী চাকুরী ও ৫০০০ টাকা সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন। দুষ্কৃতকারীদের লুটতরাজের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদেরও সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী কালি কুমার দেববর্মা :—স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের সদস্য শ্রী হরিমোহন দেববর্মার উপর এইভাবে আরো ২/৩ বার আক্রমণ করার জন্য উপজাতি যুব সমিতির পক্ষ থেকে চেষ্টা করা হয়েছিল একথা কি সত্য? কিন্তু তিনি বাড়ীতে না থাকায় প্রতিবারই প্রানে বেঁচে গিয়েছেন। দুষ্কৃতকারী উগ্রপন্থীরা জানত, শ্রী দেববর্মা বাড়ীতে থাকেন না, খুব ভোরে বাড়ীতে আসেন। সে জন্য সেখানকার উপজাতি যুব সমিতির সদস্য শ্রী আদিবাসী জমাতিয়ার বাড়ীতে উগ্রপন্থীরা রাত্রে থাকেন এবং খুব ভোরে শ্রী আদিবাসী জমাতিয়াকে সঙ্গে নিয়ে শ্রী হরিমোহন দেববর্মার বাড়ীতে আক্রমণ করেন এ ধরনের কোন খবর সরকারের কাছে আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এ, ডি, সি. সদস্য শ্রী হরিমোহন দেববর্মা গত এক বছর যাবৎ তার বাড়ী ঘরে থাকতে পারছেন না উপজাতি যুব সমিতি এবং টি, এন্, ভি এর আক্রমণের আশংখায়। তাঁকে বিভিন্ন ভাবে আঘাত করে চলেছে ওরা। এর ফলে শ্রী দেববর্মা রাত্রে অন্যত্র কাটিয়ে খুব ভোরে চাষবাস করতে নিজের বাড়ীতে ফিরে আসেন। কিন্তু সেদিন সৌভাগ্যবশত: বৃষ্টি হয়েছিল বলে সকালে তিনি আসতে দেরী করেছিলেন। ইতিমধ্যে ঘটনা ঘটে গেছে। সেদিন যদি বৃষ্টি না হত, তাহলে তারা যে টাইমিং করে এসেছিল তাতে তিনি মারা যেতেন। এটা লক্ষ্য করার বিষয় যে, এ, ডি, সি, তে বামফ্রন্টের সংখ্যা গরিষ্ঠতা খুব সামান্য। যদি এইভাবে ২/১ জন সদস্যকে খুন করা যায়, তাহলে এ, ডি, সি, দখল করা যায়। এটা কে দখল করবে? দখল করবে,

কংগ্রেস (আই) ও তার সমঝোতার সাথী উপজাতি যুব সমিতি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:—এ ডি, সি, তে কংগ্রেস (আই) এবং টি, ইউ, জে, এস, সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করার জন্য কতখানি নীচে নেমে যেতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে শ্রী হরিমোহন দেববর্মাকে হত্যার চক্রান্ত এবং তার বাড়ীতে ৫ জন নিরপরাধ আদিবাসী জীবন দিলেন এই খুনীদের হাতে।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য: পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা বললেন এটা সম্পূর্ণ অসত্য, এবং তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রনোদিত হয়েই এ কথাটা বলেছেন কংগ্রেস (আই) এই খুনের সঙ্গে জড়িত না, এর সঙ্গে কংগ্রেস (আই) এর কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, আমি এ কথা বলিনি যে এই হত্যার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে। যেহেতু এ, ডি, সিতে তাঁরা এবং টি, ইউ, জে, এস আঁতাত, সংখ্যা গরিষ্ঠের দিক থেকে প্রায় সামনে সামনে চলছে, তাই টি, ইউ, জে, এস যদি সি, পি, আই (এম)-এর একজন সদস্য খুন করতে পারে তাহলে এ, ডি, সিতে তাঁরা ফয়দা তুলতে পারবেন।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য:—স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন যে এটা তাঁর মনগড়া কথা।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী:- পয়েন্ট অবক্ল্যারিফিকেশান স্যার, উগ্রপন্থীরা যখন ৫ জনকে ধরে নিয়ে যায় সে দিন সকালে আর, এ, সি, ক্যাম্পে খবর দেওয়া হয় এবং খবর পাওয়া সত্বেও তাদের রক্ষা করার জন্য উনারা এগিয়ে আসেন নি এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের তথ্যে আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, আক্রমনকারীরা স্টেনগান, মেশিনগান দিয়ে খুন করেছে। সুতরাং যাদের এ্যারেস্ট করা হয়েছে তাদের কাছে এই ধরনের অস্ত্র পাওয়া গেছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:- স্যার, আমি খুবই খুশী হয়েছি যে মাননীয় সদস্য কিছু জানতে চেয়েছেন। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে তারা নিজেরাই স্বীকারোক্তি দিয়েছে, রাত্রিতে উগ্রপন্থীদের খাওয়া-দাওয়ার কথা বলেছেন। যারা খুন করে তারাই আসামী নয়, যারা খুনীদের সাহায্য করে তারাও আসামী এবং তারা যে এই খুনের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এ সম্পর্কে পুলিশের কাছে যথেষ্ট তথ্য আছে। আমি মাননীয়

সদস্যদের অনুরোধ করছি এ সম্পর্কে আর ঘাটাবেন না, যাতে আরও তথ্য উদ্ঘাটিত হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে যারা ওদের দড়ি দিয়েছে; খাবার দিয়েছে, তারাও প্রত্যক্ষভাবে জড়িত এবং খুনীদের এইভাবে সাহায্য করার জন্য তাদের এরেস্ট করা হয়েছে। তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে দাঁড়িয়ে গত ১লা মার্চ উত্তর ত্রিপুরার চালিতা ছড়া টি, ইউ, জে, এস কর্মী কুবলেশ্বর চাকমা, এবং হেমেন্দ্র চাকমাকে খুন করা হলো, উনার ষ্টেটমেন্টে উনি বলেছিলেন যে বাহাদুর কুমার ত্রিপুরা এবং পারাতিয়া চাকমা সি, পি-এম কর্মী, তাদের ওখানে খুনীরা খেয়েছে এবং তাদের এখান থেকেই দা এনে তাদেরকে হত্যা করে। কিন্তু তাদের তো গ্রেপ্তার করা হয়নি। তার কারন হিসাবে তিনি বলেছেন যে, ভয়ে তাদেরকে দিতে হয়েছে' ভয়ে তাদের সব কিছু করতে হচ্ছে। তারপরও তিনি এখন বলছেন যে, এরা প্রত্যক্ষ খুনের সাথে জড়িত, তাই টি, ইউ, এস কর্মীদের এ্যারেস্ট করা হলো। সুতরাং টি, ইউ, জে, এসের কর্মী হলে পুলিশ অত্যাচার করবে আর যারা সি, পি, এমের কর্মী যারা সরাসরি দা দিয়ে হত্যা করে তাদের ক্ষেত্রে রেহাই দেওয়া হয়, এই ধরনের ডিসক্রিমিশনেশান কেন করা হয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, পুলিশের কাছে এ রকম কোন তথ্য নাই যে টি, ইউ, জে-এসকে টি, এন, ভি, ভয় দেখিয়েছে।

শ্রী ভানুলাল সাহা -পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার ধ্বংস কুমার জমাতিয়ার দোকানের কাছেই খুন করা হয়েছে এবং তার বাড়ী থেকেই দড়ি এনে তাদের বাধা হয়েছিল। এই খুনের ঘটনার পরে পার্শ্ববর্তী উপজাতি যুব সমিতির অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে একটি লোকও দেখতে আসেনি এবং ধ্বংস কুমার জমাতিয়ার মধ্যে একটুও প্রতিক্রিয়া হয় নি এবং পরবর্তী সময়ে যখন সরকারী অফিসার এবং মন্ত্রীরা সেখানে যান তখন তিনি নির্লিপ্ত ভাবে জবাব দিচ্ছিলেন, এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:— স্যার, এই সব তথ্য আমার কাছে নেই। তবে ৫ জন লোক যেখানে খুন হয়েছে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিবেশীদের সেখানে আসা উচিৎ কিন্তু সেখানে কেউ আসেনি।

শ্রী মানিক সরকার:— পয়েন্ট ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, গত ৩১শে জুনের নির্বাচনের আগে শ্রী হরিমোহন দেববর্মাকে নির্বাচন থেকে সরে দাড়াবার জন্য চিঠি দেওয়া হয় এবং নির্বাচনের যখন হরিমোহন দেববর্মাকে পরাস্ত করা গেল না তখন ভোট গণনার পর সেখানে ঘোষণা দেওয়া হয় যে—এই কেন্দ্রে আবার নির্বাচন হবে। দ্বিতীয়তঃ, এই ঘটনার পর তার বাড়ী আক্রমণ করা হয় এবং তাঁর পরিবারের ৫ জন সদস্যকে হত্যা করা হয় এবং হরিমোহন দেববর্মা এখনও তার বাড়ীতে যেতে পারছেন না। তাঁর কিছু ধানের জমি আছে, যারা এই জমিগুলি দেখাশুনা করছে তারা যাতে জমিতে কাজ করতে না

পারে তার জন্য সমস্ত জমিতে কাচের টুকরো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার জন্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে একটা চক্রান্ত চলছে এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, টি, এন, ভি, গত এ, ডি, সি, নির্বাচনে টি, এস, এফ. কে দিয়ে এরকম শত শত কাগজ বিলি করেছে যার মধ্যে লেখা ছিল—তুমি যদি সি, পি. এমকে ভোট দাও তাহলে তোমাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। এমন কি সদর মান্দাই এলাকাতেও এই ধরনের কাগজ বিলি করা হয়। টি, এন, ভির সীল থাকলেও সেটা টি, ইউ, জে, এসের কাগজ হতে পারে। আমি বলেছি, তাঁদেরকে এক বৎসর যাবত ভয় দেখানো হচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ শ্রী সরকার যা বলছেন, সে সময়ে ছেলেরা বাড়ীতে ছিলেন না, মেয়েরা যা বলেছেন—এই গ্রামের কতিপয় সমাজবিরোধী তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে, তদেরকে এখানে থাকতে দেওয়া হবেনা। যার ফলে আর,- এ, সি, ক্যাম্পকে বাড়ীর ভিতর এনে বসাতে হয়েছে। তারপর শ্রী সরকার যা বলেছেন যে তাঁর জমিতে চাষ করতে দিচ্ছেনা, মেয়েদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিচ্ছে, নানা রকম, উস্কানীমূলক কথা বলা হচ্ছে। আমি কাল রাত্রেও এই ধরনের রিপোর্ট পেয়েছি। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঐ এলাকার অন্যান্য শান্তিপ্রিয় লোকদের রক্ষা করার জন্য যে সব ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন সেগুলি আমরা নিচ্ছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :—পয়েন্ট তার ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তথ্যে এটা আছে কিনা যে এই ঘটনার কয়েক দিন আগে আত্মসমর্পনকারী শচীন্দ্র জমাতিয়াকে টি, এন, ভি, খুন করে। তারপর ব্রম্মছড়ার দক্ষিনে গকুলনগর এরিয়াতে এবং তৈদুর পূর্বদিকে সিংলুন এরিয়াতে টি, এন, ভিরা ঘোরাফিরা করছিল এবং নির্বিচারে যুব সমিতির এবং সি, পি, এম এবং যে কোন দলের সমর্থকদের কাছে চাপ সৃষ্টি করে টাকা আদায়ের জন্য। এ রকম তথ্য থানায় দেওয়া হয় কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি। স্যার, আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছি এবং যারা নিহত হয়েছেন তাদের মধ্যে আমার আত্মীয় আছে এবং হরিমোহন দেববর্মা আমার আত্মীয় এবং তাঁর বাড়ীতে রাজমোহন দেববর্মার সঙ্গে আমি আলোচনা করেছি এবং বক্‌স জমাতিয়াক ঘরের সামনে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে তার সমস্ত তথ্য গ্রামবাসীরা আমাকে দিয়েছে।

ভোর ৫টার সময় তাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং সেই হরিমোহন দেববর্মার মেয়ের জামাই দুলাল দেববর্মাকেও বেধে নিয়ে যায়। তার দোকান ঘরে দুটি মেয়ে ছিল। সেই দোকানে গিয়ে তারা কোন নাম না বলে ঘর খোলার জন্য বলে তখন পূর্ব দিকের ঘরের মধ্যে বক্স জমাতিয়ার ১২ থেকে ১৫ বছরের দুটি মেয়ে ছিল এবং তাদের কাছে দড়ি চায়। তখন তারা বলে আমাদের কাছে দড়ি নাই তখন পাট টেনে নিয়ে তাকে বাধা হয়। স্বরূপ দেববর্মা এবং সন্ধি দেববর্মাকে ক্ষেত থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া

হয়। এই অবস্থায় সেখানে গ্রামবাসীরা এটা এমনই একটা জায়গা যে, নীচু জায়গা, মাঝখানে একটা ছড়া, চারিদিকে টিলা। সমস্ত গ্রামের জনসাধারণ জড়ো হয়েছিল, তারা হুমকি দিয়েছিল কেউ, যদি নীচে নেমে আসে তাহলে প্রত্যেককে খুন করা হবে এবং তাদের সঙ্গে বন্দুক ছিল, সেই ভয়ে তারা কেউ নীচে নেমে আসতে পারেনি কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথ্য দিয়েছেন কেউ আসেন নি, এই কথাটা সত্য নয়। গ্রামবাসীরা বলেছে তারা ছিল প্রায় ২০০ লোক জমা হয়েছিল কিন্তু তাদের হাতে অস্ত্র ছিল না। এমত: অবস্থায় জোর করে গুলি করা হয়। ভাগ্য ভাল স্বরূপ দেববর্মা এবং সন্ধি দেববর্মা তাদের সামনে গুলি না লেগে পিছনে গুলি লাগার জন্য তাদের আঘাত কম লাগে তার ফলে উনারা বেচে আছেন। মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি যখন তাদের দড়ি দিয়ে বেধে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সর্ট কার্ট রাস্তা দিয়ে সেই সি, আর, পি, ক্যাম্প এক কিলোমিটার দূরে খবর দেওয়া হয় কিন্তু সি, আর, পিরা বলেছে আমরা যেতে পারবো না। গ্রামবাসীদের বক্তব্য তারাই বলেছে আমাদের সাহায্য করতে আসে নি। এই সব হলো কেন এবং পুলিশের কাছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ হলো না কেন, এটা জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, নূতন কোন ক্ল্যারিফিকেশ্যান নেই, আমি আগেই বলেছি, যে সব অভিযোগগুলি সি, আর, পির বিরুদ্ধে করা হচ্ছে, যে-হেতু সেখানে সি, আর, পি, নেই কাজেই প্রশ্ন উঠে না।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস্ (লেজিস্লেশ্যান)
সরকারী বিল উথাপিত

মিঃ স্পীকার:-সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—

The Tripura Board of Secondary Education (Third Amendment) Bill. 1985 (Tripura Bill No. 12 of 1985).

আমি এখন শিক্ষা বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উথাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, The Tripura Board of Secondry Education (Third Amendment) Bill. 1985 (Tripura Bill No. 12 of 1985) এই সভায় উথাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার:—এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো:—

"The Tripura Board of Secondary Education (Third Amendment) Bill. 1985 (Tripura Bill No. 12 of 1985)" এই সভায়

উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক। (ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং বিলটি উত্থাপিত হয়) সদস্য মহোদয়ের অনুরোধ করা হচ্ছে সভায় পেশ করা বিলের কপি তাঁরা যেন নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি একটা ঘোষনা সভায় রাখতে চাই যে, আপনারা জানেন এবং মাননীয় সদস্যদের জানানো হয়েছে এষ্টিমেট কমিটি এবং কমিটি অন ওয়েল ফেয়ার ফর সিডুল ট্রাইবস্ এর সদস্য ছিলেন মাননীয় বর্ত্তমানে মন্ত্রী সমর চৌধুরী। যে-হেতু তিনি মন্ত্রী হয়েছেন এই দুইটি কমিটিতে তিনি থাকতে পারেন না, ফলে আমাদের নূতন সদস্য নিতে হবে/তাই কেউ যদি কোন মোশান মুভ করতে চান ইলেকশ্যানের জন্য করতে পারেন।

Shri Samir Deb Sarkar :—Mr.Speaker Sir,

As required under rule 200 (3) of the Rules of procedure and conduct of Busisnees in the Tripura Legislative Asembly, I beg to move that the House do pioceed to elect one Member in the Committee on Estimates and one Member in the Committee on Welfare for Scheduled Tribes to fill up the vacancy occurd.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :—

"That the House do proceed to elect one Member in the Committee on Estimates and one Member in the Committee on Welfare for Scheduled Trsbes to fill up the vacancy occurd.

(মোশানটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।)

(প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশ্যানস্)

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো "প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশ্যান।" আজকের কার্য্যসূচীতে গত দিনের অসমাপ্ত আলোচনাসহ চারটি (৪) রিজিলিউশ্যান আছে। আজকের রিজলিউশ্যানগুলির মধ্যে প্রথমটি এনেছেন সদস্য মাননীয় শ্রী মানিক সরকার, দ্বিতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীভানুলাল সাহা এবং তৃতীয়টি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস। আমি প্রথমেই মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয়কে অসমাপ্ত আলোচনা শুরু করতে অনুরোধ করবো। মাননীয় সদস্য শ্রীদেববর্মা তিনি যেন তাঁর আলোচনা শুরু করেন।

শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা: মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার যে প্রস্তাবটি এবং আমি যে প্রশ্নের উপরে বক্তব্য রাখছিলাম এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই বিধানসভায় মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তথ্য দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতি সপ্তাহে একজন করে নারী ধর্ষন হচ্ছে এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গর্ব করে বলে থাকেন এই সভায় সারা ভারতবর্ষে ৩১টা রাজ্যের মধ্যে ত্রিপুরা সবচেয়ে কম যেখানে নারী ধর্ষন হচ্ছে, খুন খারাপি কম হচ্ছে, ডাকাতি কম হচ্ছে। আজকে যদি লক্ষ্য করা যায়, ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবাংলার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে পশ্চিম বাংলার সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭৭ থেকে প্রতি বৎসরে ৬৯৪ জন, ১৯৭৮ সনে ৭০০, ৭৯ সনে ৬৭৭, ৮০ সনে ৫৭৭, ৮১তে ৪৫৩ জন, ৮২তে ২৫১ জন, ৮৩তে ৬৯৪ জন। প্রতি বৎসরে যদি হিসাব করে দেখি দেখতে পাই ৫৮৩ জন প্রতি বৎসরে হচ্ছে। প্রতি মাসে যদি হিসাব করি ১৯.১৩। প্রতি সোয়া ১দিনে ১ জন করে নারী ধর্ষন হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যদি তুলনা করা হয় তাঁহলে তফাৎ কোথায়? ত্রিপুরা রাজ্যে লোকসংখ্যা ১৯৭১ সনে আদমসুমারী গনণাতে ১৫ লক্ষ ৮১ সনে ২০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৮ জন। এ ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে ৮৫ সনে এখনও লোক গণনা হয়নি অনুমানে বলা যায় ২২ লক্ষেয় মত হবে। তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা হচ্ছে ২৯ গুণ বেশী। ৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮০ হাজার ৬৬৬ জন হচ্ছে পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যা। পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যার অনুপাতে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা যদি হিসাব করে যদি আমরা বের করি তাহলে পরে কি পশ্চিমবাংলায়, কি ত্রিপুরা রাজ্যে খুন, নারী ধর্ষন বেশী হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ৭১ থেকে ৮১ সন পর্য্যন্ত হিসাব করি ত্রিপুরায় লোকসংখ্যা বেড়েছে ৫ লক্ষের মত আর প্রতি বৎসরে পারসেন্টিজ যদি বের করি তাহলে ৩ পারসেন্টের মত। আর ত্রিপুরা রাজ্যে ক্রাইমের হিসাব যদি বের করি ৫০ পারসেন্ট বেড়েছে প্রতি বৎসরে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে বলতে হয় উত্তর পূর্বাঞ্চলে যদি আমরা লক্ষ্য করি প্রতিটা রাজ্যে সেই ক্রাইম এই ডাকাতির ঘটনা যদি আমরা দেখি তাহলে বিধানসভার তথ্য অনুপাতে ত্রিপুরা রাজ্যে বেশী লোকসংখ্যা অনুপাতে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করেছে। এখন ১০০ কি ২০০ হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর তথ্য অনুপাতে টি, এন, ভির সংখ্যা ২০০ হবে। ত্রিপুরার পুলিশের সংখ্যা কত? এই বিধানসভায় বলেছেন এখানে ১৬ ব্যাটেলিয়ন পুলিশ আছে। ১টি ব্যাটেলিয়নে যদি ১ হাজার হয় তাহলে ১৬টা ব্যাটেলিয়নে ১৬ হাজার পুলিশ আছে ত্রিপুরা রাজ্যে। ১৬ হাজার পুলিশকে যদি ভাগ করে দেওয়া যায় প্রতি উগ্রপন্থীর পেছনে ৮০ জন করে পুলিশ থাকতে পারে। একজন উগ্রপন্থীকে ১০ জন পুলিশ দিয়ে দমন করতে সমর্থ হচ্ছেনা। তাতেই বুঝা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃংখলা কতটা অবনতি হয়েছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ডাকাতির ঘটনা সীমাহীন। সারা বৎসরের হিসাব আমি এখানে দিতে চাইনা। একটি মাসের হিসাব যদি দেই, মে মাসের

হিসাবটা যদি তুলে ধরি তাহলে দেখা যায় ১টি মাসে ৬১টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে ত্রিপুরা রাজ্যে। প্রতি দিনে ২টা করে ঘটনা ঘটেছে। আর ঘন্টায় যদি হিসাব করি তাহলে প্রতি ১২ ঘন্টায় ১টি করে ডাকাতির ঘটনা হচ্ছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃংখলা যে কোথায় আছে তা আমরা বুঝতে পারি না। আজকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, নর্থ ত্রিপুরা, সাউথ ত্রিপুরা এই দুটি জেলায় উগ্রপন্থীর হাতে শাসন চলছে। পশ্চিম ত্রিপুরায় ডাকাতের হাতে শাসন চলেছে। বামফ্রন্টের হাতে কোন শাসন চলছে? শুধু চলছে মন্ত্রীর বাড়ী পাহাড়া দেওয়া, মন্ত্রীর গাড়ী পাহাড়া দেওয়া। তারপর সি পি এমের মিছিল বা সমন্বয়ের মিছিল যদি থাকে তাকে পাহাড়া দেওয়া। টি, এন, ভির বিরুদ্ধে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছেনা। মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিরোধীদের সংগঠন ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। টি, এন. ভি, ছাড়া আর একটি দল আছে সেটা হল লাইন্সেসপ্রাপ্ত উগ্রপন্থী দল। সেই দলের নাম "লামা কোতাল" সেই আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থী উপহরণ জমাতিয়া এবং বিনন্দ জমাতিয়া থাকাকালীন ধর্মপুরে "লামা কোতাল গঠন করে খুন-সন্ত্রাস অবাধে বিরোধীদের উপর করার জন্য। এই দলটিকে সরকার থেকে অস্ত্র দেওয়া হয় বিরোধীদের দমন করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, অমরপুরে যদি দেখি তাহলে দেখা যায় ৩৩ টি অঞ্চল বিরোধীদের হাতে। এই অঞ্চলগুলিকে বিরোধীদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারছেনা। তার জন্য "লামা কোতালকে উষ্কিয়ে দিয়ে ঐ অপহরন জমাতিয়া, জগদীশ জমাতিয়াকে অস্ত্র দিয়ে তারা খুন সন্ত্রাস চালাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যে ২টি উগ্রপন্থী দল, একটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত, আর একটি হচ্ছে লাইসেন্সবিহীন। লাইসেন্সপ্রাপ্তরা তারা আত্মসমর্পন করেছে, আত্মসমর্পন করার পর তারা বলছে আমাদের সিকিউরিটির প্রশ্ন আছে। সারাদিন তারা একসঙ্গে মদ মাংস খেয়ে রাত্রিবেলায় অস্ত্র নিয়ে কাজ চালায়। দিনের বেলায় তারা আবার অফিসে বসে থাকে, কেউ এম, এল, এর বাড়ীতে আবার কেউ মন্ত্রীর বাড়ীতে থাকে আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই, তারা নরবলি দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের পুজা করছে, রক্ত দিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে খুশী করছে। সেই খগেন্দ্র জমাতিয়া আত্মসমর্পন করার পর এ, ডি' সির পদে তাকে গদীতে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অন্য একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তিকে মনোনীত করলে আমরা খুশী হতাম। এই খগেন্দ্র জমাতিয়াকে যদি জনসাধারণের সামনে দাঁড় করানো হয়, তাহলে সে একটি ভোটও পাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এখন তাকে নাম্বারহীন জিরো নাম্বারের গাড়ী দিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে এ, ডি, সি, তৈরী করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অবাক হয়ে যাই মাননীয় মন্ত্রী পাঞ্জাব সমস্যা সম্পর্কে তুলে ধরেন, অন্য রাজ্যের কথা তুলে ধরেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যে ঘটনাগুলি ঘটছে তা তিনি দেখেন না। তার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে, ত্রিপুরা রাজ্য পাঞ্জাব নয়, আসাম নয়, ত্রিপুরা ইজ ত্রিপুরা। ত্রিপুরাকে ত্রিপুরা হিসাবে দেখবেন। এইজন্য আমি আজকে

এই প্রস্তাব এনেছি এবং সর্বশেষে আমার প্রস্তাবটি হাউস সমর্থন জানাবে এই আশা রেখে এবং আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি : স্পীকার :—এই সভা বেলা ২টা পর্যান্ত মুলতুবী রইল।

After Recess at 2 P. M.

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি তাকে পুরোপুরি সমর্থন করি। ওনার প্রস্তাবটি অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ সহকারে ত্রিপুরা জনসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য। মি: স্পীকার স্যার, সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত ব্যাপক সন্ত্রাস, খুন, হামলা, ডাকাতি হচ্ছে তা ভারতের সমস্ত রাজ্যের শীর্ষে স্থান পাচ্ছে। এমন কোন ক্রাইম বাদ যাচ্ছে না যা ত্রিপুরা রাজ্যে হচ্ছেনা। কি বর্ডার ক্রাইম, কি ডাকাতি, কি উগ্রপন্থী হামলা, এমন কি সরকারী জেল খানাতে খুন, নারী ধর্ষণ, স্কুল-কলেজ চত্বরে, কি অফিসে, কি পাহাড় অঞ্চলে সর্বত্র খুন হচ্ছে। এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের সমগ্র অংশের মানুষ এখন একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে, উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে যা অতীতে এই রাজ্যে হয়নি। এগুলিকে কতগুলি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থেকে যারা বাংলাদেশে ট্রেনিং নিয়ে ত্রিপুরার গরীব মানুষের উপর আক্রমণ করছে, দিনের পর দিন লুঠ করছে এবং যারা আত্মসমর্পণ করেছে তারা এবং এখানকার যারা সমাজবিরোধী তারা সবে মিলে খুন-সন্ত্রাস চালাচ্ছে। এরপর আছে বর্ডার ক্রাইম, তাতে আমরা দেখছি বর্ডার এলাকার মানুষের গরু, হালের বলদ ও অন্যান্য পশু পাচার হয়ে যাচ্ছে। এখানকার মুল্যবান জিনিষ বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাওয়ার ফলে এখানে কৃত্রিম ক্রাইসিস সৃষ্টি হচ্ছে। এমন কি জেলখানাতে উপেন্দ্র ভৌমিক খুন হয়েছে এবং একজন মহিলা জেলখানাতে ধর্ষিতা হয়েছে। এ সমস্ত সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন। এসব বামফ্রন্ট সরকার দেখেন না, কারণ তার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। কাজেই মি: স্পীকার স্যার, আমাদের রাজ্যবাসীর ধন প্রাণের গ্যারান্টি এই সরকার হতে পারে না। এগুলির পেছনে রাজ্য সরকার নিজে আছে। সমস্ত ক্রাইম আমরা তুলে ধরতে পারি যার পেছনে বামফ্রন্ট সরকারের মদত আছে। আজকে বাংলাদেশের সিংলুম থেকে শুরু করে রাজ্যের সমস্ত জায়গায় ওরা ছড়িয়ে আছে এবং রাজনৈতিক স্বার্থে তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে। তাদেরকে স্কীম তৈরী করে দেওয়া আছে। আমরা দেখছি উগ্রপন্থী যখন কোন হামলা চালায় তখন উপজাতি যুব সমিতির লোকদের গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সরাসরি উগ্রপন্থীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেনা। আসলে তারজন্য সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। সিদ্ধি কুমার জমাতিয়ার মত নেতাকে হত্যা

করা হল অথচ যারা হত্যা করল তাদের নাম দেওয়া হলেও কিন্তু তাদের পুলিশ ধরছেনা। ডাকাতির মত ক্রাইম যারা করছে তাদের পুলিশ ধরছেনা। ছেলেগুলিকে ওরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। কোর্টে মামলা ধামাচাপা দেওয়া হচ্ছে। মিঃ স্পীকার স্যার, যে সমস্ত ক্রাইম সারা রাজ্যের মানুষকে আতঙ্কিত করছে সেগুলির একটাও রাজ্য সরকার মোকাবিলা করতে পারছে না। পুলিশ, সি আর পি, বি এস এফ, যে সমস্ত ফোর্স রয়েছে সেগুলিকে রাজ্য সরকার তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। ত্রিপুরা ষ্ট্যাট রাইফেলস্ হতে পারে কিন্তু সরকার এসবের যেখানে প্রশ্রয় দিচ্ছেন সেখানে এসব রোধ হবেনা। এভাবে যদি রাজ্য সরকার সব কিছুকে তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে তখন রাজ্যবাসাসীরা একমাত্র পথ এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করার জন্য দাবী করা এবং বাস্তবায়িত করা।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাছমারা স্কুলে শিক্ষক রেইপ করছে, বংকুলে পুলিশ রেইপ করছে এবং যতদিন এই সরকার থাকবে ততদিন আরও বাড়বে। কাজেই এসব থেকে জন-জীবনকে সুস্থ রাখতে হলে এখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়োগ করা দরকার। আমাদের নেতাদের খুন করছে তাদের খুনী বাহিনী।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এবার শেষ করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—থানার সঙ্গে যুক্তি করে এসব ব্লু-প্রিন্ট হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই যদি অবস্থা হয় তাহলে গৌতম দত্ত কেন, আরও অনেকে মারা যাবে। এইখানে জনসাধারনের কোন নিরাপত্তা থাকবে না। কাজেই তাদের যদি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হয় তাহলে কেন্দ্রিয় সরকারকে চিন্তা করতে হবে। কাজেই মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাব সামগ্রিক রাজ্যের প্রতিটি মানুষের স্বার্থে তাদের জীবন ও সম্পত্তি যাতে রক্ষা করা যায় সে জন্য কেন্দ্রিয় বাহিনীকে অবশ্যই আনতে হবে। আর না হলে রাজ্যের শান্তি শৃংখলা আসতে পারেনা। কাজেই এই প্রস্তাবটি সকলের সমর্থন পাবে বলে আমি মনে করছি। আর এই হাউসে অনেকেই আছেন যারা এই প্রস্তাবকে ভেতরে ভেতরে সমর্থন করেন কিন্তু তাদের মন্ত্রীত্ব যাবার ভয়ে তারা কোন কথা বলতে পারেন না—এটা হতে পারে। তবে রাজ্যবাসীর স্বার্থে তাদেরও এই প্রস্তাবের সমর্থনে এগিয়ে আসা উচিত। আজকে এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা রাজ্যবাসীর দাবী, তাই আশা করি সকলেই সে প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিরাম দেববর্মা।

শ্রী রসিরাম দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সে প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বিস্মিত যে এই প্রস্তাব উত্থাপন করে ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষকে প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। কি উদ্দেশ্যে? এতে একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে। কারন আমরা জানি যে, এই প্রস্তাব যারা উত্থাপন করছেন তারাই ত্রিপুরায় আইন শৃংখলা অবনতি ঘটাবার জন্য সর্বদা সক্রিয় রয়েছে। আমরা দেখেছি বিগত এ, ডি, সি, নির্বাচনে এই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক এবং তাদের যে উপদল টি এন ভি দল, এরা সমগ্র ত্রিপুরায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করবার জন্যে নানাধরনের হামলা, ডাকাতি, খুন ও রাহাজানি করেছে।

তারা রামদা, টাকল, বন্দুক ইত্যাদি নিয়ে গিয়ে প্রতিটি বাড়ীতে গিয়ে হামলা চালিয়েছে, তারা টাকাপয়সা দাবী করেছে। আর যাদের বাড়ির লোকেরা টাকা পয়সা দিতে না পারে তবে তাদের উপর চালিয়েছে অকথ্য অত্যাচার। তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে চাকমা বাড়িতে, মান্দাই, বেলবাড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে। তারা সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য কমঃ শশী দেববর্মার বাড়িতে হামলা করে টাকা পয়সা নিয়ে এসেছে। আর বাড়ির লোকজনদের মারধোর করেছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে, মান্দাই, পাতিগড়, হেংরাই অঞ্চলে। এইভাবে তারা এ, ডি, সি'র নির্বাচনের প্রাক্কালে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। এইভাবে তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে আর বিধান সভায় এসে বলছে যে, রাজ্যের আইন শৃংখলা রক্ষা করবার জন্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে হবে। কিন্তু তারা যদি এভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি না করে জনজীবনে শান্তি শৃংখলা বজায় রাখবার জন্যে জনগনের সঙ্গে সহযোগিতা করত, বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করত তবে আর রাজ্যে এই সন্ত্রাস সৃষ্টি হতো না। আজকে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় দেখা যায় যে, ত্রিপুরার আইন শৃংখলা অনেক ভাল। বামফ্রন্ট সরকার আপ্রান চেষ্টা করছেন যাতে ত্রিপুরায় সন্ত্রাস সৃষ্টি না হতে পারে। আর এই বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে রবীন্দ্রবাবুরা যদি সহযোগিতা করতেন তা হলে আর ত্রিপুরার আইন শৃংখলার অবনতি ঘটত না।

শুধু তাই নয় নির্বাচনের পরও দেখেছি এরা বিচারের নাম করে তন্দ্রাখামরা পাড়ার একজন মহিলাকে সারাদিন মারপিট করার পরে রাত্রে তাকে একটি গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। ডাইনী নাম করে তার বিচার করা হয়েছিল। সারাদিন তাকে এবং তার স্বামীকে জুতার মালা গলায় দিয়ে সারাটা গ্রাম হাটিয়েছে। তাদের বিচার করবার সে অধিকার কে দিল? জেলা পরিষদের নির্বাচনের পরে বৃষমনিপাড়া এবং বেলবাড়ীতে লোকজন যাতে বাজারে আসতে না পারে তারজন্য সেখানকার লোকজনদের বাঁধা দিতে। একদিন বেল বাড়ীতে তারা দুইজন ডি, ওয়াই, এফের কর্মীকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের অফিসে বেঁধে

রেখে দিয়েছিল সারা রাত। তারপর পরেরদিন পুলিশ গিয়ে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

কাজেই এইভাবে উপজাতি যুব সমিতি সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলছে। আর বিধান সভায় এসে বলছে যে, রাজ্যে নাকি আইন শৃংখলার অবনতি হয়েছে সুতরাং এখানে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা চাই।

সুতরাং এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাবটি রাজ্যের জনগণের স্বার্থের বিরোধী। তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জন্যই এই প্রস্তাব এনেছেন। কাজেই আমি এই প্রস্তাবটির বিরোধীতা করছি। এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

অধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেও বার বার এই সভার দৃষ্টি আকর্ষন করেছি যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে আইন শৃংখলা বলতে কিছুই নেই। এই সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে স্টেটিস্টিক দিয়েছেন তাতে এটা বুঝা যায় যে, ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৮৪ ইং পর্য্যন্ত এই রাজ্যে বামফ্রন্টের আমলে যে খুন হয়েছে তার সংখ্যা গত কংগ্রেসী শাসনের ত্রিশ বছরের মোট সংখ্যা অপেক্ষা ১০ গুন বেশী। বামফ্রন্টের সাত বছরের শাসনে এ রাজ্যে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি হয়েছে ১২ হাজার। যা কংগ্রেসের রাজত্বের তুলনায় ১০ গুন বেশী। নারী ধর্ষনের ঘটনার যে চিত্র মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন কংগ্রেস রাজত্বের চেয়ে তার সংখ্যা অনেক গুন বেশী। ফলে রাজ্যের আইন শৃংখলার অবনতি ভয়ানকভাবে হয়েছে। সাধারণ মানুষের ধন সম্পত্তি ও জীবন রক্ষা করতে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। এই ত্রিপুরার আইন শৃংখলায় দুটো দিক রয়েছে। একটি হলো আভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা এবং আরেকটি হচ্ছে সিকিউরিটি। অর্থাৎ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ বিদেশী আগ্রাসন থেকে এই দেশকে রক্ষা করা। আর রাজ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্য্যকলাপ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে রাজ্যে ভয়ানকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আজকে দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে বামফ্রন্ট সরকার ব্যর্থ হয়েছেন।

যার জন্য আমরা এর আগেও বলেছি যে আপনারা যখন ব্যর্থ হচ্ছেন, আপনারা যখন কিছু করতে পারছেন না, আপনারা যখন অপদার্থ, আপনাদের যখন কাজের যোগ্যতা নেই জনসাধারণের স্বার্থে দেশের স্বার্থে এই বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলনকে দমন করার জন্য, যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন-এর ডাক দিয়েছে তাদের ধ্বংস করার জন্য এই অঞ্চলনকে সেনাবাহিনীর হাতে তুলে দিন। আমরা দেখেছি গত ৮ বছর ধরে আপনারা কার্যত: সম্পূর্ণ ব্যর্থ। আপনারা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বজায় রাখতে পারছেন না এবং যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা, একটা দেশের পক্ষে নিরাপত্তা রক্ষা করা সেটাও করতে পারছেন না। আপনারা

স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরাতে একের পর এক বিচ্ছিন্নতাবাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ওরা পাঞ্জাবের কথা বলেছেন। কিন্তু সেখানে ডিসটার্বড এরিয়া একসটেণ্ড করে প্রশাসনিক চাপ এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক সমঝোতা দুটোই রাখা হয়েছে। কিন্তু এখানে কোনটাই নেই। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, পানজাব, গুজরাট, সেখানে যে প্রশাসন রয়েছে, যারা সন্ত্রাসবাদী যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী তাদের উপর প্রশাসনিক চাপ এনে রাজনৈতিক সমঝোতা করে আজকে রাজীব গান্ধী যেটা করেছেন সেটা সফল হয়েছে। কিন্তু নৃপেনবাবু উনাদের যে পোষ্যপুত্র রেখেছেন টি, এন, ভি, তাদের বলছেন যে তোমরা ভাঙ্গা বন্দুক জমা দিয়ে ২০ হাজার টাকা করে নিয়ে যাও। অবশ্য এর পরে বলবেন, একটা বিয়েও করিয়ে দেব। কিন্তু পানজাবে সেটা করা হচ্ছে না। আজকে পানজাব অ্যাকর্ড করা হয়েছে সেজন্য কিন্তু আজকে এখানে কি হচ্ছে? উনি ওদের কিছু করতেও পারছেনা না, ছাড়লেনও না। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের কথা নয়। আজকে আমি বলছি যেসমস্ত এলাকাতে টি, এন, ভি, সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে যাচ্ছে সেখানে ডিসটার্বড এরিয়া অ্যাক্ট চালু করার জন্য। কাজেই এই যে প্রস্তাব চালিয়ে আনা হয়েছে সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরনজন মজুমদার।

শ্রী মনোরনজন মজুমদার:—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। এটা এমন একটা ব্যধি শুরু হয়েছে, কিন্তু এটার শেষ কোথায় আমরা জানি না। সারা ত্রিপুরা রাজ্যটা যেন একটা ক্যানসার ব্যাধিতে ভুগছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে বলেছেন যে উগ্রপন্থীরা স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। আর একটা কথা বলেছেন যে রাজনৈতিক সমাধান করা হবে। কিন্তু এই রাজনৈতিক সমাধানের কোন সুত্রই তো দেখি না। কার সঙ্গে তারা কখন কি করছেন সেটা ত্রিপুরা বাসী জানতে পারছেন না। আজকে যখনি বিধানসভায় আলোচনা হয় তখনি দেখা যায় সি, পি, এম বা অন্যান্য দলের কেউ মরেছে এটা শোনা যায়। কিন্তু মরেছে ঠিক। এই যে বাচাইবাড়ীর বাস আক্রমণ করলো, অমরপুরে লোক মরলো, গুলি হলো, এরা পার্টিকুলারলী কোন দলের এটা আমি ঠিক জানি না। এই তো সেদিন বগাফাতে একটা খুন হয়ে গেল। ছেলেটা সোনামুড়া বেড়াতে গিয়েছিল। আসার পথে খুন হয়ে গেল। এই যে মারলো, এরা সি, পি, এম, না উপজাতি যুব সমিতি, না কংগ্রেস সেটা আমরা জানতে পারছি না। ত্রিপুরাবাসী দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত একটা গণতান্ত্রিক সূত্র তাঁরা দিতে

পারছেন না। যেমন রাজীব গান্ধী সমাধান করে চলেছেন একটার পর একটা সমস্যা পাঞ্জাব সমস্যা, আসাম সমস্যা, সেটাকে তারা বলছেন স্বৈরাচারী হাত আসছে এই যে পাঞ্জাবে নির্বাচন হলো, আসামে নির্বাচন হবে, সেখানে কংগ্রেস আসবে কি আসবে না সেটা বড় কথা নয়। পুলিশের কাণ্ড আমরা পড়েছি। তাদের অ্যাসোসিয়েশনের কথা। তাহলে উগ্রপন্থীকে তারা কিভাবে মোকাবিলা করবে ?

কাজেই একটা রাজনৈতিক সমাধান সূত্র বের করা দরকার। অপরাধ প্রবণতা এমন বেড়ে গেছে যার স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়েছেন আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা। কিন্তু এটা সত্যি কথা যে এইভাবে চলতে পারে না। এইভাবে যদি সমাজের অধঃপতন আসে তা হলে আমরা যারা দায়িত্ব নিয়ে এসেছি সেই দায়িত্বের অপলাপ হচ্ছে। এটা স্বীকার করে নিতে হয় এবং স্বীকার করে নিয়েও আমরা বলছি যে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করে দুষ্কৃতকারীদের যাতে নাশ হয় তার ব্যবস্থা করুন। একথাটা আমাদের স্বীকার করতে হবে এবং স্বীকার করেই এর একটা সমাধান করতে হবে, যাতে করে কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত অপরাধগুলি দমন করার জন্য দুষ্কৃতকারীদের ধরে খুন, ডাকাতি, রাহাজানি বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে পারে। কে একজন মারা গিয়েছেন, অবশ্য উনারা দাবী করছেন যে সে নাকি একজন, সি পি এম কর্মী। সে যার দলের কর্মিই হউন, সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল মানুষের নিরাপদ ভাবে বেঁচে থাকার কথা। গত ২১ তারিখে এই ঘটনাটা ঘটেছে, অর্থাৎ ৩টা ডাকাতি একদিন পর পর আধা মাইল এলাকার মধ্যে ঘটে গেল, সরকারের এই রকম প্রশাসন এবং পুলিসী ব্যবস্থা থাকা সত্বেও, এটা আমরা ভাবতে পারি না। তাই আমরা জিজ্ঞাস্য, এই সমস্ত দিক চিন্তা ভাবনা করে মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু যে প্রস্তাবটা এই হাউসের সামনে এনেছেন, সেটাকে আমরা কি সরকারী, কি বিরোধী সবাই সমর্থন করব কিনা ? আমার মতে ত্রিপুরাতে বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলছে, তার থেকে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য সবাইকে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাবার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্রবাবু সমগ্র রাজ্যে ব্যাপক খুন, সন্ত্রাস, ডাকাতি ও হামলায় আইনশৃংখলার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র রাজ্যকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করার জন্য এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অনুরোধ জানানোর যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে রবীন্দ্রবাবু এই যে প্রস্তাব এনেছেন, তাতে আমার মনে হয়, তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তির কথা চিন্তা ভাবনা করেই এই প্রস্তাবটা হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আজকে

যে ভাবে খুন, সন্ত্রাস, ডাকাতি. নারীনির্যাতন চলছে, তা কোন একটা বিশেষ দিনের ঘটনা নয়, এটা যেন একটা দৈনন্দিনের ব্যাপার প্রত্যেক দিন কয়টা খুন হয়েছে, কয়টা ডাকাতি হয়েছে, কয়টা নারী নির্যাতন হয়েছে. তার গড় হিসাব করতে দেখা যাবে এই সংখ্যাটা একেবারে নগন্য নয়। অন্ততঃ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের পিলা চমকে যাওয়ার মত। কাজেই আমি এই সভার সকল পক্ষের সদস্যদের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যে, তারা যেন ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তির কথা চিন্তা করে রবীন্দ্রবাবুর এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানান। কারন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও ত্রিপুরা রাজ্যের এই অবস্থার কথা চিন্তা করেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অতিরিক্ত সি আর পি বাহিনী বা পুলিশ বাহিনী পাঠাচ্ছেন। তবু দেখছি, ত্রিপুরা রাজ্যের আইন-শৃংখলার কোন পরিবর্তন হয় নি, বরং উত্তর উত্তর খুন, সন্ত্রাস ও ডাকাতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। জানি না, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় তার প্রশাসন দিয়ে, তাঁর এত বড় পুলিশ বাহিনী দিয়ে, এবং কেন্দ্র থেকে আনা অতিরিক্ত পুলিস বাহিনী দিয়ে রাজ্যেই আইন-শৃংখলা, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করতে পারছেন না কেন? না কি আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের রক্ষার জন্যই সেগুলি ব্যবহার করছেন? কারণ আমরা জানি যে উগ্রপন্থী বিজয় রাংখল যখন আত্মসমর্পণ করলো, তখন সরকার তাকে একটা বিরাট অংকের টাকা দিলেন, সে নাকি কথা দিয়েছিল যে, সে উগ্রপন্থী ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের কথা একবারও চিন্তা করলেন না, চিন্তা করলেন সেই সব উগ্রপন্থীদের কথা, যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে খুন করছে। যেটাকে উনারা বললেন রাজনৈতিক মোকাবিলা। কিন্তু দেখা গেল সেই বিজয় রাংখলও খাঁচা থেকে বেরিয়ে গেল, আবার সেই উগ্রপন্থায় ফিরে গেল। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সারা ভারত সম্পর্কে অনেক আলোচনা করেন, কিন্তু ত্রিপুরা সম্পর্কে সেই রকম কোন চিন্তা ভাবনা করছেন কিনা, দৈনন্দিনের এই সব ঘটনা থেকে আমরা সেটা বুঝতে পারছি না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ জন মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে অন্যদিকে তারা তাদের জীবন ও সম্পত্তি নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াই করছে।

মানুষ নিরাপত্তার অভাবে ঘর থেকে বের হতে পারছে না, ঘর থেকে বের হলে আবার ঘরে ফিরে যাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই কাজেই সব দিক থেকে চিন্তা করে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের নিরাপত্তা ও শান্তির জন্যই রবীন্দ্রবাবু এই হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে আমাদের সব পক্ষেরই সমর্থন জানানো উচিত। আমি আশা করব যে, এই হাউসের সব পক্ষই এটাকে সমর্থন জানাবেন, একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Maharani Bibhu Kumari Devi :—Mr, Speaker, Sir, to-day, we have

gathered in this Assembly because of our party believes in domocratic ideals our fight against all tyranny. our democratic life today in Tripura is in danger because power hungry has threatened the democracy which believes into anarchy, fear and chaos devastating our little State which has always believed in peace and Justice and fought against injustice. Incidence of death becomes a daily feature of our life which definitely draws the attention of this august house. The erstwhile State, Tripura was under the rule of the then Maharajas who welcomed all the people who suffered from injustice, posture and insecurity of bife. To-day, Tripura goes forceibly to the history. Let us Seek for just statistice of this very small State and it is very significant to-day. we all come from Tripura, to-day we know it has glorious past. we never accepted any oppression even under the great Ruler the British, that is why, the revolutionaries like Rabindranath Tagore, Sir Jagadish Ch. Bose, Sarat Bose and Netaji Subhas Ch. Bose, they were all admires of this State and the people of this state, who have always fought against the tyranny, injustice and fear. our loving of independence, our loving of humanity are the religious of these people—এটা আমাদের ধর্ম ছিল যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা সব সময় সংঘর্ষ করব । To-day, while we are speaking in course of our discussion in the morning, I am bringing this task before this august house, because I believe in religion and basically the idealism of India, our country—ভারত আমার দেশ । আমি খুবই দুঃখের সঙ্গে বলছি এবং আমি সব সময় দেখছি ।

যে এই এ্যাটমোস্ফিয়ারটা অনেক ডিপ্রেস্ড। আমি এটা এখানে উল্লেখ করতে চেয়েছিলাম এবং বলছিলাম ইউনিট্স চেন টাইম হাণ্ড্রস্স। আমার কলিগ্স এদিকে যিনি বসে আছেন. তিনি হয়তো এটা প্লাইট মনে করেছেন। মিঃ চক্রবর্ত্তী এটা ক্রিটিসিজমকে মনে করলেন, তাঁর উপর কিছু রিফ্লেক্ট হয়েছে। এ' সময়ে উনি আমাকে বললেন, you shoubd know Bengali language. ভাষা হচ্ছে, একটা মানুষের সঙ্গে আর একটা মানুষের সম্পর্ক করার, ভাষা শুধু একটা মাধ্যম. যেখানে আমরা আমাদের আন্তরিক ভাবনা, দেশের ভাবনা এবং গরীবের ভাবনা প্রকাশ করতে পারি।

Hon'ble Speaker, Sir, this is in course of discussion, I have bring this to your right because communal feelings are aroused, জাতীয় ভাবটা এই ছোট ছোট কথা দিয়ে আরম্ভ হয়, সাধারণ গ্রাম গঞ্জের মানুষ এটা বুঝতে পারে না। ওরা বুঝেন কেন মহারানী বাংলায় কথা বলেন না। আপনারা সবাই জানেন ভারতের

ইন্টিগ্রেশান যেটা, সেটা হচ্ছে ইতিহাসে সব সময়ে দেখা যায় যে, এক দেশের মেয়ে আর এক দেশে বিয়ে হয়ে যায়, যেমন আগের শ্বাশুরী ছিলেন মধ্য প্রদেশের, তারপরের শ্বাশুরী ছিলেন মনিপুরের মেয়ে, আর আমি এসেছি ইউ, পি থেকে। কাজেই আপনাদের ভাষা শিখতে আমি চেষ্টা করছি। আমার কলিগ নৃপেনবাবুকে আমার রিকুয়েষ্ট তিনি যদি আমার টিচার হয়ে যান, তাহলে আমি নিশ্চয় ভাল করে বাংলা শিখে যাব। Now, mv main point is সিদ্ধি কুমার জামাতিয়ার হত্যা, পরিমল সাহার হত্যা, এই সব হত্যা হচ্ছে। আমার বাড়ীতে এসে সিদ্ধি কুমার জমাতিয়া এসে বলেছিল, আমি আগের মতই মুখ্য সর্দার হিসাবে থাকতে চাই, কিন্তু আমাকে আজকে সামাজিকভাবে নষ্ট করা হচ্ছে, আমি অনেকবার বলেছি, যে নিশ্চয় এটার শেষ হয়েছে। বড়বাবু মুকুট জমাতিয়া চুরি করে আমার ভাগিনার বাড়ী থেকে আমার বাড়ী এসেছে। কি দোষ ছিল ঐ সিদ্ধি কুমারের, কেন তিনি চুরি করবেন? সে বার বার বলেছে, ফিরিয়ে দাও বাবু, আমার পাহাড়ীরা চুরি করে না।

তুমি জিনিষগুলি ফিরিয়ে দাও। আর টি, এন, ভির সদস্য বিনন্দ জমাতিয়াকে আত্মসমর্পণ করিয়ে তাকে আপনারা নায়ক বানিয়ে দিলেন। যে ত্রিপুরার হাজার হাজার মানুষকে খুন করেছে তাকে আপনারা নায়ক বানিয়ে দিলেন। এই ভাবে আপনারা মানুষকে কত দিন ফাঁকি দিতে পারবেন। তবে আমি জানি যে সত্যের জয় হবেই হবে। আপনারা জানেন যে যারা ধর্মের উপর ভিত্তি করে চলেন—এই যে পূজা আসছে সেই পূজাতে আমরা কি দেখতে পাই? সেখানে আমরা দেখতে পাই যে দেবী হাজার হাজার বছর অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরাতে এই যে খুন খারাপি চলছে তার জন্য মানুষ কেন প্রমাণের জন্য এগিয়ে আসতে চায় না, মানুষ আজকে ভয়ের জন্য কোন কথা বলতে চায় না আপনারা কি সিকিউরিটি দিতে পারেন মানুষকে? আমি সেদিন সিদ্ধি কুমার জমাতিয়াকে বলেছিলাম যে তুমি থানায় চলে যাও। সেখানে গিয়ে তুমি থানায় তোমার নিরাপত্তার দাবি জানাও। সে জানিয়েছিল আজকেও সে এফ. আই, আর, আছে—has anybody in this House to pick up this issus—আমি নিজে গিয়ে সেদিন তাকে এই কথা বলেছিলাম। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাকে বলা হচ্ছে যে আমি যদি আমার আওয়াজ বড় করি তা হলে আমাকে বলা হয় যে আমি পার্সন্যাল এটাক করি, কিন্তু এই কথা ঠিক নয়। আমি এই কথা বিশ্বাস করি যে, এই ভাবে দোষারূপ করে কোন পার্টিকে ছোট করা যায় না। মিঃ স্পিকার স্যার, মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা যে, প্রস্তাবটি এই হাউসে এনেছে সেটিকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমি এই কথা বলছি যে, পরিমল সাহা আমার পার্টির একজন গরীব কর্মী, তাকে যখন হত্যা করা হল তখন আদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ২ হাজার টাকা দিলেন আর যখন গৌতম দত্তকে হত্যা করা হল তখন দেওয়া হল ৫ হাজার টাকা। এখন এই যে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারটা কে কত টাকা পাবে সেটাও কি নির্ভর করে

কোন পার্টির লোক তার উপর? মিঃ স্পীকার স্যার, কিছুক্ষন আগে আমাদের মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন যে ত্রিপুরাতে টি, এন, ভি,র উগ্রপন্থীর সংখ্যা মাত্র ২০০। এই ২০০ উগ্রপন্থী ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষকে রেখেছে at the point of gun। তিনি আরও বলেছেন যে এই সব উগ্রপন্থীদের মোকাবিলা করার জন্য ১৬ হাজার পুলিশের লোক নিয়োগ করা হয়েছে। এই ১৬ হাজার পুলিশের লোক কি এই ২০০ জনকে ধরতে পারে না এটাই কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? What type of Home Minister he is? এত পুলিশ দিয়েও ত্রিপুরার মানুষের লাইফ, প্রপার্টির সিকিউরিটি দিতে পারছেন না। উনার হাতে এত পাওয়ার, এত পুলিশ ফোর্স, এত গোলা বারুদ থাকা সত্বেও কেন তিনি আজকে ত্রিপুরার মানুষকে সিকিউরিটি দিতে পারছেন না? মিঃ স্পীকার স্যার, একজন ফিলোসোফার একটি সুন্দর কথা বলেছেন—তিনি বলেছেন "poverty in democracy is better then wealth in serfdom." Therefore we conformed our faith in law and freedom and therefore coniequently our dislike of tyrantes whether a group or single. ডেমোকেট্রাস হ্যাজ সেইড পোভার্টি ইন ডেমোক্রেসী ইজ বেটার গনতন্ত্র ইজ বেটার দেন ওয়েলথ। আমরা গোলামী করতে চাই না। ত্রিপুরা রাজ্যে from the very begainning Bengali is our official language. I am proud of it that Bengali was our offical lenguage. ত্রিপুরার মহারাজার ট্রাইবেল ছিলেন সেই বীরচন্দ্র মহারাজ, রাধাকিশোর মানিক্য, বীর বিক্রম মানিক্য মহারাজ তাঁরা যে বাংলায় কলতেন সেই বাংলা যদি আমাকে বলতে বলেন তাহলে সেই বাংলা আমি শিখতে রাজী এবং বলতেও রাজী আছি।

আপনারা জানেন 'রাজমালা' ত্রিপুরার ইতিহাস সেই ইতিহাসকে আপনারা শুধু প্রোপোগান্ডা দিয়ে তাকে নষ্ট করতে পারবেন না। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায়।

শ্রীরসিকলাল রায়—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ২৫ তারিখ মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা মহাশয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেটি আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে আমাদের এই যে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার যে দাবী সেটা আরও আগে আনার প্রয়োজন ছিল। যদিও আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন যে ১৯৮৪ইং পর্য্যন্ত ১২টি খুন হয়েছে এছাড়া সারা ত্রিপুরাতে সন্ত্রাস চলছে। এই কথা স্বীকার করার পরেও আমরা উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার জন্য চাইলে উনারা বলছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি বিরাজ করছে। কিছুক্ষণ আগে আমাদের মাননীয় সদস্য রসিরাম বাবু তাঁর বক্তব্যে বলেছেন ত্রিপুরার রাজ্যে অনর্গল খুন সন্ত্রাস উপজাতি যুব সমিতি

থেকে করা হচ্ছে। এবং এজন্য তিনি ক'টি দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ত্রিপুরাতে যদি খুন সন্ত্রাস চলছে এই কথা স্বীকার করার পরও কেন উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা হচ্ছে না।

আমরা লক্ষ্য করছি এই উগ্রপন্থী সন্ত্রাসবাদীরা কারা? ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা দোষারূপ করছেন বিরোধীদেরকে। সোনামুড়ায় ১৯৮১ সনে মুক্তার হুসেনকে প্রকাশ্য দিনের বেলায় শতশত মানুষের সামনে খুন করা হয়েছিল। এই খুনের আসামীরা তাদের দলের লোকদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। এটা অস্বীকার করতে পারবেন? কাজেই উগ্রপন্থী কারা? আজকে এখানে যখন প্রশ্ন উঠেছে যে ত্রিপুরাকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করতে হবে তখন বাম ফ্রন্টসরকার আতংকে উঠে বলছেন যে, না না তার দরকার নেই। আজকে উপদ্রুত এলাকা এখানে ঘোষিত হলে আপনারা আগে হাণ্ডকাপ লাগিয়ে ঢুকবেন। কারণ আমরা লক্ষ্য করেছি ১৯৮০ ইংরাজীতে মি: জৈল সিং-এর কাছে মাননীয় সদস্য রসিরাম বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তখন মি: জৈল সিং বলেছিলেন আপনারা এটা তদন্ত করে দেখুন। এখন দেখা গেল তিনি পুনরায় প্রভাব খাটিয়ে টিকেট নিয়েছেন। মান্দাইতে রসিরাম বাবুদের মদতে হাজার হাজার পাহাড়ী বাঙালী খুন হয়েছে, সেখানে একটি আসামীকেও না ধরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন যে মান্দাইকে শহর করে দেওয়া হবে। আজকে আপনারা কাদেরকে দেশ থেকে বিতারণ করার জন্য চেষ্টা করছেন? ১৯৪৯—৫০ সালের আপনাদের ইতিহাস ত্রিপুরার মানুষ ভুলে নি। সেই জন্য আজকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণার কথা উঠায় আপনাদের বুক কাঁপছে। আমরা দেখেছি বর্তমানে যিনি মন্ত্রী হয়েছেন তার ইতিহাস। ১৯৮১ সালে আমাদের সোনামুড়া বাসীর মধ্যে থেকে থেকে কিছু ভক্ত তারা একটা জায়গায় কীর্ত্তন করতে গিয়েছিল, সেখানে তাদের দলের গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে তাদেরকে পিটিয়ে দিয়েছিলেন, সেই ভক্তবৃন্দেদেরকে। ঐ গুণ্ডারা এবং এই সরকারের পুলিশ মিলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে পিটিয়েছে।

এইভাবে ওরা ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে। ওরা বলছে যে উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) ওরা সন্ত্রাস করছে। ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারাবেন কেন? আপনারা খোঁজে বের করতে পারেন না? আসামী কারা? আপনারা যা জানেন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তা জানে না। পুলিশ যদি বলে আমরা জানি। তাহলে বিপদ। কারণ উগ্রপন্থীরা তো শাসক বামফ্রন্ট সরকারের পুষ্যপুত্র। আগষ্টের ৬ তারিখ থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত আমি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। সোনামুড়ার আনাচে কানাচে আমি ঘুরেছি। সাধারণ মানুষ বলেছে যে, আমাদের নিরাপত্তা নাই। আমাদেরকে পুলিশ দেন। আমরা জানি, এই বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন না। কাজ হচ্ছে না অথচ টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। পি, ডব্লিউ এর কাজ

করছে কনট্রাকটর। যেখানে করুই কাঠ দেওয়ার কথা সেখানে দেওয়া হচ্ছে নিম্ন মানের কাঠ। আমরা জনসাধারণকে বলেছি যে দেখুন বামফ্রন্ট সরকারের প্রধানের কনট্রাকটরী। আপনাদের পুলিশ কোর্টে কেস দিচ্ছে কিন্তু আসামী জামিন পেয়ে বেরিয়ে আসছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে, ম্যাজিসট্রেট অপদার্থ। আমরা জানি সোনামুড়াতে কিছু পুলিশ অফিসার পাঠানো হয়েছে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যারা করে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য। কিন্তু এ সম্ভব হবে না। সন্ত্রাসবাদীরা এ দেশে থাকতে পারবেনা। কাজেই মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র বাবু এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সমগ্র ত্রিপুরাকে উপদ্রুত ঘোষণা করার জন্য আমি সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

চেয়ারম্যান :— শ্রীনারায়ণ দাস।

শ্রীনারায়ণ দাস :—মাননীয় চেয়ারম্যান, এই হাউসের মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যেকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করার জন্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে দুই চারটা কথা এই হাউসে বলতে চাই। আজকে দেখা যাচ্ছে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে ডাকাতরা কাদের পরামর্শে ডাকাতি করে যাচ্ছে। আজকে লক্ষ্য করছি, সোনামুড়াতে বর্ডার এরিয়াতে রাতে খুন করে মালপত্র নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। সেখানে পুলিশ তার মোকাবিলা করতে পারছেনা। সেখানে শিবনগরে পুলিশ ক্যাম্পে চার জন পুলিশ আছে কোন পুলিশ অফিসার নেই। সেখানে তারা নিজেরাই আত্মরক্ষা করতে পারছে না, জনসাধারণকে রক্ষা করবে কি করে? লক্ষণঢেপাতে ছয়টি খুন হল। যারা খুন করল তারা মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির লোক। যারা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে তাদেরকেই খুন করা হচ্ছে। পুলিশে কেস দিলে সেই কেসের রেকর্ড থানায় থাকে না। এই হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃংখলার অবস্থা। আজকে এটা শুধু মাত্র সোনামুড়াতেই নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের যেখানেই খুন সন্ত্রাস হচ্ছে সেখানেই অপরাধীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে অবাধে। সি আর পি কিংবা পুলিশ ক্যাম্প করেও তাদের রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। মি: চেয়ারম্যান স্যার, লক্ষনঢেপায় খুনের পর সোনামুড়া থেকে ডি এস পি, ডি এম গিয়েছিলেন। তাদের কাছে যারা আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয় নি। সেখানে হরিপদ বৈষ্ণব প্রকাশ্যে দিনের বেলা খুন হয়েছেন। স্বপন শীল, প্রকাশ্যে খুন হয়েছেন। প্রকাশ্যে দিনের বেলায়। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল এই খুনের জন্য তাদেরকে এখন পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয় নি। করলেও মুখ্যমন্ত্রীর কথায় রাতের অন্ধকারে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। অর্জুন দেবনাথ সি পি এম সমর্থক খুন হয়েছেন। এর জন্য কংগ্রেস সমর্থকদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে কোন অসুবিধায় হয় নি। কিন্তু লালমোহন দেবনাথ, হরিপদ বৈষ্ণব এবং স্বপন শীলের খুনের জন্য মাত্র ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাও আবার হরিপদ বৈষ্ণব কিংবা স্বপন শীলের খুনের জন্য কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয়, তাদেরকে কি উপদেবতা এসে খুন করে গেছে? এই ত হচ্ছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃংখলার অবস্থা। আজকে বিধায়ক মতিলাল সরকার বিশালগড়ে যেতে পারেন না কিংবা জুট মিলের সামনে দিয়ে আগরতলায় আসতে পারেন না। যারা জন-প্রতিনিধিকে খুন করাতে শিখিয়েছে তারাই আজকে খুনের ভয়ে ভীত। ডি এস পি অমর দেববর্মার নির্দ্দেশে আজকে খয়েরপুরে পুলিশ গুলি চালিয়েছে। যার ফলে ২টি ছেলে নিহত ও ৩টি ছেলে আহত হয়েছে। হারাধন পাল নামে যে ছেলেটি খুন হয়েছে তার বাড়ীতেই পুলিশ আক্রমণ করেছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশরা শাস্তির ভয়ে অপরাধী ধরার জন্য সচেস্ট হচ্ছে না। কেন না, দেখা গেছে ডাকাতির কেসে পুলিশের গুলিতে ডাকাত নিহত হবার ঘটনার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দ্দেশ সেই পুলিশকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সমগ্র ত্রিপুরাতেই যারা এর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে তাদের সন্ত্রাসবাদী অ্যাখ্যা দিয়ে জেলে পাঠাচ্ছেন। রুদ্রসাগর মৎস সমবায় সমিতির নির্বাচন হচ্ছে না। তাহলে আইন করার কি দরকার ছিল? রেজিস্ট্রারকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে আইন ত্রিপুরায় চালু আছে তা মানা হবে না কেন? যারা লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কেস দিলেও তা গ্রহণ করা হচ্ছে না কিংবা গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। আজকে ত্রিপুরার ২ জন মন্ত্রী কাঠালিয়াতে কন-ফারেন্সে গিয়েছিলেন। তারা সেখানে কি করেছেন? কাজে কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই সন্ত্রাসবাদ যারা সৃষ্টি করছে তাদের কঠোর হস্তে দান করুন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদর মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন তার বিরোধীতা করছি। প্রস্তাবটি দেখে প্রথমে মনে হয়েছিল, সম্ভবতঃ সন্ত্রাসবাদের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে। কিন্তু আলোচনার প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে, অপরাধ। যদি সন্ত্রাসবাদী কার্য্য-কলাপের কথা এখানে আলোচনা করতেই হয়, তাহলে প্রথমেই ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীর নাম আসবে। সেখানকার মত অন্য কোন রাজ্যেই এত বিপদ সংকুল নয়। সেখানেতো কংগ্রেস শাসনই চলছে। আমি যখন দিল্লীতে যাই, তখন রাত্রিকে রাস্তা ঘাট নীরব দেখা যায়। রাত্রিতে কোথাও যেতে চাইলে বলা হয়, রাত্রিতে নয় দিনের বেলায় যাবেন। সম্ভবতঃ আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির জন্যেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজে কাজেই উপদ্রুত অঞ্চল যদি ঘোষণা করতেই হয়, তাহলে দিল্লীকেই প্রথমে উপ-দ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা দিতে হবে। তাঁদের নিজেদের সদস্যদের, পার্লামেন্টের

সদস্যদের তাঁরা রক্ষা করতে পারছেন না। এ জন্য একটু শরম থাকা দরকার। এত বে-শরম হলে চলে না। সম্প্রতি দিল্লী থেকে যারা এসেছেন তাঁরা কি করে আইন-শৃংখলার অবনতির কথা এখানে বলতে পারলেন। নাগরিক চেতনার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সম্ভবতঃ ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গেই আছে যেখানে পুলিশকে নাগরিকদের রক্ষার জন্য সচেতন করা হয়েছে। যেখানে নাগরিকদের অস্তিত্ব বিপন্নের ঘটনা ঘটেছে আমি সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছি পুলিশকে তাদের সক্রিয় থাকার জন্য। ভারতবর্ষের কোথাও এত নাগরিক চেতনা হয় নি। আর দিল্লীর হিসাব যদি নেন, তাহলেও কিছু কম হবে না।

কাজেই এই চেহারাটা কি করে হলো? সমগ্র সাহিত্যের মধ্যে সেক্স, দূর দর্শনের মধ্যে যা দেখানো হচ্ছে তা সেক্স আর ক্রাইমস ছাড়া আর কি শেখাচ্ছেন? যে কেন্দ্রগুলি কেন্দ্রীয় সরকার চালাচ্ছেন সেগুলি হচ্ছে সেন্টারস অব ক্রাইমস এ্যাণ্ড সেক্স। কারন ওরা বেকারদের চাকুরী দিতে পারে না, গরীবদের দারিদ্রতা দূর করতে পারে না। সুতরাং যুবকদের বিপথে চালিত করার জন্য দায়ী হচ্ছেন কেন্দ্রীয় সরকার। স্যার, প্রস্তাবটি এনেছেন টি, ইউ, জে, এস, আর সমর্থন করেছেন কংগ্রেস (আই)। আমি আপনার মাধ্যমে জিজ্ঞেস করতে চাই করে ওরা টি, ইউ, জে, এসের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব নিয়েছেন, একটা কপি উনারা উপস্থিত করুন, টি. ইউ, জে, এস-র "চিনি কক্" নামে একখানি পত্রিকা আছে. সেই পত্রিকায় টি, এন, ভির বিরুদ্ধে একটা খবর বেড়িয়েছে কি কোন সময়? স্যার, একটা খবরও যদি এ সম্পর্কে তাঁরা আপনারা কাছে উপস্থিত করে তাহলে আমি খুশী হব। একটা কথাও নাই। আমি যখন আমাদের নবাগত বিধায়িকার বক্তৃতা শুনছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল আমি তৈদু সম্মেলনে বসে আছি "এই যুবকরা, আমাদের রাজার ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করতে হবে"। কি গণতন্ত্র ছিল তখন? কি চমৎকার ছিল ট্রাইবেলদের জীবন যে, সে জীবনে আবার ফিরে যেতে হবে? কার এ কণ্ঠস্বর? এ হচ্ছে টি, এন, ভির কণ্ঠস্বর। বলছেন—আমাদের রাজ্য ছিল, আমরা রাজ্য হারিয়েছি স্যার, ১৫ই অক্টোবর সামনে আসছে, সে দিন তারা কালো দিবস পালন করবে। একবার এই কালো দিবসে অনেক নিরীহ লোকের প্রাণ গিয়েছে। তাতে আবার টি, এস, এফ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ১৫ই অক্টোবর কালো দিবস, তারা পোষ্টার এবং ফ্ল্যাগ তুলেছেন সেটা টি, ইউ, জে এসের পোষ্টার। ১৫ই আগষ্টে তারা শ্লোগান তুলেছিলেন—১৯৪৯ইং সালের-পর তোমরা যারা ত্রিপুরায় এসেছ, তোমাদের এখানে থাকার অধিকার নেই তোমরা বিদেশী। ১৫ই অক্টোবরের জন্য আমাকে আবার হামলার জন্য ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। জানিনা আমাদের বিধায়িকা সেই ১৫ই অক্টোবরের সাথী হবেন কিনা, টি, এন, ভি, এবং টি, ইউ, জে, এসের সাথী হওয়ার জন্য তিনি এখানে এসেছেন কিনা, এ সম্পর্কে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হচ্ছে। এটা অসম্ভব নয় যে ১৫ই অক্টোবর পালন করার জন্যই তিনি এখানে অনেক দিন পরে এসেছেন। কারন এমন সময়েতে

তিনি এখানে এসেছেন যখন টি, এন, ভি এবং টি, ইউ, জে, এস, কালো দিবসে ডাক দিয়েছে। স্যার, এখানে "লামা কৌতালের" কথা বলা হয়েছে। নিলর্জ্জতার একটা সীমা থাকা দরকার। স্যার, আপনাকে আমি "লামা কৌতালের" পরিচিতিটুকু শুনাচ্ছি। ৮,১,৮৪ইং তারিখে দেওয়ান বাজারের নীরা জমাতিয়া এই "লামা কৌতালের" সংগঠনের জন্য একটা ধানের ক্ষেতে মিটিং করেন এবং সেই মিটিং-এর প্রেসিডেন্ট ছিলেন দেবলীলা জমাতিয়া এবং মেজর ঠিক হন বনবিহারী জমাতিয়া। অনেক টি ইউ, জে এস, নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করা। তারপর এই দলটি বিভিন্ন স্থানে "ককবরকে" যাত্রা করে ডাকাতি আরম্ভ করে। এর নেতৃত্বে যারা রয়েছেন তারা হচ্ছেন—কর্ণ সাধন জমাতিয়া, পবিত্র কুমার জমাতিয়া, চিত্ত জমাতিয়া। এরা সবাই নোয়াবাড়ীর উপজাতি যুবক এবং এরা ক্রমশই সংগঠনকে জোরদার করে তোলেন। আগষ্ট ১৯৮৪তে আরেকটি মিটিং হলো সেই মিটিং-এর কথাই বোধ হয় মাননীয় সদস্য উল্লেখ করেছিলেন। গামাক্কো বাড়ীতে মিটিং বুরবুড়িয়া, রাঙ্গাছড়া এবং কাসকোতে যে মিটিং হয়, সেগুলিতে বিভিন্ন লোক জমায়েত হন। যুবসাধন জমাতিয়া, বাড়ী কাসক্কো এবং সে মালবাসা হাইস্কুলের ছাত্র এবং ত্রিনয়ন জমাতিয়া বাড়ী বুরবুড়িয়া, তার বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অসংখ্য অভিযোগ এর আগেও ছিল। এরা সেই মিটিং-এ লীডিং পার্ট নেয়। এর পর থেকে এরা বিভিন্ন জায়গায় উত্তেজনা মূলক কাজকর্ম করার চেষ্টা করে এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে এদের কাজ শুরু হয় এবং দেখা গেছে পঞ্চায়েত নির্বাচনের উপর এদের প্রভাব পড়েছে এবং এ, ডি, সি, নির্বাচনেও এদের প্রভাব পড়েছে। পুলিশ এই দলটির প্রতি নজর রেখে ধরবার চেষ্টা করে এবং ধরতেও সক্ষম হয়। যাদের ধরা হয়েছে, তাদের নাম হচ্ছে—চিত্তহরি জমাতিয়া, কামলাই, বিষ্ণুপদ জমাতিয়া, ডুলুমা, গোলকহরি জমাতিয়া—দেববাড়ি, চিত্তহরি জমাতিয়া, গামাক্কো, চন্দ্র সাধন জমাতিয়া—ডুলুমা,। ২৬,৯,৮৫ইং তারিখে নূতন বাজার বাস স্ট্যাণ্ডে ত্রিনয়ন জমাতিয় এবং আরও পাঁচজন বোমা, ভোজার এবং কিছু কারেন্সী ১৫৭৩ টাকা নিয়ে পুলিশের কাছে ধরা পড়েছে। এই ত্রিনয়ন জমাতিয়া পুলিশের কাছে স্বীকার যে বিপিন্দ্র জমাতিয়াকে খুন করার জন্য এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র তারা সংগ্রহ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও স্বীকার করেছে যে—সে কিছু টাকা পয়সা সংগ্রহ করেছে নিজেদের টি, এন, ভি, বলে পরিচয় দিয়ে রিয়াং পাড়াতে ডাকাতি করে। এই রিয়াং পাড়াগুলি হচ্ছে—মাত্রার রিয়াং পাড়া, কুমছিয়া এবং অন্যান্য রিয়াং পাড়া যেগুলি অমরপুর সাবডিভিশনের মধ্যে অবস্থিত। পুলিশ এ সম্পর্কে একটি কেস লিপিবদ্ধ করেছে। যেসমস্ত যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, আদালত তাদের সবাইকে জামিনে ছেড়ে দেয়। ৬, ২, ৮৫ তারিখে সারেণ্ডারড এ, টি, পি, এল, ও, নেতা বিনন্দ জমাতিয়া যিনি উপজাতি গণমুক্তি পরিষদেরও নেতা ছিলেন তাঁকে কাসকোতে খুন করা হলো এবং তাঁর সংগে খুন হলো ঋষ্য জমাতিয়া। এই হত্যাকাণ্ডে

লামা কৌতালের কিছু সদস্য জড়িত বলে পুলিশের কাছে প্রমান আছে এবং যুব সাধান জমাতিয়া যে অগাষ্টের মিটিং-এ যিনি লিডিং পার্ট নিয়েছিলেন তাতে গ্রেপ্তার করা হলো এবং সে জামিনে মুক্তি পেয়ে যায়। স্যার, বিনন্দ জমাতিয়া তার মৃত্যুর কয়েক মাস আগে সবশেষে যে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লেখেন তাতে তিনি লেখেন যে তাঁকে দুবার হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল এবং তার মধ্যে অন্যতম নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছে এই যুব সাধন জমাতিয়া এবং বিনয় জমাতিয়া। এ, ডি, সি, ইলেকশানেও সময়েও অস্থিরতা সৃষ্টি করার জন্য ওরা সচেষ্ট হয়। দেবীবাড়ীতে একটা অউপজাতি বাড়ী. নারায়ন সরকারের বাড়ীতে ডাকাতি করা হয়েছে পুলিশ এ সম্পর্কে একটি কেস লিপিবদ্ধ করেছে। এই ডাকাতি যে "লামা কৌতাল" করেছে যারা ধরা পড়েছে তারা এ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি দিয়েছে। নগেন্দ্র জমাতিয়া দেববাড়ী, বীর মোহন জমাতিয়া দেববাড়ী, কর্ন মোহন জমাতিয়া, বাগমা-কাঞ্চন কলোনী এদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এই স্টেটমেন্ট থেকে জানা গেল যে কর্ন মোহন জমাতিয়া যার বিরুদ্ধে অনেকগুলি অপরাধের কেস আছে পুলিশের কাছে, সে একজন "লামা কৌতালের বিশিষ্ট সদস্য এবং সে ডাকাতিতে সে নেতৃত্ব দিয়েছে।

এবং এর মধ্য দিয়ে যে ঠিক একেবারে নির্বাচনের মুহূর্তে একটা অউপজাতির বাড়ীতে ডাকাতি করা হল এটা যে . একেবারে প্রত্যক্ষ-ভাবে বাঙ্গালীদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করার চেষ্টা এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তার চেয়ে ভয়ংকর কাজ হলো ১৯, ৯, ৮৫ ইং তারিখে যখন একটা প্রাইভেট জীপ তৈদু থেকে আসছিল তেলিয়ামুড়ার দিকে তখন এই রনকৌশল গ্রুপ তাদের আক্রমণ করলো, সেখানে বাঙ্গালী খুন হলো এবং ব্যবসায়ীদের জিনিষপত্র লুট হলো। এই ঘটনার নেতৃত্ব দিয়েছিল বিনন্দ জমাতিয়া। বিনন্দ জমাতিয়া গ্রেপ্তার হবার পর স্বীকারোক্তি দেন যে তিনি এই ডাকাতিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা আমি যখন উপস্থিত করছি আমি শুধু টি, ইউ, জি, এসের নেতাদের বলছি না, যাদের নাম আমি উপস্থিত করেছি তাদের মধ্যে কি একজনও আছেন না? এটা আমার বক্তব্য নয় এটা পুলিশ থেকে যে তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছি সেই তথ্যগুলি বিভিন্ন ভাবে প্রমান করে দিতে চাই। মিঃ স্পীকার স্যার, হরিমোহন দেববর্মা যিনি এ, ডি, সির মেম্বার তাঁর উপর হামলার কথা এর আগেও আলোচিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, রি, ডি, সির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে এবং তার জন্য পঞ্চায়েত প্রধানদের পরিবর্ত্তন করতে হয়, তার জন্য পঞ্চায়েত সদস্যদের খুন করতে হবে, কি ভয়ঙ্কর? এর নেতৃত্ব দিচ্ছে কে টি, ইউ, জি, এস এবং দেখলাম টি. ইউ, জি, এসের ছেলেদের গণ্ডাছড়াতে টি, এন, ভিদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। সেখানে একজন গাঁও সভার প্রধানকে ১৩/১৪ দিন আটকে রাখা হলো এবং তাঁকে বলা হলো যে তুমি সি, পি, আই, (এম্) ছাড়বে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের একজন প্রধান পুষ্প রিয়াং তাকে যখন টি, এন, ভির লোকেরা গণ্ডাছড়া থেকে গ্রেপ্তার করে

বাংলাদেশের বর্ডার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেতে বলা হয়েছে তুমি জীবন ভিক্ষা পেতে পার যদি তুমি সি, পি, আই (এম) ছাড়। কিন্তু তিনি প্রাণ দিয়েছেন তবু সি, পি, আই (এম) ছাড়েন নি, এই তো ঘটনাগুলি ঘটছে। মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই আতংকিত, যারা এই রকম প্রস্তাব এনেছেন তাদের আতংকিত করবে এই জন্য আতংকিত হবে যে সি, পি, আই (এম) কে হত্যা করে তো শেষ করা যাবে না, একজন হত্যা করলে তো আরও হাজার জন হবেন। যেখানে গ্রামে আমাদের কর্মীরা থাকতে পারছে না, ঘুমাতে পারছে না, অমরপুর শহরে এসে তাদের আশ্রয় নিতে হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, ওরা তো কোন জায়গায় আক্রান্ত হয় না, এ, ডি, সি'র ইলেকশানের সময় তো এই মাথা থেকে ঐ মাথা পর্য্যন্ত চষে ফেলেছে। কেউ তো ওদের বাড়ীতে যায় নি, কেউ তো ওদের আক্রমণ করে নি কাজেই আজকে এসে বলছেন, না আমরা কিছুই জানি না। মিঃ স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখজনক। সারেণ্ডার অ্যাকস্ট্রিমিস্ট যারা, এমন কি আমাদের বিরোধী দলের নেতা তিনি পর্যন্ত তাদের কেন পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে তার উপর আক্রমণ করছেন। আমি একটু জিজ্ঞাসা করি যে, আর এক ভদ্রলোক ২০ বছর ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন বিদেশে, বিলাতে এবং লড়াই করেছেন আর্মির বিরুদ্ধে। অসংখ্য মানুষকে খুন করেছেন, অসংখ্য ডাকাতি করেছেন, লক্ষ নয় কত কোটি টাকা সেখান থেকে লুণ্ঠন করেছেন তার হিসেব নেই, তাকেও বিলেত থেকে আনতে হয়েছে। তাকে পুনর্বাসন টাকায় নয়, রাজ্য ছেড়ে দিতে হয়েছে। সেখানে কংগ্রেস (আই) এর রাজত্ব, সেখানে বলতে হচ্ছে যে আমরা সরে যাচ্ছি আপনি আসুন, এটা কোন সমালোচনার বিষয় নয়? এটা ভুল তথ্য মাননীয় সদস্য শ্রীভট্টাচার্য্য যেটা দিয়েছেন পাঞ্জাবে, পাঞ্জাবে নয়, আরও বেশী দাও। যারা সারেণ্ডার করেছেন, যারা স্বাভাবিক জীবনে চলে আসছেন তাদের উপর এত বিক্ষোভ, তাদের যাতে আক্রমন করা হয় তার জন্য সমস্ত ষড়-যন্ত্র, তার জন্য রণকৌশল তৈরী করা হচ্ছে, তার জন্য টি, এন, ভি পোস্টার দেওয়া হচ্ছে। ব্যাপারটা কি আমি বুঝতে পারছি না, ওরা কি চাইছেন? ওরা চাইছেন ডিসস্টাড্ এরিয়া হোক, আর্মি আসুক, রাষ্ট্রপতির শাসন হোক, কাজেই এই সমস্ত ষড়-যন্ত্র সৃষ্টি করে যাতে দিল্লী থেকে সাহার্য্য করা যায়। কি ভয়ঙ্কর জিনিষ? আমি মাননীয় সদস্যদের একটু চিন্তা করে দেখতে বলি এটা সি, পি, আই, (এমের) বিরুদ্ধে নীতি নয়, এটা দেশকে টুকরো টুকরো করার নীতি নয়, এটা ত্রিপুরাকে ধ্বংস করার নীতি নয়, যারা ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন আমি বিশেষ করে তাদের বলছি, এটা বুঝতে হবে যে সাপ নিয়ে খেলা করা যায় না, সাপের ঔষধ লাঠি, সে পোষ মানুক, দাত থাকে আর নাই থাক মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি লক্ষ্য করছি যে ডিস্টার্বড্ এরিয়ার জন্য একেবারে চোখের জল ফেলছেন। পাঞ্জাবে ডিস্টার্ব এরিয়া কিন্তু পাঞ্জাব ডিস্টার্বড্ এরিয়া নয়। ডিস্টার্বএরিয়ার ভয়ঙ্কর সব আইন তৈরী হয়েছে

স্পেশাল কোর্ট তারপর প্রেসিডেন্সিস রোল একটাওতো বাদ যায় নি। জনসাধারন কি রকম পছন্দ করেন গতকাল ওদের কাছে জানিয়ে দিয়েছেন। কি রকম চুমু খাচ্ছে? আমি আসলে চুমু খায় না, আমি চুমু খাওয়ার জিনিষ নয়। এটা বুঝতে হবে, মাননীয় সদস্য মাথা নাড়াচ্ছেন, কারণ তাঁর সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন বলে বিশ্বাস করেন।

এইটা মনে রাখতে হবে যে জনসাধারণের বুকের উপর অস্বাভাবিক রাজত্ব চালানো যায়না. জনসাধারণের বুকে স্বৈরাচার শাসন চালানো যায় না, জনসাধারনের বুকের উপর অস্বাভাবিক আইন চালানো যায়না, দমন পীড়নের আইন চালানো যায়না। মাননীয় স্পীকার স্যার আমি কংগ্রেস (আই)কে বিশেষ করে আবেদন করব যে আপনারা অশুভ বিবাহ থেকে সরে যান। তাতে ত্রিপুরার মঙ্গল হবে। আমাদের টি, এন, ভিকে শায়েস্তা করতে সাহায্য হবে। টি, এন, ভি, মনে করছে আমাদের সঙ্গে টি, ইউ-জে, এস, আছে, টি, ইউ, জে এসের সঙ্গে দিল্লী আছে। একা মহারানী টি এন ভিকে সাহায্য করতে পারবে না। যদি আপনারা সাহায্য না করেন, দেশ বিদেশের সাহায্য নিয়েও তা পারবেন না। তার অনেক বিদেশে বন্ধু আছে। দেশের বিদেশের বন্ধুরে নিয়েও পারবেন না, যদি এখানে কংগ্রেস (আই)এর বন্ধুরা তাদের পেছনে না দাঁড়ান। এই হচ্ছে তাদের কাছে আবেদন। আপনারা তাদের পেছনে দাঁড়াবেন না। এইটা খেলার কথা না যে, আমরা ৪৩০ জন অ্যাক্সট্রিমিস্টকে স্যারাণ্ডার করাতে পেরেছি। এইটা খেলার কথা না এখন একটা লোকও বাংলাদেশ যেতে পারছে না, এইটা খেলার কথা নয় তাদের সংখ্যা যেখানে ৩০১ ছিল এখন ১০০ আছে কিনা সন্দেহ, বাংলাদেশে তার চেয়ে কম, এইটা খেলার কথা নয় তারা আজকে বিভক্ত। তারা ভাবছে সার‍্যানডার করবে কি করবে না অর্থাৎ ডিমরেলাইজড্ হয়ে আছে। তার জন্য হিসাবের বাইরে বিভিন্ন রকম সন্ত্রাসমূলক কাজ নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে খুন করার জন্য এইসমস্ত ষড়যন্ত্র করছে। এইটা মনে রাখতে হবে রাজনীতিগতভাবে ছাড়া এই কাজ করা যায় না। যারা আইনের জন্য এত চীৎকার করেন, কেউ কেউ বলছে যে ১৫-১৬ ব্যাটেলিয়ান আছে। আমি বলছি যে এই রাজ্যে অন্য রাজ্যে যা আছে তার অর্দ্ধেক আছে ত্রিপুরায়। হিসাব করে দেখুন না। এত অজ্ঞতার পরিচয়দেন কেন? যেখানে ৪ লক্ষ ৫ লক্ষের মত জনসংখ্যা সেখানও এর ডবল আছে। [এই কথা বলার প্রয়োজন নেই যে আরমি আনলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, বরং উল্টো দেখছি। প্রধানমন্ত্রীকে বলতে দেখছি যে কোন সমস্যার সমাধান করে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন যে আরমি কথায় কথায় পাঠাতে পারবনা, আরমি সমস্যার সমাধান করে না। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে রাজনীতিগত সমস্যার সমাধান। টি, ইউ, জে, এস, না দেখতে পারেন, কংগ্রেস (আই)-রা কেন দেখেন না? আপনাদের নেতারা বলছেন যে এইটা

রাজনীতিগতভাবে সমাধান করতে হবে। আজকে যদি সি, পি, আই, (এমে)র পাঞ্জাব সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে হাত মিলাতে পারেন এবং প্রধানমন্ত্রী যদি স্বীকার করে থাকেন যে একমাত্র সি, আই, (এম) পাঞ্জাব সমস্যার ব্যাপারে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে তাহলে এইখানে কেন পারেননা আমাদের সঙ্গে হাত মেলাতে? মাননীয় স্পীকার স্যার আমি সিদ্ধান্ত করেছি এদের ডাকব, শুধু এদের নয় মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া তিনিও দাঁড়িয়েছিলেন এসে আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন, আমি তাকে বলেছি এই সমস্ত বন্ধ করুন, আমরা আপনাদের সঙ্গে বসব কংগ্রেস (আই)-এর সঙ্গে বসব, সব বিরোধী দলের সঙ্গে বসব। আমরা দেখব আমরা এক সঙ্গে বসে টি, এন, ভিব মোকাবিলা করতে পারি কিনা। যারা কট্টর টি, এন, ভি, তাদের জন্য কি শাস্তি হবে আপনারা সেটা বলবেন, যারা বিভ্রান্ত তাদের মূল পথ থেকে স্বাভাবিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু করা যায় কিনা সেটা আপনারা বলবেনা। এই আমি আবেদন রাখছি এইখানে যারা বিরোধী দলের সদস্য আছেন আমি আশা করব এই সম্মেলনে তারা সহযোগিতা করবেন। এইটা আমাদের দেশের স্বার্থ রক্ষা প্রশ্ন এইটা আমাদের রাজ্যের স্বার্থ রক্ষার প্রশ্ন। কাজেই এই কাজে আমি বিরোধী দলকে সঙ্গে নিতে চাই। স্যার, আমাদের বিধায়ক মজুমদারের জন্য রেখেছি, স্যার, আমার এখানে একটি লিষ্ট আছে। লিষ্টটা হচ্ছে নেইমস অফ কিলড্ পিউপিল্ বাই টি, এন, ভি, টি. ইউ, জে, এস, এ্যাণ্ড কংগ্রেস (আই) ডিউরিং দি পিরিয়ড ফ্রম ১৯৮৩-১৯৮৪। ১ বৎসরের হিসাব আপনার সামনে রাখছি। এই ১ বৎসরের হিসাব হচ্ছে ১৭৫ কিলড্। তার মধ্যে ৩৬ কংগ্রেস (আই) এর হাতে খুন হয়েছে। মাননীয় সদস্য যারা বিরোধী দলের আছেন তারাও একটা লিষ্ট দিন সি, পি, আই, (এম)র হাতে কতজন খুন হয়েছে। তাহলে বুঝতে পারব আমরাই আক্রমণকারী। কিনা কত আত্মরক্ষাব অধিকার সবাইর আছে। আমার বাড়ীতে এসে কেউ যদি কেউ আমাকে খুন করে আমরা ত গান্ধীজির কাছে শিক্ষা লাভ করেছি। কি শিক্ষা পেয়ে এসেছেন? আজকের কথা না, ২৫ সনের কথা। আমাদের পার্টিতে কোন কাওয়ার্ডের স্থান নেই। যে নিজে আত্মরক্ষা করতে পারে না, যে প্রতিবেশীকে বাঁচাতে পারে না আক্রান্ত হলে পরে, তার স্থান নেই। আত্মরক্ষার অধিকার সবাইর আছে। স্যার, এইখানে এই লিষ্টটি সাবমিট করলাম। এখন ওদের মুখ শুকিয়ে গেছে। বিধায়িকার মুখ শুকিয়ে গেছে। তার কনষ্টিটিউন্সিতে ইলেকশানের আগে যে খুন হয়েছে তার নাম নেই। সেই নাম দিলে শুধু ১৭৫ না, আরও ১৭৫ হয়ে যাবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি অনেক সময় নিয়ে নিয়েছি। এর পরে আর একটা গুরুত্বপূর্ন প্রস্তাব আছে। আমি এইখানে আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই এবং এইকথা বলতে চাই যে আমাদের এই আলোচনার মধ্য দিয়ে দিল্লীতে ক্রাইমস হচ্ছে বলে ত্রিপুরাতে ক্রাইমস হবে এইটা কোন কথা হয়। কমাতে হবে, দিল্লী কমাতে পারিনি, এইখানে যেহেতু জনসাধারনের সরকার

আছে দিল্লীতে জনবিচ্ছিন্ন সরকার। আমলা দিয়ে সরকার চলেনা, এটা হচ্ছে জনাধারণের সরকার। কাজেই আমি আশা করছি আগামীদিনে আরো ভাল করে আমরা এইসব ক্রাইম বন্ধ করতে পারব জনসাধারনে সহযোগিতা নিয়ে এই আশা নিয়ে, এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা। আপনার রাইট অফ রিপ্লাই আছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে দেবেন।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ট্রেজারী বেন্চ থেকে যেসব বক্তব্য শুনলাম তার সারমর্ম হল যে, নিজের দোষ অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়া পারিপার্শ্বিক রাজ্যগুলির সমস্ত উদাহরন দিয়ে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বুঝাতে চেয়েছেন যে উনারা কংগ্রেস (আই)য়ের চরিত্র থেকে কোন পার্থক্য নেই। দিল্লীতে উপদ্রুত এলাকা ঘোষনা হলে পরে এখানে হবে। আর পাঞ্জাবে এখানে তিনি একটি কথা বলেছেন যে, না উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা কি মিলিটারী নামিয়ে সেখানে শান্তি আনা যায় না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা থেকে বাইরে গিয়ে দিল্লীর মাটিতে পাড়া দিয়ে বললেন উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষনা কর, মিলিটারী নামাও নেহীত দিল্লী নেহী বাঁচেগা। দিল্লীতে উনি হিসাব দিয়েছেন হাজার হাজার খুন হয়ে গেছে। ত্রিপুরাতে যেখানে হাজার হাজার নারী ধর্ষন, জাতি উপজাতি খুন হয়ে গেল তার হিসাব উনার ছাড়া কাছে নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এইসব অন্যের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে নিজের দোষ ছাপাই করা কিছু নয়। এইখানে লক্ষ্য করছি যেখানে মন্ত্রীদের পুলিল পাহাড়ার মধ্যে পার্থক্য। মুখ্যমন্ত্রীর টি, পি, দিয়ে চলে কিন্তু উপ-মুখ্যমন্ত্রীরকে সি, আর, পি, দিয়ে পাহাড়া দিতে হবে, পাহাড়ার ব্যবস্থাকেও আরও কঠোর করতে হবে। আইন শৃংখলা কোথায় নেমে গেছে? মাননীয় স্পীকার স্যার, একজন মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসের মধ্যে কত বড় কমনিউন্যাল হলে পরে এইকথা বলতে পারেন, মাননীয়া সদস্যা মহারাণী বাংলা জানেন না। তাহলে এইখানে ট্রেজারী বেঞ্চের কতজন ককবরক জানেন, আমি যদি এই প্রশ্ন করি? এইসব কথা এইখানে উঠতে পারে না।

"লামা কীতালের" যে সমস্ত তথ্য তিনি দিয়েছেন সে সব মিথ্যা। লামা কীতালের সভাপতি ছিলেন বিনন্দ জমাতিয়া, সহ-সভাপতি ছিলেন বিপিন্দ্র জমাতিয়া, সেক্রেটারি ছিলেন উপহরণ জমাতিয়া, ক্যাসিয়ার ছিলেন জগদীশ জমাতিয়া, ধ্রুব জমাতিয়া, "লামা কীতালের" সদস্য, ত্রিনয়ন জমাতিয়া সেও "লামা কীতালের" সদস্য, যারা এরেষ্ট হয়েছে। তারা আবার সি, পি, এমের সদস্য ও সক্রীয় কর্মী এবং সি, পি, এম সমর্থক। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি এসব খুন-সন্ত্রাস বন্ধ করার

ব্যবস্থা করতে। এই বলে এই প্রস্তাবকে সর্বাত্মকরণে সমর্থন করছি এবং ট্রেজারি বেঞ্চের সকল সদস্যের সমর্থন আহ্বান করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা কর্তৃক আনিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

(রিজলিউশনটি ভোটে বাতিল বলে গণ্য হয়)।

আমার কাছে অন্য আরো রিজলিউশনও আছে এবং তাতে যাবার আগে আপনাদের কাছে একটি ঘোষণা দিচ্ছি। কয়েকজন সদস্য কয়েকজন শর্ট ডিসকাশন নোটিশ দিয়েছেন তাদের যেগুলি গৃহীত হয়েছে এবং কবে আলোচিত হবে তা জানিয়ে দিচ্ছি।

সদস্য বা সদস্যদের নাম	বিষয় বস্তু	উত্থাপনের তারিখ
শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার	"ধানক্ষেতে ইচি-পোকার ব্যাপক আক্রমণ কৃষকদের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে"	৩০-৯-৮৫
শ্রী ভানু লাল সাহা	"সম্প্রতিক চিনির সংকট সম্পর্কে"।	৩০-৯-৮৫
সৈয়দ বাসিত আলী	"গ্রামাঞ্চলে বর্তমানে পানীয় জলের অভাবজনিত সমস্যা সম্পর্কে"।	১-১০-৮৫
শ্রীসুনিল কুমার চৌধুরী শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস	"পাটের দাম নিম্নগতি হওয়ায় জে, সি, আই-এর ভূমিকা এবং কৃষকদের আর্থিক সংকট সম্পর্কে"।	৩-১০-৮৫

শ্রী সুধীর মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায় এনেছিলেন ইচি-পোকা সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আরেকটি নোটিশ পেয়েছিলাম, কিন্তু সেটিতে সাবজেক্ট মেটার উল্লেখ নাই তাই গৃহীত হয়নি।

এবার আমি পরবর্তী রিজলিউশনে যাচ্ছি। রিজলিউশনটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার। এখন আমি মাননীয় সদস্যকে রিজলিউশনটি মোভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমাণিক সরকার :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রিজলিউশনটি হচ্ছে—ত্রিপুরা বিধান

সভা মনে করে যে, নিম্নলিখিত কারণে ত্রিপুরা রাজ্যে সপ্তম পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কর্মসূচী অন্তর্ভূক্তি করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে—

১। ত্রিপুরায় সম্প্রতি প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে গ্যাস ভিত্তিক রাসায়নিক সার কারখানা, গ্যাস ভিত্তিক কাগজকল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিন্তু রেল সম্প্রসারণের অভাবে তা করা যাচ্ছেনা।

২। ত্রিপুরায় রাবার উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাবার ভিত্তিকও বণজ সম্পদ ভিত্তিক মাঝারী ধরণের ও ছোট শিল্প গড়ে তোলার উজ্জল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যার জন্য রেল যোগাযোগ অবশ্য কাম্য,

৩। ত্রিপুরায় শিক্ষক ও অর্ধ শিক্ষিত কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত বর্ত্তমান বেকারদের সংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার এবং প্রতি বৎসর এই সংখ্যা অনুমান ১৫ হাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে এই অবস্থায় উপরোক্ত শিল্প সমূহ গড়ে না তোলে বেকারদের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়,

৪। ত্রিপুরা প্রায় চারদিক থেকে বাংলাদেশ বেষ্টিত এবং বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় দেশরক্ষার প্রয়োজনে রেল যোগাযোগ প্রয়োজন,

৫। ত্রিপুরায় কয়লা নাই, পাথর নাই, খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্য বাহির থেকে আমদানী করতে হয় যা রেল যোগাযোগ না থাকায় প্রতিনিয়ত সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে,

৬। ত্রিপুরা এমন একটি রাজ্য যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৪৪ জন তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত এবং শতকরা প্রায় ৭০ জন পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু। রেল যোগাযোগ না থাকার ফলে কৃষকরা কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাননা। ফলে এ রাজ্যে জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে যা ভারতবর্ষে বিরল। রেল যোগাযোগ ছাড়া এই অবস্থার কোন পরিবর্তন সম্ভব নয়।

৭। ৮০ সালের জুন দাঙ্গার পর কেন্দ্রীয় সরকার দীনেশ সিং কমিটি গঠন করে ত্রিপুরায় পাঠান। সেই কমিটি জাতীয় সংহতি ও ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন তা হল ত্রিপুরার দ্রুত রেল সম্প্রসারণ।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিধানসভা গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে দাবী করছে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার অর্থ ও রেল দপ্তর এবং পরিকল্পনা কমিশন ২২ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর জীবন-জীবিকা ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য ৭ম পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করুন।"

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি রেল সম্প্রসারণের জন্য ২য় দফায় প্রস্তাব এনেছি। এর আগেও আরেকবার প্রস্তাব এনেছিলাম এবং পাশ হওয়ার পরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান হয়েছিল। আমি তাই এখন কোন বিস্তারিত আলোচনায় যাচ্ছিনা, কারণ আমার প্রস্তাবে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে। কাজেই যারা ত্রিপুরার ভাল চান এবং ত্রিপুরাবাসীকে ভালবাসেন তারা সকলে আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যরা যদি কেউ আলোচনা করতে চান করতে পারেন। মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর মজুমদার।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মাণিক সরকার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটার বিরোধিতা করছি। কাজেই স্বাভাবিকভাবে এই হাউজে এই ধারণা হতে পারে যে কংগ্রেস (ই) ত্রিপুরা রাজ্যে রেল সম্প্রসারণ চায়না, ত্রিপুরা রাজ্যে শিল্প হউক তা চায়না, এরকম অভিযোগ আসতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি এটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে। নিজেদের ব্যর্থতা এবং নিজেদের সাড়ে সাত বছরের শাসনের ব্যর্থতা ঢাকতে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। এই প্রস্তাবে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ চাওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা আছে আগরতলা হয়ে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করা এবং সে অনুসারে দফায় দফায় রেল ত্রিপুরা রাজ্যে সপ্রম্সারিত হচ্ছে। রেল এমন জিনিষ নয় যে চাইলেই রাতারাতি করে দেওয়া যাবে।

আজকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল এসেছে। সেখান থেকে আসছে কুমারঘাট। এই কুমারঘাটে আমরা প্রাক্তন রেলমন্ত্র এ, বি, এ, গনিখান চৌধুরীর মুখে শুনেছি যে ১৯৮৫ সালের মধ্যেই এসে যেত। এই রকম একটা প্রোপজল ছিল। ১৯৮৫ সালে কুমারঘাটে রেল আসার কোন বাধা ছিল না, কিন্তু বাঁধা এল কোথা থেকে? এরা বিধানসভায় বলেছেন যে, রেল চাই রেল চাই। কিন্তু কার্য্যত দেখা যায় রেল যখন আসবে তখন তারা জমি দেবেন না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী: মিঃ স্পীকার স্যার, এটা অবজেকসানেবল। মাননীয় সদস্য এখানে যে বিবৃতি দিয়েছেন সেটা সম্পূর্ন অসত্য।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার: সুতরাং এই রাজ্যে রেল আসতে হলে রাজ্য সরকারেরও যে সহযোগিতার প্রয়োজন রয়েছে সে রকম কোন মনোভাব রাজ্য সরকারের মধ্যে নেই। কেন্দ্রিয় সরকার তথা কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার চান যে এই রাজ্যের আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ আসুকতারপর আগরতলা থেকে রেল পথ যাবে সাব্রুম পর্য্যন্ত। কাজেই এই

বিষয়ে যে বিধানসভায় একটা প্রস্তাব এনে বাজিমাত করা হচ্ছে এতে সময়ের অনেক অপচয় হচ্ছে।

প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে যে, রেল না থাকায় ত্রিপুরার শিল্প ব্যহত হচ্ছে। এটা অবশ্য ঠিক যে কোন রাজ্যকে শিল্পে উন্নত করতে হলে সে রাজ্যে আগে রেল সম্প্রসারণ করা চাই। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার বার বার দাবী করছেন যে ত্রিপুরায় আরো শিল্প প্রতিষ্ঠান চাই। অথচ আমরা দেখেছি যে, একটি জুট মিল ত্রিপুরাতে রয়েছে সেটি সরকারের ব্যর্থতার দরুন আজকে এতে কোটি কোটি টাকা লোকসান হচ্ছে। কেন্দ্রিয় সরকার এই রাজ্যে শিল্প স্থাপন করতে চান এবং সে জন্য রাজ্য সরকারকে কোটি কোটি টাকা দিয়েছেন, কিন্তু সে অর্থ গেল কোথায়? আজকে কৃষিমন্ত্রী যে তথ্য দিলেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরায় যে চাল ও গম উৎপন্ন হয় তার দ্বারা ত্রিপুরার নয় মাস খাদ্যে চলে। অথচ তারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে হাজার হাজার মেট্রিক টন চাল ও গম আনছেন। এত চাল এবং গম গেল কোথয়ে? অর্থাৎ একটা দপ্তর ভালভাবে কাজ করছে তা দেখানোর জন্য এইরূপ অসত্য তথ্য এই হাউসে পরিবেশন করা হচ্ছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের গত আট বৎসরের যে ব্যর্থতা সে ব্যর্থতার জন্য আজকে তাদের এই প্রস্তাবকে আমরা কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। আমি এই প্রস্তাবটির বিরোধীতা করেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর নাথ।

শ্রী সমীর কুমার নাথ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই সভায় মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে আগরতলায় রেলপথ সম্প্রসারনের যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সে প্রস্তাবকে সমর্থন করেই আমার বক্তব্য শুরু করছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি যে, এই ত্রিপুরাতে গত ২০ ২৫ বছরের আগে ধর্মনগর পর্যন্ত মাত্র কয়েক কিলোমিটার রেললাইন এসেছে। এর পর আগরতলা পর্যন্ত রেললাইন আনার জন্য রাজ্য সরকার বার বার প্রস্তাব করছেন কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার সে প্রস্তাবে সাড়া দেন নি। ফলে যোগাযোগ ও পরিবহণের অ-ব্যবস্থার ফলে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভালভাবে পরিবহন করা যাচ্ছে না। বামফ্রন্ট সরকার সে পরিবহন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। কিন্তু সে কার্যে বার বার বাঁধার সৃষ্টি করে চলছেন কেন্দ্রিয় সরকার।

এই ত্রিপুরায় যে সকল শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার রয়েছেন তাদের কর্মসংস্থানের জন্য ত্রিপুরাতে অধিক পরিমাণে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য যে কাগজকল বা আরেকটি জুটমিল এই ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার যে পরিকল্পনা ছিল তা রেল লাইনের অভাবে ব্যহত হচ্ছে। ত্রিপুরার সঙ্গে মূল ভারত ভূখণ্ডের যোগাযোগ

রক্ষাকারী পথ হচ্ছে আসাম-আগরতলা রোড। ত্রিপুরার প্রয়োজনীয় সকল প্রকার নিত্য দ্রব্য বাইরে থেকে আনতে হয়। সে দ্রব্যগুলি প্রথমে ধর্মনগর রেল স্টেশনে রেলে করে আসে। তারপর সেখান থেকে লড়ি করে ত্রিপুরার বিভিন্ন অংশে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে পরিবহনবাবদ অত্যধিক খরচ গড়ে ফলে জিনিষপত্রের দাম বেড়ে যায়। তাছাড়া যে কোন সময় আসাম-আগরতলা রোডে পণ্য পরিবহন করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। তাই এইভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে পেঁছে দেওয়া খুবই অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। তাই রাজ্য সরকার বার বার এই বিধানসভায় রেলের দাবীতে প্রস্তাব পাশ করে কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট পাঠিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রিয় সরকার রাজ্য সরকারকে হেনস্তা করবার জন্যে এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখান করছেন। এটা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার পরে যে কেন্দ্রিয় কমিটি ত্রিপুরায় এসেছিলেন তাদের কাছেও ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন স্থাপন করবার জন্য দাবী জানানো হয়েছিল। এবং এই দীনেশ সিং কমিটিও তাদের রিপোর্টে ধর্মনগর থেকে আগরতলা হয়ে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন স্থাপন করবার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সাব্রুম তো পরের কথা আগে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল আসুক। তারপর সাব্রুমের চিন্তা হবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি কেন্দ্রের কংগ্রেস (ই) সরকার তার বিরোধীতা করছেন। আমরা জানি যে, পাঞ্জাবকে চণ্ডিগড় দেবার জন্য পাঞ্জাবে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল পরে কেন্দ্রিয় সরকার পাঞ্জাবকে চণ্ডিগড় দিতে বাধ্য হয়েছেন। আমরাও ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন বসাবার জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি তাহলে কেন্দ্রিয় সরকার আমাদের যে দাবীকে পূরণ করতে বাধ্য হবেন। আর এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার ঠাট্টা কার বলেছেন যে, বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য যে সকল বিল আনেন কোনটাই তারা সমর্থন করেননি বা করবেন না। তাই আজকে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় রেল লাইন আনার জন্য যে, প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাবকে তারা সমর্থন করতে পারছেন না। কারন তারা মনে করেছেন যে তারা যদি সমর্থন করেন এবং এই প্রস্তাব পাশ হয়ে যাবার পর বামফ্রন্ট সরকারের দাবী অনুযায়ী ত্রিপুরায় ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন বসানো হয়ে যায় তাহলে সেটা বামফ্রন্ট সরকারে ক্রেডিট হবে। এই জন্যই তারা বামফ্রন্ট সরকারের কোন জনকল্যাণমূলক বিল বা প্রস্তাব সমর্থন না করে তার বিরোধীতা করেন।

কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন, ত্রিপুরা বিধানসভা মনে করে যে নিম্নলিখিত কারনে ত্রিপুরা রাজ্যে সপ্তম পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রিয় সরকারের বাজেটে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনের কর্মসূচী অন্তর্ভূক্তিও করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে—' আমি এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার ৭ম যোজনায় ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। এই প্রস্তাবে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার বিস্তারিত ব্যাখ্যা রেখেছেন। কাজেই এটা খুব বেশী আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। এই বিধানসভায় বার বার রেল সম্প্রসারণ সম্পর্কে প্রস্তাব এসেছে। রেল একটা দেশে বা একটা রাজ্যের অগ্রগতির প্রাথমিক সোপান। রেল ছাড়া কোন দেশের বা কোন রাজ্যের অগ্রগতি হয় না। কিন্তু আমরা দুঃখের সংগে লক্ষ্য করছি যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার ৩৭ বছর পরেও ত্রিপুরা রাজ্যে রেল সম্প্রসারিত হয় নাই। পর পর কয়েকটা পরিকল্পনা রূপায়িত হয়ে গেছে। আমরা এই কথা বলছি না যে, পরিকল্পনাগুলিতে কিছুই হয় নি। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে মাত্র পাঁচ শতাংশ লোকের এতে উপকার হয়েছে। ভারতের অগ্রগতি হয় নি, একথা বলছি না।

ভারতের শিল্পপতিরা বিদেশে গিয়ে রেল নাই তৈরী করছেন। আমরা এই কথা বলছি না যে, ত্রিপুরা রাজ্যে যখন রেল লাইন হচ্ছে না তখন বিদেশে গিয়ে রেল লাইন তৈরী করা উচিত নয়। কিন্তু কেন ত্রিপুরা রাজ্যে আজ ৩৭ বছর পরেও মাত্র ১১ কিলোমিটার রেল লাইন থাকবে? এই ত্রিপুরা রাজ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ছিন্নমূল হয়ে উদ্বাস্তুরা এসেছেন। এই উদ্বাস্তুদের সুখ-সুবিধা করে দেওয়ার দায় দায়িত্ব তো কেন্দ্রীয় সরকারের। দেশটা যখন ভাগ হলো তখন তো এই কংগ্রেস সরকার সেই দায়িত্ব নিয়েছিলেন যে তাদের সুখ-সুবিধা দেখবেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার সেটা পালন করছেন না। যার ফলে এই রেল লাইনের দাবীতে ত্রিপুরা রাজ্যে আন্দোলন করতে হয়, বন্‌ধ ডাকতে হয়। এর চেয়ে বড় লজ্জাকর আর কি থাকতে পারে? ত্রিপুরা রাজ্যে রেল চাই না এমন কথা কেউ বলতে পারেন কোন সুস্থ মস্তিস্কের লোক, তা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু বিরোধী দলের নেতারা এটা কেন গ্রহণ করতে পারছেন না সেটা আমি বুঝতে পারছি না। রেল লাইন তারাও চান। কিন্তু যেহেতু এই প্রস্তাব বামফ্রন্টের নিকট থেকে এসেছে সেহেতু এটাকে তাঁরা গ্রহণ করতে পারছেন না।

এই প্রসঙ্গে পাঞ্জাব চুক্তির কথা মনে পড়ে। সেখানে যে অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজ করছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে চণ্ডীগড় পাঞ্জাবকে দিয়ে দেওয়া হোক এবং শেষ পর্যন্ত অনেক জল ঘোলা করে আমাদের প্রস্তাব মত চণ্ডীগড় পাঞ্জাবকে দিয়েই পাঞ্জাব চুক্তি করতে হল। সুতরাং ভাল জিনিষ সব সময় তাদের হজম হয় না। তাই তাঁরা সেটা গ্রহণ করতে পারেন না। কাজেই সুধীর বাবুরা ঠেকে শিখেন। কাজেই আমি আশা করি যে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এই প্রস্তাবকে সরাসরি গ্রহণ করবেন। মাননীয়

সদস্য মানিক সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জানুষের স্বার্থে এই প্রস্তবকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য মানিক বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন এটা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক। নতুবা এই প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য মানিক বাবুকে ধন্যবাদ অবশ্যই দেওয়া যেত। উনি বলেছেন যে আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে এবং এর আগেও অনেকবার এই প্রস্তাব হাউসে এসেছে। কিন্তু উনার এই প্রস্তাব দেখে মনের মধ্যে যে সন্দেহ ছিল সেটা আজকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে বামফ্রন্ট সরকার আদৌ চায় না যে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারিত হোক। যেমন কয়েকটা জিনিস এখানে বলেছেন, কাগজকল, গ্যাস—ভিত্তিক রাসায়নিক সার কারখানা, রাবার—ভিত্তিক ছোট ছোট ও মাঝারী ধরণের শিল্প কারখানা গড়ে তোলা ইত্যাদি। কিন্তু আমি বলতে চাই যে এর আগে ত্রিপুরা রাজ্যে বহু ছোট ছোট শিল্পী ছিল, যেমন খাদেশ্বরী চিনি কল, বিড়ি শিল্প। এই গুলির জন্য তো রেল লাইনের দরকার ছিল না। এইগুলি তো বামফ্রন্ট সরকারের দলবাজীর ফলে বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই আমি বলতে চাই যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁরা এই বিধানসভাকে যেভাবে ব্যবহার করতে চাইছেন এটা গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে অত্যন্ত নিন্দনীয় ব্যাপার। এবং এই বিধান সভায় প্রস্তাব আনাটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনি নিশ্চয় জানেন যে ধর্মনগর থেকে ভারতের অন্যান্য অংশের সংগে রেলের মাধ্যমে আমাদের যোগাযোগের ব্যবস্থা আছে। সেখানে প্রতি দিনই একটা করে সার্ভিস চালু আছে। কিন্তু কতিপয় আন্দোলনকামী নেতাদের কার্য্যকলাপের ফলে, সেই সার্ভিসগুলিও নিয়মিত চলাচল করে না। যেমন যে ট্রেনটা বেলা ১১ টায় ধর্মনগরে এসে পৌছার কথা, সেটা বেলা আড়াইটায়ও এসে পৌছাচ্ছে না। ঠিক এমন ভাবে তথা কথিত নেতাদের কার্য্যকলাপের জন্যই রেলগুলি যেখানে সময় মত চলার কথা সেখানে সময় মত যাতায়ত করছে না, ফলে যাত্রী সাধারণের নানা অসুবিধা হচ্ছে। তাই, যে সার্ভিসগুলি আছে, সেগুলি যাতে স্বাভাবিক ভাবে যথাসময়ে যাতায়ত করতে পারে, সেজন্য কেন্দ্রীয় রেল দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যদি এই প্রস্তাবটা আসতো, তাহলে আমার মনে হয় ভাল হত। অবশ্য মানিক বাবু যেভাবে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাবটা এনেছেন, তার মধ্যেও, রেল-লাইনের জায়গা নিয়ে বিশেষ করে রেভিনিয়ু ডিপার্টমেন্টের মধ্যে যে রকম টালবাহানা চলছে, এগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি এই হাউসের মাধ্যমে আবেদন রাখছি। কাজেই

এই প্রস্তাবটা এমন ভাবে না এনে, আমাদের সামনে যে সব অসুবিধাগুলি রয়েছে, ত্রিপুরাতে রেল সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে, সেগুলি দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। প্রস্তাব আনার গ্রহণের আবেদন জানিয়ে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসমীর দেব সরকার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীমানিক সরকার মহোদয় এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছেন, এই প্রস্তাবের সংগে সংগে সাতটি কারণের মাধ্যমে তার গুরুত্বও দেখিয়ে দিয়েছেন। আর এগুলির ভিত্তেতে তিনি দাবী করেছেন যে সপ্তম পরিকল্পনা কালে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারনের কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হউক। রেল সম্প্রসারণের প্রস্তাব নিয়ে এই হাউসে এর আগেও দুই বার প্রস্তাব এসেছে, এবং সেই প্রস্তাবগুলি পাশ হয়ে যাওয়ার পর বিধান সভার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। তা সত্বেও মাননীয় সদস্য, মানিক সরকার মহোদয়, তৃতীয় বারের মত এই প্রস্তাব এনেছেন এবং আনতে গিয়ে তিনি যে ৭ টি কারণ দেখিয়েছেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করে প্রত্যেক সদস্যকেই সমর্থণ করতে হয়। ত্রিপুরাতে রেল সম্প্রসারণের প্রশ্ন যখনই এসেছে, তখনই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের মধ্যে শতকরা ৭০ জন লোক যারা পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, শতকরা ২৯ জন লোক যারা এই রাজ্যেই উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক, এবং শতকরার ১৫ জন হলেন তপশিলি সম্প্রদায়ের লোক, তাদের কথা উল্লেখ করে থাকি। আবার মোট জন সংখ্যার শতকরা ৮০ জনই রয়েছেন দারিদ্র সীমার নীচে। মাননীয় সদস্যও তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে এগুলি উল্লেখ করেছেন। কাজেই এই সব বিশেষ কারণে ত্রিপুরা রাজ্যের অবহেলিত, বনচিত মানুষের স্বার্থেই এক্ষুনি আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। মাননীয় সদস্য, আরও উল্লেখ করেছেন যে ত্রিপুরাতে কল কারখানা বলতে কিছুই নেই, অথচ বেকারের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। কাজেই এই সব বেকারদের কর্ম সংস্থান করতে হলে ছোট মাঝারী ধরণের শিল্প গড়ে উঠার দরকার আছে, কিন্তু রেল লাইন না হলে, সেগুলি করা সম্ভব নয়। কারণ ত্রিপুরাতে এর আগে একটা কাগজের কল হওয়ার কথা ছিল এবং সেই অনুযায়ী ১৯৭৪ সালে কংগ্রেসেরই মুখ্যমন্ত্রী সেই কাগজ কলের ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন, অর্থাত ত্রিপুরাতে একটা কাগজ কল করার জন্য সেই সময়ে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার বলে দিলেন, ত্রিপুরাতে কাগজ কল করা সম্ভব নয়, কারণ এখানে রেল নাই। কাজেই আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই, যে যখন ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন ধরণের শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রাথমিক যে শর্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ, সেই প্রস্তাবেরও কংগ্রেস (আই)র সদস্যরা বিরোধীতা করছেন। তাদের ভাবটা এমন যে যদি মানি

সরকার মহোদয় সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের প্রস্তাব আনতেন, তাহলে তারা সমর্থন করতেন, কিন্তু বামফ্রন্ট এত অযৌক্তিক প্রস্তাব আনে না, যেখানে রেল লাইন আগরতলা পর্যন্তই সম্প্রসারণে এত তালবাহানা হচ্ছে, আবার সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের প্রস্তাব আনবে। আজেই আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, এর প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ এই সম্পর্কে আমাদের কোন সন্দেহ নাই তাই প্রস্তাব অনুযায়ী, আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারনের জন্য ৭ম পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় বাজেটে যে অন্তর্ভুকতির দাবী, এটা সমর্থন যোগ্য। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যে কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারনের জন্য যে সময় সীমা ধার্য্য করেছেন বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ১৯৮৫ সালের মধ্যেই হবে বলে, তাতে আমরা দেখছি যে সেটা ১৯৮৫ সালের মধ্যে হবে কি, হবে না, তা নিয়েও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। আর একজন সদস্য বলেছেন যে ধর্মনগর থেকে রেল নিয়মিত চলে না, মনে হয় ধর্মনগর থেকে যদি রেল নিয়মিত চলতো, তাহলে তিনি হয়তো এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতেন। কাজেই তাদের এই সমস্ত অযৌক্তিক দাবীর মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের যে স্বার্থ, সেই স্বার্থ কোন দিনই পূরণ হওয়া সম্ভব নয়। আজকে আমাদের জাতীয় সংহতির প্রশ্নেও এই রেল লাইন সম্প্রসারনের প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সেখানেও কংগ্রেস (আই)-এর বিরোধীতা। আমরা জানি নীনেশ সিং কমিটিও জাতীয় সংহতির প্রশ্নে ধর্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত অবিলম্বে রেল লাইন সম্প্রসারনের কথা বলেছেন। কংগ্রেস (আই)-এর নেতারা কি এটাও অস্বীকার করবেন? কাজেই তাদের বিরোধীতা করার কি কারণ আছে? কারণ, তাদেরই লোক দিল্লীতে কেন্দ্রীয় সরকার বসে আছেন। সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের যে দৃষ্টি ভঙ্গি, সেটা হচ্ছে পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করার আর জনসাধারণকে শোষণ করা। ভারতের মধ্যে আজকে ত্রিপুরায় কেন, অন্যান্য জায়গায়ও তারা বসে আছে, এ' একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য। সাধাপণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা তাদের কাম্য নয়। যার ফলে আমরা দেখছি, এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলেই দেখছি যে এখানে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সি, আই এর এজেন্ট হয়ে তারা বেকারদের কাজে লাগাচ্ছেন, সেটা আমাদের জাতী সংহতির বিরোধী। তাই কংগ্রেস (আই) সদস্য এবং কংগ্রেসেরই দুইজন নির্দল সদস্য রয়েছেন, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিকে এড়িয়ে গিয়ে এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করছেন, এতে আমাদের আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। কারণ আই, এম, এফ, যে সর্ত দিয়েছেন যে আমাদের দেওয়া অর্থ লাভজনক কর্মসূচী ভিন্ন উন্নয়নমূলক কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তাই তারাও এখানে এটা জেনে শুনেই ত্রিপুরার উন্নয়নের যে প্রস্তাব, সেটাকে বিরোধীতা করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব অংশের মানুষ নিশ্চয় এটা লক্ষ্য করে থাকবেন যে ত্রিপুরাতে রেল সম্প্রসারনের জন্য টাকার কোন অভাব হচ্ছে সহৃদয়তার, কিন্তু আই, এম, এফের টাকা খরচ করছেন, কোথাও কি টাকার অভাব হচেছ? একমাত্র খেলার জন্যই

দিল্লীতে হাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। কাজেই আসল যেটা সেটা হচ্ছে গরীব জনসাধারণের জন্য কিছু না করাই হলো এ কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি, আর এই দৃষ্টিভঙ্গির জনাই বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা এই প্রস্তাবটিকে মেনে নিতে পারছেন না। একথাগুলি বলে প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার মহোদয় এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব উত্থাপন করছেন রাজ্যের সামগ্রিক ও বহুমুখী উন্নয়নের জন্য রেল লাইন সম্প্রসারনের যে দাবী, এটাকে আমি নীতিগতভাবে মেনে নিতে পারি, যদিও আমাদের বিরোধীতা করা উচিত। কারণ, আমি যে সেকশনের মানুষ, আমি যে গোষ্ঠীর মানুষ, আমরা হলাম গরীব মানুষ। স্যার, আমি যদি ডম্বুরের দিকে তাকিয়ে দেখি, সেখানে যে আলো জ্বলছে, তার জন্য আমি নিশ্চয় গর্বিত এবং আনন্দিত। কিন্তু আমাকে সেখানে বলির পাঁঠা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, কাজেই আমি এটাকে কি করে সমর্থন করব? মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার মূলত করার সমস্যাটা হচ্ছে, উন্নয়নের প্রকৃতি সম্পর্কে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে সেই সব রাস্তায় গাড়ী চাকা ঘুরাতে গিয়ে আমাদের কত উপজাতি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। সেই মানুষগুলি জানে না যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইনে চাকা ঘুরাতে গেলে, আরও কত গ্রাম নিশ্চিহ্ন হবে তা এক্ষুনি বলামুসকীল। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, এগুলির বলা কারহেনচ্ছ, আজকে আমাকেই বলা হচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদী, আমাকেই বলা হচ্ছে বিদেশী। কিন্তু এই বিধানসভাতে সব কথা বলার জায়গা নয়।

স্থান পেত। কিন্তু এই যে সমস্যা এগুলি যে কত গভীর এটা বুঝার মত এটা শোনার মত ধৈর্য্য উনাদের নেই। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার আমি একটা কথা বলছি, আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমি একদিন নূতন বাজার থেকে আসছিলাম। এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, সেদিন অবশ্য তিনি বিরোধী দল নেতা ছিলেন, তাঁকে আমি সেদিন জানিয়ে ছিলাম যে ডম্বুরের জন্য ১১ শত পরিবার একেবারে সর্বনাশের মুখে পড়েছে। শুনে তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন, যে তাহলে তোমরা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছ না কেন? কিন্তু আজতো আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন আজতো আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন আজকে তাদের বাঁচাবার জন্য আপনারা কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? কাজেই এই যে একটা ব্যবস্থা চলে আসছে এর যদি কোন পরিবর্তন না ঘটে তাহলে সমাজের নিস্পেষিত মানুষ এই ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে পারে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে উনারা একটা কেন্দ্রকেও দেখাতে পারবেন যেখানে উপজাতির মানুষেরা এখানকার মূল জীবনের সঙ্গে এক হতে পেরেছে? এমন একটা সেন্টার দেখাতে পারেন? ত্রিপুরাতে এতগুলি ডি. এল. ডাবলিও সেন্টার আছে—এ' তৈদুতে সেখানকার ডি. এল. ডাবলিও, জানে না

কোন কোন এরিয়া তার সেন্টারের মধ্যে আছে—অম্পিতে অথবা বামপুরে। প্রশ্ন সেখানেই আজকে আমরা সবাই হৈ চৈ করছি। কিন্তু যেখানে আমাকে বলি দেবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেখানে আমি কি করে অগ্রসর হব? মাননীয় স্পীকার স্যার, দ্বিতীয়ত আজকে রাজ্যে রেল সম্প্রসারনের প্রশ্ন এসেছে। কিন্তু এই প্রশ্ন শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সাধনের জন্যই আনা হয়েছে। আমি যদি প্রশ্ন করি, ত্রিপুরা রাজ্যে রেলওয়ের দরকার আছে ঠিকই কিন্তু সেই রেল লাইন ত্রিপুরাতে আসবে কি করে? সেই লাইন কি আকাশের উপর দিয়ে আসবে? কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরাতে রেল লাইন বসানোর জন্য চেষ্টা হচেছ কিন্তু তার জন্য যে রাস্তার কাজ যখনই আরম্ভ করার চেষ্টা করা হয় তখনই উনারা বিভিন্নভাবে বাধার সৃষ্টি করছেন আর আবার এখানে এসে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষারূপ করে প্রস্তাব গ্রহণ করার চেষ্টা করছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে দীর্ঘ দিনের ডিসক্রিমিনেশান এই ডিসক্রিমিনেশানের শেষ হওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই জন্যই আমরা বিরোধীতা করব যে, এই ধরনের উন্নয়নে আমরা বিশ্বাসী নই। আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে বার বার বলেছি যে, এই মানসিকতাকে আমরা গ্রহন করতে পারি না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আবার বলব যে শাসক দলের এই দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাতে হবে ত্রিপুরা উন্নয়নের অংশ ত্রিপুরার সবাইকে দেওয়া হবে এই প্রতিশ্রুতি আমাদের যতদিন না দেওয়া ততদিন পর্য্যন্ত এই সব উন্নয়নের দিনে ত্রিপুরার নিষ্পেষিত মানুষ এগিয়ে আসবে না—এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—আমাদের সময় খুব কম অথচ আমাদের তালিকাতে আরও দুই জনের নাম আছে—শ্রীরসিকলাল রায় এবং শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য। মাননীয় সদস্য রসিকলাল রায়—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য ৪ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রী রসিকলাল রায়—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার এই হাউসে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করার দাবী জানিয়ে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা ঠিকই তবে এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল যে ত্রিপুরাতে রেল শুধু আগরতলা পর্য্যন্ত নয়, আমার দাবী হল সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন যদি চাওয়া হয় তাহলেও আমার আপত্তি নাই। কিন্তু যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে যে, ত্রিপুরাতে রেল লাইন নাই—এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার দায়ী নয়। এটা শুধু আনা হয়েছে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। এই সম্পর্কে আমি পরিস্কার বলতে চাই যে, সারা ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণের দরকার কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে কংগ্রেস সরকার তার সীমিত ক্ষমতায় যে সব রাস্তা ঘাট ত্রিপুরায় করে দিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলি আজকে মেন্টেনেনসের অভাবে ত্রিপুরার যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে

গেছে। এটার জন্য দায়ী এই অপদার্থ বামফ্রন্ট সরকার। অথচ এদিকে আবার এর জন্য সমস্ত দোষ সমস্ত দায় দায়িত্ব চাপানোর চেষ্টা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তাগুলি মেন্টেনেন্সের অভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে সাব্রুম থেকে আমাদের মাননীয় সদস্য অঞ্জু মগের আগরতলা আসতে তিনদিন লাগে। একদিকে তারা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দোষারূপ করছেন, আবার কেন্দ্রীয় সরকার যখন ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইনের কাজ করার জন্য জমি খালাস করে দেওয়ার জন্য বলছেন তখন রাজ্য সরকার নানাভাবে জমি পাওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধার সৃষ্টি করছেন। আরেক দিকে বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে না। এখানে কেন্দ্রীয় সরকারকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। কন্ট্রাকটার কাজ করতে আসছে, এই দিকে স্থানীয় লোকেরা বলছে যে আমাদেরকে দিয়ে ইঞ্জিনীয়ারের কাজ করাতে হবে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে দোষারূপ করে চলছে কোন সহযোগীতা করছে না। কাজেই এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটা চক্রান্তমূলক প্রস্তাব। ত্রিপুরার মানুষকে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দেওয়ার জন্য এই প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে। এই দিকে রাজ্য সরকারের যে সংস্থা টি. আর. টি. সি. সেটাতে লক্ষ লক্ষ টাকা গচ্ছা দিচ্ছে। জুটমিলে কোটি কোটি টাকা গচ্ছা দিচছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তো তার কোন সংস্থাতে লোকসান দিচ্ছে না। রেল সম্প্রসারণ হলে তো কেন্দ্রীয় সরকারের লাভ হবে। কেন্দ্রীয় রেল সম্প্রসারণ করবে, রাজ্য সরকার সহযোগীতা করুন। আমি অনুরোধ করছি জনসাধারণকে বঞ্চনা করবেন না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার যে রেল সম্প্রসারণ করার জন্য প্রস্তাব এনেছেন আমি এটাকে সমর্থন করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে সাব্রুম পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করার জন্য আমরা লড়াই করে আসছি। কিন্তু বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারছেন না। উনারা বোধ হয় লক্ষ্য করেন নাই যে প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ৭ম পরিকল্পনায় আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

এটাকে উনারা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। আমি মনে করি সুস্থ সবল মনোভাবাপন্ন কোন লোক এর বিরোধীতা করতে পারে না। ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রমজীবি, কর্মচারী, বেকার, কৃষি-শ্রমিক এবং সর্বোপরি ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে এখানে যে দাবী উত্থাপন করা হয়েছে রেল সম্প্রসারণের, সেটার বিরোধীতা করা উচিত নয়। অবশ্য মানসিক ভারসাম্য যাদের ঠিক নয় তারা এটাকে গ্রহণ করতে পারবে না। আজকে

ত্রিপুরাতে রেল লাইন সম্প্রসারণ হলে এখানে ছোট ছোট কলকারখানা গড়ে উঠতে পারতো। কৃষক তার উৎপাদিত দ্রব্যের ন্যায্য দাম পেত। কাজেই সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার থেকে আরম্ভ করে সকল অংশের মানুষ উপকৃত হত। এখানে আমরা লক্ষ্য করছি, মাননীয় সদস্য রসিকলালবাবু বলেছেন যে ১৯৮০ সালে এখানে দীনেশ সিং কমিটি যখন এসেছিল তখন এই কমিটি বলেছিল যে সরকারের দেখা উচিত কি করে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আর্থিক উন্নতি হতে পারে। সরকার কর্ণপাত করে নি। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারণ না হলে কি করে এখানকার মানুষের আর্থিক উন্নতি হবে? সেটা উনারা ভাবেন না। বিরোধীতা করতে হবে তাই বিরোধীতা করছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা করার জন্যই এই বামফ্রন্ট সরকার গত আট বছর যাবত চেষ্টা করে আসছে। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যত উন্নয়নমূলক প্রস্তাব এই বিধানসভায় আসছে তারা সেটার বিরোধীতা করছে। বামফ্রন্ট সরকার মানুষের হয়ে কাজ করার জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে সেই কাজ করার জন্য এই সরকার লড়াই করে যাচ্ছেন। এই বলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় ট্রেনসপোর্ট মিনিস্টার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য মানিক সরকার ৭ম পরিকল্পনায় ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করে যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপিত করেছেন সেটাকে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখছি। কি কি কারণে রেল সম্প্রসারণ দরকার সেটা হল, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের জীবন জীবিকা, তার শিল্পায়ন, তার বেকার সমস্যা, তার খাদ্য সরবরাহ তার অর্থকরী পণ্য আমদানী ইত্যাদি। আমাদের সামনে বেকার সমস্যা, শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত বেকার এই সমস্ত কিছু সামনে রেখে তিনি এই দাবী এখানে উপস্থাপিত করেছেন। আমার ধারণা ত্রিপুরা রাজ্যের গোটা মানুষ এর বিরোধীতা করতে পারে না। এটা কল্পনার বাহিরে। আমরা বার বার দাবী করছি সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে। এই হাউসেও আমরা প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আমাদের অভিজ্ঞতা কি? কংগ্রেস তো ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এখানে ক্ষমতায় ছিল কিন্তু এ রকম একটা দাবী ওরা কোন দিন বিধানসভায় আনতে পেরেছে? ওরা কি কোন দিন বলেছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে হবে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা কি? ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হল। ১৯৪৭ সালে ভারত সরকার ঘোষণা করলেন যে, যে সমস্ত অঞ্চল ভারতের সঙ্গে সংযোজন হয়েছে সেগুলির সহিত অনতিবিলম্বে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলকে রেল লাইন দ্বারা যুক্ত করতে হবে। তারপরে আমরা দেখলাম ভারত সরকার এই ব্যাপারে কোন

উদ্যোগ আয়োজন নিচ্ছেন না। তখন আমরা একটি সর্বদলীয় কমিটি গঠন করি। তার মধ্যে কংগ্রেস নেতা কর্মীরাও ছিলেন। দিল্লীতে রেল সম্প্রসারণের জন্য আমরা আমাদের দাবী সোচ্চার করার জন্য আন্দোলন করি। তখন কেন্দ্রীয় সরকার এখানে সার্ভের কাজ শুরু করেন। এই হল গত ৩৮ বছরের অভিজ্ঞতা। পার্লামেন্টের মধ্যে বারে বারে সোচ্চার হলো। তার পরে সার্ভে হলো। কিন্তু অভিজ্ঞতা কি ? অভিজ্ঞতা হচ্ছে এই ৩৮ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে ১২ কিঃ মিঃ রেল ঢুকছে। এই হিসাবে যদি আমরা হিসাব করি, তাহলে আগরতলা পর্যন্ত এবং আগরতলা থেকে সাব্রুম রেল লাইন আসতে কয়েকশ বছর লাগবে। আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এটা। আমরা যখন রেল লাইন সম্প্রসারণে দাবী করি তখন অনেক নুতন নূতন কংগ্রেস (আই) সদস্য এর প্রতিবাদ করেন। তাঁরা ত্রিপুরার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। মিঃ স্পীকার স্যার, ভারত সরকারের স্বার্থ কি ? তাঁরা ব্যবসায়ী হিসাবে বিষয়টি দেখছেন। তাঁরা দেখছেন, লাভ হবে, না লোকসান হবে। সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের তিন দিকে বাংলা দেশ দ্বারা বেষ্টিত। এই রাজ্যে ১৯৫৬ইং সনেই ভারত সরকার স্বীকার করেছিলেন, আর কোন লোকের ত্রিপুরা রাজ্যে আসা উচিত নয়। কারণ, এখানে ইতিমধ্যেই স্যাচুরেসান পায়নেট এসে গেছে, কিন্তু ১৯৫৬ এর পরে লক্ষ লক্ষ লোক এসেছে। এই সব লোক আসার পরে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থার উপর চাপ পড়েছে। ত্রিপুরার জমির যে অবস্থা তাতে আজকে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রেল সম্প্রসারণ না হয়, শিল্পায়ন না হয়, তাহলে আগামী দিনের লোক সংখ্যা বাড়লে তারা কোথায় যাবে ? ২২ লক্ষ মানুষের স্বার্থে ত্রিপুরার রাজ্যের রেল সম্প্রসারণ করা খুবই জরুরী। কিন্তু তা ভারত সরকার চিন্তা করেন না। একমাত্র আসাম বাদ দিয়ে (আসামে আগেই রেল এসেছে) সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের দেখতে পাই, কোথাও রেল আসে নি। কিন্তু রেল সম্প্রসারণের জন্য হাজার হাজার টাকা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় খরচ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য সমীরবাবু বাবু যে প্রশ্ন এখানে রেখেছেন তাতে আমিও বলতে চাই, এটা টাকার প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে সিদ্ধান্তে। আজকে ভারতের যে মেইন স্ট্রীম যে আছে সেই স্ট্রীমের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রশ্ন আছে। আমাদের দেখতে হবে, ভারত সরকারের সেই দৃষ্টি ভঙ্গী আছে কিনা। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, তা নেই। যার ফলশ্রুতি হিসাবে দেখতে পাই, ঐ ১২ কি মি রাস্তা। আজকে আগরতলা পর্য্যন্ত এবং সেখান থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত নেওয়ার প্রশ্ন বিলম্বিত হচ্ছে। ভারত সরকার বা রেল দপ্তর ঘোষণা করেছিলেন, ১৯৮৪ সনে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল নিয়ে আসবেন। কিন্তু আমরা সর্ব শেষ অবস্থা কি দেখি ? এখন বলা হচ্ছে, ১৯৮৫ সালে পেচারথল পর্য্যন্ত মাল গাড়ী চালাতে পারবেন। কুমারঘাট পর্য্যন্ত আরো ১০ কি. মি. কবে আসবে তার ঠিক নেই। যারা কাজ করেছেন তারা বলছেন, পেচারথল পর্য্যন্ত রেল লাইন করার জন্য ৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। কুমারঘাট পর্য্যন্ত লাইন আনতে গেলে আরো ১৫ কোটি

টাকা লাগবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই মে মাসে চিঠি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে, এই বছরের মধ্যে ১৫ কোটি যেন দেওয়া হয়, যাতে কুমারঘাট পর্য্যন্ত লাইন যায়। এর জন্য প্ল্যানিং কমিশনের মিটিংয়ে, রেল দপ্তরের মিটিংয়ে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দাবী জানিয়েছেন। স্যার, আমরা এইখানে গ্যাস টারবাইন করেছি। কিন্তু তারজন্য মেসিন আনতে পারছি না রেল লাইন না থাকায়। সড়ক পরিবহনে আনতে দেরী হয়ে হচ্ছে, অনেক ব্রীজ ভাঙ্গা থাকায়। এ অবস্থায় গ্যাস টারবাইন চালু করতে দেরী হয়ে যাবে। আমাদের আসামের উপর দিয়ে সিমেন্ট থেকে শুরু করে জ্বালানী থেকে কন্সট্রাকশানের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসই আনতে হয়। মাননীয়, সদস্য শ্রীসুধীর মজুমদার জুট মিলের কথা বলেছেন। কিন্তু তা তো আমাদের মার্কেটে প্রডাকট করতে হয়। পরিবহন কষ্টও দামের সঙ্গে ধরতে হয়। আজকে জুট মিল আসাম এবং পশ্চিম বাংলায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এই জুট মিল তো এখানে গুদাম বানিয়ে রাখা হয়েছিল। আমরা চালু করেছি। বিরোধীরা যে প্রশ্ন এখানে তুলেছেন তাতে আমি অবাক হয়ে যাই। স্যার, গ্রামাঞ্চলে একটি কথা আছে ঘানিতে যখন তেল করা হয় তখন বলদকে চোখ-মুখ বেধে দিয়ে ঘুরানো হয়। এতে সে ঘুরতে থাকে, ঘুরতেই থাকে। স্যার, আমাদের সঙ্গে মত পার্থক্য থাকতে পারে তা নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই না। কিছুক্ষণ আগেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে বলেছেন, ভারত সরকারের সঙ্গে, প্রধানমন্ত্রী রাজীব সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু আজকে পাঞ্জাব ইস্যুতে তাঁর সমর্থনে সি, পি, এম, দাঁড়িয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর সঙ্গে আমাদের সব সময়ই সমর্থন থাকবে। কাজেই বিরোধীতার জন্য বিরোধীতা করতে হবে এ এক অদ্ভুত জিনিস। আমরা এখানে ২২ লক্ষ মানুষের জনপ্রতিনিধি রয়েছি। কাজেই, আমরা এই ২২ লক্ষ মানুষের কথা বারে বারে শুনতে চাই। কিন্তু স্যার, এই অভাবনীয়, এটা চিন্তা করা যায় না এই ভাবে বিরোধীতা করার কথা। স্যার, মুশকিল হয়ে গেল, সময় না থাকায়। তথাপি আমি এই কথা বলতে চাই, মাননীয় সুধীরবাবু এখানে জমির ব্যাপারে যে কথা বলেছেন তা ঠিক নয়। যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে আমরা জমি দিয়েছি। কোন রাজ্য এই ভাবে দেয় নি। যেহেতু আর সময় নেই তার জন্য আর কিছু না বলে আমি বলতে চাই, এই যে প্রস্তাব এখানে মাননীয় সদস্য মানিক সরকার এনেছেন এটা ত্রিপুরার সমগ্র মানুষের স্বার্থেই এনেছেন। এটা কোন দলের স্বার্থে আনা হয় নি। কাজেই এর বিরোধীতা করার কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না। ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য দল মত নির্বিশেষে সবাই এই প্রস্তাব এই হাউসে সমর্থন জানাবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় আপনি আপনার জবাবী ভাষণ এখানে রাখতে পারেন। তবে সময় আমাদের খুবই কম তাই খুব বেশী সময় আপনি নেবেন না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এটা শেষ হতে যতক্ষণ সময় লাগবে সে সময় টুকুন শুধু বাড়ানো হউক।

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে।

শ্রী মানিক সরকার :— স্যার, আমি বিস্মিত হচ্ছি না, কংগ্রেস (আই) এবং অন্যান্য বিরোধী দলগুলি এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করবেন, এটা আমাদের ধারনার মধ্যেই ছিল। কারণ, এর আগেও এই ধরণের প্রস্তাব দুবার এই বিধান সভায় এসেছে। আমি নিজে একটা প্রস্তাব উথাপন করেছিলাম, তখনও তারা এই প্রস্তাবগুলির বিরোধীতা করেছেন। আমি এখানে ২/৪ টি প্রশ্নের জবাব দিতে চাই। এখানে বিরোধী দলের সদস্যারা বলেছেন—কেন সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল একসটেনশানের কথা বলা হয় নাই, তাই আমরা প্রস্তাবটিকে সমর্থন করতে পারছি না। অদ্ভুত ব্যাপার। প্রস্তাবটা আপনারা পড়েই দেখুন না, প্রস্তাবে পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে ৭ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা-কলে আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণ করা হোক, এর দ্বারা এটা বুঝায় না যে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল পথ আমরা চাই না। এর ইতিহাস মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী বলবার চেষ্ট করেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে রেলপথ একং অন্যান্য পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বামপন্থী দলগুলি বিধানসভার বাইরে এবং ভিতরে যে ভাবে আন্দোলন করে আসছিল তখন বোধ হয় টি, ইউ, জে, এসের জন্ম হয় নাই। একটা বাস্তব দৃষ্টিভংগী থাকা চাই। এটা বললে হবে না যে রাতারাতি সাব্রুম পর্য্য রেলপথ নিয়ে যাওয়া হোক। বাস্তব দৃষ্টিভংগী না থাকলে পরে যা খুশী তা বল্য যায় এবং কোন কোন সদস্য তা বলেছেনও। আমরা প্রস্তাবেই বলেছি যে ৭ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল-সম্প্রসারণে দাবী করেছি। ২য়, এখানে জমির প্রশ্ন তোলা হয়েছে, এ সম্পর্কে মাননীয় ট্র্যান্সপোর্ট মন্ত্রী বলেছন, সুতরাং এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। যে সদস্য এই প্রশ্নটির অবতাড়না করেছেন তিনি এত ডাহা আস্তার আশ্রয় নিতে পারেন এটা আমি ভাবতে পারছি না। রাজনীতি করতে গিয়ে কি উনারা অসত্যর আশ্রয় নেবেন? মাননীয় সদস্য একজন বিধায়ক এটাই শুধু উনার পরিচয় না, উনার একটা সামাজিক পরিচয় আছে যে উনি একটা স্কুলের প্রধান শিক্ষক, তাঁর কাছ থেকে শত শত ছেলে-মেয়ে শিক্ষালাভ করছে, উনি দেশের মেরুদণ্ড তৈরী করছেন। কিন্তু এই বিধানসভায় কি আলোচনা হয় তার জন্য ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষ অপেক্ষা করছেন। কিন্তু উনারা দিনকে রাত, রাতকে দিন বলছেন, যা খুশী তা বলে যাচ্ছেন এর চেয়ে দুঃখের কি হতে পারে? বিরোধীতা আপনারা করুন, কিন্তু অসত্যের আশ্রয় নেবেন কেন? ৩য়, মাননীয় সদস্য বলেছেন—আপনারা রেলপথ বসিয়ে তারপর শিল্পের কথা বলেছেন।

শিল্প কারখানা করতে গেলে যেমন পরিবহনের প্রশ্ন থাকে, তেমনি শিল্প কারখানাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তেমনি পরিবহনের প্রশ্ন আছে। এ সম্পর্কে মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী জবাব দিয়েছেন। এখানকার উৎপাদিত সামগ্রী হাওয়াই জাহাজে করে নিয়ে কলকাতা বিক্রী করলে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা যাবেনা এখানকার দিয়াশালাই শুধু আগরতলার জন্য না, সমস্ত বাজারের জন্য এবং এই সমস্ত বাজারে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে গেলে ট্রান্সপোর্ট একটি পূর্ব শর্ত। ৪র্থ তিনি বলেছেন জুট মিল শেষ হয়ে যাচ্ছে, আবার আপনারা নূতন করে কল কারখানার কথা বলছেন? ভারতবর্ষের কত কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে জানেন আপনারা? প্রায় ৮০ হাজার কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে ছোট, বড়, মাঝারি মিলিয়ে। আপনারা পত্র পত্রিকা পড়েন কিনা জানিনা, কিছু দিন আগে পশ্চিমবংগে শিল্প ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল। এই শিল্প ধর্মঘট শুধু বামফ্রন্ট সরকারের পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন গুলিই না, আই, এন, ইউ, সি, যার সভাপতি সুব্রত মুখার্জী তিনিও সায় দিয়েছেন। কেন? শ্রমিকশ্রেনীর চাপে পড়ে তিনি আন্দোলনে যেতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু দিল্লীর চাপে সুব্রত বাবু শেষ পর্যন্ত চুপ করে গেছেন। কিন্তু শ্রমিক শ্রেনীকে চুপ করতে পারেন নি। স্যার, ৭ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতে আমরা দেখেছি রেলের জন্য প্রচুর অংকের টাকা ধরা হয়েছে। যা চাওয়া হয়েছিল তার থেকে বেশী টাকা ধরা হয়েছে। সুতরাং আমাদের চাইতে অসুবিধাটা কোথা? যে সমস্ত জায়গায় রেল যায়নি, পরিবহন ব্যবস্থা অনুন্নত সে সমস্ত জায়গাগুলিতে রেলের বিস্তার ঘটানোর জন্য আমরা দাবী করছি। অতীতে আমরা দেখেছি বিভিন্ন মন্ত্রীরা নিজেদের কনস্টিটিউয়েন্সগুলিতে নিজেদের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য সেগুলিকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করছেন। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যেহেতু এই পরিকল্পনাতে রেলের জন্য টাকা রেখেছেন, সেই জন্য আমরা প্রস্তাব করছি যাতে প্রত্যন্ত রাজ্য ত্রিপুরাতে যেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত, সেই দিকে নজর রেখে আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করা হউক। সর্বশেষে আমি বলতে চাই, কংগ্রেস (আই) এবং অনান্য বিরোধী দলের সমর্থনের আশায় আমি এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছি তাহলে উনারা ভুল জায়গায় বসে আছেন। তাঁদের চেহারাটা আমরা বাইরে দেখেছি এবং ভিতরটা আরও ন্যাক্কারজনক। ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণের জন্য আমরা আগরতলা পর্যন্ত রেলপথ আনার চেষ্টা করছি হাত জোর করে নয়, কারো কৃপা প্রার্থনা করে নয়, কোন কোন বিনয়ের প্রশ্ন নয়, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের মর্যাদা রক্ষার জন্য। সমাজতান্ত্রিক যুগ থেকে আমরা লড়াই করে এসেছি এবং আজকের সেই লড়াই দাঁড়িয়ে আছে এবং ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের জন্য রেল সম্প্রসারণের আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষের সাহায্য নিয়ে রেল আমাদের ত্রিপুরায় আনব সেখানে সুধীর বাবুদের ক্ষমতা নেই আমাদের দাবীকে আটকে রাখতে পারেন। আমরা যে আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করেছিলাম তাতে ১০/১২ হাজার যুবক অংশ গ্রহণ করেছিলেন, আর এর থেকেও

আরও বড় আন্দোলন সংঘটিত করব, যে আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস (আই) মসনদ কাঁপবে। আমাদের এই আন্দোলন শুধু বিধানসভার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষদের নিয়ে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাব। এই আওয়াজ ত্রিপুরার ২২ লক্ষ লোকের সামনে রেখে আমি আবারও আমরা প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমরা বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে। তাই আমি হাউসের সেন্স নিয়ে প্রস্তাবটি ডিসপোজ অব না হওয়া পর্য্যন্ত সময় বাড়িয়ে দিলাম।
আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি—রিজলিউশানটি হল—

ত্রিপুরা বিধানসভা মনে করে যে, নিম্নলিখিত কারণে ত্রিপুরা রাজ্যে সপ্তম পরিকল্পনা-কালে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কর্মসূচী অর্ন্তভুক্তি করা অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে—

১) ত্রিপুরায় সম্প্রতি প্রচুর গ্যাস পাওয়া গেছে যার ভিত্তিতে গ্যাস ভিত্তিক রাসায়নিক সার কারখানা, গ্যাস ভিত্তিক কাগজকল প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কিন্তু রেল সম্প্রাসারণের অভাবে তা করা যাচ্ছে না।

২) ত্রিপুরায় রাবার উৎপাদন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রাবার ভিত্তিক ও বনজসম্পদ ভিত্তিক মাঝারী ধরণেরও ছোট শিল্প গড়ে তোলার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে, যার জন্য রেল যোগাযোগ অবশ্য কাম্য।

৩) ত্রিপুরায় শিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত বর্ত্তমান বেকারদের সংখ্যা প্রায় ৮৫ হাজার এবং প্রতিবছর এই সংখ্যা অন্যুন ১৫ হাজার বৃদ্ধি পাচ্ছে এই অবস্থায় উপরোক্ত শিল্পসমূহ গড়ে না তোলে বেকারদের কর্মসংস্থান সম্ভব নয়,

৪) ত্রিপুরা প্রায় চারদিক থেকে বাংলাদেশ বেষ্টিত এবং বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক পরি-স্থিতিতে ত্রিপুরায় মত একটি গুরুত্বপূর্ণ এলালায় দেশ রক্ষার প্রয়োজনে রেল যোগা-যোগের প্রয়োজন।

৫) ত্রিপুরায় কয়লা নাই, পাথর নাই, খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্য বাহির থেকে আমদানী করতে হয় যা রেল যোগাযোগ না থাকায় প্রতিনিয়ত সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে,

৬) ত্রিপুরা এমন একটি রাজ্য যেখানে জনসংখ্যার শতকরা ৪৪ জন তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং শতকরা প্রায় ৭০ জন পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু। রেল যোগাযোগ না থাকার ফলে কৃষকরা কৃষিজাত পণ্যের নায্যমূল্যে পান না। ফলে এ রাজ্যে জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ দরিদ্র সীমার নীচে যা ভারতবর্ষে বিরল। রেল যোগাযোগ ছাড়া এই অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন সম্ভব নয়।

৭) ৮০ সালের জুন দাঙ্গার পর কেন্দ্রীয় সরকার দীনেশ সিং কমিটি গঠন করে ত্রিপুরায় পাঠান। সেই কমিটি জাতীয় সংহতি ও ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন তা হলো ত্রিপুরায় দ্রুত রেল সম্প্রসারণ।

উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে বিধানসভা গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে দাবী করছে যে কেন্দ্রীয় সরকার তার অর্থ ও রেল দপ্তর এবং পরিকল্পনা কমিশন ২২ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর জীবন-জীবিকা ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের জন্য ৭ম পরিকল্পনায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করুন।"

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মানিক সরকার মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি।

(রিজলিউশানটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)।

আর দুইটি রিজলিউশ্যান ছিল কিন্তু এখন আর সময় নেই, তাই রিজলিউশ্যানটি আর আসছে না।

এই সভা আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৮৫ইং (তারিখ) বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মূলতুবী রইল।

Admitted Starred Question No. 11 ANNEXYRE—"A"

Name of A. L. A. :—Sri Subodh Ch. Das.
Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PWD be Plea ed to State : -

(১) প্রশ্ন :—ধর্মনগর নর্দান ডিভিশানে ৭.এ. রোডে ১১০ নং হতে দুগাঙ্গা পর্যান্ত এই অংশটির রোডটির কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ অসম্পূর্ণ থাকার কারণ কি, এবং

(১) উত্তর :—জমি না পাওয়ায় কাজটি অসম্পূর্ণ আছে।

(২) প্রশ্ন :—১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বছরে ঐ রোডটির কাজ শেষ করে শেষ প্রান্ত পর্যান্ত ইট সলিং করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

(২) উত্তর ;—হ্যাঁ, জমি পাওয়া গেলে এবং অর্থের সংকুলান হইলে ইট সলিং করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 13 (১৩)

Name of the M. L. A. : —শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

Will the Minister Incharge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) ১৯৮৫ ৮৬ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন ব্লকে নতুন কতটি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা হইবে বলে আশা করা যায়?

২) এই সময়ের মধ্যে পুরানো কোন কোন পশু চিকিৎসালয় গৃহ নির্মাণের জন্য সরকার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন?

ANSWER : MINISTER INCHARGE SRI SAMAR CHOUDHURY

১) ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে মোট ১৮টি পশু চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তার মধ্যে পশু হাসপাতাল ১টি (Vety Hosp.) পশু, চিকিৎসালয় ২টি (Vety Disp.), প্রাথমিক পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ১৫টি (Vety First Aid Centre.) নতুন কেন্দ্র খোলার জন্য প্রত্যেক ব্লকে বি. ডি. সি-র পরামর্শ চাওয়া হইয়াছে।

২) পুরানো পশু চিকিৎসা কেন্দ্রের গৃহ নির্মাণের জন্য কোন বরাদ্দই পাওয়া যায় নাই। তবে এস. আর. ই. পি, এন; আর. ই. পি-তে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 15

Name of member. :—Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister -in-Charge of the Industries Department be pleased to State :

১৯৮৫ ইং সনের জুন মাস পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে হ্যাণ্ডলুম পাইলট সেন্টার বা তাঁতশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা কত?

২) প্রতি বৎসর গড়ে কতজন শিক্ষার্থী ঐ সকল কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন?

৩) কতজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে প্রডাকশন সেন্টার করে পিচ্‌ রেটে কাজ করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে এবং কতজনকে স্বনির্ভর কর্মসূচী প্রকল্প অনুযায়ী কাজ করতে সাহায্য করা হচ্ছে?

৪) ইহা কি সত্য যে খোয়াই ব্লকের অন্তগত সিঙ্গিছড়া হ্যাণ্ডলুম পাইলট সেন্টারটির জন জায়গা দেয়া সত্বেও দীর্ঘ ৪/৫ বৎসর যাবৎ একটি যুব ক্লাবের ঘরে এ কেন্দ্রটির কাজ চলছে?

৫) ইহাও কি সত্য যে এই কেন্দ্রের ঘর তৈরীর জন্য ১৯৮৩-৮৪ ইং বৎসরে ৭০,০০০ টাকা মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছিল ?

৬) সত্য হলে কবে পর্য্যন্ত কেন্দ্রটির ঘর তৈরী হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) ১৭টি,

২) ৫৫ জন,

৩) মোট ৩৭৭ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৪৯ জন বর্তমানে বিভিন্ন হ্যাণ্ডলুম পাইলট সেণ্টারে পিস্ রেইটে কাজ করিতেছে। অবশিষ্ট ৩২৮ জনকে সমবায় সমিতি অথবা স্বনির্ভর প্রকল্পে যোগ দিতে বলা হইয়াছে।

৪) সত্য নহে,

৫) সত্য নহে,

৬) প্রশ্ন উঠেনা,

Admitted Starred Question No. 17

Name of M. L. A.:— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to State :

১) প্রশ্ন :— ইহা সত্য যে খোয়াই -তেলিয়ামুড়া রোডের বাগান বাজার হারিকাপুর ও গৌরাঙ্গটিলার কাছে স্থানে স্থানে নদীর ভাঙনে রাস্তার ব্যপক ক্ষতি করায় যানবাহন চলাচল বিপজ্জনক হইয়া পড়িয়াছে,

১) উত্তর :—বন্যাজনিত পরিস্থিতিতে উপরোক্ত রাস্তার স্থানে স্থানে নদীর ভাঙনের জন্য রাস্তার ব্যাপক ক্ষতি হইয়াছে কিন্তু যানবাহন চলাচল বিপজ্জনক হইয়া পড়ে নাই।

২) প্রশ্ন : – সত্য হইলে এ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

২) উত্তর :—নদীর ভাঙনের ফলে যাতে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং যানবাহন চলাচল ব্যাহত না হয় সে জন্য জরুরী ভিত্তিতে কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হইয়াছে। তবে দীর্ঘমেয়াদী ক্ষুদ্র সেচ ও বন্যা প্রতিরোধ বিভাগের সঙ্গে পরামর্শক্রমে হাতে নেওয়া হবে। বর্ষার পর জরীপের কাজ শুরু হবে। বর্তমানে যান চলাচলের বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা নেই। রাস্তাটি বাগানবাজার এলাকায় প্রশস্ত করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 20

Name of M. L. A. :—Sri Dhirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State :

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে, আসাম—আগরতলা সড়কের রেশমবাগান হইতে খয়েরপুর পর্যন্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কারের অভাবে সাধারণ ভাবে বৃষ্টি হইলে যানবাহন চলাচলের অযোগ্য হইয়া পড়ে ?

১) উত্তর :— হ্যাঁ।

২) প্রশ্ন :— যদি সত্য হয় তবে এই রাস্তাটি সংস্কারের জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

২) উত্তর :—উক্ত রাস্তা বোর্ডার রোড্স ডেভলপমেন্ট বোর্ড—এর অধীন থাকায় রাজ্য সরকার এই রাস্তার সংস্কারের জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

Admitted Starred Question No. 23

Name of M. L. A, :—Sri Drirendra Debnath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. be pleased to State :—

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত সাতডুবিয়া চৌমুহণী হইতে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত ৩ কি: মি: রাস্তা দীর্ঘদিন যাবৎ সংস্কার বিহীন অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে প্রায়ই উক্ত রাস্তায় বাস চলাচল বন্ধ থাকে ?

১) উত্তর :— সম্পূর্ণ সত্য নহে। কারণ ইটের সলিং করা রাস্তা দিয়ে এখনও বাস চলাচল করিতেছে।

২) প্রশ্ন :— সত্য হয়ে থাকলে উক্ত রাস্তাটি পিচ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) উত্তর :— উক্ত রাস্তা পীচ করার পরিকল্পনা আছে।

৩) প্রশ্ন :— থাকিলে কবে নাগাদ উহার কাজ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) উত্তর : —অর্থ মঞ্জুরী পাবার পর এবং প্রয়োজনীয় অর্থের সঙ্কুলান হইলে, এই আর্থিক বৎসরের মধ্যে কাজটি হাতে নেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪) প্রশ্ন :— না থাকিলে তার কারণ ?

৪) উত্তর :— উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question no. 38

Name of the M. L. A. :—Sri Makhan lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the P. W. D. be plesed to State :—

১) প্রশ্ন :—পূর্ত দপ্তরের অধীনে রাজ্যে বর্তমানে ডাক বাংলার সংখ্যা কত ?

১) উত্তর :—পূর্ত দপ্তরের অধীনে বর্ত্তমানে ১১টি ইনস্পেকসন বাংলো আছে। কোন ডাক বাংলো নাই।

২) প্রশ্ন :—এই ডাক বাংলোগুলি কোথায় কোথায় অবস্থিত ?

২) উত্তর :—ইনস্পেকসন বাংলোগুলি নিম্নলিখিত স্থানে অবস্থিত।

১) তেলিয়ামুড়া, ২) উদয়পুর, ৩) শান্তিরবাজার, ৪) ধর্মনগর টাউন, ৫) পানিসাগর, ৬) কৈলাশহর, ৭) কাঞ্চনপুর, ৮) ফুলদংশী, ৯) কুমারঘাট, ১০) মনু, ১১) আমবাসা।

৩) প্রশ্ন :—কল্যাণপুরে একটি ডাক্‌বাংলা স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা, এবং

৩) উত্তর :—হঁ্যা, আছে।

৪) প্রশ্ন : থাকিলে কবে নাগাদ উহা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

৪) উত্তর :—আর্থিক অনুমোদন পাওয়ার পর কাজটি বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 38

Name of M. L. A. :—Sri Makhan lal Chakraborty.

Will the Hon'b'e Ministry-in-in-charg of the P. W. D. be pleased to State :—

১) প্রশ্ন : -খোয়াই তেলিয়ামুড়া রাস্তার গুরাই ছড়া হইতে গৌরাঙ্গটীলা, ভায়া থাস কল্যাণপুর এই অংশটির মেরামতের কাজ কবে পর্যান্ত শেষ হবে বলে আশা করা যায়,

১) উত্তর :-- বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে কাজটি শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ADMITTE STARRED QUESTION O. 67

NAME OF MEMBER :—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister incharge of Agriculture Department be please to State—

১) প্রত্যেক পঞ্চায়েতে একটি করে গ্রাম-সেবক কেন্দ্র থাকার পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) ১৯৮৫ সনের ৩১শে জুলাই পর্যান্ত কতটি গাঁও সভাতে গ্রাম-সেবক কেন্দ্র খোলা হয়েছে এবং কতটিতে এখনও খোলা হয় নাই ?

৩) গ্রাম সেবক কেন্দ্রগুলির প্রতিটিতে একাধিক সহকারী কর্মচারী নিযুক্ত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

৪) না থাকিলে সরকার প্রতিটি কেন্দ্রে একাধিক সহকারী কর্মী দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন কি না ?

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHURY)

১) হাঁ।

২) মোট ১০৪টি গাঁওসভার মধ্যে ৫৫৬টি গাঁওসভায় গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। বাকী ১৪৮টি গাঁওসভাতে কোন গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলা হয় নাই।

৩) না।

৪) আপাততঃ এরকম কোন পরিকল্পনা নাই।

Admitted Starred Question No. 79

Name of Member :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-incharge of Agrieulture Department be plesed to state.

১। ১৯৮৫ ৮৬ সালে রাজ্যের কোন্ কোন্ ব্লকে কতটি বাজারে শেড নির্মাণের পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। অমরপুর মহকুমার নতুন বাজার সংস্কার করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৩। থাকিলে কবে থেকে উক্ত সংস্কারের কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায় ?

৪। না থাকিলে তার কারন ?

৫। উক্ত বাজারটিতে জল নিষ্কাসনের ব্যবস্থা না থাকায় স্থায়ী ব্যবসায়ী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বর্ষাকালে খুবই অসুবিধা হয় তাহা সরকার জ্ঞাত আছেন কিনা ?

৬। থাকিলে উক্ত বাজারটিতে জল নিষ্কাসনের ব্যবস্থা সরকার করবেন কি না ?

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE

(SHRI BADAL CHOUDHURY)

১। শেড নির্মাণ করার যে পরিকল্পনা আছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম কত সংখ্যক বাজার শেড নির্মাণ করার পরিকল্পনা আছে।

ব্লকের নাম	সংখ্যা
১। পানিসাগর—	৭টি
২। কাঞ্চনপুর -	৩ ,,
৩। ছামনু—	৫ ,,
৪। সালচান্দ -	৫ ,,
৫। উদয়পুর—	৮ ,,
৬। অমরপুর—	৪ ,,
৭। বাগাফা -	২ ,,
৮। রাজনগর—	৪ ,,
৯। জিরানিয়া—	২ ,,
১০। মোহনপুর —	৪ ,,
১১। বিশালগড়—	৬ ,,
১২। তেলিয়ামুড়া—	৭ ,,
১৩। কমলপুর—	১ ,,
১৪। খোয়াই -	৩ ,,
মোট :—	৬১ টি

২) আছে।

৩) বাজারটিকে নিয়ন্ত্রিত বাজার হিসাবে ঘোষণা করিবার পরিকল্পনা আছে এবং সরকারের এই অভি প্রায়ের কথা ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটি বাজারটির প্রয়োজনীয় সংস্কার করিতে পারেন।

৪) প্রশ্ন উঠেনা।

৫) হ্যাঁ।

৬) নিয়ন্ত্রিত বাজার কমিটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন।

Admitte Starred Question No. 86.

Name of meml er :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble minister-in-charge of the P. W. (Electricity) Departmant be pleased to state,

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫ সালে রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ কত?

২। উক্ত সময়ে কোন কোন রাজ্য হইতে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ আমদানী করা হয়েছে?

৩। উক্ত সময়ে রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদা কত ছিল ?

৪। ১৯৮৫-৮৬ সালে রাজ্যে কত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছে ?

৫। উক্ত সময়ে রাজ্যের চাহিদা কত হবে বলে আশা করা যায় ?

৬। চাহিদার তুলনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কম হলে ঘাট্‌তি পূরণের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, এবং

৭। বহিঃ রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ আনতে কত খরচ পরবে বলে আশা করা যায়।

উত্তর

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং সালে রাজ্যে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ ৯.৬ মেগাওয়াট।

২। উক্ত সময়ে আসাম থেকে সর্বোচ্চ ১৩.৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানী করা হয়েছিল।

৩। ঐ সময়ে রাজ্যে সর্বাধিক বিদ্যুতের চাহিদা ছিল ২৩ মেগাওয়াট।

৪। ১৯৮৫-৮৬ ইং সালে রাজ্যে ১৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা স্থির করা হয়েছে।

৫। ঐ সময়ে চাহিদা ২৮ মেগাওয়াট হবে বলে অনুমান করা হয়।

৬। ঘাট্‌তি মিটাতে বহিঃ রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করতে হবে।

৭। বহিঃ রাজ্য থেকে বিদ্যুৎ আনতে প্রতি ইউনিটের জন্য ০.৫০ পয়সা ব্যয় হবে।

Admitted Starred Question No. 97 (৯৭)

Name of M. L. A. শ্রীবিধুভূষণ মালাকার

Will the minister in-Charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। পশু পালন দপ্তর বিগত ১৯৮৪ ইং সনের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের বিভাগ ভিত্তিক কি কি সাহায্য করিয়াছেন ?

২। ইহা কি সত্য কৈলাশহর বিভাগে অদ্যাবধি সরকারী সাহায্যের টাকা বিলি বন্টন করা হয় নাই ?

MINISTER IN CHARGE : SHRI SAMAR CHOUDHURY

১। পশুপালন বিভাগ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সমূহকে গরু, শূকর, ছাগল ইত্যাদি বিতরণ করেছেন। এই বাবদে মোট ৯,১১,৮০০ টাকা মঞ্জুর রয়েছে। তিন জেলা অফিসে নিম্নভাবে ভাগ করে দেয়া হয়েছে :—

ক) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় :— ৭৯,৩৫০ টাকা
খ) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় :— ২,৩৬,১৫০ টাকা
গ) উত্তর ত্রিপুরা জেলায় :— ৩,৯৬,৬০০ টাকা
ঘ) এ ছাড়া আরও অধিকর্তার
অফিসে ঔষধ ইত্যাদি
ক্রয় করার জন্য :— ২,০০,০০০ টাকা
মোট :— ৯,১১,৮০০ টাকা

২। হ্যাঁ বন্টন করতে দেরী হয়েছে। বি, ডি, সি-র সাহায্য নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার-সমূহের নামের তালিকা প্রস্তুত হয়েছে। সাহায্য বিলি বন্টন চলছে।

Admitted Starred Question No. 99.

Name of member :— Shri Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state—

১। কুমারঘাটে খাদি বোর্ড পরিচালিত ম্যাচ ফ্যাক্টরীটির কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে কি?

২। যদি করা হয়ে থাকে তাহলে ফ্যাক্টরীতে কর্মরত শ্রমিকদের কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিভিন্ন প্রকার উৎপাদনের উপর শ্রমিকদিগকে খাদি কমিশনের নির্দ্ধারিত হারে মজুরী দেওয়া হইয়া থাকে। উপরন্তু প্রতি দুর্গাপূজার প্রাকালে সরকারী নির্দেশানুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিককে ১০০, (একশত) টাকা করিয়া Ex-gratia দেওয়া হয়।

Admitted Starred Question No. 103.

Name of Member : Shri. Len Prased Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. (Electricity) Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। কাঞ্চনপুর লুংথা টি. ডি. ব্লক অন্তর্গত ক) সাতনালা খ) আনন্দ বাজার গ) লালজুরী ঘ) জয়শ্রী বাজার ঙ) রাগনা পারা, কৃষ্ণটিলা এবং মনপুই পারা ও ক্লাকশি পাড়া বাদে জম্পুই পাহাড়ে অবস্থিত অন্যান্য সমস্ত গ্রামগুলিতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে বৈদ্যুতিকরনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না।

২। না থাকিলে তার কারন ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে জম্পুই পাহাড়ের "জুম্পুল" নামক একটি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরনের জন্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

২। উপরের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 106

Name of M.L.A. :— Sri Sen Prasad Malsai.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P.W.D. be pleased to State :—

১। প্রশ্ন :— দেওনদীর উপর পাকা ব্রীজের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায়,

১। উত্তর :— দেওনদীর উপর পাকা ব্রীজের কাজ বর্ত্তমান আর্থিক বর্ষে শেষ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। প্রশ্ন :— বর্ত্তমানে উক্ত ব্রীজের কাজ বন্ধ হয়ে থাকার কারণ কি ?

২। উত্তর :—বর্ত্তমানে উক্ত ব্রীজের কাজ বন্ধ হয় নাই। সাবস্ট্রাকচারের কাজ শেষ হইয়াছে এবং সুপার স্ট্রাকচারের কাজ কলিকাতায় ওয়ার্কশপে চলিতেছে।

৩। প্রশ্ন :— উক্ত ব্রীজের কাজ শেষ করতে বিলম্ব হওয়ার কারণ কি ?

৩। উত্তর :— প্রাথমিকভাবে দুর্গম অঞ্চলে মালপত্র পরিবহনের অসুবিধাহেতু এবং তৎকালীন সময়ে উপযুক্ত সংস্থার (এজেন্সি) অভাবে উক্ত ব্রীজের কাজ শেষ করতে বিলম্ব হইতেছে।

৪। প্রশ্ন :—ঐ ব্রীজটির এসটিমেটেড কস্ট কত ধরা হয়েছিল, এবং

৪। উত্তর :— ১৯৬৬ ইং সনের অনুমোদিত সিডিওল অব রেইটস অনুযায়ী ২১'২১ লক্ষ টাকা ব্যায় মূল্য (এসটিমেটেড কস্ট) ছিল।

৫। প্রশ্ন :—সম্পন্ন হওয়া পর্য্যন্ত কত খরচ হবে বলে আশা করা যায় ?

৫। উত্তর :— আনুমানিক ৪৭ লক্ষ টাকা খরচ হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 116

Name of Member :—Shri Mati Lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. (Electrity) Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বিদ্যুৎ দপ্তর হইতে বসানো রাস্তার বৈদ্যুতিক খুঁটিগুলি কত মিটার বসানোর "স্পেসিফিকেশান" আছে,

২। উক্ত খুঁটিগুলি "স্পেসিফিকেশান" অনুযায়ী বসানো হয় কি না, এবং

৩। ইহা কি সত্য যে অনেক সময় হাল্কা বাতাসে ঐ সমস্ত খুঁটিগুলির মধ্যে অনেকগুলি হেলে মাটিতে পরে গিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটায়,

৪। সত্য হলে তাহা দূরীকরণের সরকার কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন কি না?

উত্তর

১। প্রতিটি খুঁটির দৈর্ঘ্যের কমপক্ষে ⅙ অংশ মাটির নীচে বসানোর "স্পেসিফিকেশন" আছে।

২। হ্যাঁ।

৩। খুঁটি হেলে পড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটাতে পারে যা মাঝে মাঝে বিঘ্ন ঘটায়।

৪। হেলে যাওয়া খুঁটিগুলিকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য সিমেন্ট কংক্রিটিংয়ের ব্যবস্থা আছে। তবে কংক্রেটের (পি, সি, সি) খুঁটিতে পরীক্ষামূলকভাবে কংক্রীটিং করা হয় নাই। গ্রামীন বৈদ্যুতিক সংস্থার সংগে যোগাযোগ ক্রমে বিদ্যুৎ দপ্তর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। কাঠের খুঁটিগুলিতেও কারীগরী দিক চিন্তা করে কংক্রিটিং করা হয় নাই।

* ইহা সত্য যে লোহার খুঁটিতে কংক্রিটিং করার ব্যবস্থা আছে। অনেক এ জাতীয় খুঁটি পূর্বে নানা কারণে কংক্রিটিং করা হয় নাই। বিদ্যুৎ দপ্তর ঐগুলিতে কংক্রিটিং করার ব্যবস্থা নেবে।

Admitted Starred Question No—117

Name of M. L.A. :— Sri Mati lal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

১। প্রশ্ন:—ইহা কি সত্য যে বিশালগড় কামথানা রাস্তায় প্রায় ৩ (তিন) কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে কার্পেটিং করা হচ্ছে না।

১। উত্তর :— হ্যাঁ, উক্ত রাস্তাটির ২ কি: মি: অংশে কার্পেটিং করা সম্ভব হয় নাই।

২। প্রশ্ন :— সত্য হলে উক্ত রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে কার্পেটিং না করার কারণ কি, এবং

২। উত্তর :—বৃষ্টির জন্য কার্পেটিং এর কাজ বর্তমানে বন্ধ আছে।

৩। প্রশ্ন :— কতদিনের মধ্যে ঐ রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩। উত্তর :— বর্তমান আর্থিক বৎসরে ১৯৮৫-৮৬ইং সনে ঐ রাস্তার কাজ সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 137

Name of M. L. A. :– Shri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to State :—

১। প্রশ্ন :— বিশালগড় ব্লকের কামথানা রাস্তা হইতে প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে যে কাঠের সেতুটি নির্ম্মাণ করা হচ্ছে সেটির খুঁটিগুলি শালকাঠের কিনা ? এবং

১। উত্তর :— বিশালগড় ব্লকের কামথানা রাস্তা হইতে প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে যে কাঠের সেতুটি নির্ম্মান করা হচ্ছে সেটির খুঁটিগুলি শালকাঠের।

২। প্রশ্ন :— বণবিভাগ কর্ত্তৃক এই শালকাঠ যোগান দেওয়ার ব্যাপারে যথাযথ প্রমাণপত্র আছে কিনা ? এবং

২। উত্তর :— বণবিভাগ কর্ত্তৃক এই শালকাঠ যোগান দেওয়ার ব্যাপারে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট এর ট্রেনজিট আছে।

৩। প্রশ্ন :— উক্ত সেতুটি নির্ম্মাণের জন্য শালের খুঁটিগুলি ঠিকভাবে বসানো ও অন্যান্য কাজ যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তাহা ভারপ্রাপ্ত সাইট ইঞ্জিনিয়ার নিয়মিত দেখাশুনা করছেন কি ?

৩। উত্তর :— উক্ত সেতুটি নির্ম্মাণের জন্য শালকাঠের খুঁটিগুলি এ্যাস্টিমেট এ স্পেসিফিকেশান অণুযায়ী বসানো হইয়াছে এবং অন্যান্য কাজ যথাযথ দেখাশুনা করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. :—160

Name of Menber : – Sri Shyama Charan Tripura

Will the Hon'ble Minister in-charge of the panchayat Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ছাওমনু টি, ডি, ব্লক অন্তর্গত জয়চন্দ্র পাড়া গাঁওসভার প্রধান শ্রী কলেন্দ্র চাকমাকে ১৯৮৪ সালে panchayat Rules তৈরীর আগেই অবৈধভাবে আনা অনাস্থা প্রস্তাবের ভিত্তিতে অপসারন করা হয়েছিল ;

২। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারন ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 166

Name of Member :—Shri Manoranjan Majumder.

Will the Hon 'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

ক) ইহা কি সত্য যে বর্ত্তমান বৎসরে রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত অঞ্চলে ধানের চারা ও রোয়াধানের চারা রোয়াধান পোকায় আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

খ) সত্য হলে উক্ত পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

গ) ইহাও কি সত্য যে স্প্রেমেসিনের অপ্রতুলতার দরুন বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকদের খুব অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে।

ঘ) সত্য হলে subsidised rate এ স্প্রেমেশিন গরীব কৃষকদিগকে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

ANSWER

INCHAGE MINISTE OF AGRICULTURER (SHRI BADAL CHOUDHURY)

ক) হ্যাঁ, ইচি পোকার ব্যাপক আক্রমণে আমন ধানের সমূহ ক্ষতির উপক্রম হইয়াছিল।

খ) পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সরকার নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রয়োজনানুসারে আক্রান্ত অঞ্চলকে মহামারী এলাকা ঘোষণার মাধ্যমে সরকারী খরচায় পোকা দমনের উদ্যোগ নেওয়া।

অপারেনস্যাল সাবসিডির মাধ্যমে কৃষকদের নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজ জমিতে পোকা দমনে সাহায্য করা।

কৃষকদের মধ্যে শতকরা ৩৩%ভর্তুকীতে কীটনাশক ঔষধ বিতরনের ব্যবস্থা।

যত বেশী সম্ভব সরকারী ও পঞ্চায়েতের স্প্রে মেশিনগুলি চালু রাখার ব্যবস্থা করা কৃষকদের নিজ খরচায় ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া এই লক্ষে কমদার, ম্যাকানিক নিয়ে স্কোয়াড গঠনের মাধ্যমে সেবামযু ও স্পেয়ার পার্টস এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের মঞ্জুর করা।

যখন আক্রমণের অবস্থা ভয়ানক আকার নেয় এবং কীটনাশক ঔষধ অপ্রতুলতা দেখা দেয় :—

স্বাস্থ্য বিভাগের-ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ফিল্ড ইউনিটগুলিকে আক্রান্ত জমিতে ডি, ডি, টি স্প্রে করার কাজে নিয়োজিত করা হয়।

লেম্বুছড়াস্থিত আই, সি, এ, আর এবং কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে টিম গঠনের মাধ্যমে আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শন ক্রমে বিভাগীয় কর্মচারী ও কৃষকগণকে আক্রমণ প্রতিরোধে উপদেশ ও পরামর্শ দেওয়া।

পত্র পত্রিকা ও বেতার প্রচারের মাধ্যমে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ ও দমন সম্পর্কে চাষীদের বিশেষভাবে অবহিত করা।

বিভাগীয় কর্মচারী ও কৃষকদের সুবিধার্থে পোকা দমনের নির্দেশাবলী সম্বলিত প্রচার পত্র বিতরণ।

জরুরী ভিত্তিতে ভিন্ন রাজ্য হইতে প্রয়োজনীয় ঔষধ ও নূতন স্প্রে মেশিন সংগ্রহের ব্যবস্থা করা।

আক্রমণের প্রকোপ বিস্তৃতি অনুসারে আগরতলা হইতে অফিসারদের ডেপুটেশনে পাঠিয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের ব্যবস্থা করা।

ঔষধ যন্ত্রপাতি প্রেরণ ও কাজের তদারকী করার সুবিধার জন্য কৃষিবিভাগের যানবাহন অপ্রতুল হওয়া অন্যান্য সরকারী দপ্তরের কিছু যানবাহনের সাহায্য নেওয়া।

পোকার আক্রমণের তথ্য সংগ্রহ কাজের সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজন টেকনিক্যাল এডভাইস দেওয়ার জন্য জিলা ও রাজ্য স্তরে কন্ট্রোলরোম স্থাপন করা।

গ) হঠাৎ পোকার ব্যাপক আক্রমণ হওয়াতে ক্ষেত্র বিশেষ স্প্রে মেশিনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য কতগুলি স্প্রে মেশিন বিভাগের হাতে ছিল সেগুলি কৃষকদের মধ্যে বিলির বন্দোবস্তো করা হয়।

ঘ) বহুপূর্ব থেকেই চালু আছে।

Admitted Starred Question No. 168

NAME OF MEMBER :— Shri Tarani Mohan Sinha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৩ ও ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে কৃষি বিভাগ থেকে চাষীদের মধ্যে ফলের চারা বিতরণ করা হইয়াছিল কিনা;

২। যদি হ্যা হয় তবে কি কি জাতের চারা এবং বিনা মূল্যে কত টাকার ও সাবসিডিতে কত চারা মূল্যের চারা বিতরণ করা হইয়াছিল।

৩। ইহা কি সত্য উক্ত সময়ে কুমারঘাট কৃষি দপ্তরে প্রচুর চারা নষ্ট হইয়াছিল।

৪। সত্য হইলে উহার কারণ এবং চারাগুলির মূল্য কত ছিল।

৫। বর্তমান বৎসের কৃষি দপ্তর থেকে ফলের চারা বিতরনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৬। থাকিলে তাহা কোথায়?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE
(SHRI BADAL CHOUDHURY)

১। হ্যাঁ

২। নারিকেল, আনারস, লিচু, আম, সপেরা, কাগজি, পেয়ারা, পেপে, ইত্যাদির চারা ও গুটি কলম বিতরন করা হইয়াছিল।

সাবসিডিতে ফলের চারা বিতরন করা হয় নাই। বিনামূল্যে মোট ২০,৭৫,২০১,৯৫

টাকায় চারা উক্ত সময়ে বিলি করা হইয়াছিল।

৩। মাত্র ৯৩ টি চার নষ্ট হইয়াছিল এবং তাহার হিসাব নিম্নরূপ :

চারার নাম	কত সংখ্যক চারা নষ্ট হইয়াছিল
নারিকেল চারা—	২২টি
লিচুগুটি—	১৫ ,,
আমের কলম—	৫ ,,
লেবুর কলম—	২০ ,,
সুপারী চারা—	২৫ ,,
পেয়ারা কলম—	৬ ,,
মোট :—	৯৩ টি

৪। পরিবহনের সময় এবং ফেরীঘাটে চারা উঠানো নামানোর সময় চারাগুলি নষ্ট হইয়াছিল। তাহাদের মোট মূল্য ৩৩৬.৫০ টাকা।

৫। হ্যাঁ

৬। রাজ্যের সব কৃষি মহকুমায়।

Admitted Question. 172 (STARRED)

Name of Member : Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hona'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরায় উৎপাদিত চায়ের দাম কমে যাওয়ায় চা শিল্পে সংকট দেখা দিয়েছে।

২। সত্য হইলে চায়ের দাম কমে যাওয়ার কারণ কি, এবং

৩। এই সংকট মোচনের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বা করছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় উৎপাদিত চায়ের দাম যাওয়ায় চা শিল্প সংকট দেখা দিয়েছে এরূপ কোন ও তথ্য সরকারের জানা নাই;

২। প্রশ্ন উঠে না;

৩। প্রশ্ন ওঠে,

Admitted Starred Question No. 174

Name of M. L. A. :—Shri Rabindra Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে যতনবাড়ী হইতে শিলাছড়ি রাস্তার মেরামতের কাজ বর্ত্তমানে বন্ধ হয়ে আছে, এবং

উত্তর

১। না।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয় তার কারণ?

উত্তর

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitte Starred Question No. 175

Name of M. L. A. Shri Rasiklâl Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State:—

প্রশ্ন

১। (ক) ইন্দুরিয়া থেকে পচারমার ঘাট ভায়া বড় পাথরী রাস্তাটির নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে কিনা,

উত্তর

১। (ক) ইন্দুরিয়া থেকে পচারমার ঘাট. রাস্তাটি পূর্ত্ত বিভাগের অন্তর্ভুক্ত নহে। উহা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের আওতাধীন। এই রাস্তার ৫টি ব্রীজ এবং স্পান পাইপ কালভার্ট করার জন্য ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ত্ত দপ্তরকে অর্থ প্রদান করা হইয়াছিল।

প্রশ্ন

(খ) যদি নেওয়া হয়ে থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত উক্ত কাজ শুরু করা সম্ভব বলে আশা করা যায়,

উত্তর

(খ) ৫টি ব্রীজ এর মধ্যে ৪ টি ব্রীজ এর কাজ শেষ হইয়াছে। বাকী একটি ব্রীজের কাজ এবং কালভার্টের কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া যাইবে।

প্রশ্ন.

(গ) না হয়ে থাকলে তার কারন?

উত্তর

(গ) ১ নং ক ও খ প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 176

Name of M. L. A. :— Sri Rasiklal Roy.

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the PWD be Pleased to State :—

১। প্রশ্ন :— চলতি আর্থিক বৎসরে সোনামুড়া ধলাই গ্রামের রাস্তাটির নির্ম্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে কিনা?

১। উত্তর :— উক্ত রাস্তার কাজটি ১৯৮৫–৮৬ইং সনের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

২। প্রশ্ন :— যদি হাতেনেওয়া হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত কাজ শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়?

২। উত্তর :— রাস্তাটির মঞ্জুরীর জন্য এষ্টিমেট তৈরী করা হইতেছে। মঞ্জুরী পাওয়ার পর কাজটি শুরু করা যাইবে বলে আশা করা যায়।

Name of Member.—Shri RasikLal Roy

Admitted Starred question No. 177.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P.W.D. (Electricity) Department be pleased to state—

১। সোনামুড়া সাব-ডিভিশনে সোনাপুর গাঁওসভায় যে পর্যন্ত ইলেকট্রিক পোষ্ট বসানো হয়েছে সেখান থেকে সোনাপুরের দক্ষিণ পাড়া এলাকায় আনুমানিক ১০,১২টি পোষ্ট বসিয়ে ইলেকট্রিক লাইন সম্প্রসারন করার বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবেন কি না,

২। উক্ত সাব-ডিভিশনের শ্রীমন্তপুর চেকপোষ্ট থেকে ভেগানগর এবং সাহাপুর গ্রামে ইলেকট্রিক লাইন সম্প্রসারনের জন্য পোষ্ট বসানো হয়েছিল কি না,

৩। যদি বসানো না হয়ে থাকে তার কারন?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বৎসরের গ্রামীন সম্প্রসারন খাতে কোনরূপ বরাদ্দ নাথাকায় সম্প্রসারনের কাজ আপাততঃ হাতে নেয়া সম্ভব নয়।

২। না।

৩। আর্থিক অপ্রতুলতা।

Admitted Question. : 186 (STARRED)

Name of Member : Shri Mono Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Industries Department be pleased to State—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে এপেক্স ওইভ'রস সোসাইটির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত গড়ে বাৎসরিক উৎপাদিত কাপড়ের পরিমান কত; এবং

২। এই উৎপাদিত কাপড়গুলি বিক্রীর জন্য বাজারে ছাড়ার কোন ব্যবস্থা আছে কি না;

৩। ইহা কি সত্য যে এপেক্স ওইভ'রস্ সোসাইটির ও ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমে উৎপাদিত প্রায় দেড়কোটি টাকা মূল্যের কাপড় বিক্রীর জন্য বাজারে না ছেড়ে গুদামজাত করে রাখা হয়েছে?

উত্তর

১। ৭০৬৮০০ বর্গ মিটার,

২। হঁ্যা;

৩। সত্য নহে।

Admitted Question No. 190

Name of M. L. A :— Sri Monoranjum Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State :—

১) প্রশ্ন :—বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ এর মোড় হইতে বাঁশপাড়া কলোনী হইয়া হইয়া লেক্ এর দক্ষিণপাড় দিয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহা ফায়ার সার্ভিস এর গাড়ী চলার উপযোগী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কিনা,

১) উত্তর : -আপাতত : কোন পরিকল্পনা নাই ।

২) প্রশ্ন :— থাকিলে উক্ত পরিকল্পনাটি কবে নাগাদ রূপায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উত্তর:—১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 187

Name of member :—Shri Ratimohan Jamatia

Will the Hon'ble minister-in-charge of Agriculture be please to state—

১। সারা রাজ্যে কৃষি উন্নয়নের জন্য মোট কয়টি পাওয়ার টিলার (যন্ত্রচালিত লাঙ্গল) সরকারের আছে ; এবং

২। উক্ত পাওয়ার টিলারগুলির মধ্যে কয়টি চালু অবস্থায় আছে :

৩। গত দুই বৎসরে সরকারী পাওয়ার টিলার দ্বারা রাজ্যে কত একর জমি চাষ হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব ?

ANSWER

Incharge Minister of Agriculture (Shri Badal Choudhury)

১। ২০৮টি (দুইশত আটটি)

208 Nos

২। ১৩২টি (একশত বত্রিশটি)

৩। ১৯৮৩-৮৪ইং সনে প্রায় ৩০০০ একর ও ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে প্রায় ৩২০০ একর।

ADMITTE STARRED QUESTION NO. 191

Nme of M. L. A. :— Sri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P WD be Pleased to State.

১) প্রশ্ন :—উদয়পুর হইতে কিল্লা অবধি রাস্তা সম্প্রসারণ করিয়া টি, আর, টি, সি, বাস যাতায়াতের উপযোগী করিতে বর্তমান আর্থিক বছরে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

১) উত্তর :—উক্ত রাস্তাটি সংস্কার করিয়া ছোট বাস চলাচলের উপযোগী করার পরিকল্পনা আছে।

২) প্রশ্ন :—না থাকিলে তাহার কারণ ?

২) উত্তর :—১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Questions No. 233

Name of M. L. A. :— Sri Kali Kr. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-chage of the P. W. D. be Pleased to State :—

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য তেলিয়ামুড়ার পি, ডব্লিউ. ডি, ডিভিশন এর অন্তর্গত জি, এর রোডটি সংস্কার এর অভাবে বাস চলাচল বন্ধ হয়ে আছে,

১) উত্তর :- কৃষ্ণপুরের নিকট এই রাস্তার কিছু অংশ বন্যার সময় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ফলে এই রাস্তার বাস চলাচল বিঘ্নিত হয়।

২) প্রশ্ন :— সত্য হইলে এই রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য সরকার কর্তৃক কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে,

২) উত্তর :—বর্ষার পরই রাস্তায় বাস চলাচল করিতে পারিবে। ইহাছাড়া রাস্তাটির উপরোক্ত অংশের জন্য নতুন এলাইনমেন্ট ঠিক করা হইয়াছে এবং ল্যাণ্ডপ্যান তৈয়ারীর কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে।

৩) প্রশ্ন :- রাস্তাটি সংস্কার করে বর্তমান আর্থিক বৎসরে ঐ রাস্তায় বাস চলাচল করা সম্ভব হবে কিনা ?

৩) উত্তর :—বর্ষার পরই এই রাস্তা বাস চলাচলের উপযুক্ত হইবে।

Admitted Question. No: 244 (STARRED).

Name of Member. Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be Pleased to State—

১) রাজ্যের তীব্র জ্বালানী সংকট প্রশমনে রাজ্যের প্রাপ্ত গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া রাজ্য সরকার এই মর্মে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন কিনা ; এবং

২) পাঠাইয়া থাকিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার অবগত হইয়াছেন কিনা ?

উত্তর

১) আপাততঃ সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত গ্যাস জ্বালানী হিসাব ব্যবহারের কোনও প্রস্তাব নাই। তবে Oil & Natural Gas commisnion পরিমাণ জানার পর বিবেচনা করা যাইতে পারে।

২) প্রশ্ন উটে না।

Admitted Question No: : 252 (STARRED)

Name of Member : Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be please to state—

১) উত্তর ত্রিপুরায় কৈলাশহরে জিলা শিল্প দপ্তরের অধীনে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মোট কর্মচারীর সংখ্যা বর্ত্তমানে কত (কর্মচারীদের শ্রেণী ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব),

২) ইহা কি সত্য যে উক্ত মহকুমায় জিলা শিল্প দপ্তরে প্রয়োজনের তুলনায় বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীর যথেষ্ট অভাব থাকায় নিয়মিত শিল্প প্রশিক্ষণ ও জনগণের স্বার্থে শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না;

৩) সত্য হইলে উক্ত দপ্তরের কাজ সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অনুসারে আরও কর্মচারী নিয়োগ করা হবে কিনা ?

১) উত্তর ত্রিপুরায় জিলা শিল্প কেন্দ্রের অধীনে মোট কর্মচারীর সংখ্যা (শিল্প কেন্দ্র সহ) বিবরণ :—

ক) প্রথম শ্রেণী— ১ জন
খ) দ্বিতীয় ,,— ১ ,,
গ) তৃতীয় ,,— ৪৮ ,,
ঘ) চতুর্থ ,,— ৩৯ ,,

২) সত্য নহে;
৩) প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 261

Name of M L. A : Sri Budda Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be Pleased to State.

১। প্রশ্ন :— বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত কাঞ্চনমালা বাজারের নিকটবর্ত্তী সিনাই নদীর উপর সেতু তৈয়ারের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

১। উত্তর :— হাঁ। আছে।

২। প্রশ্ন :— না থাকিলে তার কারণ কি ?

২। উত্তর :— ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 263.

Name of M. L. A. :— Sri Buddha Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be Pleased to State :—

১। প্রশ্ন :— বিশালগড় ব্লক বড়জলা গাঁওসভায় বিত্তবাড়ির সন্নিকটে রাঙ্গাপানিয়া নদীর উপর ফুট ব্রীজ নির্ম্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

১। উত্তর :— এখন পর্যান্ত এই রূপ কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই।

২। প্রশ্ন :— থাকিলে কবে পর্যান্ত তাহা তৈয়ার হবে বলে আশা করা যায়,

২। উত্তর :— ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন :— না থাকিলে তার কারণ কি,

৩। উত্তর :— উক্ত রাস্তাটি ব্লকের রাস্তা। ইহা পূর্ত্ত দপ্তরের অধীন নয়।

Admitted Starred Question No. 264.

Name of M. L. A. :—Shri Buddha Ded Barma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state:—

১। প্রশ্ন :— টাকারজলা-জম্পুইজলা সাব্ ব্লক অন্তর্গত উজান কাঠালিয়া মলসম পাড়া হইয়া গুলিরায় বাজার পর্য্যন্ত রাস্তা নির্ম্মানের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

১। উত্তর :—পূর্ত্তদপ্তরের অধীনে বর্ত্তমানে এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। প্রশ্ন :— থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তাহা বাস্তবায়ন হবে বলে আশা করা যায়, এবং

২। উত্তর :— ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন :— না থাকিলে তার কারণ ?

৩। উত্তর :— পূর্ত্তদপ্তরের অধীনে এই নামে কোন রাস্তা নাই।

Admitted Starred Question No. 281

Name of the M. L. A. :—শ্রী মতিলাল সরকার।

Will the Minister-In-charge of the animal Husbandry Department be Pleased to state.

QUESTION :

১) সারা ত্রিপুরায় কয়টি সরকারী পশুপালন খামার (ফার্ম) আছে ?

২) এর মধ্যে কয়টি ১৯৭৮ ইং সনের জানুয়ারী মাস থেকে বর্ত্তমান সময়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে ?

৩) উক্ত ফার্মগুলিতে কত নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিক আছে ?

ANSWER : MINISTER INCHARGE SHRI SAMAR CHOUDHURY

১) সারা ত্রিপুরায় ১৩ টি পশু পালন খামার আছে। জেলা ভিত্তিক নামগুলি নিম্নে দেওয়া হইল :—

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায়

১) (ক) রাজ্যিক মিশ্র পশু পালন খামার, আর. কে. নগর।

(খ) আঞ্চলিক মিশ্র গবাদি পশু খামার, আর কে, নগর।

২) আঞ্চলিক হাঁস পালন খামার, আর. কে. নগর।

৩) রাজ্যিক পোলট্রি ফার্ম, গান্ধী গ্রাম।

৪) আঞ্চলিক ছাগল পালন খামার, দেবী পুর।

৫) মিশ্র পশু পালন খামার, প্রমোদনগর।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায়

১) জেলা পোলট্রি ফার্ম, উদয়পুর।

২) রাজ্যিক মিশ্র পশু পালন খামার, বীরচন্দ্রমনু।

৩) মহিষ পালন খামার, ডলুমা।

৪) শুকর পালন কেন্দ্র, অমরপুর।

উত্তর ত্রিপুরা জেলায়

১) মিশ্র পশু পালন খামার, নালকাটা।

২) জেলা পোলট্রি ফার্ম, পানিসাগর।

৩) শুকর পালন কেন্দ্র, মেস্বিহা ওয়ার।

৪) শুকর পালন কেন্দ্র, নবীনছড়া।

Admitted Starred Question No, 288
Name of M L. A. :— Sri Nakul Das.
Will the Hon 'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State :

প্রশ্ন

১) রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলিতে বিশেষ করে আসাম আগরতলা রোড ও আগরতলা সাব্রুম রোড, আগরতলা বিলোনীয়া রোড, আগরতলা সোনামুড়া, আগরতলা খোয়াই রোডে মোট কয়টি পাকা পুল নির্মান করা প্রয়োজন আছে বলে সরকার মনে করেন।

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহাধীন।

প্রশ্ন

২) তারমধ্যে কয়টি পুল নির্মানের জন্য বর্তমান বর্ষে রাজ্য বাজেটে বরাদ্দ করা হইয়াছে? এবং কতটির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট বরাদ্দ চাওয়া হইয়াছে?

উত্তর

২) তথ্য সংগ্রহাধীন।

ADMITTED STARRED QUESTION NOE 2 8
Name of member :—Shri Kali Kr. Deb Barma.
Will the Hon 'ble Minister incharge of Agriculture Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য জোলিয়ামুড়া বাজারের শেড-গুলি মেরামত করা হচ্ছে, এবং
২) ইহা কি সত্য যে উক্ত শেড্ গুলি তৈরীর ক্ষেত্রে প্রয়োজন মত সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে না।
৩) সত্য হলে উক্ত ব্যাপারে সরকার কোন প্রকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা।

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHURY)

১) হ্যাঁ
২) এইরূপ অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।
৩) তদন্তাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 303

Name of M.L.A :— Sri Nakul Dss.

Will the Hon'ble Ministar—In-Charge of the PWD be Pleased to State :—

১। প্রশ্ন :— বিলোনীয়া মহকুমার বিলোনীয়া—অভয়নগর, রাজনগর—গৌরাঙ্গবাজার, বড়পাথারী- তুলামুড়া, বীরচন্দ্র—মনুরমুখ রাস্তা গুলির সংস্কার ও নির্মাণের কাজ কবে পর্য্যন্ত সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়।

১) উত্তর :— উক্ত রাস্তাগুলির উন্নতি সাধনের কাজ আগামী ১৯৮৬-৮৭ ইং সনে সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়।

২) প্রশ্ন :— এই রাস্তাগুলির সংস্কার ও নির্মানের জন্য এখন পর্য্যন্ত কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ?

২) উত্তর :— উক্ত রাস্তাগুলির সংস্কার ও নির্মানের জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বিলোনীয়া-অভয়নগর রাস্তা :—বিলোনীয়া হইতে ঋষ্যমুখ পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নতি সাধনের জন্য শীঘ্রই এ্যাষ্টিমেট মঞ্জুরীর জন্য পাঠানো হইবে। ঋষ্যমুখ হইতে অভয়নগর পর্য্যন্ত রাস্তার ৩'১২ কি. মি, রাস্তার কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। বাকী ২'৮৮ কি, মি, রাস্তার ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

রাজনগর—গৌরাঙ্গবাজার রাস্তা :— রাজনগর হইতে পুরাতন রাজবাড়ী পর্য্যন্ত রাস্তার উন্নতি সাধনের কাজ করা হইয়াছে। একিম্পুর হইতে গৌরাঙ্গবার পর্য্যন্ত রাস্তাটি নির্মানের জন্য এম. এন. পি. হইতে অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে সলিং এর কাজ বর্ত্তমানে চলিতেছে।

বড়পাথারী—তুলামুড়া রাস্তা :- বণ্যায় এই রাস্তাটি ক্ষতি গ্রস্ত হওয়ায় বাঁশের প্যালাসাইডিং এবং মাটি ভরাটের কাজ চলিতেছে। স্পান পাইপ কালভার্ট ও একটি কাঠের পুলের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছে। একটি কাজ শেষ হইয়াছে। একটি কাঠের সেতুর সংস্কারের কাজ শেষ হইয়াছে। রাস্তাটির উন্নতির জন্য ৩৩ ২০, ২৬০'০০ টাকার অনুমোদন দেওয়া হইয়াছে।

বীরচন্দ্র—মনু মুখ রাস্তা এই রাস্তাটির উন্নতির কাজ ৩'৫ কি: মি: ব্যতীত শেষ হইয়াছে। এই অংশের ঠিকাদার মারা যাওয়ায় কাজটি শেষ করা যায় নাই। এই অংশের কাজের জন্য নূতন দরপত্র আহ্বান করিয়া নূতন ঠিকাদার নিযুক্ত করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 308.

Name of M. L. A. Sri Fayzur Rahaman,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the PWD be Pleased to State: -

প্রশ্ন

১) ইহাকি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার চুরাইবাড়ী হইতে রাণীবাড়ী এবং রাণীবাড়ী হইতে ধর্মনগর পর্যান্ত রাস্তাটিতে মেটেলিং কার্পেটিং এর কাজ সমাপ্ত না হওয়ায় রাণীবাড়ী থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত টি, আর, টি, সি, বাস চালু করা যাচ্ছে না।

২) সত্য হইলে উক্ত রাস্তাটির নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি না?

উত্তর

১) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 317

Name of M. L. A. :—Sri Dilipa chandra Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the PWD be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা আমবাসা-কমলপুর রোডকে পরিবর্তন করে আমবাসা-মরাছড়া রোড দিয়ে—আমবাসা, কমলপুর যোগাযোগ স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

২) থাকিলে কবে নাগাদ উক্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করা হবে বলে আশাকরা যায়?

৩) না থাকিলে ভবিষ্যতে তাহা করা হবে কিনা?

উত্তর

১) এরূপ কোন পরিকল্পনা পূর্ত্তদপ্তরের নাই। তবে আমবাসা ও কমলপুরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য কমলপুর-মরাছড়া আমবাসা নামে একটি রাস্তার নির্মাণ কার্য চলিতেছে।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

৩) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে উহা বলা সম্ভব নহে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 325

Name of member. :—Sri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister -in-Charge of the P.W.D (Electricity) Deptt. be pleased to State :

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য সোনামুড়া মহকুমার বড়দোয়ালী গাঁও সভা এলাকায় বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারন করা সত্ত্বেও এলাকার অধিকাংশ জনসাধারণের বাড়ীতে বৈদ্যুতিক লাইন দেওয়ার ব্যবস্থা না করায় গ্রামবাসীরা বিদ্যুৎ ব্যবহার ঐ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন,

২। সত্য হইলে গ্রামবাসীদের বাড়ীতে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হবে কি,

৩। উক্ত সাব ডিভিশনে কোমইয়া কুচায় বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারনের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। আংশিক সত্য। উক্ত গাঁও সভার অধিকাংশ জনসাধারনকে বৈদ্যুতিকৃত এলাকার আওতায় আনা সম্ভব হয় নাই।

২। গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারন বিদ্যুৎ বিভাগ করে থাকে কিন্তু জনসাধারনের বাড়ীতে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্যে দরখাস্ত করা এবং প্রয়োজনীয় টাকা জমা দেওয়া গ্রামবাসীদের নিজেদের দায়িত্ব।

৩। "কোমইয়া কুচায়" কোন সেন্সাসভুক্ত গ্রাম নয়। বিশেষ কোন এলাকা বিশেষ। বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের বিষয়ে এখনও কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 326

Name of M. L. A. :—Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া, মহকুমার বটতলী থেকে চন্দনমুড়া হয়ে—দুর্লভ নারায়ন হয়ে শিবনগর পর্য্যন্ত যে রাস্তাটি গিয়াছে তাহা ইট সোলিং করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ কাজ আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়, এবং
৩। না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, উক্ত রাস্তাটি সলিং করার পরিকল্পনা আছে।
২। কাজটি ১৯৮৬ ৮৭ ইং সনে আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়।
৩। ২ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No. 328

Name of member :— Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য গত বন্যায় নলছড় বাজারটি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এবং
২। সত্য হইলে উক্ত বাজারটি সংস্কারের জন্য ও ভবিষ্যতে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHURY)

১। নলছড় বাজারটি জোত জমির উপর তুলনামূলক নিম্নস্থানে অবস্থিত। নলছড় ছড়ার বন্যায় প্রায়সই এই বাজার প্লাবিত হয়েছিল। কৃষি বিভাগ হইতে ক্ষতির পরিমান নির্দ্ধারিত হয় নাই।
২। বাজারটি জোত জমি জায়গায় অবস্থিত এবং জোত জায়গার অবস্থিত বাজার উন্নয়নের পরিচালনা কৃষি বিভাগের নাই।

QUESTION

Admitted Starred Question No. 339
Name of M. L. A. :— Sri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State :

১) রাজ্যের অনগ্রসর উপজাতিদের ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারে উৎসাহী করবার জন্য সরকার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি ?
২) নিয়ে থাকলে কি কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

১) হ্যাঁ,

২) রাজ্য সরকারের উদ্যোগ নেওয়ার ফলে একটি উৎসাহ ব্যঞ্জক অবস্থার সৃষ্টি হতে চলেছে। বর্তমান রাজ্য সরকার পূর্বতন প্রকল্পগুলিকে আরও গতিশীল ত্বরান্বিত করার জন্য এবং দৃঢ় অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে তুলতে চাইছেন। যে সমস্ত উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তম্মধ্যে যেগুলি বিশিষ্টতা লাভ করেছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হলো :—

১) ট্রেনিং : -

ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে কৃৎ কৌশল (skill) জানা লোকের নিতান্ত অভাব এবং মানসিকতাও নাই। কৃৎ কৌশলতা সৃষ্টির জন্য উপজাতিদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ত্রিপুরার তিনটি আই, টি, আইতে মোট বরাদ্দ কোটার ২৯% উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত। হোস্টেলে উপজাতি ছাত্রদের ১১০ টাকা করে স্টাইপেণ্ড এবং হোস্টেলের বাহিরে থাকিলে ৯০ টাকা করে মাসিক স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

এতদব্যাতীত দারিদ্র্য সীমার নীচে লোকদের উপযুক্ত গ্রামীণ শিল্পে প্রশিক্ষণের জন্য DRDA (District Rural Development Agency) কর্তৃক TRYSEM (Training of Rural youth self Employment Programme) এ শিক্ষণ দেওয়া হয়। সেখানে গ্রামে বাস করিলে মাসিক ৭৫ টাকা এবং বাহির হইতে আসিলে ২০০ টাকা করে মাসিক স্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়। শিক্ষানোত্তর পর্যায়ে IRDP (In egrated Rural Development Programme Dev.) এ তাদেরকে সাহায্য দেওয়া হয়। এতদ্‌ভিন্ন EDP (Entrepremural Programme) এ তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে।

(২) চা-শিল্প :

উপজাতিদের চা-শিল্পে উৎসাহিত করার জন্য উত্তর ত্রিপুরা জেলার মাছ মারায় ৫০০ হেক্টর জমিতে বর্তমানে দৈনিক মজুর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে এই উদ্দেশ্যে যে তারা চা-চাষ, রক্ষণা বেক্ষনে কৃৎ কৌশলে অভিজ্ঞতা লাভের পর ১ হেক্টর জমির চা-মালিকানা দেওয়া হবে যাতে তারা চা শিল্পে স্ব-নির্ভরতা লাভ করতে পারে। ওখানে প্রায় ১৪০ জন উপজাতি শ্রমিক চা চাষে নিযুক্ত আছে, তদ্রূপ কামলাসাগরেও বহু উপজাতি শ্রমিক কাজ করিতেছে।

(৩) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প :

আই, টি, আই, প্রশিক্ষনোত্তর ছাত্রদের 'এপ্রেনটিস' ট্রেনিং এর ব্যবস্থা আছে। এছাড়া রাজ্য শিল্প দপ্তর কর্তৃক লোন ও জেলা শিল্প দপ্তর কর্তৃক লোন দেওয়ার ও ব্যবস্থা আছে। বড় প্রকল্পে মূলধন বিনিয়োগ হলে ব্যাঙ্ক ঋণ প্রাপ্তির জন্য শিল্প দপ্তর অনুমোদন দিয়ে

থাকে। এ ছাড়াও জেলা শিল্প দপ্তর প্রত্যন্ত অঞ্চলে ট্রেনিং ও নানা উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য দিয়ে উপজাতিদের উৎসাহিত করছেন প্যাকেজ অব ইনসেনটিভ স্কীমেও তাদের শিল্পে সাহায্য দেওয়া হয়।

(৪) তাঁত শিল্প :

রাজ্য সরকার পাছড়া উৎপাদন কাজেও উপজাতিদের সাহায্য করছেন ইহা ছাড়া পাইলট ট্রেনিং সেন্টারে তাঁত শিল্পে প্রশিক্ষণ. উপজাতি তাঁত শিল্প সমবায় সমিতিগুলিকে গৃহ নির্মাণ তাঁত প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করছেন। ৫০'/. ভাগ ভর্তুকী দিয়ে সুতা তাঁত ও দিয়ে উপজাতি ভাইদের, ৭৫'/.শতাংশ ভর্তুকীতে গৃহ নির্মাণ ও রিপেয়ারিং সাহায্য, ট্রেডিশনেল "লয়েন" লুম হতে ফ্রেমলুমে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা প্রভৃতি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য ট্রাইবেল ডিজাইন সংগ্রহ করে ডকুমেন্টেশন-এর কাজে হাত দেওয়া হচ্ছে। উপজাতিদের সুতা বিতরণ এবং তাঁতশিল্প নিগমের নক্সা অনুযায়ী উৎপাদিত বস্ত্র ক্রয়ের ব্যবস্থাও নেয়া হয়েছে। সমবায় সমিতির মেম্বারগণ বিপদকালীন সাহায্যের জন্য কাউন্টেটারী প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের ব্যবস্থা করার উদ্যোগ এ বৎসর নিয়েছেন।

৫) হস্তশিল্প :

হস্তজাত শিল্পে সমবায় সমিতি বা ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দেওয়া হইতেছে বিশেষ করে যন্ত্রপাতি দিওে। ত্রিপুরায় বেতের উৎপাদন কম হওয়ায় বাহির হইতে বেত আমদানী করে হস্ত তাঁতশিল্প নিগম বেত সরবরাহের ব্যবস্থা করছেন। সমবায় সমিতিগুলিকে উৎসাহিত করার জন্য এবং তাদের ঋণ গ্রহণের উন্নতির জন্য ৯০'/. শতাংশ শেয়ার ক্যাপিটেল সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে কাঁচামাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান করার ব্যবস্থার এ বৎসরে উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে যেখানে সুতা এবং বেতের সরবরাহের ব্যবস্থা থাকিলে এ বৎসর ৭৫'/. ভাগ বিপন্ন হস্তগত ইউনিটগুলিকে যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করা হবে। পেচারথল এবং শান্তির বাজার এলাকার উপজাতিদের এপ্রেন্টিস ট্রেনিং এর ব্যবস্থা এ বৎসর দেওয়া হবে।

৬। রেশম শিল্প :

রেশম শিল্পে উৎসাহিত করার জন্য নিম্নলিখিত অনুদান দেওয়া হইয়া থাকে।

(ক) মালাবেরী চাষের জন্য ৫০০ টাকা করে।
(খ) রেশমগুটি পোকার জন্য গৃহনির্মাণ ৫০./' ভাগ ভর্তুকী প্রায় ১০০০ টাকা করে।
(গ) গুটি পোকার জন্য ৭৫'/. ভাগ ভর্ত্তুকী প্রায় ৩০০ টাকা করে।
ঘ) সার ও কীট নাশক পদার্থের জন্য ২৫০ টাকা করে ভর্তুকী দেওয়া হয়ে থাকে।

৭) উপজাতি শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র :

১৯৮৫-৮৬ সালে ৮টি উপজাতি শিল্পশিক্ষণ কেন্দ্র শিল্প দপ্তরের কাছে অর্পণ করা হয়েছে যাতে উপযুক্ত শিল্প গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হয়।

৮) স্ব-নির্ভর কর্ম প্রকল্প :

উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের স্ব-নির্ভর প্রকল্পে আনয়নের জন্য রাজ্য সরকার বয়স সীমা ৪৫ বৎসর পর্যন্ত বর্ধিত এবং শিক্ষণযোগ্যতা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত করেছেন। নিম্নলিখিত ২২টি শিল্পকে চিহ্নিত করা হয়েছে যার বিনিয়োগ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। এই বিনিয়োগের কম্পজিট লোনের ৫০./' ভাগ অনুদান এবং উপজাতি উন্নয়ন নিগম কর্তৃক ২৫./' ভাগ মার্জিন মানি দেওয়া হবে। ১৯৮৫-৮৬ সাল হতে উহা কার্যাকরী হচ্ছে। চিহ্নিত ২২টি শিল্প নিম্নরূপ :—

১) ভিলেজ ব্ল্যাকস্মিথি, (২) মোমবাতি তৈরী, (৩) বিড়ি তৈরী (৪) বাঁশ ও বেতের কাজ, (৫) টিনস্মিথি, (৬) হস্তশিল্প, (৭) সাইকেল ও সাইকেল রিকসা রিপেয়ারিং, (৮) কার্পেন্ট্রি ইউনিট (৯) সেলুন। (১০) টেইলারিং / রেডিমেড বস্ত্র, (১১) গরুর গাড়ী, (১২) গ্রামীণ চর্মশিল্প, (১৩) ব্যাণ্ড ও ব্রাসবিটিং, (১৪) গ্রোসারী ও টি স্টল, (১৫) মৌ-মাছি পালন, (১৬) শুকর পালন, (১৭) ডায়েরী (দুগ্ধ প্রকল্প), (১৮) মাছের চাষ, (১৯) শুকনো মাছ (Dry fish), (২০) মুরগী পালন, (২১) সাইকেল ভ্যান, (১২) হাঁস পালন (Dnckry)।

Admitted Question No. 343 Starred

Name of Member :—Shri Moti Lal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to State :—

১) স্ব-নির্ভর প্রকল্পে এ যাবৎ সারা ত্রিপুরায় কত জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

২) কতজনকে এই প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার সুপারিশ থাকা সত্বেও এখন ও ঋণ দেওয়া হয়নি; এবং

৩) এর কারণ ;

৪) স্ব-নির্ভর প্রকল্প ৩৫ বছর অতিক্রান্ত বেকার যুবকদের জন্য চালু করার ব্যবস্থা হবে কি ?

১) স্বনির্ভর প্রকল্পে সারা ত্রিপুরায় ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ৬৪০ জন ও রাজ্য প্রকল্পে ৮৬ জন এবং ১৯৮৪-৮৫ সনে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ৫৭২ জন ও রাজ্য প্রকল্পে ৮১ জনকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

২) ঋণ দেওয়ার সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ৩২৩ জন ও রাজ্য প্রকল্পে ৭১ জন এবং ১৯৮৪-৮৫ ইং সনে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে ২১৭ জন ও রাজ্য প্রকল্পে ৫৮৪ জনকে ঋণ দেওয়া হয়নি।

৩) ব্যাঙ্কের নিয়মকানুন পূর্ণ না করার দরুন, টাকার পরিমান কম হওয়াতে কিছু সংখ্যক প্রার্থী ঋণ গ্রহণে রাজী না হওয়ায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থীদের আর্থিক অবস্থা ভাল থাকায় ঋণ দেওয়া হয় নাই।

৪) কেন্দ্রীয় প্রকল্পাধীন যাদের বয়স ৩৫ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, সে সকল প্রার্থীদের রাজ্য প্রকল্পে আবেদন করার সুযোগ আছে।

Admitted Question No : 344 (STARRED)

Name of member : Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় একটি কাগজকল স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কাজ বর্তমানে কতটুকু অগ্রসর হয়েছে?

উত্তর

১) গত ৪ঠা জানুয়ারী, ১৯৮৫ ইং সনে প্ল্যানিং কমিশনের ওয়ার্কিং গ্রুপের সহিত রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের কাগজকল সম্পর্কে দিল্লীতে যে আলোচনা হয় তাহাতে প্ল্যানিং কমিশন বলেছেন যে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে কাগজের যে চাহিদা ভারতবর্ষে হবে কাগজকলগুলি উৎপাদন ক্ষমতা তাহা মিটিয়ে ফেলার সক্ষম হবে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাতে আর কাগজকলের স্থাপনের জন্য অনুমোদন দিবেন না। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এই বক্তব্য সহমত পোষণ করেন নি। রাজ্য সরকার সব সময়ই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার চাপ সৃষ্টি করে চলেছেন এই মর্মে যে ত্রিপুরার কাঁচামালের যথাযথ ব্যবহার এবং বিপুল পরিমাণ বেকারত্ব দূরকরণের জন্য অন্তত: ত্রিপুরায় ৩০/৪০ টন উৎপাদন ক্ষমতাবিশিষ্ট কাগজকল স্থাপন হওয়া দরকার যাহা ১৯৮০ সালের জুন দাঙ্গার উত্তোরনের পর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রেরিত দীনেশ সিং কমিটি ও সমর্থন করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশনকে ত্রিপুরায় কাগজকল স্থাপনের জন্য একটি সমীক্ষা করতে বলেছিলেন। সেই রিপোর্ট এখনও রাজ্য সরকার পান নাই।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 2

NAME OF MEMBER :– Shri Bidya Ch. Debbaarma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P,W.D(Electricity) Deptt. be pleased to State—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বৎসরে এ. ডি. সি. এলাকায়. কতটি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা হইবে (গ্রামের নাম সহ)

২। ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৪-৮৫ ইং এর মার্চ মাস পর্যন্ত কতটি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ করা হইয়াছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বৎসরে এ. ডি. সি. এলাকায় মোট ৫৮টি গ্রামে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের লক্ষ্য মাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে। ব্লকভিত্তিক গ্রামের নাম নীচে দেওয়া হল।

ব্লকের নাম :—		গ্রামের নাম :—	
ক) মোহনপুর	—	(১) দীঘালিয়া বাজার	
		(২) ছয় ঘরিয়া	
		(৩) ভগবান চৌধুরী পাড়া	৫টি
		(৪) ধানবাগান	
		(৫) কৃষ্ণমোহন কোবরা পাড়া	
জিরানীয়া	—	(১) কৃষ্ণকোবরা পাড়া	
		(২) শরৎ সর্দার পাড়া	৩টি
		(৩) প্রফুল্ল সর্দার পাড়া	
তেলিয়ামুড়া	—	১) ভেংগার বাড়ী	
		২) দেবেন্দ্র সর্দার পাড়া	
		৩) ভদ্রমনি পাড়া	৪টি
		৪) রাধাকৃষ্ণ পাড়া	
বিশালগড়	—	১) উমাকান্ত ঠাকুর পাড়া	
		২) পেকুয়ার জলা	৩টি
		৩) ধারিয়াথল	

মেলাঘর	—	১) জোলাইবাড়ী	১টি
কাঞ্চনপুর	—	১) ওয়াকিরায় চৌধুরী পাড়া	
		২) আলোরায় চৌধুরী পাড়া	
		৩) বিদ্যা কারবারী পাড়া	৬টি
		৪) ডম্পুল	
		৫) জয়পুর	
		৬) বাবুলি আনু চিপু	
ছামনু	—	১) মানিকপুর বাজার	
		২) যামিনী কারবারী পাড়া	
		৩) মানিকপুর মৌজা	৫টি
		৪) দুরন্ত কুমার রোয়াজা পাড়া	
		৫) ইকবয় রোয়াজা পাড়া	
কুমারঘাট	—	১) দেবস্থল টি স্টেট	১টি
সালেমা		১) কাচাই বাড়ী	
		২) সর্ববাড়ী	৪টি
		৩) সত্য রায় দেববর্মা পাড়া	
		৪) পরখ রাই রিয়াং পাড়া	
ডম্বুরনগর		১) ভুবনকুমার রোয়াজা পাড়া	
		২) লইপেতা কারবাড়ী পাড়া	
		৩) প্রধান চন্দ্র দলপতি পাড়া	
		৪) চণ্ডীদাস রোয়াজা পাড়া	
		৫) ধনঞ্জয় চৌধুরী পাড়া	১০টি
		৬) ঈশ্বর চন্দ্র চৌধুরী পাড়া	
		৭) শোভাচৌধুরী পাড়া	
		৮) শ্যামলাজয় চৌধুরী পাড়া	
		৯) শাকনী রোয়াজা পাড়া	
		১০) উবাচালু কারবারী পাড়া	

মাতাবাড়ী	১) পবিত্র রাম বাড়ী	
	২) টাকমা সাব কলোনী	৩টি
	৩) ওয়ারং বাড়ী	
অমরপুর	১ আগুনলাল কাইপেং পাড়া	
	২) পূর্ণচন্দ্র কাইপেং পাড়া	
	৩) ঢালুছড়া	
	৪) দিলকুমার রোয়াজা পাড়া	৫টি
	৫) ধনঞ্জয় রিয়াং চৌঃ পাড়া	
বগাফা	১) সূর্য্য কুমার পাড়া	
	২) জগৎমনি জমাতিয়া পাড়	৪টি
	৩) মেলরায় পাড়া	
	৪) ফল্গুনী মবগুম পাড়া	
রাজনগর	১) রতি চন্দ্র রোয়াজা পাড়া	
	২) সাধু কুমার রোয়াজা পাড়া	২টি

সর্বমোট— ৫৮টি।

২। ১৯৭৮ ইং হইতে ১৯৮৪—৮৫ ইং এ মার্চ পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ১৬০১টি গ্রাম বৈদ্যুতিকৃত করা হয়েছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হল -

বিভাগের নামঃ	বৈদ্যুতিকৃত গ্রামের সংখ্যা
সদর	—৩৮৪ টি
খোয়াই	—২১১টি
সোনামুড়া	—১০০টি
ধর্মনগর	—১৫৭টি
কৈলাশহর	- ১৪২ টি
কমলপুর	—১৯৯টি
উদয়পুর	—১০৮টি
অমরপুর	—৭৩টি
বিলোনীয়া	—১৭৫চি
সাব্রুম	—৫২টি
	মেটে—১৬০১টি

Admitted UN-Starred Question No. 5

NAME OF MEMBER :— Shri Subodh Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Agriculture Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৪ ইং সনের প্রবল বন্যায় পানিসাগর ব্লকের কোন গাঁওসভায় কত হেক্টর চাষের উপযোগী জমিতে বালি পড়ে চাষের অনুপযোগী হয়ে গিয়েছে ;

২। ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত উক্ত ব্লকের কোন গাঁওসভায় কত হেক্টর ভূমি থেকে ঐ বালি সরানো সম্ভব হয়েছে ; এবং

৩। উক্ত কাজে কোন গাঁওসভায় মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

ANSWER

MINISTER IN-CHARGE OF AGRICULTURE

(SHRI BADAL CHOUDHURY)

১) ১৯৮৪ ইং সনে পানিসাগরে বন্যায় যে পরিমান জমিতে বালি পড়ে চাষের অযোগ্য হয়েছে তাহার গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

গাঁওসভার নাম	যে পরিমাণ জমিতে বালি পড়েছে (হেক্টর হিসাবে)
১) দেওয়ান পাশা	৮
২) নোটিফায়েড এরিয়া --	৬
৩) ডুপির বাঁধ --	১২
৪) যুবরাজ নগর—	১২
৫) চান্দাই বাড়ী --	১০
৬) রাজনগর—	৫
৭) লক্ষিনগর --	৬
৮) গোবিন্দপুর --	৬
৯) বালিদাম—	১০
১০) বরোয়া খান্দি—	৬
১১) প্রত্যয় ক্রয় —	১০
১২) ইছাই লাল ছড়া—	৬
১৩) গঙ্গানগর—	৬
১৪) কামেশ্বর—	৮
১৫) উত্তর তুরুয়া—	৫
১৬) পেকুছড়া—	৫
১৭) দেওছড়া—	৫৯
১৮) উত্তর পদ্মবিল—	৮৯
১৯) রামনগর—	৫৯
২০) বিলথৈ—	৭৫

গাঁও নাম	যে পরিমান বালি
২১) পানিসাগর—	১৮৯.৫
২২) রোয়া—	৬২
২৩) উপথাখালি—	৯৮
২৪) কুর্ত্তী—	৭০
২৫) বিষ্ণুপুর—	৩৫
২৬) সৎসঙ্গ—	৪৪
২৭) বালিছড়া—	২৭
২৮) বাগবাসা—	১৬
২৯) পৈতাং	২৭
৩০) শনিছড়া—	১৮

৩১) সরমপুর—	৩৫	৩৮) জলেবাসা—	১৫০
৩২) ব্রজেন্দ্র নগর—	২৮	৩৯) তিলথৈ—	৯০
৩৩) রাধাপুর—	৮	৪০) ছুইরাইবাড়ী—	৩৫
৩৪) ভাগ্যপুর—	৬	৪১) রাণীবাড়ী—	৩৭
৩৫) বাগনা—	৫	৪২) কদমতলা—	১৭
৩৬) চন্দ্রপুর—	৮	৪৩ । দক্ষিণ হুরুয়া—	৮
৩৭) হাফলং—	১০	মোট—	১৪২৬.৫ হেক্টর

২। ৪" হইতে ১২" বালি পড়া জমি হইতে পানিসাগর ব্লকের বিভিন্ন গাঁওসভা হইতে যে পরিমান বালি ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে মে পর্য্যন্ত সরানো হইয়াছে তাহার গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপঃ—

গাঁওসভার নাম	যে পরিমাণ জমি হইতে বালি সরানো হইয়াছে (হেক্টর হিসাবে)	গাঁওসভার নাম	যে পরিমাণ জমি হইতে বালি সরানো হইয়াছে হেক্টর পরিমাণ হিসাব
১। দেওয়ান পাশা—	১°০	২০। বিলথৈ—	২°১
২। নোটিফায়েড এরিয়া—	৩°১	২১। পানিসাগর—	২°১
৩। ডুপির বান্দ—	৭°৯৩	২২। রোয়া—	১
৪। যুবরাজ নগত—	২°১	২৩। উপথাখালি—	২
৫। টাঙ্গাই বাড়ী—	১	২৪। কুন্তী—	১
৬। রাজনগর—	১	২৫। বিষ্ণুপুর—	২°১
৭। লক্ষীনগর—	২°১	২৬। সৎসঙ্গ—	১
৮। গোবিন্দপুর—	২°১	২৭। বালিছড়া—	২°১
৯। বালিদাম—	১	২৮। বাগবাসা	১
১০। বরোয়াখান্দি—	২-১	২৯। জৈতাং	১
১১। প্রত্যয়ক্রয়—	২°১	৩০। শনিছড়া	১
১২। ইছাইলাল ছড়া—	১	৩১। সরস পুর	১
১৩। গঙ্গানগর—	১	৩২। ব্রজেন্দ্র নগর	১
১৪। কামেশ্বর—	২°১	৩৩। রাধানগর	—
১৫। উত্তর হুরুয়া—	১	৩৪। ভাগ্যপুর	১.১
১৬। পেকুছড়া—	২°১	৩৫। বাগনা	১.১
১৭। দেওছড়া—	২°১	৩৬। চন্দ্রপুর	১.১
১৮। উত্তর পদ্মবিল	১	৩৭। হাফলং	১.১
১৯। রামনগর—	২°১	৩৮। জালবাসা	১,১

৩৯। তিল থৈ	১.১	৪২। কদমতলা	
৪০। চুড়াই বাড়ী	১ ১	৪৩। দক্ষিণ হুরুয়া	২.১
৪১। রানীবাড়ী	১.১	মোট :—	৬২.১৩ হেক্টর

৩। ১৯৮৫ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত উক্ত কাজে গাঁওসভা ভিত্তিক ব্যয়ের পরিমান নিম্নরূপ :—

গাঁও সভার নাম	মোট যত টাকা ব্যয় হইয়াছে	গাঁওসভার নাম	মোট যত টাকা ব্যয় হইয়াছে
		২৩। উপধাখালী	৫৮০০'০০
১। দেওয়ান পাশা	২৮৯৮'০০	২৪। কুন্তী	২৯০০'০০
২। মোটিকারেও এরিয়া	৮৯৯৮'৫০	২৫। বিষ্ণুপুর	৬০৯০'০০
৩। ভুপির বান্দ	১২৪৪৪'৩০	২৬। সৎসঙ্গ	২৯০০'০০
৪। বড় রাজনগর	৬০৯০.০০	২৭। বালিছড়া	৬০৯০'০০
৫। টাজাইবাড়ী	২৯০০'০০	২৮। বাগবাসা	২৯০০'০০
৬। রাজনগর	২৯০০'০০	২৯। জৈতাং	২২০০'০০
৭। লক্ষীনগর	৬০৯০'০০	৩০। শনিছড়া	২২০০'০০
৮। গোবিন্দপুর	৬০৯০'০০	৩১। সরসপুর	২৯০০'০০
৯। বালিদাম	২৯০০'০০	৩২। ব্রজেন্দ্রনগর	২২০০'০০
১০। বরোয়াখান্দি	৬০৮৮'০০	৩৩। রাধানগর	—
১১। প্রত্যয় ক্রয়	৬০৮৮'০০	৩৪। ভাগাপুর	৩০৯০'০০
১২। ইছাইলাল ছড়া	২৮৯৮'০০	৩৫। বাগনা	৩১০০'০০
১৩। গঙ্গানগর	২৮৯৮'০০	৩৬। চন্দ্রপুর	৩১৯০'০০
১৪। কামেশ্বর	৬০৯০'০০	৩৭। হাফলং	৩১৯০'০০
১৫। উত্তর হুরুয়া	২৮৯৮'০০	৩৮। জালবাসা	৩১৯০'০০
১৬। পেকুছড়া	৩১৯০'০০	৩৯। তিলথৈ	৩১৯০'০০
১৭। দেওছড়া	৬০৯০'০০	৪০। চুড়াইবাড়ী	—
১৮। উত্তর পদ্মবিল	২৯০০'০০	৪১। রানীবাড়ী	৩১৯০'০০
১৯। রামনগর	৬০৯০'০০	৪২। কদমতলা	—
২০। বিল থৈ	৬০৯০'০০	৪৩। দক্ষিণ হুরুয়া	৬০৮০'০০
২১। পানিসাগর	৬০৯০'০০		
২২। রোয়া	২৯০০'০০	মোট :—	১,৭৮,৩১০'৮০ টাকা

Admitted Unstarred Questions No. 6 (৬)

Name of the M. L, A. :— শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

Will Hon'ble the Minister-In-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :--

QUESTION

১। পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর ব্লকের কোন কোন পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে মে পর্যান্ত অচল অবস্থায় ছিল তার বিবরণ,

২। উপরোক্ত ব্লকের অন্তর্গত পশু চিকিৎসালয় কেন্দ্রগুলির মধ্যে কোন কোনটি সরকার নির্মিত ঘরে ও কোন কোনটি বে-সরকারী ভাড়াটিয়া ঘরে কাজ চলে থাকে তার বিবরণ ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE SHRI SAMAR CHOUDHURY

১। ১৯৮৫ইং সনে ৩১শে মে পর্য্যন্ত কাঞ্চনপুর ব্লকের খেদাছড়া ও সাতনালা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র ব্যতিত কাঞ্চনপুর ও পানিসাগর ব্লকের অন্য সব কেন্দ্রগুলিই চালু অবস্থায় আছে।

২। উক্ত কেন্দ্রগুলির মধ্যে ২৫টি কেন্দ্র ভাড়া বাড়ীতে ও কেবলমাত্র ৩টি কেন্দ্র দপ্তরের নিজস্ব বাড়ীতে অবস্থিত।

Admitted Un-Starred Question No. 16.

Name of M L A : Samir Deb Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D, be pleased to state.

প্রশ্ন

(১) খোয়াই শহর নোটিফায়েড্ এলাকাতে এ-পর্য্যন্ত পূর্ত দপ্তর মোট কতটি রাস্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, (রাস্তার নাম এবং দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার)

(২) উপরোক্ত রাস্তাগুলির উন্নয়নে গত ১৯৭৮ ইং থেকে ১৯৮৫ইং মার্চ মাস পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে, (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

(৩) উক্ত নোটিফায়েড এলাকাতে পূর্ত দপ্তর কর্তৃক নতুন কোন রাস্তা অধিগ্রহণের প্রস্তাব আছে কিনা ?

উত্তর

(১) মোট ১৪টি রাস্তার দায়িত্ব গ্রহণ করা হইয়াছে। রাস্তাগুলির নাম এবং কিলোমিটার সংযোজনী 'ক'তে দেওয়া হইল।

(২) উপরোক্ত রাস্তাগুলির উন্নয়নের জন্য ১৯৭৮ ইং থেকে ১৯৮৫ইং মার্চ মাস পর্যন্ত ব্যয়ের হিসাব (বৎসর ভিত্তিক হিসাব) সংযোজনী 'খ'তে দেওয়া হইল।

(৩) হ্যাঁ। কিন্তু নতুন রাস্তা পূর্ণ বিবরণ সং এখন পর্যন্ত নোটিফায়েড্ এলাকা কর্তৃক হস্তান্তর হয় নাই।

ক্রমিক নং		দৈর্ঘ্য	কিলোমিটার
১।	দুর্গানগর কালীবাড়ী রাস্তা।	১'৮৭	কিঃ মিঃ
২।	তেলিয়ামুড়া খোয়াই রাস্তা হইতে বাঁধ পর্যন্ত।	০'৪৮	,,
৩।	খোয়াই-তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন স্কুলের পাশ দিয়া দুর্গানগর কালীবাড়ী রাস্তা।	০'৫০	,,
৪।	নিয়তি প্রেস সংলগ্ন, খোয়াই-তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে বাঁধ পর্যন্ত।	০'১৫৭	,,
৫।	খোয়াই হাসপাতালের উত্তর দিকে খোয়াই-তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে দুর্গানগর কালীবাড়ী রাস্তা পর্যন্ত।	০'৫৫৭	,,
৬।	খোয়াই-তেলিয়ামুড়া রাস্তা সংলগ্ন টি, আর, টি, সি, বাস স্ট্যাণ্ড হইতে খোয়াই থানা পর্যন্ত।	২'২০	,,
৭।	খোয়াই উদনা রাস্তা থানা হইতে সিঙ্গিছড়া হাইস্কুল পর্য্যন্ত।	২'০০	,,
৮।	খোয়াই গোদারা ঘাট রাস্তা কালীবাড়ী পর্য্যন্ত।	০'২৫০	,,
৯।	খোয়াই-তেলিয়ামুড়া রাস্তা (দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন) হইতে দুর্গানগর হইয়া হাতিমারাটিলা তহশীল অফিস পর্যান্ত।	১'৫০৩	,,
১০।	তেলিয়ামুড়া খোয়াই রাস্তা ৩০ কিঃ মিঃ হইতে হাতিমারাটিলা অফিস পর্য্যন্ত।	১'০০	,,
১১।	খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল সংলগ্ন রাস্তা।	০'৩৮	,,
১২।	দুর্গানগর কালীবাড়ী রাস্তা খোয়াই কলেজ পর্য্যন্ত।	০'৫৬	,,
১৩।	খোয়াই-তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পাশ দিয়া দুর্গানগর কালীবাড়ী রাস্তা পর্য্যন্ত।	৪৫০'	,,
১৪।	খোয়াই অফিসটিলা হইতে জাম্বুরা হইয়া চাম্পাহাওর পর্যান্ত।	১'০০	,,

১৯৭৮ ইং সন হইতে ১৯৮৫ ইং পর্যান্ত বৎসর ভিত্তিক হিসাব

সংযোজনী 'খ'

ক্র নং	রাস্তার নাম	১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	মন্তব্য
১.	২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
১।	দুর্গানগর কালীবাড়ী রাস্তা।	—	—	২৫৪/=	৩৮,৩২০/=	১৬৮৪১৯/=	১৫২৫০৬/=	১৮৮২/=	
২।	তেলিয়ামূড়া খোয়াই রাস্তা হইতে বাঁধ পর্য্যন্ত।	—	—	—	—	—	—	—	উপরোক্ত বৎসরের মধ্যে কোন খরচ হয় নাই।
৩।	নিয়তি প্রেস সংলগ্ন খোয়াই তেলিয়ামূড়া রাস্তা হইতে বাঁধ পর্য্যন্ত।	—	—	—	—	—	—	—	ঐ
৪।	খোয়াই হাসপাতালের উত্তর দিকে খোয়াই তেলিয়ামূড়া রাস্তা হইতে দুর্গানগর কালীবাড়ী রাস্তা পর্য্যন্ত।	—	—	—	—	—	—	—	ঐ
৫।	খোয়াই তেলিয়ামূড়া রাস্তা হইতে শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন স্কুলের পাশ দিয়া দুর্গানগর কালীবাড়ী রাস্তা।	—	—	—	—	—	—	—	৩৫২
৬।	খোয়াই তেলিয়ামূড়া রাস্তা সংলগ্ন টি, আর, টি, সি, বাস স্ট্যাণ্ড হইতে খোয়াই থানা পর্য্যন্ত।	—	—	৪০২০০/=	৫৬,৪০১/=	২,৭৫.১২/=	৩৫৬২১৮/=	৪২২৬৯/-	
৭।	খোয়াই উদনা রাস্তা থানা হইতে সিঙ্গিছড়া হাইস্কুল পর্য্যন্ত।	—	-	৫৯২/=	৬৬,৬৪৮/=	৮২১৫৪/=	১৪৮,৭৮৮/=	১,০২৮২১/=	— —
৮।	খোয়াই গোদারঘাট রাস্তা কালীবাড়ী পর্য্যন্ত।	—	—			২২২/—			

১. ২.	৩.	৪.	৫.	৬.	৭.	৮.	৯.	১০.
৯। খোয়াই-তেলিয়ামুড়া রাস্তা (দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন) হইতে দুর্গানগর হইয়া হাতিমারাটিলা তহশীল অফিস পর্য্যন্ত।	—	৭৫৬১০/-	৪০৬৯৪/-	২২৯৮১/-	১৩৬৮১/-	২৮৬১০/-		
১০। তেলিয়ামুড়া-খোয়াই রাস্তা ৩০ কিঃমিঃ হইতে হাতিমারাটিলা পর্য্যন্ত।	—	—	—	—	—	—	—	উপরোক্ত বৎসরের মধ্যে কোন খরচ হয় নাই।
১১। খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী স্কুল সংলগ্ন রাস্তা।	—	—	—	—	—	—	—	ঐ
১২। দুর্গানগর কালীবাড়ী রাস্তা খোয়াই কলেজ পর্য্যন্ত।	—	—	—	—	—	—	—	ঐ
১৩। খোয়াই-তেলিয়ামুড়া রাস্তা হইতে খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের পাশ দিয়া দুর্গানগর কালীবাড়ী রাস্তা পর্য্যন্ত।	—	—	—	—	—	—	—	ঐ
১৪। খোয়াই অফিসটিলা হইতে জাম্বুরা হইয়া চাম্পাহাওয়া পর্য্যন্ত।	১০৫৮৭/-২১৮/-	—	—	১৪৫৭৪/-	—	—	২৫০০০/-	

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 20

Name of member :—Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge Agriculture Department be pleased to state—

১) রাজ্যে বর্ত্তমানে স্প্রে মিসিনের সংখ্যা কত; কৃষি দপ্তরের নিজস্ব তত্ত্বধানে এবং পঞ্চায়েতের হাতে অর্পিত স্প্রে মেসিনের আলাদা হিসাব।

২) ঐ সকল মেসিনের মধ্যে ৩০-৬-৮৫ পর্যান্ত কতগুলি মেসিন অকেজো অবস্থায় আছে (কৃষি দপ্তর এবং পঞ্চায়েতের নিকট অর্পিত মেসিনের আলাদা হিসাব)

৩) পঞ্চায়েতের অধীনে ব্যবহারের অনুপযোগী মেসিনগুলি বদল করে নূতন মেসিন অথবা ব্যবহারের উপযোগী অন্য মেসিন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?

৪) অমরপুর বিভাগের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের অধীনে মোট স্প্রে মেসিনের কত শতাংশ বর্তমানে কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ে আছে ৩০-৬-৮৫ তারিখ পর্য্যন্ত তার হিসাব?

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHU

১) কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং পঞ্চায়েতের হাতে অর্পিত ৩০-৬-৮৫ ইং সন পর্যান্ত স্প্রে মেসিনের সংখ্যা নিম্নরূপ :

ক) কৃষি বিভাগের তত্ত্বাবধানে—১,৬২০ টি
খ) পঞ্চায়েতের হাতে অর্পিত—৩,৮১৬ টি
মোট—৫,৪৩৬ টি

২) ৩০-৬-৮৫ ইং সন পর্যান্ত অকেজো স্প্রে মেসিনের সংখ্যা নিম্নরূপ :—

অকেজো স্প্রে মেসিনের সংখ্যা
ক) কৃষি বিভাগে— —৬০২ টি
খ) পঞ্চায়েতে ১,৮১১ টি
মোট—২,৪১৩ টি

৩) প্রতি পঞ্চায়েতের জন্য ১টি করিয়া নূতন স্প্রে মেসিন প্রতি বছর দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

৪) অমরপুর বিভাগে বিভিন্ন পঞ্চায়েতের অধীনে মোট মেসিনের ৫৫·৩০ শতাংশ অকেজো অবস্থায় আছে।

Admitted UnStarred Question No. 21

Name of member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Panchayet Department be pleased to state—

প্রশ্ন

(১) ১৯৮৫ সালের ১৫ই জুলাই পর্যান্ত অমরপুর ব্লকে কোন্ কোন্ গাঁও পঞ্চায়েতে কতটি ৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাম্প মেশিন আছে ?

উত্তর

(২) ১৯৮৫ সালের ১৫ই জুলাই পর্যান্ত অমরপুর ব্লকে নিম্নলিখিত গাঁও পঞ্চায়েত গুলিতে মোট ৬৬টি ৫ অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাম্প মেশিন আছে। হিসাব নিম্নরূপ।

ক্রমিক নং	গাঁও পঞ্চায়েতের নাম	পাম্প মেসিনের সংখ্যা
১	২	১ টি
১।	কুরমাছড়া	১ টি
২।	রামভদ্র	১ টি
৩।	পশ্চিম মালবাসা	১ টি
৪।	দক্ষিন ছনগং	১ টি
৫।	দক্ষিণ চেলাগাং	১ টি
৬।	দেববাড়ী	১ টি
৭।	লাউগাং	২ টি
৮।	বামপুর	২ টি
৯।	নতুনবাজার	২ টি
১০।	উত্তর চেলাগং	২ টি
১১।	রাঙামাটি	৪ টি
১২।	রাজকাং	২ টি
১৩।	গুজিয়া	১ টি
১৪।	দক্ষিণ করবকুর	১ টি
১৫।	পূর্ব দুলুমা	১ টি
১৬।	তৈদুটেপা	১ টি
১৭।	পালকু	১ টি
১৮।	তৈদু	
১৯।	জাম্বুকছড়া	২ টি

২০।	পাহাড়পুর	১ টি
২১।	ইচাছড়ি	১ টি
২২।	পূর্ব করবুক	১ টি
২৩।	উত্তর একছড়ি	২ টি
২৪।	লেবাছড়া	১টি
২৫।	উত্তর ছনগং	১টি
২৬।	পশ্চিম করবুক	১টি
২৭।	পশ্চিম দুলুমা	১টি
২৮।	অম্পিছড়া	১টি
২৯।	একছড়ি	১টি
৩০।	গামাইছড়া	১টি
৩১।	মেলছি	১টি
৩২।	অম্পিনগর	১টি
৩৩।	পূর্বসরবং	২টি
৩৪।	পশ্চিম সরবং	১টি
৩৫।	সোনাছড়া	১টি
৩৬।	পশ্চিম মানিক্য দেওয়ান	১টি
৩৭।	পূর্ব মানিক্যদেওয়ান	১টি
৩৮।	পূর্ব তৈছলং	১টি
৩৯।	বীরগঞ্জ	৩টি
৪০।	ডালাক	১টি
৪১।	মালবাসা	১টি
৪২।	পশ্চিম তৈছলং	১টি
৪৩।	একজানছড়া	১টি
৪৪।	হরিপুর	১টি
৪৫।	রাংকাং	২টি
৪৬।	পতিছড়ি	২টি
৪৭।	ধনলেখা	১টি
৪৮।	বৈণ্যমনি	১টি
৪৯।	উত্তর তৈদু	১টি
৫০।	ছেচুয়া	১টি
৫১।	দক্ষিণ তৈদু	১টি
		মোট ৬৬টি

২৩। পূর্ব করবুক	×	১টি
২৪। উত্তর একছড়ি	×	২টি
২৫। তৈদু	×	১টি
২৬। লেবাছড়া	×	১টি
২৭। উত্তর ছনগাং	×	১টি
২৮। একছড়ি	×	১টি
২৯। পশ্চিম করবুক	×	১টি
৩০। পশ্চিম ডুলুমা	×	১টি
৩১। অম্পিছড়া	×	১টি
৩২। গামাইছড়া	×	১টি
৩৩। মেলছি	×	১টি
৩৪। অম্পিনগর	×	১টি
৩৫। পূর্ব সরবং	×	২টি
৩৬। পশ্চিম সরবং	×	১টি
৩৭। সোনাছড়া	×	১টি
৩৮। পশ্চিম মাণিক্য দেওয়ান	×	১টি
৩৯। পূর্ব মাণিক্য দেওয়ান	×	১টি
৪০। পূর্ব তৈছলং	×	১টি
৪১। বীরগঞ্জ	×	৩টি
৪২। ডালাক	×	১টি
৪৩। মালবাসা	×	১টি
৪৪। পশ্চিম তৈছলং	×	১টি
৪৫। একজানছড়া	×	১টি
৪৬। হরিপুর	×	২টি
৪৭। পতিছড়ি	×	১টি
৪৮। ধনলেখা	×	১টি
৪৯। বৈশ্যমনি	×	১টি
৫০। উত্তর তৈদু	×	১টি
৫১। ছেচুয়া	×	১টি
	মোট— ১৫টি	৫১টি

প্রশ্ন

৩। উক্ত অচল মেশিনগুলিকে সারাই করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৪। থাকিলে কবে নাগাদ ঐগুলি সারাই করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৫। না থাকিলে কারণ ?

উত্তর

৩। হ্যাঁ।

৪ যথাসম্ভব শীঘ্রই ঐ মেশিনগুলিকে সারাই করা হবে বলে আশা যায়। এই বাবতে অমরপুর ব্লকে বিগত ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-১৯৮৫ ইং আর্থিক বৎসরে মোট ১৭,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। পাম্প মেশিনের আয়লব্ধ অর্থ দ্বারা অকেজো মেশিনগুলি সারাই করার জন্য সরকার গাঁও পঞ্চায়েতগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রয়োজন বোধে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের কোন অসুবিধা হবে না।

৫। প্রশ্ন আসে না ?

Admitted Question. 32 (UN-STARRED)

Name of Member : Shri Bilda Ch. Deb Bama.

Will the Hona'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleasel to State :—

১) ত্রিপুরায় বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে যে সমস্ত ব্লকে তাঁত এবং বাঁশ-বেতের শিল্প কেন্দ্র কেন্দ্র আছে তাহাতে কতজন - ইনস্ট্রাকটার ও কতজন নাইট গার্ড কর্মী নিযুক্ত আছেন, (ব্লক ভিত্তিক শিল্প কেন্দ্রে নিযুক্ত ইনস্ট্রাকটার ও নাইট গার্ডদের হিসাব) এবং

২) উক্ত ইনস্ট্রাকটার ও নাইট গার্ডকে কত বৎসর উক্ত কেন্দ্রগুলিতে নিযুক্ত আছেন, এবং তাহাদের বেতনের হার কত, (ইনস্ট্রাকটার ও নাইট গার্ডদের আলাদা আলাদা হিসাব)

৩) যে সমস্ত ইনস্ট্রাকটার ও নাইট গার্ড এখনও অনিয়মিত কর্মী হিসাবে নিযুক্ত আছেন তাহাদেরকে ১৯৮৫—৮৬ ইং সনের চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যে নিয়মিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

১। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে ব্লকস্তরে ২ (দুই) টি তাঁতশিল্পী কেন্দ্র এবং ৯ (নয়) টি বাঁশ ও বেত শিল্প কেন্দ্র আছে। উক্ত কেন্দ্রগুলিতে মোট ১১ জন ইনস্ট্রাকটার (অনিয়মিত) এবং ১১ জন নাইট গার্ড (অনিয়মিত) কর্মী নিযুক্ত আছেন। ব্লক-ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপঃ —

ব্লকের নাম	কেন্দ্রের সংখ্যা	ইনস্ট্রাকটারদের সংখ্যা	নাইটদের গার্ডদের সংখ্যা
১। তেলিয়ামুড়া	২ টি	২ জন	২ জন
২। কুমারঘাট	২ ,,	২ ,,	২,,

৩।	[illegible]	১ ,,	১ ,,	১ ,,
৪।	রাজনগর	২ ,,	২ ,,	২ ,,
৫।	বগাফা	১ ,,	১ ,,	১ ,,
৬।	ছামনু	১ ,,	১ ,,	১ ,,
৭।	সালেমা	২ ,,	২ ,,	২ ,,
	মোট	১১ টি	১১ জন	১১ জন

উক্ত ইনস্ট্রাকটার ও নাইটগার্ডগণ ১৯৭৮ ইং সন হইতে কেন্দ্রগুলিতে নিযুক্ত আছেন। তাঁতের ইনস্ট্রাকটারগণ মাসে ৪০০. টাকা ও বাঁশ বেতের ইনস্ট্রাকটারগণ মাসে ৩০০. টাকা এবং নাইটগার্ডগণ মাসে, ১৫০. টাকা হারে মজুরী পাইয়া থাকেন। উপরন্তু Financial relief পাইয়া থাকেন।

৩) বর্তমানে উক্ত শিল্প কেন্দ্রগুলি তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কল্যাণ দপ্তর হইতে [illegible]/৮৫ ইং তারিখে শিল্প দপ্তরে হস্তান্তরিত হইয়াছে। তাহাদিগকে নিয়মিত [illegible] ধার্য করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED UN STARRED QUESTION NO. 40

Name of Member : Sri Len Prasad Malsai

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Agriculture Department be Pleased to State—

১) উত্তর ত্রিপুরার সাতনালা বাজার, লালজুরী বাজার এবং জয়শ্রী বাজারে সেড নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কিনা ?

২) যদি নিয়ে থাকেন তবে উক্ত কাজ কবে নাগাদ শুরু হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) পরিকল্পনা না নিয়ে থাকিলে তাহার কারণ ?

MINISTER IN-CHAGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHURY)

১) উত্তর ত্রিপুরার সাতনালা এবং লালজুরী বাজারে শেড নির্মাণের পরিকল্পনা কৃষি বিভাগের আছে। জয়শ্রী বাজারে শেড নির্মাণের পরিকল্পনা ত্রিপুরা উপজাতি জেলা পরিষদ কর্তৃক নেওয়া হইয়াছে।

২) চলতি আর্থিক বৎসরে কাজ শুরু করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৩) প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Unstarred Question No—44

Name of Member :— Sri Matilal Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. A. (Electricity) Depart. be pleased to state :-

প্রশ্ন

১। গত ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বৎসরে চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কোন কোন গ্রামে বৈদ্যুতিক কর্মসূচী রূপায়নের পরিকল্পনা ছিল,

২। ৩১/৮/৮৫ইং পর্য্যন্ত কোন কোন গ্রামে ঐ কর্মসূচী রূপায়ন করা সম্ভব হয়নি, এবং

৩। তার কারণ,

৪। কবে নাগাদ উক্ত গ্রামগুলিতে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৫। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে উক্ত বিধানসভা এলাকার কোন কোন গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেবার কর্মসূচী নেপয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। বিগত ৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছরে চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রাধীন নিম্নোক্ত গ্রামসমূহকে বৈদ্যুতিকরনের পরিকল্পনায় গৃহীত হয়েছিল, যথা—

গ্রামের নাম :—	গ্রামের নাম
১। রাঙ্গাপানিয়া	১০। উমাকান্ত ঠাকুর পাড়া
২। রঙ্গমালা	১১। পুরান বাড়ী
৩। শ্যাম সুন্দর পাড়া	১২। যজ্ঞ কোবরা পাড়া
৪। গগন সর্দার পাড়া	১৩। মরু ঠাকুর পাড়া
৫। জয় মঙ্গল পাড়া	১৪। তিলক ঠাকুর পাড়া
৬। বিধুরাম ঠাকুর পাড়া	১৫। সিলেটিয়া মুড়া
৭। ধরিয়াথল	১৬। টেবারিয়া
৮। বাঁশতলি	১৭। করইমুড়া
৯। রামদাব বৈষ্ণব পাড়া	

২। বিগত আর্থিক বৎসরে নিম্নলিখিত গ্রামসমূহের কর্মসূচী বাস্তায়ন করা সম্ভব হয়নি, যথা

১। গগন সর্দ্দার পাড়া	৫। রামদাস দাস বৈষ্ণব পাড়া
২। শ্যাম সুন্দর পাড়া	৬। ধরিষাতল
৩। জয়মঙ্গল পাড়া	৭। মরু ঠাকুর পাড়া
৪। উমাকান্ত ঠাকুর	৮। করই মুড়া

৩। গ্রাম বৈদ্যুতিক খাতে ব্যয় বরাদ্দের সংকোচন ও বৎসরের শেষভাগে প্রয়োজনীয় মাল-পত্রের অভাব দেখা দেওয়ায় গৃহীত কর্মসূচীর সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

৪। চলতি আর্থিক বৎসরে অর্থাৎ ১৯৮৫-৮৬ইং আর্থিক বৎসরের পরিকল্পনায় ঐ সকল গ্রামকে বৈদ্যুতিকরনের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

৫। চলতি আর্থিক বৎসরের পরিকল্পনায় গৃহীত গ্রামগুলির নাম হল যথাক্রমে :

১। গগন সর্দার পাড়া
২। শ্যাম সুন্দর পাড়া
৩। জয় মঙ্গল পাড়া
৪। উমাকান্ত ঠাকুর পাড়া
৫। রামদাস বৈষ্ণব পাড়া
৬। ধারিয়াথল
৭। মরু ঠাকুর পাড়া
৮। করইমূড়া
৯। পদ্মনগর

Admitted unstarred Question No. 46

Name of Member Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. (Electricity) Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে কত কিলোমিটার বৈদ্যুতিক লাইন 'এক্সটেনশান্' করা হয়েছে (মহকুমাভিত্তিক হিসাব) এবং

২। ১৯৮৫-৮৬ ইং সনে রাজ্যের কোন মহকুমায় কত কিলোমিটার পর্যন্ত উক্ত "এক্সটেনশান এর কাজ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট ১৪০'০৫২ কিলোমিটার 'উচ্চ চাপবাহী' (এইচ টি) ও ১৭০'৯৮৩ কিলোমিটার 'নিম্নচাপবাহী' (এল টি) লাইন সম্প্রসারিত করা হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেয়া হল :

মহকুমার নাম	উচ্চচাপবাহী (এইচ টি)	নিম্নচাপবাহী (এল টি)	নোটিফাইড এরিয়া
ক) সদর	৬১.৬৫ কিঃ মিঃ	৪৩.৪১ কিঃ মিঃ	৫ কিঃ মিঃ
খ) খোয়াই	২২.৯৫ ,,	৩২,৮৫ ,,	২ ,,
গ) সোনামূড়া	৩.০০ ,,	৩৪.০ ,,	০'৬৫
ঘ) উদয়পুর	১২.৭৭৭ ,,	১৮.২৯৩ ,,	০'৬৫
ঙ) অমরপুর	১১.২৫ ,,	১৫.৪৩ ,,	১'০০ ,,
চ) বিলোনীয়া	১০.১২৫ ,,	১৫.৫৫ ,,	১'০০ ,,

ছ) শান্তির	—	—	
জ) ধর্মনগর	৪'৫০ ,,	৮'৪০ ,,	১'২৫ ,,
ঝ) কৈলাশহর	১৪'০০ ,,	১৫'২৫ ,,	০'৭৫ ,,
ঞ) কমলপুর	৬'৮০ ,,	১৮'৪০ ,,	১'৫০ ,,
	১৪৭'০৫২ কি: মি:	১৭০'৯৮৩ কি: মি:	১৪'১০ কি: মি:

মোট :- ৩৩২'১৩৫ কি: মি:

২) ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমায় মোট ২৫'০০ কিলোমিটার 'উচ্চচাপবাহী' ও ১২৫'০০ কিলোমিটার 'নিম্নচাপবাহী' লাইন সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নীচে দেখানো হল :—

মহকুমার নাম	উচ্চচাপবাহী	নিম্নচাপবাহী
ক) সদর	৭৩'৫০ কি: মি:	৩৪'০০ কি: মি:
খ) খোয়াই	৫১'০০ ,,	২১'৫০ ,,
গ) সোনামুড়া	১০'০০ ,,	৪'৫০ ,,
ঘ) উদয়পুর	৪'৫০ ,,	৬'০০ ,,
ঙ) অমরপুর	৩২'৫০ ,,	১৬,০০ ,,
চ) বিলোনীয়া	২৭,৫০ ,,	১৪,০০ ,,
ছ) শান্তির	—	—
জ) ধর্মনগর	১৪.৫০ ,,	৯,০০ ,,
ঝ) কৈলাশহর	২৮'৫০ ,,	১৪'০০ ,,
ঞ) কমলপুর	৮'০০ ,,	৬'০০ ,,
	২৫০'০০ ,,	১২৫'০০ ,,

Admitted Unstarred Question No. 48

Name of Member: Sri Jawhar Saha, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Panchayat Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রাজ্যে ১৯৮৪ সালে নূতনভাবে গাঁও পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে এ পর্যান্ত মোট কতটি পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসবে)

উত্তর

১) রাজ্যে ১৯৮৪ সালে নূতনভাবে গাঁও পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে এ পর্যন্ত মোট ৩৩টি গাঁও পঞ্চায়েতে ৩৩ জন প্রধান এবং ১৩ জন উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	গাঁও পঞ্চায়েত সংখ্যা	প্রধান	উপ-প্রধান
১) পানিসাগর	৮টি	৮ জন	৪ জন
২) কাঞ্চনপুর	—	—	—
৩) ছাওমনু	৪টি	৪ জন	—
৪) কুমারঘাট	৪টি	৪ জন	১ জন
৫) কমলপুর	১টি	১ জন	—
৬) খোয়াই	১টি	১ জন	—
৭) তেলিয়ামুড়া	—	—	—
৮) জিরানীয়া	২টি	২ জন	২ জন
৯) মোহনপুর	১টি	১ জন	১ জন
১০) বিশালগড়	২টি	২ জন	১ জন
১১) জম্পুইজলা	২টি	২ জন	—
১২) মেলাঘর	২টি	২ জন	১ জন
১৩) উদয়পুর	—	—	—
১৪) বগাফা	—	—	—
১৫) রাজনগর	—	—	—
১৬) অমরপুর	৪টি	৪ জন	৩ জন
১৭) ডম্বুরনগর	—	—	—
১৮) সাতচাঁদ	২টি	২ জন	১ জন
	৩৩ টি	৩৩ জন	১৩ জন

প্রশ্ন :—

২। উক্ত সময়ের মধ্যে কতজন পঞ্চায়েত সদস্য দলত্যাগ করেছেন ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর :—

২। উক্ত সময়ের মধ্যে ৪ জন পঞ্চায়েত সদস্য দলত্যাগ করেছেন। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১। বিশালগড় - ১ জন

২। মেলাঘর —২ জন

৩। সাতচাঁদ—১ জন

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Question &Answer)

প্রশ্ন :—

৩। এই সময়ের মধ্যে কতটি পঞ্চায়েতে অনাস্থা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট নেওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং কতটি ক্ষেত্রে ভোট নেওয়া হয়েছে? (ব্লক ভিত্তিক পৃথক হিসাব)?

উত্তর :—

৩। এই সময়ের মধ্যে ১৯টি পঞ্চায়েত প্রধান ও উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট নেওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা হয়েছে এবং ১৭টি ক্ষেত্রে ভোট নেওয়া হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	অনাস্থা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট নেওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা হয়েছে।	ভোট নেওয়া হয়েছে।
১। পানিসাগর	৪টি	৪টি
২। ছাওমনু	২টি	২টি
৩। কাঞ্চনপুর	—	
৪। কুমারঘাট	৪টি	৪টি
৫। কমলপুর	১টি	১টি
৬। খোয়াই	১টি	১টি
৭। তেলিয়ামুড়া	—	—
৮। জিরানীয়া	১টি	১টি
৯। মোহনপুর	১টি	টি
১০। বিশালগড়	১টি	
১১। জম্পুইজলা	—	—
১২। মেলাঘর	২টি	২টি

ব্লকের নাম	অনাস্থা প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট নেওয়ার জন্য নোটিশ জারী করা হয়েছে।	ভোট নেওয়া হয়েছে।
১৩। উদয়পুর	—	
১৪। বগাফা	—	—
১৫। রাজনগর	—	—
১৬। অমরপুর	২টি	১টি
১৭। ডুম্বুর নগর	—	—
১৮। সাতচাঁদ	—	—
	১৯টি	১৭টি

প্রশ্ন :—

৪। উক্ত সময়ের মধ্যে কতটি পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের নিকট আনা হয়েছে এবং কতটি অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব এবং।

উত্তর :—

৪। উক্ত সময়ের মধ্যে ৯টি পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের নিকট আনা হয়েছে এবং ৯টি অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

ব্লকের নাম	পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সরকারের নিকট আনা হয়েছে।	কতটি অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
১। বিশালগড়	৩টি	৩টি
২। অমরপুর	২টি	২টি
৩। ডুম্বুরনগর	২টি	২টি
৪। সাতচান্দ	২টি	২টি
	৯টি	৯টি

উপরোক্ত ব্লক ছাড়া অন্যান্য কোন ব্লকে গাঁও পঞ্চায়েতে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছে বলে এখন পর্য্যন্ত কোন খবর নাই।

প্রশ্ন :—

৫। ঐ সময়ের মধ্যে কতটি দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত কার্য্য শেষ হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর :—

৫। ঐ সময়ের মধ্যে ২টি দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত কার্য্য শেষ হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :—

১। ডুম্বুরনগর—২টি।

Admitted Un-Starred Question No. 50

Name of M L. A : Sri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state:—

প্রশ্ন :—

১। রাজ্যে ১৯৮৫ সালের জুলাই পর্যান্ত বেকার ঠিকাদারী সংস্থার সংখ্যা কত? (পূর্ত বিভাগের এনলিস্টবারী বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। তারমধ্যে অমরপুরে বেকার ঠিকাদারী সংস্থার (এনলিস্টেড) সংখ্যা কত? নাম ও ঠিকানা সহ হিসাব।

৩। ঐ সকল সংস্থাকে কোন্ পদ্ধতিতে পূর্তদপ্তর থেকে ঠিকাদারী কাজ দেওয়া হয়ে থাকে।

৪। যে সকল ভিড্ সংস্থার, এক বা একাধিক ব্যক্তি সরকারী চাকুরীতে যোগদান করেছেন সেই সকল ক্ষেত্রে সরকার কোন নির্দেশ নামা দিয়েছে কিনা।

৫। দিয়ে থাকলে তাহা কি কি এবং।

৬। না দিয়ে থাকলে কারণ?

উত্তর :—

১। ২২০২ টি। (বিভাগ ভিত্তিক এনলিস্টমেন্ট হয় না।

২। ২৩টি। (নাম ও ঠিকানা সংযোজনী'ক দ্রষ্টব্য)।

৩। তালিকাভুক্ত ঠিকাদারী সংস্থাগুলিকে একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে।

৪। এই ব্যাপারে কোন বিশেষ নির্দেশনামা দেওয়া হয় নাই। তবে মূল আইন অনুযায়ী সংস্থার প্রত্যেক সদস্যকে শিক্ষিত বেকার হইতে হইবে।

৫। ৪নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৬। সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	অংশীদারের নাম	রেজিস্ট্রেশন নং
১।	পপুলার এন্টারপ্রাইজ, অমরপুর	১। শ্রী মতিরঞ্জন সাহা	এস, ই ৩/
		২। শ্রী শিবপ্রসাদ দাস	১০৫৩
		৩। শ্রী অজিত কুমার সাহা	
২।	রামকৃষ্ণ এন্টারপ্রাইজ, অমরপুর	১। শ্রী প্রাণময় সাহা	এস,ই-৩/
		২। শ্রী ইন্দ্রজিৎ পাল	৬৬৩
		৩। শ্রী সুভাষ চন্দ্র পাল	
৩।	সত্যনারায়ণ এন্টারপ্রাইজ, অমরপুর	১। শ্রী হরিচরণ দাস	এস,ই ৩/
		২। শ্রী পীযূষ কুমার সাহা	১০৫২
		৩। শ্রীমতী স্বপ্না সাহা	
৪।	মেসার্স এস, এম, বি, অমরপুর	১। শ্রী শিবপ্রসাদ দে	এস, ই ৩/
		২। মোঃ মুসলীম আহমেদ	৯২৬
		৩। শ্রী বিশ্বনাথ সাহা	
৫।	দাস এণ্ড দাস কোং অমরপুর	১। শ্রী অতীন্দ্র চন্দ্র দাস	এস,ই-৩/
		২। শ্রীমতী শেফালী সাহা	৭৫৬
		৩। শ্রী শঙ্করব্রতী দাস	
		৪। শ্রী মতী মঞ্জুরাণী দাস	
৬।	মা মঙ্গলা ফার্ম অমরপুর	১। সুকুমার বর্মণ	এস,ই ৩/
		২। স্বপন কর্মকার	৯৬১
		৩। মনোরঞ্জন আচার্য্য	
৭।	পপুলার এন্টার প্রাইজ অমরপুর	১। শ্রী স্বপনকুমার সাহা	
		২। শ্রী নারায়ণ ঘোষ	
		৩। মৃণালকান্তি ঘোষ	

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	অংশীদারের নাম	রেজিষ্ট্রেশন নং
৮।	এ, বি, ডি, এন্টার প্রাইজ, অমপুর।	১। শ্রী দিলীপ কুমার ঘোষ ২। শ্রী মতী অঞ্জলী চৌধুরী ৩। শ্রীপ্রমোদ দেবনাথ	এস,ই-৩/৭৩১
৯।	জয়দুর্গা এন্টার প্রাইজ অমরপুর,	১। শ্রী মনোরঞ্জন দেবনাথ ২। ,, তপহরি জমাতিয়া ৩। ,, রবীন্দ্র সাধন জমাতিয়া	এস,ই-৩/৯২৫
১০।	এন, বি, ইউ এন্টার প্রাইজ অমরপুর।	১। ,, নিখিল চন্দ্র পাল ২। ,, বিদেশ চন্দ্র সরকার ৩। শ্রী মতী উমা পাল	এস,ই-৩/১০৪৭
১১।	মেসার্স ইউনিভার্সেল পার্টনারসীপ কার্য অম্পি।	১। শ্রী জয়ন্ত কুমার সাহা ২। ,, বিধুভূষণ সাহা ৩। শ্রী মতী শেলী রানী সাহা	এস,ই-২/২৪৬৫
১২।	মা এন্টারপ্রাইজ অম্পি	১। শ্রী তপন কুমার সাহা ২। ,, পিন্টু দাস ৩। ,, শেখর চৌধুরী	এস,ই-২/২৫৫৩
১৩।	সাহা এণ্ড সাহা এন্টার প্রাইজ, অমরপুর	১। ,, সঞ্জন সাহা ২। শ্রী মতী মৌসুমী সাহা ৩। শ্রী নির্মল সাহা	এস,ই-৩/৬৩৪
১৪।	দত্ত এন সাহা এন্টার প্রাইজ, অমরপুর	১। শ্রীমতী সম্পা দত্ত ২। শ্রীবিজয় লাল সাহা ৩। শ্রী মতী দীপা দত্ত	এস,ই-৩/৮৩৯

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	অংশীদারের নাম	রেজিস্ট্রেশন নং
১৫।	মঙ্গলাচণ্ডী ইঞ্জিনীয়ারিং কনস্ট্রাকশন, অমরপুর।	১। শ্রী অনুপম কর	এস,ই-৩/৯২৭
		২। শ্রী মতী শুক্লা কর	
		৩। ,, মন্দিরা সেনগুপ্ত	
১৬।	মেসার্স বিনোদন সংস্থা অম্পি।	১। দিলীপ কুমার সাহা	এস,ই-২/১১৮৮
		২। ঝুলন সাহা	
		৩। কৃষ্ণগোপাল সাহা	
১৭।	সাহা এণ্ড দাস এন্টারপ্রাইজ, অমরপুর	১। শ্রী যতীন্দ্র চন্দ্র সাহা	এস,ই-৩/৬৫২
		২। শ্রী মতী শিপ্রা সাহা	
		৩। শ্রী নন্দন সাহা	
১৮।	মেসার্স রামকৃষ্ণ এন্টার প্রাইজ অমরপুর, অম্পি।	১। ,, নেপাল চন্দ্র দাস	এস,ই-২/১০৭৮
		২। ,, নিতাই চন্দ্র সাহা	
		৩। ,, নিরোদ কুমার রিয়াং	
		৪। ,, সূর্য্য কুমার দেববর্মা	
১৯।	থাম্না কো-অপারেটিভ পার্টনারসীপ ফার্ম অম্পি।	১। শ্রী অনন্ত কলই	এস,ই-২/২২৪০
		২। ,, ক্ষুদিরাম কলই	
		৩। ,, নবকুমার কলই	
২০।	অমরপুর উপজাতি বেকার পার্টনারসীপ কার্য অম্পি	১। ,, রতিরমন দেববর্মা	এস,ই-২/২২৮০
		২। ,, জগদীশ জমাতিয়া	
		৩। ,, রঘুবীর জমাতিয়া	
২১।	মেসার্স দাস ট্রেডিং কনসারণ।	১। ,, বিষ্ণুপদ দাস	এস,ই-২/১৩৭৪
		২। ,, কুমুদ বন্ধু দাস	
		৩। শ্রীমতী দীপালী পাল	

ক্রমিক নং	সংস্থার নাম ও ঠিকানা	অংশীদারের নাম	রেজিস্টেশন নং
২২।	মেসার্স ফ্রেণ্ডস প্রাইভেট লিঃ পার্টনারস, অমরপুর,	১। শ্রী অভিজিত কর ২। ,, অরূপ কুমার দেবনাথ ৩। ,, দিপালী পাল	এস,ই-৩/২০৩
২৩।	মেসার্স মা মঙ্গল ফার্ম অমরপুর, বীরগঞ্জ	১। ,, সুকুমার বর্মন ২। ,, মনোরঞ্জন আচার্য্য ৩। ,, মেঘন কর্মকার।	

Admitted Question. No :- 51 (UNSTARRED).
Name of member : Shri Jawhar Saha.
Will the Hon'ble Minister-in Charge of the Industries Department be pleased to state—

১) ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের আর্থিক বৎসরের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কি পরিমান জনতা শাড়ী তৈরী করা হয়েছে;

২। উক্ত জনতা শাড়ী বিক্রয় ও গরীব জনসাধারণের মধ্যে বিলির ব্যাপারে সরকারের কোন নিয়ম নীতি আছে কি;

৩। থাকিলে উক্ত নিয়মনীতিগুলি কি কি এবং

৪। উক্ত নিয়মনীতি অনুসারে ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ইং সনের আর্থিক বৎসরে ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত কি পরিমাণ জনতা শাড়ী বিক্রী ও বিলি করা হয়েছে; (বছর ভিত্তিক হিসাব);

৫। উক্ত আর্থিক বৎসরগুলিতে জনতা শাড়ী উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা কত ছিল; (বছর ভিত্তিক হিসাব)

৩। উৎপাদিত জনতাশাড়ী সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র, ত্রিপুরা হস্তজাত ও কারুশিল্প নিগমের (রাজ্যের বাহিরে ও ভিতরে) নিজস্ব বিপনন কেন্দ্র এবং খাদ্য ও জনসংভরন দপ্তর পরিচালনাধীন রেশন সপের মাধ্যমে বিক্রী করা হইয়া থাকে।

৪। নিয়মনীতি অনুসারে ১৯৮৩-৮৪, ৮৪-৮৫ এবং ৮৫-৮৬ ইং সনের আর্থিক বৎসরের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বিক্রীত জনতা শাড়ীর হিসাব নিম্নরূপঃ—

১৯৮৩-৮৪	—	৭,৫১,৮৬৩ টি।
১৯৮৪-৮৫	—	৫, ১২, ৪৯৫ ,,
১৯৮৫-৮৬	—	১, ১০, ৭৯৬ ,,

৫। বৎসর ভিত্তিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নিম্নরূপঃ—

১৯৮৩-৮৪	—	১.৮২ মিলিয়ন স্কোয়ার মিটার।	
১৯৮৪-৮৫	—	১.৮২ ,,	,,
১৯৮৫-৮৬	—	৩ ,,	,,

উত্তর

১। ১৯৮৩-৮৪, ৮৪-৮৫ এবং ১৯৮৫-৮৬ সালের আর্থিক বৎসরের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন তাঁতশিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উৎপাদিত জনতা শাড়ীর পরিমাণ নিম্নরূপঃ—

১৯৮৩-৮৪ ইং	—	৩,৮৯,৩৮৬ টি।
১৯৮৪-৮৫ ইং	—	২, ৮৯,২৫৫ টি।
১৯৮৫-৮৬ ইং	—	৯৫, ০৩৩ টি।

(১৯৮৫ ইং সালের
৩১শে জুলাই পর্যান্ত)

২। জনতা শাড়ী বিক্রয়ের ব্যাপারে সরকারের নিয়মনীতি আছে। কোন জনতা শাড়ী বিলি করা হয় না। (কেবলমাত্র দুর্গাপূজার প্রাকালে রাজ্য গ্রামীন কর্ম সংস্থাপন প্রকল্পে নিয়োজিত গরীব শ্রমিকদের মধ্যে (আংশিক নগদে) পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পঞ্চায়েত দপ্তরের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

Admitted Question No. 52. (Un-Starred)

Name of M L A : Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state.

১। ১৯৮৪-৮৫ এবং ৮৫-৮৬ ইং সালে অমরপুর মহকুমার অমরপুর এস, পি, ব্লকের কোন কোন পঞ্চায়েতে এবং অমরপুর নোটিফায়েড এলাকায় ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্যান্ত কতটি জনতা শাড়ী বিলির জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে, (পঞ্চায়েত ভিত্তিক ও নোটিফায়েড এলাকায় ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)

২। কোন পদ্ধতিতে এবং কে বা কারা পঞ্চায়েত ও নোটিফায়েড এলাকায় জনতা শাড়ী বিলির জন্য কোটা নির্ধারন করেছে (কোটা নির্ধারন কারীদের নাম, পদবী কি) ?

৩। উক্ত ব্যাপারে যদি কোন সভা হয়ে থাকে তবে ঐ সভায় কোন কোন তারিখে কে বা কারা উপস্থিত ছিল ? (তাদের নাম পদবী সহ)

৪। ১৯৮৫ সালের জুলা আগষ্ট মাসে নোটিফায়েড এলাকার বরাদ্দকৃত জনতা শাড়ী কোন্ কোন্ পঞ্চায়েতে কতটি বিলি করা হয়েছে, (পঞ্চায়েতের নাম সহ পৃথক হিসাব)

৫। উক্ত শাড়ী নোটিফায়েড এলাকার গরীব লোকদের চাহিদা পূরণ না করে অন্যত্র বিলি করার কারন কি ?

উত্তর

১। অমরপুর মহকুমার অমরপুর এস, পি, ব্লকের অমরপুর নোটিফায়েড এলাকায় এবং বিভিন্ন ল্যাম্পস্ মারফত ল্যাম্পস্ এলাকার সন্নিকটবর্ত্তী ল্যাম্পস এর পার্শ্বলিখিত পঞ্চায়েত ভিত্তিক সমানুপাতিক ১৯৮৪-৮৫ সালের জনতা শাড়ী বিলি করার জন্য বরাদ্দের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল:—

ক। ১৯৮৪-৮৫ সালের গাঁওসভাতে বিলির জন্য বরাদ্দ করা হয় ৩১২৫টি ঐ

৩০০.০০

নোটিফায়েড এলাকার জন্য সর্ব সাকুল্যে ৩৪২৫টি

ল্যাম্পস্ কর্তৃক বিলিকৃত পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাবঃ—

১। রামপুর ল্যাম্পস — ৫৪৮ টি

ক। বীরগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়েত

খ। পশ্চিম সরবং

গ। পূর্ব সরবং

ঘ। রামপুর

ঙ। রাঙ্গামাটি

চ। দেব বাড়ী

ছ। খংগিয়া

জ। একজন ছড়া

২। চেলাগাং ল্যাম্পস্ — ১৮০টি

ক। দক্ষিণ চেলাগাং গাঁওপঞ্চায়েত

খ। কুরমা

গ। উত্তর চেলাগাং (অংশ)

ঘ। লাউগাং

ঙ। উত্তর একছড়ি

৩। মালবাসা ল্যাম্পস — ৪৯৮ টি

ক। পাহাড় পুরগাঁও পঞ্চায়েত

খ। পশ্চিম ডুলুমা

গ। পূর্ব ডুলুয়া

ঘ। পূর্ব মালবাসা

ঙ। পশ্চিম মালবাসা

চ। রাং কাং

ছ। রাজ কাং

জ। ডালাক্

৪। নূতন বাজার ল্যাম্পস্ ৩৭৬ টি

ক। উত্তর একছড়ি গাঁওপঞ্চায়েত
খ। এক ছড়ি
গ। নূতন বাজার
ঘ। লেবাছড়া

৫। নোটিফায়েড এরিয়া

ক। অমরপুর নোটিফায়েড এলাকা ৩০০ টি

৬। করবুক ল্যাম্প্ ৫২৫ টি

ক। পতিছড়ি গাঁওপঞ্চায়েত,
খ। একছড়ি
গ। পূর্ব করবুক
ঘ। পশ্চিম করবুক
ঙ। দক্ষিণ করবুক
চ) পূর্ব মানিক্য দেওয়ান
ছ) পশ্চিম মানিক্য দেয়য়ান

৭) অম্পি ল্যাম্পস— ৪৫০টি

ক) অম্পিনগর গাঁও পঞ্চায়েত
খ) গামাইছড়া
গ) বৈশ্যমনি
ঘ) হরিপুর
ঙ) অম্পিছড়া
চ) ধনলেখা
ছ) উত্তর ছনগাং
জ) দক্ষিণ ছনগাং
ঝ) মেলাসি

৮) তৈদু ল্যাম্পস্— ২০০টি

ক) পূর্ব তৈদুলং গাঁও পঞ্চায়েত্তে
খ) পশ্চিম তৈদুলং
গ) পালকো
ঘ) তৈদু
ঙ) জামবুকছড়া
চ) উত্তর তৈদু
ছ) তৈদু ডেপা
জ) দক্ষিণ তৈদু

খ) ১৯৮৪-৮৬ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত গাঁও সভাতে বিলির জন্য বরাদ্দ করা হয়— ১৪৫৫টি

ঐ নোটিফায়েড এলাকার জন্য— ২০০টি

সর্বসাকুল্যে— ১৬৫৫টি

ল্যাম্পস্ কর্তৃক বিলিকৃত পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব

১। রামপুর ল্যাম্পস্— ২৫০টি

ক) বীরগঞ্জ গাঁও পঞ্চায়েত
খ) পশ্চিম সররং
গ) পূর্ব সররং
ঘ) রামপুর
ঙ) রাঙ্গামাটি
চ) দেববাড়ী
ছ) ঘুংগিয়া
জ) একজনছড়া

২। চেলাগাং ল্যাম্পস্‌:— ১২০টি

ক) দক্ষিণ চেলাগাং
গাঁও পঞ্চায়েত।

খ) কুরমা

গ) উত্তর চেলাগাং (অংশ)

ঘ) লাউগাং

ঙ) উত্তর একছড়ি

৩। মালবাসা ল্যাম্পস্‌:— ২১৫টি

ক) পাহাড়পুর গাঁও পঞ্চায়েত

খ) পশ্চিম তুলুমা

গ) পূর্ব তুলুমা

ঘ) পূর্ব মালবাসা

ঙ) পশ্চিম মালবাসা

চ) রাংকাং

ছ) রাজকাং

জ) ডালাক্‌

৪। নূতনবাজার ল্যাম্পস্‌:— ২০০টি

ক) উত্তর একছড়ি গাঁও পঞ্চায়েত

খ) একছড়ি

গ) নূতন বাজার

ঘ) লেবাছড়া

৫। নোটিফায়েড এরিয়া— ২০২টি

ক) অমরপুর নোটিফায়েড
এলাকা।

৬) করবুক ল্যাম্পস্‌ ২৫০ টি

(ক) পাতিছড়ি গাঁও পঞ্চায়েত

(খ) একছড়ি

(গ) পূর্ব করবুক

(ঘ) পশ্চিম করবুক

(ঙ) দক্ষিন করবুক
চ) পূর্ব মাণিক্য দেওয়ান
ছ) পশ্চিম মাণিক্য দেওয়ান

৭। অম্পি ল্যাম্পস্— ১২০টি

ক) অম্পিনগর গাঁও পঞ্চায়েত
খ) গামাইছড়া
গ) বৈশ্যমণি
ঘ) হরিপুর
ঙ) ধনলেখা
চ) উত্তর ছনগাং
দক্ষিণ ছনগাং
জ) মেলদি

৮। তৈদু ল্যাম্পস্— ২০০ টি

ক) পূর্ব তৈছলং গাঁও পঞ্চায়েত
খ) পলকো
গ) পশ্চিম তৈছলং
ঘ) তৈদু
ঙ) জামবুকছড়া
চ) উত্তর তৈদু
ছ) তৈদু ডেপা
জ) দক্ষিণ তৈদু

১ নং প্রশ্ন উত্তর—

মহকুমার সরবরাহ উপদেস্টা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অন্যথায় সভাপতি, মহকুমা সরবরাহ উপদেস্টা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে স্থানীয় ল্যাম্পস ভিত্তিক জনতা শাড়ী বরাদ্দ করিয়া পার্শ্ববর্তী গাঁও সভাগুলিতে সমানুপাতিক ভাবে গাঁও প্রধানের কুপনে দরিদ্রতম জন-সাধারণ দিগকে বন্টনের জন্য ল্যাম্পস্কে নির্দেশ দেয়া হয়।

কোটা নির্দ্ধারন কারীর নাম ও পদবী।

১) শ্রী শ্যামল সাহা—চেয়ারম্যান
২) শ্রী রণজিৎ দেবনাথ—মেম্বার (এ, ডি, সি, মেম্বার)

৩) শ্রী হরেন্দ্র ধর—মেম্বার

৪) শ্রী নরেন্দ্র দেববর্মা—মেম্বার
(করবন্ধ)

৫) শ্রী সুশীল সাহা—মেম্বার
(প্রাক্তন মন্ত্রী)

৬) এস, ডি, ও, অমরপুর—মেম্বার

৭) এস, ডি, সি, ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই—মেম্বার

৩নং প্রঃ উঃ

জনতা শাড়ী বিলি বন্টনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত মহকুমা উপদেষ্টা কমিটির সভাতেই হইয়া থাকে। উক্ত সময়ে ৭/৯/৮৪ ইং তারিখে একবার নিয়মমাফিক সভা ডাকিয়া বন্টনের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে দুইবার অনিবার্য্য কারণে নিয়ম মাফিক সভা ডাকা সম্ভব হয় নাই। তবে জনতা শাড়ী বন্টনের ব্যাপারে কমিটি স্থানীয় উপস্থিত সদস্যদের অনুমোদন ক্রমে শাড়ী বিভিন্ন গাঁওসভায় বন্টন করা হয়।

৪নং প্রঃ উঃ

নোটিফায়েড এলাকার বরাদ্দকৃত জনতা শাড়ী ১৯৮৫ সালের জুলাই ও আগষ্ট মাসের অন্য কোন পঞ্চায়েতে বিলি করা হইয়াছে বলিয়া কোন তথ্য সরকারের জানা নাই।

৫নং প্রঃ উঃ

প্রশ্ন উঠে না।

Admitted un-Stared question No. 55

NAME OF MEMBER :— Shri Monoranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Agriculture Department be please to state—

১। বিলোনীয়া বিভাগের মজুমদার অঞ্চলে সার ও বীজাগার স্থাপনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না:

২। থাকলে কবে নাগাদ ইহা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER
MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE
(SHRI BADAL CHOUDHRUY)

১। না,

২। প্রশ্ন ওঠে না

Admitted Un-STARRED Question No : : 58

Name of M. L. A. :—Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P WD be Pleased to State.

প্রশ্ন

১) কুমারঘাট ব্লকে ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ ইং আর্থিক সনে কয়টি কাঠের ব্রীজ ও বাঁশের সাকু করা হইয়াছিল (পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১) কুমারঘাট ব্লকে ১৯৮৩-৮৪ সনে ১১টি কাঠের ব্রীজ ও ৭টি বাঁশের সাকু এবং ১৯৮৪-৮৫ সনে ৭টি কাঠের ব্রীজ এবং ৪টি বাঁশের সাকু করা হইয়াছিল। (পঞ্চায়েত ভিত্তিক হিসাব দিয়ে দেওয়া হল)।

পঞ্চায়েতের নাম	কাঠের ব্রীজ			বাঁশের সাকু
	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৪-৮৫
১। গৌর নগর	১টি	—	১টি	—
২। ধনবিলাস	১টি	১টি	—	—
৩। সিঙ্গিবিল	১টি	—	—	—
৪। পশ্চিম রাতাছড়া	১টি	—	—	—
৫। কাঞ্চন বাড়ী	১টি	১টি	—	—
৬। ডেমছুম	২টি	—	—	—
৭। সোনামুখি	২টি	—	—	—
৮। রাজকান্দি	১টি	—	—	—
৯। ফটিকরায়	১টি	১টি	—	—
১০। সমরপাড়	—	৪টি	—	—

পঞ্চায়েতের নাম	কাঠের ১৯৮৩-৮৪	ব্রীজ ১৯৮৪-৮৫	বাঁশের সাকু ১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫
১১। রাতাছড়া	—	১টি	১টি	—
১২। পূর্বকাঞ্চনবাড়ী	—	১টি	—	—
১৩। গঙ্গানগর	—	১টি	১টি	—
১৪। সৈদারপর	—	—	৩টি	—
১৫। ইছবপুর	—	—	১টি	১টি
১৬। টিলাবাজার	—	—	১টি	—
১৭। লক্ষীপুর	—	—	—	১টি
১৮। ভগবান নগর	—	—	—	১টি
১৯। গোলধার পুর	—	—	—	১টি
	১১টি	৭টি	৭টি	৪টি

প্রশ্ন

২। উক্ত সাকু তৈরী করিতে কত টাকা খরচ করা হইয়াছিল (বছর ভিত্তিক হিসাব)

৩। ইহা কি সত্য ঐ বছরগুলির মধ্যে কোন কোন সাকু একাধীকবার নির্মান করা হইয়াছে ?

৪। সত্য হলে এইরূপ একাধীকবার নির্মান করা সাকুর সংখ্যা কত ? এবং উক্ত নির্মাণ কার্যে কত টাকা খরচ হয়েছিল ? (বছর ভিত্তিক হিসাব) ।

উত্তর

২। ১৯৮৩-৮৪—২৫,৪১১ টাকা।
১৯৮৪-৮৫—২২,০৩১ টাকা।

৩। হ্যাঁ।

৪। ১৯৮৩-৮৪ সনে ১টি মাত্র সাকু একাধিকবার পুন-নির্মান করা হইয়াছিল। এরজন্য ৪৫০ টাকা খরচ করা হইয়াছিল।

Admitted Un-Starred Question No. 60

Name of M. L. A; Shri Jahar Saha .

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State:—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৪ ইং সাল হইতে ১৯৮৫ সালের ৩০ শে আগষ্ট পর্য্যন্ত রাজ্যে পূর্ত্তদপ্তরের অধীনে এনলিষ্টমেন্ট বিহীন কতজন উপজাতি বেকারকে ঠিকাদারী কাজ দেওয়া হয়েছে। (বছর ভিত্তিক ও পূর্ত্তদপ্তরের ডিভিশান ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৮৪-৮৫ ইং সন হইতে ৮৫ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ৪২৫০ জনকে পূর্ত্তদপ্তরের অধীনে ঠিকাদারীর কাজ দেওয়া হয়েছে।

(বছর ভিত্তিকও পূর্ত্তদপ্তরের ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব) সংযোজনী 'ক' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন

২। উক্ত সময়ে ঐ সকল উপজাতি বেকারদের কোন পদ্ধতিতে এবং কতটাকার ঠিকাদারীর কাজ দেওয়া হয়েছিল, (বছর ও পূর্ত্তদপ্তরের ডিভিশান ভিত্তিক পৃথক হিসাব)।

উত্তর

২। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে উপজাতি বেকারদেরকে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে।

ক। নির্বাহী বাস্তুকারগণ নিজ নিজ ডিভিশনে দরপত্র আহ্বান ছাড়া নিগোসিয়েসনের মাধ্যমে সাধারনত গাঁও প্রধানের সুপারিশক্রমে কাজ দেওয়া হয়ে থাকে।

খ। প্রতি ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ১৫০০০'০০ টাকা কাজ দেওয়া হয় এবং বৎসরে কোনমতেই ৫০,০০০,০০ টাকার উর্দ্ধে কোন ব্যক্তিকে কাজ দেওয়া হয় না।

গ) এই সকল কাজের জন্য কোন আমানতী জমা দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

ঘ) কোন ব্যক্তিকে এক সঙ্গে একটির বেশী কাজ দেওয়া হয় না। ঐ সকল উপজাতি বেকারদের ৪১৫,৭৮৫০১'০০ টাকার কাজ দেওয়া হয়েছিল। (বছর ও ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী 'খ' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন

৩। ঐ সকল কাজ বিলির ক্ষেত্রে কোন মহকুমা থেকে কোন প্রকারের দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে কিনা।

৪। পাওয়া গিয়ে থাকলে উক্ত অভিযোগের কোন প্রকার তদন্ত হয়েছে কিনা ?

৫। হয়ে থাকলে তার ফলাফল কি,

৬। না হলে তার কারণ ?

উত্তর

৩। হ্যাঁ। সদর মহকুমা থেকে একটি এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার লক্ষীছড়া থেকে একটি অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল।

৪। হ্যাঁ, বিভাগীয় তদন্ত করা হয়েছিল।

৫। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই।

৬। ৫ নং প্রশ্নের উত্তরেত পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

সংযোজনী 'ক'

১৯৮৪-৮৫ ইং সন হইতে ১৯৮৫ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত বেকার উপজাতিদের ঠিকাদারী কাজ প্রদানের হিসাব।

ডিভিশনের নাম	ঠিকাদারদের সংখ্যা
১। নর্দান ডিভিসন, ধর্মনগর।	৮৪৯ জন।
২। কাঞ্চনপুর ডিভিসন।	৪৯৮ জন।
৩। কুমারঘাট ডিভিসন।	৬৩৭ "
৪। আমবাসা ডিভিসন।	৩৯০ "
৫। সাউদার্ন ডিভিসন নং ১।	১২৭ "
৬। সাউদার্ন ডিভিসন নং ২।	৬২০ "
৭। অমরপুর ডিভিসন।	২১৫ "
৮। আগরতলা ডিভিসন নং ২।	৩৩০ "
৯। আগরতলা ডিভিসন নং ৪।	২৫৭ "
১০। তেলিয়ামুড়া ডিভিসন।	৪৭৫ "
১১। মহারাণী হেড ওয়ার্ক ডিভিসন।	৪ "
১২। খোয়াই হেড ওয়ার্ক ডিভিসন।	৯ "

১৩। পাব্লিকহেলথ্ ডিভিসন নং ১। ১০ ,,
১৪। পাব্লিকহেলথ্ ডিভিসন নং ২। ১২ ,,
১৫। এম. আই এণ্ড এফ. সি. ডিভিসন নং ১। ২৬ ,,
১৬। এম. আই. এণ্ড এফ. সি. ডিভিসন নং ২। ৩৮ ,,
১৭। এম. আই. এণ্ড এফ. সি. ডিভিসন নং ৩। ২৮ ,,
১৮। ইলেক্ট্রিকেল ডিভিসন নং ১। ১ ,,
১৯। ইলেক্ট্রিকেল ডিভিসন নং ৩। ৮ ,,
২০। ইলেক্ট্রিকেল ডিভিসন নং ৪। ১ ,,
২১। ইলেক্ট্রিকেল ডিভিসন নং ৬। ৭ ,,
২২। ইলেক্ট্রিকেল ডিভিসন নং ৭। ৩ ,,
২৩। ইলেক্ট্রিকেল ডিভিসন নং ৮। ৫ ,,
২৪। গোমতী ডিভিসন। ১ ,,

মোট ৪২৫০ জন।

সংযোজনী 'খ'

১৯৮৪-৮৫ সাল হইতে ১৯৮৫ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত কাজ প্রদানের টাকার হিসাব।

ডিভিসনের নাম	টাকার হিসাব
১। নর্দান ডিভিসন।	৭৬৮৯১১৮'০০ টাকা।
২। আমবাসা ডিভিসন।	৩৪৯৩৪৯১'০০ ,,
৩। কুমারঘাট ডিভিসন।	৬৭৭৫০৬৮'০০ ,,
৪। কাঞ্চনপুর ডিভিসন।	৩৭৮৪০৫২'০০ ,,
৫। আগরতলা ডিভিসন নং ২।	৩৩৬৪১৮২'০০ ,,
৬। আগরতলা ডিভিসন নং ৪।	২৭৮৩৪০১'০০ ,,
৭। ভেলিয়ামুড়া ডিভিসন।	৪৯৪৪৭৪৩'০০ ,,
৮। সাউদার্ন ডিভিসন নং ১।	১২৩৩৮৪৯'০০ ,,
৯। সাউদার্ন ডিভিসন নং ২।	৩৩৯৯৩৮৬'০০ ,,
১০। অমরপুর ডিভিসন।	২৭১৯১২৪'০০ ,,
১১। মহারাণী হেডওয়ার্কস ডিভিসন।	৪৫৬৭৫'০০ ,,
১২। খোয়াই হেড ওয়ার্কস ডিভিসন।	১০৯৭৭৪'০০ ,,
১৩। পাব্লিক হেলথ্ ডিভিসন নং১।	১০৭৯৬৮'০০ ,,
১৪। পাব্লিক হেলথ্ ডিভিসন নং২।	১২৬৩৯৭'০০ ,,

১৫।	এম. আই. এণ্ড এফ. সি. ডিভিসন নং ১।	২৬১৬১'০০	,,
১৬।	এম. আই. এণ্ড এফ. সি. ডিভিসন নং ২।	১৫৯২৩'০০	,,
১৭।	এম. আই. এণ্ড এফ. সি. ডিভিসন নং ৩।	৪৬৭২৫৬'০০	,,
১৮।	ইলেকট্রিকেল ডিভিসন নং ১।	১৫২৬'০০	,,
১৯।	ইলেকট্রিকেল ডিভিসন নং ৩।	২৮৬৭২'০০	,,
২০।	ইলেকট্রিকেল ডিভিসন নং ৪।	২১৯৬'০০	,,
২১।	ইলেকট্রিকেল ডিভিসন নং ৬।	৪১২২৮'০০	,,
২২।	ইলেকট্রিকেল ডিভিসন নং ৭।	৩২৬৮৪'০০	,,
২৩।	ইলেকট্রিকেল ডিভিসন নং ৮।	২০৮৯৯'০০	,,
২৪।	গোমতী ইলেকট্রিকেল ডিভিসন।	৫২২৬'০০	,,
	মোট—	৪,১৫,৭৮,৫০১'০০ টাকা।	

Admitted Unstarred Question No.:— 64

Name of Member:— Syed Basit Ali

Will the Hon'ble minister-in-charge of the P. W. D. (Electricity) Department be pleased to state,

প্রশ্ন :—

১। কৈলাশহর মহকুমায় মোট এ পর্য্যন্ত কতটি গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে, (গাঁওসভা ভিত্তিক হিসাবে)

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত মহকুমার ইরানী গাঁওসভায় বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারিত করা সত্বেও জনসাধারণের বাড়ীতে লাইন সম্প্রসারণ না করার ফলে জনসাধারণগন এই রূপ সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে,

৩। সত্য হলে উক্ত এলাকায় জনসাধারণের বাড়ীতে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

উত্তর :—

১। কৈলাশহর মহকুমায় ১৯৮৫-৮৬ইং সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৭১ টি গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ১৯৭১ সনের আদমসুমারীর ভিত্তিতে রাজস্ব মৌজা অনুযায়ী নিম্নলিখিত গ্রামগুলি বৈদ্যুতিকরুত করা হয়েছে।

মৌজার নাম	মৌজাতে গ্রামের সংখ্যা	বৈদ্যুতিককৃত গ্রামের সংখ্যা
১। কাঞ্চনছড়া	৬	কাঞ্চনছড়া
২। নলকাঠা	১	নলকাঠা
৩। উল্টাছড়া	১	উল্টাছড়া
৪। পূর্ব মছলি	৪	পূর্ব মাছলিছড়া কলোনী
৫। পশ্চিম মাছলি	২	পশ্চিম মাছলিছড়া কলোনী
৬। পশ্চিম করমছড়া	৫	সুরবাহাদুর ছেত্রিপাড়া প্রহারচাঁদ রোয়াজাপাড়া করমছড়া, মইমই তোয়াজাপাড়া
৭। উত্তর ধুমাছড়া	৪	রতন রোয়াজাপাড়া ধোমাছড়া বাজার
৮। দক্ষিণ ধুমাছড়া	৬	ধুমাছড়া
৯। লংথরাই রিজার্ভ ফরেস্ট	১১	সিধু কুমারপাড়া
১০। মনু	৪	ঘাটুচন্দ্র কোচ কারবারীপাড়া মনু বীরচন্দ্র দেববর্মা পাড়া
১১। জারুলছড়া	৫	দয়ালকুমার রোয়াজাপাড়া
১২। লালছড়া	৯	শরৎ কারবারীপাড়া, খেদি কারবারী পাড়া, ভৈরাবাইয়া কারবারী পাড়া, বিন্দুলাল কাতবারীপাড়া, লালছড়া কলোনী, লালছড়া মৌজা
১৩। ময়নামা	১২	প্রেমলাল পাড়া, মদন কারবাড়ী পাড়া, ব্রজকুমার রোয়াজা পাড়া, মঙ্গলবল্লভ রোয়াজাপাড়া, অর্জুন দেববর্মা পাড়া, কৃষ্ণ দেববর্মা পাড়া, ভুবন দেববর্মা পাড়া, দয়ালপাড়া, বিনোদ দেববর্মা পাড়া, মইনারমা মৌজা।

মৌজার নাম	মৌজাতে গ্রামের সংখ্যা	বৈদ্যুতিককৃত গ্রামের সংখ্যা
১৪। জামিরছড়া	২	জামিরছড়া, সুবোধ দেওয়ানপাড়া।
১৫। গইনারমা	৬	গৈনারমা মৌজা, চিত্র সেন রোয়াজা পাড়া, চৌকনা চাকমা পাড়া, নরেন্দ্র তালুকদার পাড়া, মানি কারবারী পাড়া, সুধীর মাষ্টারপাড়া।
১৬। ছৌলেংটা	৪	ত্রৈলোক্য কারবাড়ী পাড়া, ছৈলেংটা কলোনী, ছেলেংটা বাজার ছৈলেংটা মৌজা
১৭। ঘাগড়াছড়া	৪	ঘাগড়াছড়া মৌজা,
১৮। দুর্গাছড়া	৩	বাগছড়া, ভাঙ্গামুড়া।
১৯। মকরছড়া	২	রাজেন্দ্র দেওয়ান পাড়া।
২০। উত্তর লংথরাই	৩	লড়াই কারবাড়ী পাড়া।
২১। পশ্চিম ছামনু	৪	পশ্চিম ছামনু মৌজা, দ্রোনতালুকদার পাড়া ছামনু বাজার, ছামনু কোলনী।
২২। দেবস্থল	৩	দেবস্থল চাবাগান, চিনি বাগান।
২৩। গোলকপুর	৩	গোলকপুর চাবাগান।
২৪। রাধানগর মৌজা	৩	কাটিকছড়া রাধানগর।
২৫। লাঠিয়া পুরা	৩	কালীপুর, গোপীনাথপুর, লাঠিয়াপুরা।
২৬। লক্ষীপুর	৩	বাজধরপুর, লক্ষীপুর, নয়াপাথর।
২৭। জলই	৪	বালস্বব, জলই।
২৮। কামরাঙ্গা বাড়ী	২	গোপালনগর, কামরাঙ্গা বাড়ী।
২৯। চণ্ডীপুর	১	চণ্ডীপুর।
৩০। সমরুল পাড়া	৫	সমরুল পাড়া, ভদ্রপল্লী।
৩১। জগন্নাথপুর	৫	জগন্নাথপুর চাবাগান, তেলিয়া, জগন্নাথ পাড়া।
৩২। ফুলতলী	৩	সিঙ্গিরবিল, ফুলতলী।

মৌজার নাম	মৌজাতে গ্রামের সংখ্যা	বৈদ্যুতিককৃত গ্রামের সংখ্যা
৩৩। গকুলনগর	২	গকুলনগর, কোলেসনগর।
৩৪। পূর্ব রাতা ছড়া	৩	ছৈদার পাড়া, উত্তর রাতা ছড়া, রাতাছড়া।
৩৫। পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী	৩	কাঞ্চনবাড়ী, কাঞ্চনবাড়ী কলোনী, পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী।
৩৬। কুমারঘাট	৪	কুমারঘাট, সিধাবাড়ী, নিদাবী।
৩৭। সোনাইমুড়ী	২	ভাটী সোনাইমুরী, উদান সোনাইমুড়ী।
৩৮। ভুধপুর	২	ভুধপুর, ভুধপুর কলোনী।
৩৯। রাঙ্গাওটি	৩	রাঙ্গাওটি কৃষ্ণনগর, দেবীপুর।
৪০। ইরানী	২	মাগুরলী, ইরানী।
৪১। ধলিয়ারকান্দী	৩	ধলিয়ারকান্দি, ইজার খামার।
৪২। টিলা গাঁও	৫	খিলারবন্দ, খিলারকান্দি, টিলা গাঁও বড়বন্দ।
৪৩। কনকপুর	৪	সুলতানপুর, ঠিকেরবাড়ী, মইনপুর, কামরকান্দি।
৪৪। জুবরাজ নগর	১	জুবরাজনগর শ্রীনাথপুর।
৪৫। শ্রীনাথপুর	২	হীরাছড়া চাবাগান।
৪৬। হীরাছড়া	২	পাখীর বাদা, বীতন পাখির বাদা।
৪৭। পাখির বাদা	২	
৪৮। ভগবান নগর	৩	লক্ষীছড়া, ভগবাননগর, ভান্নগর।
৪৯। সোনামুখী	১	সোনামুখী চাবাগান।
৫০। কাউলি কোড়া	১	কাউলি কোড়া
৫১। গৌড়নগর	৩	কীর্ত্তন লাঠি, চিরাকুটি, গৌড়নগর।
৫২। ইছকপুর	৫	হলগানাড়া বারঘলা, ফুলবাড়ীকান্দী ইছকপুর, বাগুন।

মৌজার নাম	মৌজাতে গ্রামের সংখ্যা	বৈদ্যুতিককৃত গ্রামের সংখ্যা
৫৩। গোলধনপুর	৩	তিলকপুর, দুর্গানগর, গোলধরপুর
৫৪। শ্রীরামপুর	৩	শ্রীরামপুর, কানিরচর, হালাইরপুর।
৫৫। মুস্তছড়া	৬	মুস্তিছড়া চারাগান
৫৬। মনুভেলি	৩	মনুভেলি চারাগান
৫৭। রাঙ্গুল	৫	রাজকৃষ্ণ চারাগান, হালাইছড়া নতুন বস্তি,
৫৮। হালাইছড়া	৬	হালাইছড়া, চারাগান, সরজনি চাবাগান।
৫৯। জারুলতলী	২	জারুলতলী
৬০। ছনতৈল	৩	শোভা চাবাগান, ছনতৈল। বাড়াইতলী।
৬১। বীরেন্দ্রনগর	৩	দুর্গাপুর, দলান গাঁও পাড়া,
৬২। বিলাশপুর	২	বিলাশপুর, পেচারডেহার
৬৩। কৃষ্ণনগর	৩	আলামবস্তি, তেঘড়ি, কৃষ্ণনগর।
৬৪। ফটিকরায়	৫	ফটিকরায় বাজার, লালদাহর, তারাপুর, রাজনগর রাজনগর কলোনী।
৬৫। পশ্চিম রাতাছড়া	৫	
৬৬। মাশাউলি	৬	আমরা পাশা,
৬৭। পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি	৬	মাশাউলি, জিনজিনি,
৬৮। পাবিয়াছড়া	৭	পূর্ব কাঞ্চন বাড়ী
৬৯। নাতিংছড়া	১	রতিয়াবাড়ী, পাবিয়াছড়া বাজার, পাবিয়াছড়া-কলোনী, পাবিয়াছড়া বি ডি ও অফিস, পাবিয়াছড়া, ধরছাইবস্তি
৭০। বটছড়া	৪	নাতিংছড়া চারাগান
৭১। কৈলাশহর	৪	পূর্ব বেতছড়া, বেতছড়া কলোনী, বেতছড়া। লগিরপাড়, নোয়াগাঁও, সোনামুড়া, বিদ্যানগর।

২। ইহা সত্য নহে। ইরানী গাঁওসভায় বৈদ্যুতিকৃত গ্রামে উচ্চ ও নিম্নচাপবাহী বৈদ্যুতিক লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ৭'৯৮ কি: মি: এবং বর্তমানে ঐ গাঁওসভায় গৃহস্থালীতে ৭টি,

ইণ্ডাস্ট্রিতে দুটি এবং বানিজ্যিক ভোক্তাতে ২ টি অর্থাৎ মোট ১১টি গ্রাহক আছে।

তবে ইহা সত্য যে ইরানী গাঁও সভার সমস্ত অংশে বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ সম্ভব হয় নি।

৩। উপরে বর্নিত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রযোজ্য নহে।

Admitted Unstarred Question No. 66

Name of member :—Syed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. (Electricity) Dept. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮২ সালে ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত বিদ্যুৎ দপ্তরের যে সকল গেজেটেড্ অফিসার সরকারী কাজে কলিকাতা ও দিল্লী ভ্রমন করিয়াছেন তাদের নাম (বছর ভিত্তিক)

২) উক্ত ৩ বৎসরে প্রত্যেক অফিসার টি, এ. ও ডি. এ, বাবৎ কত টাকা নিয়াছেন তাহার হিসাব ?

উত্তর

১) ১৯৮২ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যান্ত সরকারী কাজে কলিকাতা দিল্লী ভ্রমনকারী গেজেটেড্ অফিসারদের নাম নীচে দেওয়া হইল।

১) শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য — মুখ্য বাস্তুকার (বিদ্যুৎ)
১) শ্রীযুক্ত দিলীপ রায় — সুপারেনটেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার
৩) অমরজ্যোতি ভৌমিক — নির্বাহী বাস্তুকার
৪) রঞ্জিত লোধ — ঐ
৫) শ্রীযুক্ত সুভাষ চৌধুরী — ঐ
৬) শ্রীযুক্ত রূপক রায় বর্মন — ঐ
৭) শ্রীযুক্ত মিহির লাল চৌধুরী — ঐ
৮) শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দেবনাথ — এসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার
৯) শ্রীযুক্ত এ, চৌধুরী — (ম্যাকানিক্যাল)
১০) শ্রীযুক্ত মিহির চক্রবর্ত্তী — ঐ

১১) শ্রীযুক্ত অরুন মজুমদার — ঐ

১২) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র প্রসাদ চক্রবর্ত্তী — ঐ

১৩) শ্রীযুক্ত শান্তিপদ গন চৌধুরী — ঐ

১৪) শ্রীযুক্ত এন, দাশগুপ্ত — নির্বাহী বাস্তুকার

শ্রীমতি উমা দাস (দেব) — এ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনীয়ার

২) উক্ত ৩ বৎসরে টি, এ, ও ডি, এ, বাবদ কে কত নিয়েছেন তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল।

		কলিকাতা	দিল্লী
১) শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	—	মং ৭,৪৭৩.০০	মং ১,২৮,০৯৫.০০
২) শ্রীযুক্ত দিলীপ রায়	—	১,২২৫.০০	২,৮৫৪.০০
৩) শ্রীযুক্ত অমরজ্যোতি ভৌমিক	—	৩,৮২৩.৫০	১৮,১৮৬.০০
৪) শ্রীযুক্ত রঞ্জিত লোধ	—	৩,৮৭৪.০০	২,০০০.০০
৫) শ্রীযুক্ত সুভাষ চৌধুরী	—	২,২৯২.০০	৬,৪৪৯.৪০
৬) শ্রীযুক্ত রূপক কুমার রায় বর্মন	—	৪,২৩৫.০০	—
৭) শ্রীযুক্ত মিহির লাল চৌধুরী	—	৩,৫৫৯.০০	৬,৯৬৫.৫০
৮) শ্রীযুক্ত এন. দাশগুপ্ত	—	১,৫৮৭.০০	—
৯) শ্রীযুক্ত অরুন মজুমদার	—	৯,২৪.০০	—
১০) শ্রীযুক্ত মিহির চক্রবর্ত্তী	—	২,৪৫৭.০০	—
১১) শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন দেবনাথ	—	৬১১,০০	—
১২) শ্রীযুক্ত এ. চৌধুরী	—	৬৫০,০০	—
১৩) শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র প্রসাদচক্রবর্ত্তী	—	—	১.৮৪৭.০০
১৪) শ্রীযুক্ত শান্তিপদ গনচৌধুরী	—	৬,১৮৪.০০	৭,৬৪২.০০
১৫) শ্রীমতি উমা দাস (দেব)	—	৮৭৪.০০	—
	—	মং ৪০,২৬৮.৫০	মং ১,৭৪,১০৫.৯০

Name of Member :—Shri Syed Basit Ali

Admitted Unstarred question No. 67.

Will the Hon'ble Minister-in charge of Agriculture Department be pleased to state—

১। ক) ১৯৮৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কৈলাশহর বিভাগে সরকার পরিচালনাধীন কৃষি খামারের সংখ্যা কত?

খ) ঐ কৃষি খামার গুলিতে কি কি চাষাবাদ হয়, এবং

গ) বর্তমানে ঐ খামারগুলিতে মোট কত জন কৃষি মজুর দৈনিক কত মজুরীতে কাজ করিতেছেন?

ঘ) উক্ত বিভাগে-জন সাধারণের স্বার্থে সরকার পরিচালনাধীন কৃষি খামার বৃদ্ধির কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না:

ঙ) থাকিলে তাহার সংখ্যা এবং কোথায় কোথায় হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHURY)

ক) একটি বীজ পরিবর্ধক খামার ও তিনটি প্রদর্শনী খামার সহ মোট চারটি।

খ) ধান, পাট, মেস্তা, তিল ও চিনাবাদাম চাষ করা হয়।

গ) বৎসরে গড় ২৪০ দিন কাজ করেন এমন ১৬ জন কৃষি মজুর বর্তমানে কাজ করিতেছে। তাদের দৈনিক হাজিরা ১৩.০০ (তের) টাকা মাত্র।

ঘ) আপাতত নাই।

ঙ) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UN STARRED QUESTION No. 77

Name of Members : 1) Sri Kali kr. Deb Barma.
2) Sri Jawhar Shaha.
3) Sri Rabindra Deb Barma.
4) Sri Narayan Das.
5) Sri Gopal ch. Das.
6) Sri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

১) ইহা কি সত্য সম্প্রতি ত্রিপুরায় ইচি পোকার আক্রমণে আমন ফসলের ক্ষতি হচ্ছে।

২) সত্য হইলে এ যাবৎ ঐ পোকার আক্রমণে মোট কত একর জমিনের ফসল ক্ষতি হয়েছে [ব্লক ভিত্তিক হিসাব] এবং

৩) ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার দিগকে কোন প্রকার সাহায্য দেওয়ার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি না ?

ANSWER

MINISTER INCHARGE OF AGRICULTURE (SHRI BADAL CHOUDHURY)

১) হ্যাঁ, সম্প্রতি ইচি পোকার আক্রমণে আমন ফসলের ক্ষতির উপক্রম হইয়াছিল।

২) ৪০,৮৫১ হেক্টর পরিমিত জমি পোকায় আক্রান্ত হইয়াছিল।

আক্রান্ত জমির ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ:—

ব্লকের নাম	পোকায় আক্রান্ত জমির পরিমান (হেক্টর হিসাবে)
১) বিশালগড়—	৫১১৬
২) মোহনপুর—	১০৫৮
৩) জিরানীয়া—	৩১৯৫
৪) খোয়াই—	৬৭৫
৫) তেলিয়ামুড়া—	৭৪৫
৬) মেলাঘর—	৬০৬১
৭) মাতারবাড়ী—	৪২৫০
৮) অমরপুর—	১৮০০
৯) ডম্বুরনগর—	১০০
১০) বগাফা—	১০,৯১০
১১) রাজনগর—	১৮৯৫

ব্লকের নাম	পোকায় আক্রান্ত জমির পরিমাণ (হেক্টর হিসাবে)
১২। সাতচাঁদ	৮০
১৩। শান্তিসাগর	১৮১
১৪। কাঞ্চনপুর	১৫০
১৫। কুমারঘাট	২২৫০
১৬। ছামনু	১১৪
১৭। সালেমা	১০৭৩
	৪০'৮৫৩

৩। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারদের যে ধরণের সাহায্য দেওয়া হইয়াছে তাহা এইরূপ:—

১) মারাত্মকভাবে আক্রান্ত জমিগুলিকে এলাকাভিত্তিক মহামারী এলাকা ঘোষণা করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জমিতে বিনামূল্যে কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

২) বেশী ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় হেক্টর প্রতি ৫০ কেজি ইউরিয়া চাপান সার হিসাবে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এইনিরিখে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক তাহার প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার জন্য যাহা দরকার তাহাই পাইবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই কোন কৃষক ২০ কেজির বেশী ইউরিয়া সার পাইবেন না।

৩) সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির চাষীদের প্রতি পরিবারকে প্রয়োজন অনুসারে বা সর্বাধিক ৫০ টাকা মূল্যের ধানের চারা বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

Name of Member :— Shri Fayzur Rahaman

Admitted Starred Question No. 93.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Public Works (Electrical) Dept. be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। আগামী আর্থিক বৎসরে রাজ্যের কতটি গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন চালু করা হবে বলে আশা করা যায়? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব?)

উত্তর

১। ১৯৮৬-৮৭ সালে কমপক্ষে ১৫০টি গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন চালু করা যেতে পারে।

PROCEEDINGS OF THE SESSION OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Tripura Legislative Assembly met in the Assembly building on Monday, the 30th September, 1985, at 11 A;m.

PRESENT

The Hon'ble Speaker Shri Amarendra Sharma in the chair.

The Hon'ble Chief Minister Shri Nripen Chakraborty, 8 (eight) Hon'ble Ministers and 37 Members.

প্রশ্ন ও উত্তর

মিঃ স্পীকারঃ—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মহোদয়দের মন্ত্রী কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম বললে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী সমীর দেবসরকার।

শ্রী সমীর দেবসরকার :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭

প্রশ্ন

১। খোয়াই শহরে পানীয় জল সরবরাহের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রথম কখন দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল এবং কখন উপরোক্ত কাজ আরম্ভ হয়েছিল ?

২। উপরোক্ত কাজ সম্পন্ন করতে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছিল ?

৩। ইহা কি সত্য যে ঐ কাজে যে পলিথিন পাইপ বসানো হয়েছিল তা বর্ত্তমানে তা পরিবর্ত্তন করানো হচ্ছে ?

৪। সত্য হইলে তার কারণ এবং

৫। কবে নাগাদ ঐ কাজ সম্পন্ন করে জল সরবরাহ ব্যবস্থা চালু হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ ইং সনে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল এবং উক্ত সনেই কাজ আরম্ভ হয়েছিল।

২। মোট ১'৭৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল।

৩। হ্যাঁ।

৪। প্রথমে উহা গ্রামীণ জল সরবরাহের আওতাধীন ছিল। বর্তমানে উহা আরবান জল সরবরাহের আওতাধীনে আনা হইয়াছে। সেজন্য পলিথিন পাইপের পরিবর্তে সি-আই পাইপ বসানো হচ্ছে।

৫। জল সরবরাহ শহরের কিছু অংশে এখনই চালু আছে। বাকী অংশ আগামী মে মাসের মধ্যে কাজ শেষ করে জল সরবরাহ করা হবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী সমীর দেব সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পাবলিক ওয়ার্কস থেকে খোয়াই শহরের নোটিফাইড এরিয়ার মধ্যে যে পাইপ লাইন বসাচ্ছেন, খোয়াইয়ের শহরের রাস্তা এমনিতেই সরু, পাইপ লাইন বসানোর জন্য সেই ১৯৭৭ সনে কাজ শুরু হয়েছে। ইদানীংকালে আমরা লক্ষ্য করেছি ১ বৎসর পূর্বে শহরের রাস্তাগুলিতে ড্রেইন করে যে পাইপ লাইন বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা ৭/৮ মাস যাবৎ বন্ধ করা হচ্ছেনা। তাতে গাড়ী চলাচলের পক্ষে বিপদজনক হয়ে পড়েছে এবং তাতে রাস্তাগুলি আরও সরু হয়ে যাচ্ছে এবং এতে যে ইট সরানো হয়েছে সেই ইটগুলি লোক নিয়ে যাচ্ছে। জল নেওয়ার জন্য বিকল্প কোন লাইন না নিয়ে যে সমস্ত জায়গায় রাস্তার উপর ট্যাংক করা হয়েছে সেগুলি আগামীদিনে গাড়ী চলাচল এবং মানুষ চলাচলের পক্ষে বিপদজনক হয়ে দাঁড়াবে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং জানা থাকলে কি ব্যবস্থা নেবেন ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, সমস্ত ব্যাপারটা তদন্ত করাব। আগের যে পলিথিন পাইপগুলি সেগুলি চেইঞ্জ করতে গেলে ত খুলতেই হবে। তবে এইরকম হয়েছে কিনা, অনেকদিন আগে নালা করা হয়েছে সেটা এখনও বন্ধ করা হয় নাই সেইটা আমি খতিয়ে দেখব।

শ্রী সমীর দেবসরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে পলিথিন পাইপগুলি চেইঞ্জ করা হচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করছি, পলিথিন পাইপগুলি খারাপ হলেও তারা নিয়ে যাচ্ছে। এইটা ত দপ্তরের যারা কাজ করছেন তারাও জানেন। এই পাইপগুলির মালিকানা কি কনট্রাকটারের না সরকারী দপ্তরের তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্বাভাবিকভাবে দপ্তরের বা সরকারের সম্পত্তি।

শ্রীসমীর দেব সরকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইখানে খোয়াইতে একটা সামান্য অংশে জল সরবরাহের প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু ব্যাপক একটা অঞ্চলে শহরে জল সরবরাহ করা হচ্ছেনা। আমরা খোয়াইতে যোগাযোগ করতে গিয়ে পি, এইচ, সির কোন কর্মী বা অফিসারকে পাচ্ছিনা। সেই ক্ষেত্রে জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা এবং খোয়াইতে পি, এইচ, সির কোন অফিস হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমরা এখন ৬ কিলোমিটার পর্য্যন্ত ইলেকট্রিফিকেশানের লাইন যেখানে আছে আগামী মে মাসের মধ্যে এখানে ডিপটিউব ওয়েল বসানো হবে ৮ কিলোমিটার পর্য্যন্ত বাড়াব। তাতেও যদি না হয় আর একটি ডিপ-টিউবওয়েল বসাব। স্যার, এইটা আলোচনা হয়েছে, কথা হয়েছিল কিন্তু এখনও ফাইন্যাল কিছু হয়নি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৩১।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১৩১

প্রশ্ন :—

১। বিগত এ, ডি, সি নির্বাচনের পূর্বে দশদা লক্ষীপুরে পদ্যোম দাস-এর হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সন্দেহে কতজনকে এ পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

উত্তর :—

একজনকে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত এ, ডি, সি, নির্বাচনের পূর্বে সি, পি, আই, (এম) সমর্থক পদ্যোম দাসের হত্যাকাণ্ডের সংগে জড়িত ব্যাক্তিদের গ্রেপ্তার না করে পুলিশ সি-পি-আই (এম) এর সিট্যুর কর্মীকে গ্রেপ্তার করে এবং হত্যাকাণ্ডের সংগে যারা জড়িত তাদের সংগে বসে পুলিশ চা মিষ্টি খায় কাঞ্চনপুরের যে পুলিশ অফিসার আছেন। কংগ্রেস (আই)—এর সভাপতি নরেশ ভট্টাচার্য্য এই পদ্যোম দাসের হত্যাকারীদের আড়াল করার জন্য নির্বাচনের পূর্বে যিনি হত্যা হয়েছে তার স্ত্রীকে অর্থ দিতে চেয়েছিলেন।

এইসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, সমস্ত কেইসটা এখনও তদন্ত করা হচ্ছে। যেসব তথ্য এখানে মাননীয় সদস্য বললেন তা তদন্ত করার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

(শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার অনুপস্থিত ছিলেন)।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৯।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৯।

প্রশ্ন :—

১। বাইজালবাড়ী হাসপাতালের ডাক্তার শ্রী সঞ্জিব দেববর্মা ও তাহার সহকর্মী নার্স শ্রীমতি প্রজাপতি দেববর্মাকে কোন পথে, কি ভাবে এবং কোন উগ্রপন্থীর নেতার নেতৃত্বে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়? এবং

২। কবে উক্ত ডাক্তার শ্রী দেববর্মা কর্ম্মরত ফৌজী বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পন করেছেন এবং কি কি জবানবন্দী দিয়েছেন? এবং

৩। অপহৃত নার্স শ্রীমতি প্রজাপতি দেববর্মার এখনও পর্য্যন্ত কোন খোঁজখবর পাওয়া গিয়াছে কিনা,

৪। উগ্রপন্থী তৎপরতা বন্ধ করে দুর্গম অঞ্চলে কর্ম্মরত সরকারী কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। খবরে জানা যায় টি, এন, ভি, উগ্রপন্থী নেতা শ্রী অনন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে কতিপয় উগ্রপন্থী গত ২০-২-৮৫ ইং রাত্রে বাইজাল বাড়ী হাসপাতালের ডাক্তার শ্রী সঞ্জিব দেববর্মা ও তাহার সহযোগী নার্স শ্রীমতী প্রজাপতি দেববর্মাকে বাইজালবাড়ী হাসপাতাল কোয়ার্টার থেকে বন পথ এবং ছড়ার মধ্য দিয়া অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়।

২। গত ২-৭-৮৫ ইং ডঃ সঞ্জিব দেববর্মা তিনজন উপজাতির সাহাযো উত্তর ত্রিপুরার ছামনু থানাধীন খালছড়া বি, এস, এফ, সীমান্ত চৌকিতে উপস্থিত হন এবং তাহার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি জবান-বন্দীতে জানান যে গত ২০-২-৮৫ ইং রাত প্রায় ১১-৩০ মিঃ সময় তাহার বাইজালবাড়ী সরকারী আবাসে যখন তিনি রাত্রি কালীন নিদ্রার জন্য প্রস্তুতি নিতেছিলেন তখন বাহির থেকে কেউ তাহাকে ডাকতে থাকে। তিন দরজা খোলার সাথে সাথে ৪/৫ জন সশস্ত্র উপজাতি তাহার কক্ষে প্রবেশ করে এবং দুইটি আগ্নেয়াস্ত্র তাহার দিকে তাক করে ধরে। একজন তাহাকে শ্রী অনন্ত দেববর্মা বলে পরিচয় দেন এবং একটি অপারেশনের নিমিত্ত ১৫ দিনের জন্য তাহাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য তাহাকে নির্দেশ করেন। তাহারা তাহাকে গভীর জঙ্গলেও মধ্য দিয়া সীমান্তের পরপারে গুপ্ত ঘাটিতে নিয়ে যায়। গত ১-৭-৮৫ ইং তারিখ রাত্রে গুপ্ত ঘাটি হইতে তাহাকে ভারত সীমান্তের একটি গ্রামে আনিয়া উগ্রপন্থীরা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যায়।

৩। ডাঃ দেববর্মার বিবৃতি অনুসারে জানা যায় নার্স শ্রীমতি প্রজাপতি দেববর্মা পার্বত্য চট্টগ্রামস্থিত টি, এন, ভি, ক্যাম্পে আছেন।

৪। গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিরাপত্তা চৌকি খোলা হইয়াছে এবং টহলদারী বৃদ্ধি করা হইয়াছে ও প্রয়োজন অনুযায়ী কম্বিং অপারেশন চালানো হইতেছে। গোয়েন্দা বাহিনীকে ঢেলে

সাজানো হইয়াছে এবং সীমান্ত চৌকি হইতে সীমান্তে সজাগ দৃষ্টি রাখা হইতেছে।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে জানা যায় যে ডাঃ সঞ্জিব দেববর্মাকে অপহরণ করে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ডাঃ দেববর্মা যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতেও দেখা যায় যে বাংলাদেশের মধ্যে উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি আছে। এই তথ্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে কিনা, কারন বাংলাদেশ সরকার বার বার অস্বীকার করছে যে তাদের দেশে এমন কোন ঘাঁটি নাই। কাজেই বাংলাদেশ থেকে যেসব উগ্রপন্থী রাজ্যে এসে তৎপরতা চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে যাতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে কিনা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধী উভয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই বিষয়টা আমি তাদের দৃষ্টিতে এনেছিলাম। তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন নরসিমা রাও তাঁকেও আমি লিখিতভাবে জানিয়েছি এবং তাঁরা প্রত্যেকে আমাকে বলেছেন যে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকার সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। শ্রী দেববর্মার যাওয়া এবং ফিরে আসার ব্যাপারটা কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে সঙ্গে সঙ্গে জানানো হয়েছে। সর্বশেষ এম. এন. এফ নেতা লালডেঙ্গার সাথেও যখন আমি সাক্ষাত করেছি। তখন শ্রী লালডেঙ্গা স্বীকৃতি দিয়েছেন যে বাংলাদেশে এই উগ্রপন্থীদের ঘাঁটি আছে এবং এম. এন. এফ. তাদের ট্রেনিং দিত। তবে কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের এম. এন. এফ. নেতা লালডেঙ্গার আলাপ-আলোচনা চলাকালে এম. এন. এফ· তাদের ট্রেনিং দেওয়া বন্ধ রেখেছে। অতএব প্রমাণের কোন অভাব নাই। বাংলাদেশের সঙ্গে যে বন্ধুত্বপূর্ণভাব আমাদের দেশের আছে তার সুযোগ নিয়ে এই বৈরী ভাব বাংলাদেশ শুরু করেছে, এটা অত্যান্ত দুঃখজনক। বিলোনিয়ার চড় নিয়েও বাংলাদেশ গোলমাল করছে। আমাদের বিভ্রান্ত ছেলেদের নিয়েও তারা (বাংলাদেশ) আমাদের রাজ্যে গোলমাল পাকাচ্ছে। এটা সত্যি অত্যান্ত দুঃখজনক ব্যাপার। তাই আমরা এখান থেকে বাংলা দেশের জনগণের কাছে এই আবেদন রাখছি যে, বাংলাদেশ সরকার যেন এসব কাজ থেকে বিরত থাকেন।

শ্রী জওহর সাহা :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, আমরা অত্যান্ত আনন্দিত যে আমরা ডাঃ দেববর্মাকে ফিরে পেয়েছি। আরও আনন্দের হত যদি আমরা নার্স প্রজাপতি দেববর্মাকে ফিরে পেতাম। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে—যেভাবে ডাঃ দেববর্মা এবং নার্স প্রজাপতি দেববর্মা অপহৃত হয়েছে সে রকম সরকারী কর্মচারীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সরকার উদাসীন তাই সরকারী কর্মচারীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে যারা দুর্গম অঞ্চলে বাস করেন তাদের জন্য কি-কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, নার্স, শ্রীমতী প্রজাপতি দেববর্মার ফিরে আসার খুব একটা সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ডাঃ দেববর্মার বিবৃতি অনুসারে শ্রীমতি দেববর্মা সেখানকার একজন উগ্রপন্থী অনন্ত দেববর্মাকে বিয়ে করেছে। ডাঃ দেববর্মার সূত্র থেকে আমাদের ধারণা হয়েছে যে শ্রীমতি প্রজাপতি দেববর্মা সঙ্গে এটা উগ্রপন্থীদের প্রথম সাক্ষাৎকার নয় তার আগেও ছিল। আর মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন সরকারী কর্মচারীদের নিরাপত্তার কথা সেটা শুধু কর্মচারীদের জন্য নয় সেটা সরকারের নীতি রাজ্যের সকলের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। সি, পি, এমের বহু কর্মী গ্রামের ঘর-বাড়ী ছেড়ে চলে এসেছে। আমরা স্তম্ভিত যে দিল্লীতে পর্যান্ত ডি, আই, পি খুন হয়, অনেক নিরীহ মানুষ খুন হয়, সেখানে ত নিরাপত্তার কোন অভাব থাকতে পারে না। কিন্তু যেখানে সি, আই, এ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা এসব খুন করছে সেখানে এটাকে প্রতিরোধ করা ত সহজব্যাপার নয়। খোদ আমেরিকা যেখানে এসব খুন-খারাপি সংগঠিত করার জন্য ট্রেনিং স্কুল খুলেছে। দিল্লীতেতো নিরাপত্তার কি অভাব আছে? তাই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি এ ব্যাপারে দৃষ্টি রাখতে, কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আমাদের আশপাশ অঞ্চলে যুদ্ধোন্মাদনা শুরু করেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন পাকিস্তানে তারা (আমেরিকা) ঘাঁটি করেছে। এবার পাঞ্জাবের নির্বাচনের সময় আমি গিয়েছিলাম এবং আমি খুশী হয়েছি যে আমাদের, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী সভায় জনসাধারণকে এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। মননীয় বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে এটা বলে দিতে চাই যে, এই ভারতবর্ষে আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদীদের যে চর সিয়া এখানে সর্বত্র কাজ করছে।' এই সিয়ার এজেন্টরা বিভিন্ন জাগায়, বিভিন্ন সংগঠনে, বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাদের আস্তানা করেছে। তাইতো আজকে দেখা যায় বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে, ট্রাইবেলের সঙ্গে বাঙ্গালীদের, হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় এদের সঙ্গে আবার হাত মিলিয়েছে কিছু প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারা। তাইতো প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন যে, ভারতবর্ষে বর্তমানে যে জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে, বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে উচ্চ বর্ণের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছে তার পিছনে আমেরিকার সিয়ারা কাজ করছে। সুতরাং আমি মাননীয় সদস্যদের বলব তারা যেন এই সকল সাম্রাজ্যবাদী চরদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন—এই যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি দেশের ভিতরে থেকে দেশের ঐক্যকে সংহতিকে বিনষ্ট করছে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তা না হলে দেশের ঐক্যকে সংহতিকে রক্ষা করা যাবে না, দেশের জনগণের নিরাপত্তা থাকবে না। তবে আমরা যতটুকু পারছি করছি। আমাদের হাতে যে ফোর্স রয়েছে সে ফোর্সকে আমরা কাজে লাগাচ্ছি। আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্যরাও আমাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নীতিগতভাবে শ্রীমতী প্রজাপতি দেববর্মা

যাতে আবার ফিরিয়ে আনা যায় তার জন্য রাজ্য সরকার বাংলাদেশ সরকারকে বা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছেন কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মি. স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব তিনি যেন একটা চিঠি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরসাদের নিকট এ বিষয় লিখেন তাহলে আমরা সে চিঠিতে বাংলাদেশের পর রাষ্ট্রদপ্তরে পাঠিয়ে দিব।

মনোরঞ্জন মজুমদার :— পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, এই দায়িত্ব তো রাজ্য সরকারের। রাজ্যের একটা লোককে অবৈধভাবে বাংলাদেশে রেখে দেওয়া হবে— রাজ্য সরকারের উচিত সে ভদ্রমহিলাকে ফিরিয়ে যাতে আনা হয় তার ব্যবস্থা করা।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মি. স্পীকার স্যার, আমি এখানে আরেকটা কথা বলতে চাই যে, এই ভদ্রমহিলা একজন উগ্রপন্থীকে বিয়ে করে সেখানে রয়েছেন। তাকে আবার রাজ্যে ফিরিয়ে আনার জন্য মাননীয় সদস্যরা যে হৈ-হুল্লা করেছেন তার কারণ তারা চান যে, এই ভদ্রমহিলাকে ত্রিপুরাতে ফিরিয়ে আনলে পরে তিনি উগ্রপন্থীদের হয়ে স্পাইয়ের কাজ করতে পারবেন। মাননীয় সদস্যরা এটাই চান।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী তরণীমোহন সিংহ।

শ্রী তরণীমোহন সিংহ :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৬৮।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৬৮।

প্রশ্ন

১। সাইদাবাড়ীস্থিত ফটিকরায় থানাটিকে কুমারঘাটে স্থানান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে কবে হবে বলে আশা করা যায়,

৩। ফটিকরায় বা রাজকান্দি অঞ্চলে আলাদা পুলিশ সাব-সেন্টার খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

৪। থাকিলে কবে এবং কোথায় উক্ত পুলিশ সাব-সেন্টার খোলা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ,।

২। কুমারঘাটে প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা হইতেছে। জমি সংগ্রহের পর যথাশীঘ্র সম্ভব থানাটি স্থানান্তরের কাজ সম্পূর্ণ করা হবে।

(৩) নং এবং (৪) নং প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে,—কুমারঘাটে ফটিকরায় থানা স্থানান্তরণের সাথে সাথে কুমারঘাট পুলিশ ফাঁড়িটিকেও ফটিকরায় পুরাতন বাজারে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। সেইজন্য প্রয়োজনীয় জমি সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমানে কুমারঘাটকে একটা উপনগরী বলা যেতে পারে। এটা একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্লেস। সেইদিক দিয়ে এই স্থানে একটি বড় ধরণের থানা স্থাপন করার প্রয়োজন রয়েছে এবং তারজন্য জমি কেনা হয়েছে। আর ফটিকরায় যে পুলিশ থানা রয়েছে সে থানা থেকে পুলিশ পুরাপুরি সরিয়ে আনা হবে না।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ: সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ফটিকরায় যে থানা রয়েছে সে থানা এলাকায় একটা বিশাল অঞ্চল রয়েছে যেখানে উগ্রপন্থীদের প্রায়ই হামলা হতে পারে বলে সন্দেহ রয়েছে। তাছাড়া সেখানে ব্যাংক রয়েছে, স্যাম্পল্‌স্‌ এবং প্যাকস্‌ রয়েছে, রয়েছে পি, ডবলিউ, ডি, এবং আরো কয়েকটি অফিস ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। সেখানে তাই যেকোন সময়ে উগ্রপন্থীদের হামলা হতে পারে। এজন্য সেখান থেকে পুলিশ সাব-সেন্টার তুলে আনা ঠিক হবে বলে মনে করি না। এ ব্যাপারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী: স্যার, আমি তো আগেই বলেছি, যে, সবগুলি থানাকে আরো শক্তিশালী করা হবে যাতে এই সকল অসুবিধাগুলি দূর করা যায়।

মিঃ স্পীকার: মাননীয় সদস্য শ্রীতরণীমোহন সিংহ, শ্রী জওহর সাহা, শ্রীনকুল দাস।

শ্রীজওহর সাহা: মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৬৯।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী: মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৬৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫ইং এর জানুয়ারী হইতে ৩০শে জুন পর্য্যন্ত কতগুলি খুন, ডাকাতি ও নারী ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধমূলক ঘটনা ঘটেছে (বিভাগ-ভিত্তিক প্রত্যেকটি ঘটনায় পৃথক পৃথক হিসাব)

২। উক্ত অপরাধ মূলক ঘটনাতে কতজন আহত, নিহত ও নিখোঁজ হইয়াছেন?

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রী জহর সাহা : পার্লিয়ামেন্টারী স্যার, প্রায় দেড় মাস আগে আমি এই প্রশ্ন জমা দিয়েছি কিন্তু এখনো তার জবাব সংগ্রহ করা হয়নি এটা আমি বুঝতে পারলাম না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কবে সে জবাব দিতে পারবেন তা জানাবেন কি?

মিঃ স্পীকার : যে সকল প্রশ্নের উত্তর "তথ্য সংগ্রহাধীন আছে" বলা হয় তার উপর আর কোন পার্লিয়ামেন্টারী কোশ্চান হয় না।

মাননীয় সদস্য শ্রী সেন্ প্রসাদ মালসাই। শ্রী সেন প্রসাদ মালসাই : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার— ৭২।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭২।

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার লুঙগাই টি, ডি, ব্লক অন্তর্গত গ্রামগুলিকে সুষ্ঠ জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা;

২। থাকিলে কোন কোন গ্রাম বা গাঁও পঞ্চায়েতগুলিতে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য সরকার চিন্তা করিতেছেন; এবং

৩। না থাকিলে তার কারণ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, কাঞ্চনপুর লুঙ্গাই টি, ডি, ব্লক অন্তর্গত কয়েকটি গ্রামে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ থেকে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

২। (ক) শাখা নসেরমুন এবং টলাংসোং বাংলা বাড়ীতে মোট ২০৫ পরিবারকে কমলা বাগানের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে।

(খ) জয়শ্রীতে ৪০ পরিবারকে খাসিয়া পান চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

(গ) তুইসামাতে ৮০ পরিবারকে মৎস্য চাষের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী সেনপ্রসাদ মালসাই— কাঞ্চনপুর লুঙ্গাই, সেখানে বিস্তীর্ণ এলাকায় জারিয়া এবং অন্যান্য ছৈলেংটা, দশমনি এই ধরণের বিস্তীর্ণ এলাকায় আছে। সেইসব জায়গার মধ্যে কোন জমি বলতে চিন্হিত নাই। সেখানে উপজাতি আছে। সেখানে বর্তমানে অনেক ফরেষ্ট বাগান করেছে। বাগানগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সেখানে এখন জুম চাষ হয়। সেইসব এলাকাতে সুষ্ঠ জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য সরকার কোন পরিকল্পনা নিয়েছেন কি? যদি না থাকে তবে কবে থেকে নেবেন?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, এই ব্লকটা হচ্ছে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে কিছু জমি আছে যেগুলি ফরেস্ট রিজার্ভের মধ্যে পড়েছে এবং স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের রিজার্ভগুলি তার বাইরে রাখা হয়েছে। তার জন্য আমরা দুটো ফরেস্ট ডিভিশান ক্রিয়েট করেছি যাতে বনদপ্তর থেকে পুনর্বাসন দেওয়া যায়। প্রথমতঃ সেগুলি রিয়াংদের জন্য করা হয়েছিল প্রিমটিভ গ্রুপ হিসাবে। এখন সব জুমিয়াকে সেই ফরেস্টের ভিতর পুনর্বাসন দেওয়া হয় এবং সব রকম দপ্তর সেখানে কাজ করে। খুব উঁচু পাহাড় হলে বন দপ্তর গাছ লাগান। ফলের বাগানও করা হয়। যদি নীচু জমি থাকে তবে সেখানে চাষবাস করা হয়। মাছের চাষ করার জন্য দুটি টিলার মধ্যে বাঁধ দিয়ে মাছের চাষ করা হয়। ঠিক এইভাবে মৎস্য দপ্তর, বন দপ্তর, পশুপালন দপ্তর দিয়ে আমরা ফরেস্টের ভিতরে পুনর্বাসন দিচ্ছি। যেহেতু এই জমিটা ফরেস্ট রিজার্ভের মধ্যে সেইহেতু সেটার মালিকানা কেন্দ্রীয় সরকারের। আমরা মালিকানা স্বত্ব দিতে পারি না। কিন্তু লীজ দিতে পারি। যাকে পুনর্বাসন দেওয়া হল সে যাতে জমিটা ব্যক্তিগতভাবে ভোগ দখল করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে আমরা সেজন্য আলাপ আলোচনা করছি। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জুমিয়াদের ব্যক্তিগত মালিকানা দিতে না পারছি ততক্ষণ পর্যন্ত এই পুনর্বাসন সফল হবে না। সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ট্রাইবেলদের এক কানি জমিও ব্যক্তিগতভাবে মালিকানা নেই। ব্যাংকের টাকা সেজন্য তাদের দেওয়া যায় না। এইসব কারণে এটা করতে চাই। তাছাড়া বাইরে যারা পুনর্বাসনের উপযুক্ত তাদের পরিবার পিছু ৮,০০০ টাকা করে আমরা বরাদ্দ করি। তাছাড়া ট্রাইবেল কর্পোরেশন থেকে ৮,০০০ টাকা তারা পাবে। কাজেই পুনর্বাসনের জন্য ১৫/১৬ হাজার টাকা পেতে পারে। কাজেই ফলের বাগান, মাছের চাষ, পশুপালন, এই কয়েকটার উপর আমরা তাদের সাহায্য করছি।

শ্রী সেনপ্রসাদ মালসাই— আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, এ' সমস্ত পরিবারকে কবে থেকে এবং কোন্ কোন্ জায়গাতে পুনর্বাসন দিতে পারবেন। তাছাড়া যারা ফরেস্ট এরিয়ার বাইরে ছিল সেইসব এলাকার মধ্যে পুনর্বাসনের জন্য কত পরিবারকে কবে থেকে সেই কাজগুলি আরম্ভ করতে পারবেন?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, এখানে যে প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নে এই তথ্য সংগ্রহ করার কোন সুযোগ নেই। আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রী সুবোধচন্দ্র দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানালেন যে বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে বিশেষ করে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে। কাঞ্চনপুর ব্লকে জয়শ্রী এলাকায় যে ৪০টি পরিবারের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সেখানে যাদের জন্য ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল সেখানে জুমিয়ারা যাচ্ছেনা এবং ঠিকাদার দিয়ে দপ্তর জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ করাচ্ছেন। যদি এইগুলি প্রমাণিত হয় তাহলে যেসব অফিসার দুর্নীতি করেছে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, নিশ্চয় এই বিষয়টা তদন্ত করে দেখা হবে এবং কেউ দুর্নীতি করে থাকলে শাস্তি দেওয়া হবে।

মিঃ স্পীকার— শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪,

প্রশ্ন :—

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার সাধারণ পুলিশ কর্মচারীদের তৃতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য করার জন্য ঘোষণা করেছেন?

২) যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে তাহা কোন তারিখ থেকে কার্য্যকরী করা হয়েছে?

৩) উক্ত ঘোষনা অনুযায়ী তাহাদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর কোন স্কেল দেওয়া হয়েছে কি?

৪) যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তবে কবে থেকে তাদেরকে তৃতীয় শ্রেণীর স্কেল দেওয়া হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

মাননীয় স্পীকার, স্যার, নীতিগতভাবে আমরা পুলিশ কর্মচারীদের যারা সাধারণ কনস্টেবল, অন্যান্য সব রাজ্যে তারা চতুর্থ শ্রেণী বলে গণ্য করা হয়ে থাকে, আমরা তাদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী বলে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে পে-কমিশন এটা মেনেনেয় নি, তারপরেও আমরা যখন পে-কমিশনেব সিদ্ধান্ত কার্যাকরী করি, তখনও তাদের জন্য আলাদা, স্কেল করেছি যেখানে আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর পে-স্কেল হল ৩৩০-৪৬০ টাকা, সেখানে কনস্টেবলদের পে-স্কেল হল ৩৭০-৬৫০ টাকা, এটা ঠিক তৃতীয় শ্রেণীর পে-স্কেল না হলেও চতুর্থ শ্রেণীর পে-স্কেল থেকে কিছুটা বেশী। এই বিষয়টা আমরা যখন আবার পে কমিশন বসাব, তখন আবার তাদের বিবেচনার জন্য ছেড়ে দেব। কারণ আমাদের সরকার মনে করেন যে, তাদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে মর্যাদা দেওয়া উচিত। তবে মাননীয় স্পীকার, স্যার, তাদের বেতন হার তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতন হারের সমান না হলেও যারা কনস্টেবল, তারা অন্যান্য দিক থেকে যেমন তারা একটা ভাতা পান খাদ্যের জন্য, সেটা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা পান না। আবার যেমন এক মাসের বেতন এনক্যাশ করতে পারেন, যেটা তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা করতে পারেন না। কাজেই কনস্টেবলদের যে টোট্যাল এমলুমেন্ট,

সেটা কোন মতেই তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের থেকে কম হবে না। তারা অনেক কাজেই কঠিন কাজ করছে। তারা অনেক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে, তাই তারা যাতে তৃতীয় শ্রেণীর বেতন হার ও মর্য্যাদা পেতে পারে, সেজন্য পরবর্তী কমিশন যেটা হবে, তার কাছে আমরা সরকার থেকে আমাদের বক্তব্য তুলে ধরব।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ— স্যার, আমি জানতে চেয়েছিলাম যে পুলিশ কর্মচারীদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসাবে গন্য করা হয়ে থাকলে, তাদের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের পে-স্কেল কবে থেকে দেওয়া হবে, সেটা জানাবেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, আমি এই প্রশ্নের জবাব দিয়ে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার— শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী—

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২,

প্রশ্ন

১) ১৯৮৫ইং সালের জুন মাস পর্য্যন্ত কি পরিমাণ কৃষি জমিকে বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে এবং এখনো সেচ প্রকল্পের আওতায় আনা হয় নাই। এই রকম জমির পরিমাণ কত (প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক হিসাব)?

২) বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ ইং সনে ক্ষমতায় আসার পূর্বে বিভিন্ন সেচ প্রকল্পের আওতাধীন জমির পরিমাণ কত ছিল?

৩) যে সব জমি এখনও বিভিন্ন সেচ প্রকল্পে আওতায় আনা সম্ভব হয় নাই, সেই সব জমিতে জল সেচের ব্যবস্থার জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন?

৪) বর্তমানে চলতি আর্থিক বছরে (১৯৮৫-৮৬ইং) তেলিয়ামুড়ার বি ডি সির প্রস্তাব অনুযায়ী ডিপ-টিউব-ওয়েল ও মাইনর ইরিগেশান স্কীমগুলির মধ্যে কয়টি স্কীম চালু করবেন বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) বর্তমানে ত্রিপুরায় আনুমানিক ২,৬০,০০০ হেক্টর চাষযোগ্য জমি আছে। ১৯৮৫ ইং সনের জুন মাস পর্যান্ত ডিপ-টিউব-ওয়েল, লিফ্‌ট ইরিগেশান ও ডাইভার্সান স্কীমের মাধ্যমে ১৪,৭৭৩ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে। আরও ২৫,৪৫৬ হেক্টর জমিতে অস্থায়ী মরশুমী বাঁধ, অগভীর নলকূপ, ছোট পাম্প, আর্টেশিয়ান ওয়েল ইত্যাদির মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২) বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৮ সনে ক্ষমতায় আসার পূর্বে ৩,৮৩১ হেক্টর জমিকে ডিপ-টিউব-ওয়েল, লিফ্‌ট ইরিগেশন ও ডাইভার্সন প্রকল্প দ্বারা সেচের আওতায় আনা হয়েছিল ?

৩) যে সব জমিতে এখনও সেচের ব্যবস্থা হয় নাই। সেসব জায়গায় ডিপ-টিউব-ওয়েল, লিফ্‌ট ইরিগেশন, ডাইভার্সন ও মাঝারী প্রকল্পের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার উদ্যোগ নেওয়া হইতেছে। ইহা ছাড়া, ছোট পাম্প এবং ওভার ফ্লো প্রভৃতির উদ্যোগও নেওয়া হইতেছে।

৪) বর্তমানে আর্থিক বৎসরে কোন স্কীমই চালু হওয়ার সম্ভাবনা নাই। শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে মাত্র ৩,৮৩১ হেক্টর জমি বিভিন্নভাবে সেচের আওতাধীন ছিল, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ অনেক গুণ বেড়েছে, এটা খুবই খুশীর বিষয়। কিন্তু সেচ দপ্তরের এক চিঠি অনুযায়ী তেলিয়ামুড়া বি, ডি, সি, এলাকায় কোথায় ডিপ-টিউব-ওয়েল, ডাইভার্সান স্কীম ইত্যাদির প্রয়োজন, তার সম্পর্কে বি, ডি, সি, সিদ্ধান্ত নিয়ে ১২-১০-৮১ ইং তারিখে মাইনর ইরিগেশন দপ্তরকে জানিয়ে দেয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আমরা জানতে পাই যে ঐসব স্কীমগুলির মধ্যে হাওয়াই বাড়ীতে একটা ডিপ-টিউব-ওয়েল হবে, আর একটা দক্ষিণ অঞ্চলের আমপুরাতে এবং আর একটা হবে বাদলা বাড়ীতে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেগুলি না হওয়ার কারণ কি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, বিভিন্ন ব্লক থেকে অসংখ্য নাম আসছে। এছাড়াও আমাদের বিভিন্ন এস, টি, এলাকা এবং এস, সি, এলাকার কথাও ভাবতে হয়, কারণ সেগুলিতেও বিভিন্ন ধরনের স্কীম আমাদের কার্য্যকরী করতে হয়। কাজেই বিভিন্ন ব্লক এলাকাতে বিশেষ করে যে সব এলাকা এস, টি, বা এস, সি, এলাকা বলে চিহ্নিত, সেগুলিতে সেচের প্রয়োজনে কোন না কোন স্কীম কার্য্যকরী করা হচ্ছে, এটা নিশ্চয় মাননীয় সদস্যদের অজানা নয়। তদুপরি, মাননীয় সদস্য যে সব স্কীমগুলির কথা এখানে উল্লেখ করেছেন, সেগুলি তো আছেই, সেগুলির কাজও অর্থের সংকুলান অনুযায়ী ধীরে ধীরে করা হবে। যেমন বর্তমানে সর্বংছড়ে যে স্কীমটার কাজ চলছে, তা আগামী বছরের মধ্যেই আমরা সেটার কাজ শেষ করতে পারব বলে আশা করছি। তারপরে বাদলা বাড়ীতে যে স্কীমের কথা বলা হয়েছে, সেটার কাজও আমরা করব। এছাড়াও আর কোথায় কোথায় এই ধরণের স্কীমগুলি চালু করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ইনভেষ্টিগেশনের কাজ চলছে যাতে পূর্ব কুঞ্জবনে একটা গভীর নলকূপ এবং পশ্চিম তেলিয়ামুড়া, ব্রহ্মচড়া এবং হাওয়াই বাড়ীতে আর, এল, আই, জি, পি, স্কীম অনুযায়ী কাজ হতে পারে। আর গ্রামগুলির জন্য প্রয়োজনীয় ইনভেষ্টিগেশানের কাজ চলছে।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে সমস্ত জায়গাতে লিফ্‌ট ইরিগেশানের

ব্যবস্থা আছে এবং যেগুলি বর্তমানে অচল হয়ে আছে সেই সব জায়গায় সেচের জন্য বিকল্প সেচ ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, জানাবেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটার জন্য আলাদা প্রশ্ন করলে জবাব দিতে পারব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যে যেসব সেচ প্রকল্প চালু আছে তার মধ্যে অনেকগুলি অচল হয়ে আছে—যেমন ডিপ-টিউব-ওয়েলগুলি বিদ্যুতের অভাবে বা বিভিন্ন যন্ত্রপাতির অভাবে মাসের পর মাস অকেজো হয়ে আছে। সেগুলিকে ডাইভার্শান স্কীম পরিবর্তন করা হবে কি না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সব জায়গাতে বা সব ছড়াতে ডাইভার্শান স্কীম করা যায় না। সেকেগুলী ডাইভার্শান স্কীম করতে প্রায় ৪০/৫০ লাখ টাকা লাগে। আমাদের সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে ত্রিপুরার সব জায়গাতে ডাইভার্শান স্কীম করার সংগতি নাই।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নকুল দাস ও মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া ব্র্যাকেটেড।

শ্রী নকুল দাস :— কোয়েশ্চান নং ৯৬

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— কোয়েশ্চান নং ৯৬

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরার বর্তমানে উগ্রপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী টি. এন. ভি.র সংগঠনের সদস্য সংখ্যা আনুমানিক কত ?	বাংলাদেশে আনুমানিক ১০০ টি. এন. ভি.র নেতা ও কর্মী রয়েছে।

প্রশ্ন নং ২ :—উক্ত সংগঠনের মূল দাবীগুলি কি কি ?

উত্তর নং :—তাহাদের কোন নির্দিষ্ট দাবী এই সরকারের জানা নাই। তবে বিভিন্ন সময়ে খুন খারাপীর ঘটনার সময়ে তারা কিছু কিছু পোস্টার রেখে দিয়ে যায়। সেই সব পোস্টার থেকে জানা যায় তাদের যুদ্ধ হচ্ছে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ। এই রকম অনেকগুলি হাতে লেখা পোস্টার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গিয়েছে। এবং অন্যান্য শ্লোগানও আছে তার মধ্যে খালিস্তান জিন্দাবাদও আছে। সেগুলি টি, এন, ভির, বা টি, এস, এফর এই সম্পর্কে পুলিশের সন্দেহ আছে এবং এই টি, এন, ভির অন্যান্য দাবী হচ্ছে - স্বাধীন ত্রিপুরা—ত্রিপুরা ত্রিপুরীদের জন্য, এই শ্লোগান প্রায় সব জায়গাতে আছে। আমরা আগে স্বাধীন ছিলাম—আমরা

আগে ভাল ছিলাম ত্রিপুরার মহারাজাদের আমলে। আমরা আবার স্বাধীন হব আমরা আবার ভাল ভাবে থাকতে পারব, এই সব কথা তারা চিঠির মাধ্যমে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং মন্ত্রীদের দপ্তরের পাঠিয়ে দেয় ডাকযোগে। ত্রিপুরা ফর ত্রিপুরীজ—স্বাধীন ত্রিপুরা আমরা চাই, এটা হচ্ছে উদের মূল দাবী।

প্রশ্ন :—১৯৮৫ইং সনের জুন মাস পর্য্যন্ত কতজত উগ্রপন্থী আত্মসমর্পন করেছেন ?

উত্তর :—৩০৫ জন সারেনডার করেছেন। তার মধ্যে ৩৭ জন টি ত্রন ভির সদস্য ছিলেন। এই ৩৭ জন বাংলাদেশ থেকে আর্মস টেনিং নিয়েছে। এই যে ৩৭ জন তাদের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কেডার আছে যারা সি, আর, পি, এফ, বি, এস, এফ, সরকারী কর্মচারী খুন. করেছেন এবং এছাড়া সাধারণ মানুষও রয়েছে। এই রকম গুরুত্বপূর্ণ কেডারও সারেণ্ডার করেছে।

প্রশ্ন নং :—উক্ত আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে কত—জনের পুনর্বাসনের জন্য সরকার কত টাকা খরচ করেছেন এবং কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?
উত্তর :—২৬৭ জন আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীকে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরীতে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ২৫ জন আত্মসমর্পনকারী সরকারী চাকুরীতে আগ্রহ প্রকাশ না করায় তাহাদিগকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে। এই সাহার্য্যের পরিমান প্রত্যেক প্রার্থীর ক্ষেত্রে ৫,০০০ টাকা হইতে ২০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত। এছাড়া ২৯১ জন আত্মসমর্পণকারীদের গৃহ নির্মান সাহায্য বাবত প্রত্যেককে মং ৪,০০০ টাকা করিয়া আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইয়াছে।

আর্থিক সাহায্য এবং পুনর্বাসন বাবত এ পর্য্যন্ত মোট ১৪,৯১,০০০ টাকা খরচ হইয়াছে।

প্রশ্ন নং ৫ :—এই উগ্রপন্থী সমস্যাটিকে রাজ্য সরকার একটি জাতীয় সমস্যা হিসাবে গন্য করেছেন কি না ?

উত্তর—এটা একটা আঞ্চলিক সমস্যা, যদিও এটা জাতীয় সমস্যা হিসাবে দেখা উচিত। যেহেতু উগ্রপন্থীরা বিদেশে ঘাঁটি করে তারা এই সব কাজ করছে। এবং এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পুরোপুরি এবং রাজ্য সরকারেরও দায়িত্ব রয়েছে এবং উভয় সরকারই একত্রে এর মোকাবিলা করার জন্য সচেষ্ট।

প্রশ্ন নং ৬ :—যদি গন্য করা হয়ে থাকে তাহলে তার সমাধানের জন্য জাতীয় স্তরে কি কি উদ্যাগ গ্রহণ করার প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠানো হয়েছে ?

উত্তর :—আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে বসে—এর মধ্যে আর্মস, বি, এস, এফ, সি, আর, পি, এফ, এবং আমাদের স্টেটের আর্মস ফোর্সও আছে—আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেখানে আর্মস ফোর্সের অফিসাররা ছিলেন বি, এস, এফ,র আই,

জি, সি, আর, পি, এফ,র আই, জি, আমাদের আই, জি,, একত্রে বসে কি ভাবে এর মোকাবেলা করা যায় সেজন্য সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এবং সেই সিদ্ধান্ত এখন কার্য্যকরী করা হচ্ছে। এর জন্য আমাদের সব চেয়ে বড় অসুবিধা হল এর জন্য আমাদের যে পরিমান বি, এস, এফ দরকার তার মাত্র অর্দ্ধেক বি, এস, এফ, আমাদের রাজ্যে আছে। আমাদের এখন ২০ কিলোমিটার দূরে দূরে বি, এস, এফ. ক্যাম্প রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে যে আমাদের রাস্তা ঘাতের অভাব। একটা ক্যাম্পের সঙ্গে আর একটা ক্যাম্পের জীপেও যোগাযোগ করার সুবিধা সব জায়গাতে নাই। গত ৭ বছরে আমরা এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করে চলছি। মাত্র ১০০ কিলোমিটার জায়গা—সেই দূরত্বটুকু জীপে যাওয়ার মত রাস্তাওও কেন্দ্রীয় সরকার করে দিতে পারেন নি। আমি এই কথা বলছি না যে; কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করে এটা করছেন না। আমি এই কথা বলছি না। ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে এমন কিছু জায়গা রয়েছে যে যেখানে রাস্তার অভাবে আমাদের জোওয়ানরা ঠিক সময়ে সেই সব জায়গায় যেতে পারছেন না। যারা উগ্রপন্থী আমাদের নিকট সারেণ্ডার করেছে তারা আমাদের বলেছে তারা যে সব জিনিষপত্র লুঠ করে নিত সেগুলি নিয়ে তারা সরাসরি বাংলাদেশে চলে যেত। কারন সেই সব জায়গায় জঙ্গলে ভর্ত্তি. সেখানে কিছুই পাওয়া যায় না সেজন্য তারা আমাদের এখান থেকে লুঠ করে নিয়ে যেত—এই রেডিও, টর্চ,, বেটারী, সিগেরেট ইত্যাদি এগুলি নিয়ে তারা বাংলা দেশে চলে যেত। আমাদের পশ্চিম সীমান্তে হাজার হাজার টাকার জিনিষপত্র ধরা পড়েছে কিন্তু সেই সব এলাকায় একটি জিনিষও ধরা পরে না এবং একজন লোককেও এরেষ্ট করা যায়নি। এই বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে সেই সব এলাকায় রাস্তা করার জন্য যাতে জীপ গাড়ী চলাচল করতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার তার জাতীয় সীমানা যদি তিনি না দেখেন তাহলে রাজ্য সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকে দেখা সম্ভব নয়। আরেকটা সিদ্ধান্ত, দুটো ব্যাটেলিয়ন আমরা চেয়েছিলাম। আসাম রাইফেলসের দুটো ব্যাটেলিয়ন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হয় নি। ওদের ২৪টা ব্যাটেলিয়ন আছে, আমরা দুটো চেয়েছিলাম। ত্রিপুরার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ এখানে সবচেয়ে বেশী। দুটো আসাম রাইফেল ২৪ টার মধ্যে এক বছর হয়ে গেল পাই নি। এটা জয়েনট কম্যাণ্ড যারা এই সমস্ত মোকাবিলা করছেন তারাই চেয়েছেন। এটা চাওয়ার পর দুটো আসাম রাইফেল আজও আমরা পাই নি। স্যার, আমরা সাধ্যমত এর মোকাবিলা করার জন্য চেষ্টা করছি।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। সে সমস্ত তারকা চিন্হিত প্রশ্নের

মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেইগুলির লিখিত উত্তর এবং তারকা চিন্হ-বিহীন প্রশ্নগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES-"A"& "B")

আমি আজ মাননীয় সদস্যা শ্রীমতি মহারানী বিভু কুমারী দেবী, উনার নিকট হতে একটি নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্যাকে অনুরোধ করছি তিনি যেন দাঁড়িয়ে উনার বিষয়টি হাউসে উত্থাপন করেন।

শ্রীমতি মহারাণী বিভু কুমারী দেবী :— Mr. Speaker, Sir, the subject-matter of the notice is that Infiltration of Bangaladesh labourer at Sonamura and engagement of them in works at the cost of local labourers.

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। আজ যদি না পারেন তাহলে তিনি সময় নিতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ৩রা অক্টোবর এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি নোটিশটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস : — মাননীয় স্পীকার স্যার, নোটিশটির বিষয় বস্তু হল গত ২৫/৯/৮৫ ইং আগরতলা এম. বি. বি কলেজ চত্বরে রেগিং এর ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল ছাত্রের মধ্যে বোমাবাজীর ফলে শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে আতংক ও ত্রাস সৃষ্টি হওয়া সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। এখন যদি না পারেন তাহলে তিনি সময় নিতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আগামী ৩রা অক্টোবর আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ৩রা অক্টোবর বিবৃতি দেবেন। আজ আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী ভানুলাল সাহা এবং শ্রী মানিক সরকার মহোদয়দের নিকট থেকে পেয়েছি। তাদের যে কোন একজন নোটিশটি হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীভানু লাল সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, নোটিশটির বিষয়বস্তু হল রাষ্ট্রপ্রতি জ্ঞানী জৈল সিং আগামী ৬ই অক্টোবর ত্রিপুরায় প্রথম পদার্পন করবেন। সেই উপলক্ষে রাজ্য সরকারের কর্মসূচীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি চাই।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর

বিবৃতি দেওয়ার জন্য। প্রস্তুত না থাকলে তিনি সময় নিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :— স্যার, আমি আজ বিকালের অধিবেশনে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তৃক আনীত নোটিশটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় গত ২৭শে সেপ্টেম্বর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন যে আজ নোটিশটির উপর বিবৃতি দেবেন নোটিশটির বিষয় বস্তু হল :—গত ২৮শে আগষ্ট ১৯৮৫ ইং অমরপুর মহকুমায় কাছিকমা গ্রামের যুব সমিতির পঞ্চায়েতে সদস্য বিষ্ণু মোহন জমাতিয় দুষ্কৃতিকারীদের গুলীতে খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি বিবৃতি দেওয়ার জন্য।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ২৮/৮/৮৫ ইং অনুমান বেলা ১টা ৩০ মিঃ সময় অমরপুর থানাধীন অযোধ্যাবাড়ী সাকিনের শ্রীবিজয় মোহন রিয়াং এর পুত্র শ্রীবংশী রিয়াং ও শ্রীবিষ্ণু মোহন জমাতিয় সহ কাছিমায় মহিষ চড়াইতে গিয়ে নিকবর্তী গাছের একটি মাচায় বিশ্রাম নিতেছিলেন। এমন সময় লক্ষ্য করিয়া দেখেন তিন জন লোক তাহাদের দিকে বন্দুক তাক করে রয়েছেন। শ্রীবংশীদা রিয়াং সংগে সংগে মাচা হইতে লাফ দিয়া পরেন। দুষ্কৃতকারীরা শ্রীবিষ্ণু মোহন জমাতিয়াকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়ে। শ্রীবিষ্ণু মোহন জমাতিয়া গুলির আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুষ্কৃতকারীগণ শ্রীবিষ্ণু রিয়াংকে বন্দুক দিয়া ভয় দেখায়। শ্রীবংশীদা রিয়াং ভয়ে পলাইয়া যান এবং কামকে গ্রামে যাইয়া ঘটনার বিবরণ শ্রীবিষ্ণু মোহন জমাতিয়ার স্ত্রী ও অন্যান্যদের জানায়। দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে দেশী বন্দুক ছিল। শ্রীবংশীদা রিয়াং দুষ্কৃতকারীদের কাহকেও চিনিতে পারেন নাই।

উক্ত ঘটনায় একটি অভিযোগ অমরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) ধারায় ৮ (৮) ৮৫ নং নথিভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালীন মৃত বিষ্ণুমোহন জমাতিয়ার মৃতদেহ ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়। তদন্তকালীন পুলিশ নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করিয়া কোর্টে প্রেরণ করেন এবং এখনো তাহারা জেল হাজতে আবদ্ধ আছেন।

ধৃত ব্যক্তিদের নাম	গ্রেপ্তারের তারিখ
১। শ্রী নারায়ণ রিয়াং পিং—আছিয়া রিয়াং সাং বস্করাজ বাড়ী, থানা অমরপুর।	২.৯.৮৫ইং
২। শ্রী শিকারাই রিয়াং।	
৩। শ্রী হরজয় রিয়াং।	
৪। শ্রী তাকজয় রিয়াং প্রত্যেকের বাড়ী খ্রীষ্টানবাড়ী	৬.৯.৮৫ইং

৫। শ্রী যুবরাই রিয়াং

৬। শ্রী লালবাহাদুর রিয়াং, সাং মাতু মিয়া বাড়ী ৬.৯.৮৫ইং

মৃত বিষ্ণু মোহন জমাতিয়া পিতা শ্রী জন্মহরি জমাতিয়া সাকিন নূতন কাসকো টি, ইউ, জে, এস, সমর্থক বলিয়া জানা যায়।

মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, গত ২৮শে আগষ্ট আমাদের পঞ্চায়েৎ নির্বাচিত সদস্যকে হত্যা করা হল, তার আগের দিন এখানে মাতুলিয়া বাড়ী বলে একটি গ্রামে আছে সেখানে সি,.পি, এম, প্রধান দুর্বাজয় রিয়াং একটি সভা করেছিলেন সে সভায় অনেকের সাথে আমাদের কিছু টি,ইউ, জে, এস, সদস্যও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে দুর্বাজয় রিয়াং, বিদ্যারাজা, কলিঙ্গ রিয়াং পরাজয় রিয়াং এবং আক্রমন জমাতিয়া সেখানে শসস্ত্র অবস্থায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তারা ঠিক করেন, টি, ইউ, জে, এস, লীডারদের খুন করা হবে। বিশেষ করে, সখুদয়াল জমাতিয়া, রতিমোহন জমাতিয়া এবং বিষ্ণুমোহন জমাতিয়াকে। পর দিন ৩৫ জনের একটি দল খৃষ্টানপাড়ার ভেতর দিয়ে হাজির হয়। বিষ্ণুমোহন জমাতিয়া কখন কোথায় থাকে তার খোঁজ নেবার জন্য ২।১ জনের সাথে মাতুলিয়া রিয়াংক পাঠান হয়। খবর নিয়ে আসে বংশী রিয়াংয়ের সাথে যাচ্ছেন। এ খবর পেয়ে বিদ্যারাজা, পরাজয় রিয়াং ও আক্রমনি জমাতিয়া বন্দুক নিয়ে রওয়ানা হয়। যাবার সময় তাদের প্রভারানী দেববর্মা এবং আরো ২।৩ জন মহিলা দেখতে পায়। কেন না, প্রভারানী দেববর্মা বিদ্যারাজকে চিনত। প্রভারানীর যে ছোট বেলায় বিদ্যারাজার সঙ্গে একই পাড়ায় বাস করত। বর্তমানে প্রভারানী কাচিকমা গ্রামে বাস করে। সে বিদ্যারাজাকে দেখে চিনতে পারে। তাদের যাওয়ার এক ঘন্টার ভেতরই তারা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পায় এবং কিছুক্ষণ পরে বিষ্ণুমোহন জমাতিয়ার হত্যার খবর পেয়ে যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে সেদিন বিষ্ণুমোহন জমাতিয়া খেতে পারেননি। কারন তার ছোট ছেলে শিলংয়ে থেকে পড়াশুনা করে এবং দুই মেয়ে আগরতলা থেকে পড়াশুনা করে। সে খুবই গরীব। তিনি তার নিজের খরচ বহন করতে পারেন না। ধার করে চলে। এমতাবস্থায় জঙ্গলে গিয়ে তিনি একটি মাচার শুয়ে উপর পড়েন এবং ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন। তখন আক্রমনি জমাতিয়া তাকে প্রথম গুলি করে। কিন্তু তা স্থানচ্যুত হয় [illegible] এর পরে বংশীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন বিষ্ণুমোহন জমাতিয়া তাদের বলেন [illegible] তোমরা মেরো না। তখন বিদ্যারাজা এক ভয়ংকর মূর্ত্তি ধরে বংশী উপর বন্ধ ক[illegible] করলে বিষ্ণু মোহন জমাতিয়া বার বার বলেছিলেন, আগে আমার কথা শুন, তারপ[illegible] আমাকে মেরো। সে উত্তর ও দিয়েছে—'আমি তোমার যম' 'তুমি আজকে [illegible] পাবে না'। ঘটনা স্থলেই তিনি নিহত হন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় [illegible] কি যে, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড যারা

ঘটিয়েছে তাদের কেন এরেস্ট করা হলো না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:— স্যার, এ ঘটনার জন্য যে কোন লোকেরই দুঃখ হবে। বিষ্ণু মোহন জমাতিয়া যেভাবে নিহত হলেন তা খুবই দুঃখ—জনক। মাননীয় সদস্য এখানে যে সব তথ্য দিয়েছেন তা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখা হবে। তাছাড়া, বিষ্ণুমোহন জমাতিয়ার পরিবারটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সকল রকম সাহায্য করা হবে। পুলিস এ পর্যন্ত ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। যদি আরো অপরাধী থাকে, তাহলে গ্রেপ্তার করা হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:— আক্রমনি জমাতিয়া অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং বিদ্যারাজাও অমরপুরে থাকে। তাদেরকে কেন গ্রেপ্তার করা হল না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? স্যার, সি, পি, এম, এর কয়েকজন লীডার আছেন ওখানে যারা তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এই পর্যন্ত তারা খুন বন্ধ করে নি। ওরা সন্ধ্যা হলে বন্দুক নিয়ে পুলিশের গাড়ী করে কিংবা এ, ডি, সি এর গাড়ী নিয়ে বেড়িয়ে যাচ্ছে। তাদের কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না? এই গ্রেপ্তার না করার কারণ কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:— স্যার, যদি সত্যিকারের অপরাধী হয়ে থাকে, তাহলে যে কোন বাড়ীতে আশ্রয় নিলেও গ্রেপ্তার করা হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:— আমি এখানে তথ্য দিয়েছি এবং সেদিন পুলিশে আক্রমনির সম্পর্কে খবর দেওয়া সত্বেও তারা গ্রেপ্তার না করে বলে দিন দিল, আক্রমনিকে পুলিশ চেনে না। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই, এটা কোন পুলিশ স্টেশান? এটা উত্তর ত্রিপুরা হলে কথা ছিল। দিনের পর দিন এখানে বসে আসছেন তথাপি—বলছেন যে চিনেন না। এডিশন্যাল এস, পি, বলেছেন, সিকুইরিটি তো চিনবে। আক্রমনির আসল নাম না জানলে গ্রেপ্তার করবে না। সে তো সারেণ্ডার করেছেন, কাজেই না জানার কি থাকতে পারে? সিদ্ধিকুমার জমাতিয়াকেও সেই খুন করেছে। কিন্তু এখনও তা নথিভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ওরা রাইফেল নিয়ে, বন্দুক নিয়ে উপজাতি যুব সমিতির এবং কংগ্রেস (আই) এর লোকদের খুন করতে যাচ্ছে। এতবার বলা সত্বেও তা পুলিশের নজরে আসছে না। বললেই বলা হয়ে থাকে, আমাদের উপর নির্দেশ নেই। এটা কেন হচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:— স্যার, মাননীয় সদস্য অনেক ভাল ভাল কথা বলেছেন। এই ব্যাপারে পুলিশকে কোন নির্দ্ধেশই দেওয়া হয় নি। পুলিশ যাকে অপরাধী বলে সন্দেহ করবে তাকে গ্রেপ্তার করে। উনারা কি চান যে পুলিশ নিরপরাধ লোকদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসুক? এ রাজ্যে এটা দুঃসাধ্য। উনাদের রাজ্য যেখানে আছে, সেখানে একটা নয়। কারোর বিরুদ্ধে কিছু সন্দহজনক কিছু তথ্য থাকলে এটা পুলিশই বিচার করবে। এখান থেকে পুলিশকে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয় না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, বিদ্যারাজ দেববর্মা বিষ্ণু মোহন জমাতিয়াকে খুন করার পর কিছু দিন অমরপুরে ছিলেন এবং তারপর আগরতলায় চলে আসেন। সি, পি, আই (এম) সাধারন সম্পাদক শ্রী ভানু ঘোষ একটা মিটিং-এ সেদিন বলেছেন তোমাদের যাদের খুন করা প্রয়োজন সে খুন গুলি করেছে? স্যার, মিটিং-এ বসে এ ধরনের আলোচনা উনি করেছেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, সি, পি, আই (এম)-এর একজন সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে সম্পূর্ন অসত্য কথা বলা হচ্ছে। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করছি,

(ইন্টারাপশান)

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—

মিঃ স্পীকার : —আপনারা আপনাদের জায়গায় গিয়ে বসুন, এখানে নয়।

(ইন্টারাপশান)

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি আপনারা নিজেদের জায়গায় গিয়ে বসুন। এখানে দাঁড়িয়ে বলে কিছু হবে না। এটা সভার নিয়ম-বিরোধী।

(ইন্টারাপশান)

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—

মি : স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়ার নাম আমি বাধ্য হয়ে উল্লেখ করছি।

(ইন্টারাপশান)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার নাম যেহেতু উল্লেখ করা হয়েছে, সেইহেতু তাঁকে হাউস থেকে সরানো হোক।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিযাকে হাউস থেকে বেড়িয়ে যাবার জন্য নির্দেশ দিচ্ছি।

(At this stage the T. U. J. S. Members enblock staged a walk-out)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে যেসব মন্তব্য করেছেন, সমস্তগুলি প্রসিডিংস থেকে এ্যাকসপাঞ্জড করা হোক।

EXpunged as ordered by the Chair.

মিঃ স্পীকার :—দীস আর এ্যাক্সপাঙ্ক্ষ ফ্রমদ্য প্রসিডিংস।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার :—স্যার, আপনার এই আদেশের প্রতিবাদে আমরাও হাউস থেকে চলে যাচ্ছি

At this stage: the cong (I) Members staged a walk out).

শ্রী জহর সাহা :—স্যার, আমরাও আপনার এই আদেশের প্রতিবাদ করে হাউস থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছি

(At this stage, Sri gawhar saha and Sri Monoraujan Majumder, Independent Members staged a walk out).

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি উল্লেখ্য বিষয়বস্তুর নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপালদাস মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

" গত ২৪,৮,৮৫ তারিখ শেষ রাতে আনুমানিক প্রায় ৩,৩০ মিঃ " লামা কৌতাল " খুনী বাহিনী কর্তৃক রাধাকিশোর থানা এলাকাধীন চন্দ্রপুর আর. এফ. গাঁও পঞ্চায়েতের গাঁও প্রধান কমঃ চক্রধর রিয়াং-এর বাড়ীতে সশস্ত্র আক্রমন ও লুটতরাজ এ ঘটনা সম্পর্কে "।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি—

গত ২৪/২৫-৮.৮৫ ইং রাত্র আনুমানিক ২টার সময় ২৫/৩০ জন অজ্ঞাত উপজাতি দুষ্কৃতকারী দেশী বন্দুক নিয়া রাধাকিশোরপুর থানাধীন চন্দ্রপুর আর. এফ গাঁও পঞ্চায়েতের সি, পি, আই (এম) গাঁও প্রধান শ্রী চক্রধর রিয়াং এর বাড়ী দাতারামে হানা দিয়া জোর পূর্বক ঘরে প্রবেশ করে। দুষ্কৃতকারীগণ ঘরে প্রবেশ করিয়া শ্রী চক্রধর রিয়াং এর পুত্র সন্জারাম রিয়াংকে মার-পিট করে এবং একটি একনালী কার্টিজ বন্দুক, নগদ টাকা ও অন্যান্য জিনিষপত্র লুট করিয়া নেয়। দুর্বৃত্তগণ নিকটবর্তী শ্রী গইণ্ডা রিয়াং-এর বাড়ীতে অনুরূপভাবে হানা দিয়া বাড়ীর মালিককে ও তাহার ভাই শ্রী সলা রিয়াংকে মারধোর করে এবং একটি একনালী কার্টিজ বন্দুক লুট করে।

বাড়ীর মালিকদের ডাক-চীৎকারে গ্রামবাসীগণ তথায় আসিয়া জড় হয়। ঘটনার সংবাদ পাইয়া পুলিশও ঘটনার জায়গায় পৌছান। দুর্বৃত্তগণ গ্রামবাসীদের দেখিয়া পলাইয়া যায়। পুলিশ এবং গ্রামবাসীগণ ব্যাপক অনুসন্ধান চালাইয়া জঙ্গল থেকে শ্রী চক্রধর রিয়াং এবং শ্রী গইণ্ডা রিয়াং-এর বাড়ী হইতে লুট করা ২টি বন্দুক এবং ফেলে যাওয়া ৫টি দেশী বন্দুক, একটি একনালী কার্টিজ বন্দুক, কিছু কাপর-চোপড় উদ্ধার করেন।

তদন্তকালে পুলিশ ২৫, ৮, ৮৫ইং তারিখ হইতে ৬-৯-৮৫ ইং তারিখের মধ্যে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেন। তাদের নাম হচ্ছে—

১) শ্রী বিদ্যারাম জমাতিয়া-সাং সর্ব্বং, ২) শ্রী দিলীপ কুমার জমাতিয়া সাং-সর্ব্বং, ৩) শ্রী সুনীল দেববর্মা-সাং-সাকামুড়া, ৪) শ্রী হাক্তারাই রিয়াং সাং-সর্ব্বং, ৫) শ্রী দেবানী জমাতিয়া-সাং-নিউ সিংলুম বাড়ী, ৬) শ্রী কীর্ত্তরঞ্জন জমাতিয়া-সাং কাসকো, ৭) শ্রী বৃন্দা জমাতিয়া-সাং-কছিমা, ৮) শ্রী ধনঞ্জয় জমাতিয়া-সাং-বুরবুড়িয়া, ৯) শ্রী নয়ন কুমার জমাতিয়া-সাং-সর্ব্বং ১০) শ্রী ত্রিনয়ন জমাতিয়া-সাং-বুরবুরী, ১১) শ্রী জগৎভক্ত জমাতিয়া-সাং-চাচুয়া, থানা অম্পি।

ধৃত ব্যক্তিদের কোর্টে চালান দেওয়া হয় এবং বর্তমানে তাহারা জেল হাজতে আছে। এই ঘটনার অভিযোগ রাধাকিশোরপুর থানায় গত ২৫, ৮, ৮৫ইং নথীভুক্ত করা হইয়াছে এবং মোকদ্দমাটি তদন্তাধীন আছে।

ধৃত ব্যক্তিগণ টি, ইউ, জে, এস, সমর্থক

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই যে দাতারামে চক্রধর রিয়াং এই ধরণের ডাকাতি, সন্ত্রাস সৃষ্টি, লুটপাট করেছে এদের ২৫.৮. ৮৫ইং তারিখে মহারানীর স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে তারা পুলিশের হাতে সমর্পন করেছে এবং ২৫ তারিখে অনুরূপভাবে স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় তিন জনকে ধরা হয়েছে, এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কিনা এবং জনসাধারণ যে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানানো হয় নি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এই হাউসের সামনে এর আগে আমি তথ্য দিয়েছি যে এখানে ধৃত ত্রিনয়ন জমাতিয়ার নাম আপনারা দেখেছেন তার নেতৃত্বে এবং চাখি জমাতিয়া টি. ইউ. জি. এস এর সমর্থক একটা খুন ডাকাতি গ্রুপ তার নাম 'লামাকৌতাল,' যারা এই গ্রুপের নেতা, কর্মী তারা শুধু এই ধরনের ডাকাতি করেন না। তারা বিভিন্ন জায়গায় খুন করেছেন, ডাকাতি করেছেন এবং মাননীয় সদস্যরা জানেন যে তার মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে এখানে হৈ-চৈ করা হলো এই টি. ইউ. জে. এস. এর বিধায়করা। তারা যে বিবৃতি দিয়েছেন যে "লামাকৌতাল"-এর হাতে এই টি. ইউ, জে. এসের নেতা তিনি খুন হয়েছেন। আজকে আসামীর এই কাটঘরা থেকে বাঁচবার জন্য এই টি, ইউ. জে. এসের নেতারা এখানে চিৎকার শুরু করেন। কারন এই সব ঘটনার মধ্যে তাদের লোকেরা প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই ঘটনার পর দাতারামের স্কুলের শিক্ষকদের আবার চিঠি দেওয়া হয়েছে যে তাদের টাকা দিতে হবে। এই সমস্ত ভয়-ভীতির সঞ্চার চলছে। এই এলাকার প্রধান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন

এবং সেখানে পুলিশ প্রধানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন। ওখানে সন্ত্রাসের যে অবস্থা চলছে তার হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য সেখানে একটা পুলিশ ক্যাম্প যদি করে দেওয়া যায় তাহলে ভাল হয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এই হাউসের থেকে ঐ এলাকায় গ্রামবাসীদের ধন্যবাদ জানাই যে, তারা একটা চমৎকার কাজ করেছেন এবং এই উদ্যোগ যাতে অন্যান্য জায়গায় হয়, অন্যান্য এলাকায় তার একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করবো সব জায়গায় পুলিশ ক্যাম্প দাবী করবেন না। এটা দেওয়া সম্ভব না। মাননীয় সদস্য জানেন যে "লামাকোতালের" একটা অংশ জেলে, একজন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন এবং অন্যান্যরা ছত্রছান হয়ে গেছে কাজেই "লামা কোতাল"-এর শক্তি পুলিশ খাটো করে দিয়েছেন এবং আগামী দিনে তাদের নেতাদের খুঁজে বের করবার জন্য সব রকমের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন, যাতে এই ধরনের ডাকাতি, খুন, সন্ত্রাস তারা সৃষ্টি করতে না পারে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, এই ঘটনায় সূত্র ধরে বাসু জমাতিয়ার নেতৃত্বে দক্ষিণ মহারাণীতে জনসাধারণের সহযোগিতায় "লামা কোতাল" তাদেরকে কাবু করার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বাসু জমাতিয়া তিনি সি. পি, আই (এমের) কর্মী

মিঃ স্পীকার—এটা পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন হিসাবে আসবে না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, এটা কলিং এ্যাটেনশ্যানে নেই, আলাদা করে দিলে আমি বলতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :—গত ২৭,৯, ৮৫ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন।

আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। বিষয়বস্তু হলো :—

" গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ইং অমরপুর মহকুমার কালকো গ্রামের যুব সমিতির সমর্থক সুরেন্দ্র দেববর্মা খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে "।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—বিগত ১৮,৯,৮৫ইং তারিখে কালকো গ্রামের শ্রপূর্ণপদ দেববর্মার পুত্র শ্রী সুরেন্দ্র দেববর্মা সোনাছড়া হইতে তাহার বাড়ীতে রওয়ানা হোন। তিনি রাত্র অনুমান ১২টার পর সোনাছড়া-কালকো রাস্তা ধরিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন।

অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারীরা শ্রী সুরেন্দ্র দেববর্মাকে সোনাছড়া-কালকো রাস্তার উপর পাইয়া

ধারালো অস্ত্রের দ্বারা তাহার মাথায়, মুখে ও গলদেশে আঘাত রক্তাক্ত জখম করে মৃত্যু ঘটায়। শ্রী সুরেন্দ্র দেববর্মার মৃতদেহ রাস্তার উপর পরে থাকে।

১৯. ৯, ৮৫ইং সকাল ৭-৩০ মিঃ সময় কাসকো সাকিনের শ্রী সুবিন্দ্র দেববর্মা, শ্রী সুরেন্দ্র দেববর্মার মৃতদেহ রক্তাক্ত কাটা জখম অবস্থায় রাস্তার উপর পড়িয়া আছে দেখিতে পাইয়া গ্রামবাসীদের জানায়।

উক্ত ঘটনায় একটি অভিযোগ অমরপুর থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় নথীভুক্ত করা হয়।

তদন্তকালীন পুলিশ মৃত দেহের ময়না তদন্তের ব্যবস্থা করেন।

পুলিশ গত ২১,৯,৮৫ইং তারিখে কাসকো সাকিনের শ্রী অনন্ত মোহন জমাতিয়ার সুত্রে শ্রী দৈনা কুমার জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করে ২২, ৯, ৮৫ইং তারিখে মাননীয় কোর্টে প্রেরণ করেন এবং সেখান হইতে সে জামিনে ছাড়া পায়।

মৃত ব্যক্তি ও ধৃত ব্যক্তি কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত কিনা জানা যায় নাই ঘটনাটির জোর তদন্ত চলিতেছে।

নিহত ব্যক্তির পরিবারকে আর্থিক সাহায্য এবং পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া হবে।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার— আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকারের নিকট থেকে। বিষয়বস্তু হলো :।

" গত ২১শে সেপ্টেম্বর সিধাই থানাধীন বড় জুম গ্রামের এস, এফ আই কর্মী প্রদীপ দত্ত প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরণ সরকার উপস্থিত আছেন। তাঁর এটা উত্থাপনের সম্মতি আমি দিলাম। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এর উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি আজ না পারেন তাহলে কোন দিন দিতে পারবেন এটা যেন তিনি জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এই সম্পর্কে আমি আগামী ৩রা অক্টোবর বক্তব্য রাখতে পারবো।

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মহাশয়ের নিকট থেকে। বিষয়বস্তু হলো :—

" গত ১৯,৯, ৮৫ইং ভোর রাত্রে একদল দুষ্কৃতকারী কর্তৃক রাধাকিশোপুর থানার এলাকাধীন তৈহুরচুং গ্রামের বাবরুন্টের কর্মী কমঃ বাঁশী জমাতিয়াকে ওরফে বৈশিন্ট জমাতিয়াকে গুলি করা এবং কুপিয়ে হত্যা করা সম্পর্কে।"

মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস উপস্থিত আছেন। তাঁর এটা উত্থাপনের সম্মতি আমি দিলাম। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এর উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি আজ না পারেন তাহলে কোন দিন দিতে পারবেন এটা যেন তিনি জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী স্যার, এই সম্পর্কে আমি ৩রা অকটোবর এই হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারবো।

মি: স্পীকার—আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহাশয়ের নিকট থেকে। বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ ইং রাতে বীরচন্দ্র গাঁও সভায় সদস্য সি, পি, আই (এম) কর্মী কমরেড যতীন্দ্র রিয়াং-এর নিজ বাস ভবনে উপজাতি যুব সমিতির দুস্কৃতকারীদের হাতে নৃসংশভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস উপস্থিত আছেন। তাঁর এটা উত্থাপনের সম্মতি আমি দিলাম। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এর উপর বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি আজ না পারেন তাহলে কোন দিন দিতে পারবেন এটা যেন তিনি জানান।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এই সম্পর্কে ১লা অক্টোবর হাউসের সামনে বিবৃতি দিতে পারবো।

মি: স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১২ই জুলাই আনুমানিক সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট সময়ে বুরবুড়িয়া গ্রামে বিপিন্দ্র জমাতিয়ার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—গত ১২ই জুলাই, ১৯৮৫ইং রাত অনুমান ৮টার সময় অমরপুরের বুড়বুড়িয়া গ্রামের শ্রী বিপিন্দ্র জমাতিয়া, শ্রী সন্ধ্যা কুমার জমাতিয়া, শ্রী জগদীশ জমাতিয়া ও আরো কয়েকজন একত্রে হাটা পথে অমরপুর বাজার হইতে তাহাদের গ্রামে ফিরার সময় বাড়ীর নিকটবর্তী পুরান সি, আর, পি, এফ, ক্যাম্পের নিকট পেঁীছলে কতিপয় দুস্কৃতকারী তাহাদের লক্ষ্য করে পর পর তিনবার গুলি ছোড়ে। গুলির আঘাতে শ্রী বিপিন্দ্র জমাতিয়ার ঘটনা স্থলে মৃত্যু হয়। শ্রী জমাতিয়ার সঙ্গীগণ কাহাকেও চিনিতে পারেন নাই।

এই ঘটনায় একটি অভিযোগে অমরপুরে থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ নং ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ (ক) (১) ধারায় নথিভুক্ত করা হয়।

রাজ্য সি আইডি অফিসারগণ ঘটনাটির তদন্ত করিতেছেন। এখনও দুস্কৃতকারীকে গ্রেপ্তার করা যায় নাই।

মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সরকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করিবেন এবং পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া হবে।

মি: স্পীকার :—আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। নোটিশটি এনেছেন শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল— "গত ৪ঠা জুন, ১৯৮৫ইং কমলপুর মহকুমার আমবাসা থানাধীন রাইপাশা গ্রামে উপজাতি যুব সমিতির টি, এন; ভি, উগ্রপন্থীদের দ্বারা সংগঠিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং ৫ই জুন ১৯৮৫ইং উক্ত এলাকায় জলুবাড়ীর পাশে আসাম আগরতলা রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে যাত্রীদের হত্যা ও মারধোর করা সম্পর্কে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন বিবৃতি দেবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, গত ৪ঠা জুন ১৯৮৫ইং রাত্র প্রায় ৮টার সময় অনুমান ১০/১২ জন উপজাতি দুস্কৃতকারী টাক্কাল, দাও বন্দুক ইত্যাদি অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাইপাশা গ্রামের নাথ পাড়া ও তৎসংলগ্ন পালপাড়া অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া মহিলা ও শিশুসহ ৮ জনকে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন করে এবং ৩ জনকে গুরুতরভাবে আহত করে তাহারা ১৫ বৎসরের ১টি ছেলেকে যাহার নাম সুখময় দেবনাথ, তাকে কিডনেপ করে নিয়ে যায়। তাহার এখনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। নিহতদের নাম আমি বলছি :—

নিহত—

১। শ্রীমতী ক্ষীরোদা সুন্দরী পাল—স্বামী লালমোহন পাল।

২। শ্রী সত্যবান পাল,—পিতা শ্রী লালমোহন পাল
(৬বৎসর)

৩। শ্রী মহেন্দ্র ওরফে লক্ষন দেবনাথ—পিতা শ্রী নিরঞ্জন দেবনাথ।
(৮ বৎসর)

৪। শ্রী মতী পতি দেবনাথ—পিতা নিরঞ্জন দেবনাথ
(৫বৎসর)

৫। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবনাথ—স্বামী শ্রী লক্ষী চরণ দেবনাথ।

৬। শ্রীমতী রানী দেবনাথ—পিতা শ্রী লক্ষী চরণ দেববনাথ।

৭। শ্রী মতী চণ্ডী দেবনাথ—স্বামী শ্রী রসময় দেবনাথ।

৮। শ্রীমতী সুনীতি দেবনাথ—পিতা—শ্রী মনোরঞ্জন দেবনাথ।

আহত হয়েছেন যারা—

১। শ্রীমতী চিনুবালা পাল—স্বামী শ্রী ভজন পাল।

২। শ্রী প্রদীপ পাল—পিতা শ্রী ভজন পাল।

৩। শ্রীমতী সন্তোষী দেবনাথ—স্বামী শ্রী নিরঞ্জন দেবনাথ।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমবাসা থানায় ২টি অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়। প্রথম অভিযোগের সাথে জড়িত শ্রী শিবনাথ মলশুমকে (সাং রাইপাশা) গত ১৬-৭-৮৫ইং তারিখ গ্রেপ্তার করা হয়। শ্রীকমলারঞ্জন দেববর্মা, সাং রাইপাশা দ্বিতীয় অভিযোগের সাথে জড়িত সন্দেহে গত ২৪-৬-৮৫ইং তারিখ গ্রেপ্তার করা হয়। উভয় আসামী জামিনে মুক্ত আছে। অন্য দুষ্কৃতকারীরা পলাতক।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু সংখ্যক স্থানীয় অ-উপজাতি দুষ্কৃতকারী ডলুবাড়ীর নিকট আসাম-আগরতলা রাস্তায় চলাচলকারী যানবাহন থামাইয়া সেই রাত্রে (৪-৬-৮৫ইং) এবং পরদিন (৫-৬-৮৫ইং) বেলা প্রায় ১০টা পর্য্যন্ত তিনজন উপজাতি যাত্রীকে (১) শ্রীবিষ্ণু মানিক কলই সাং নাইলাকাবাড়ী (২) শ্রীভেনিটা ডালং, সাং পূর্ব বেতছড়া এবং (৩) চাউমেনশক হালাম সাং সিম্ভুকচর—ধারালো অস্ত্রের আঘাতে খুন করে। এই ঘটনায় একটি অভিযোগ আমবাসা থানায় নথিভুক্ত করা হয় এবং ঘটনায় জড়িত ৬জন অ-উপজাতি ব্যক্তিকে ১৬-৭-৮৫ইং হইতে ২২-৭-৮৫ইং তারিখের মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়।

তাহাদের নাম :—

১। শ্রী চন্দন সাহা
২। শ্রী নির্মল দেব
৩। শ্রী মিলন পাল
৪। শ্রী কালিপদ সাহা
৫। শ্রী স্বপন পাল এবং
৬। শ্রী কানু কর।

ধৃত ব্যক্তিরা বর্তমানে জামিনে মুক্ত আছে। স্যার, এ ছাড়াও এই হত্যাকাণ্ডের পর পরদিন প্রায় ২০টা উপজাতি বাড়ীঘরে আগুন লাগানো হয়েছিল। অউপজাতি দুষ্কৃত-

কারীগণ ৪জন উপজাতিকে গাড়ী থামাইয়া এই স্থানে মারাত্মকভাবে আহত করে। আহতদের নাম :— ১) শ্রী শিবনাথ মলশুম, সাং ধনছড়া (২) শ্রীকুসুম দেববর্মা, সাং বৈরাগীবাড়ী ৩) শ্রী সাধন চাকমা সাং ধনিছড়া ৪) শ্রী ব্রজেন্দ্র দেববর্মা সাং মিধাই।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমবাসা থানায় ৪টি অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রাইপাশা গ্রামের ৪জন অউপজাতি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেন। তাহারা সবাই আদালত হইতে জামিনে মুক্ত।

এছাড়াও অউপজাতি দুস্কৃতকারীগণ যেটা আমি আগেই বলেছি ৫-৬-৮৫ তারিখে তাপা যে বাড়ীঘরে আগুন দিয়েছিল আমরা ১টি মামলা সেখানে থানায় নথিভুক্ত করেছি। তার সঙ্গে জড়িত ২৮ জনকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। এবং এই ধৃত ব্যক্তিরা এখন সবাই জামিন পেয়ে বাইরে চলে গেছে।

শান্তি শৃংখলা রক্ষার জন্য আমরা ৫-৬-৮৫ তারিখে সেনাবাহিনী সেখানে রাখি এবং তারা কিছুদিন সেখানে টহলদারীর কাজ করে। স্বাভাবিক অবস্থা সেখানে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসে এবং ১২ই জুন সেই সেনাবাহিনীকে আমরা আবার ব্যারাকে পাঠিয়ে দেই। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা খুব শীগ্রই বিচারের জন্য আদালতের কাছে চূড়ান্ত ধরনের অভিযোগ পেশ করতে পারব।

১০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে মোট ৪৩,০২০ টাকা আর্থিক সাহায্য আমরা দিয়েছি। তাদের ঘর-এর মেরামতের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছি, চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়েছি। যে সব পরিবার বাড়ী-ঘর ছেড়ে কেম্পে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের রেশনের ব্যবস্থা করেছি।

যারা ক্যাম্প ছেড়ে বাড়ীতে গিয়েছেন তাদের জন্য ১৫ দিনের রেশন আমরা দিয়ে দিয়েছি। যেসব ট্রাইবেল ভাইয়েরা চলে গিয়েছিলেন বাড়ীঘর ছেড়ে তাদের আর্থিক সাহায্য দিয়েছি এবং যারা দুঃখজনকভাবে নিহত হয়েছেন তাদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। এবং তাদের পরিবারের একজনকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হইয়াছে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস : - পয়েন্ট অফ ক্যারিফিকেশন স্যার, ৪ তারিখে রাইপাশা গ্রামে যারা ৮ জন মহিলা এবং ৩ জন শিশু ৮ জনকে খুন করে ১ জনকে কিডনেপ করে নিয়ে গিয়েছিল। তারা উপজাতি যুব সমিতির বা টি, এন, ভির সদস্য কিনা এবং ২ তারিখে কমলাইছড়া গ্রামে হরেন্দ্র রিয়াং তিনি গঙ্গাছড়া গঙ্গানগর এ, ডি, সিব নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন তাকে নিয়ে সেখানে একটি মিটিং হয়েছিল এবং রাইপাশা গ্রামের আক্রমনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল যার পরিনতি ৮ ঘটিকার সময় এই ঘটনা ঘটেছিল তা মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী:— স্যার, এই সম্পর্কে সঠিক তথ্য এখন পর্য্যন্ত পুলিশের কাছে

আসেনি। তবে একটা লক্ষ্য করেছি এ ডি, সি, ইলেকশানের আগে রাইপাশাতে তৈদু অম্পিতে সেখানে বাঙ্গালীদের উপর হামলা করা হয়, বাঙ্গালীদের আতংকিত করা হয় যাতে তারা এ, ডি, সি, থেকে তারা সরে আসে এবং তাদের সেখানে উপজাতিরা তাদের যাবা টি, ইউ, জে, এস, প্রার্থী তাদের জয়যুক্ত করতে পারে। লামা কাতোয়াল সংস্থার যারা গ্রেপ্তার হন তাদের কাছে যেসমস্ত তথ্য পেয়েছি তাতে প্রমান হয় বাঙ্গালী-দের খুন করার পেছনে যে এ, ডি, সি, এলাকার মধ্যে বাঙ্গালীদের আতংকিত করা। এই ক্ষেত্রে রাইপাশাতে টি, এন, ভি এবং টি, ইউ, জে, এসের ভূমিকা কি সেটা পুলিশ তদন্ত করছে সেই সম্পর্কে হাউসে পরিবেশন করার মত তথ্য এখন আমার কাছে নাই।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার,

মিঃ স্পীকার :— আমাদের ত আরও কর্মসূচী আছে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের ইলেকশন বানচাল করার জন্য দাঙ্গা লাগাতে চেষ্টা করা হয়েছিল। রাইপাশায় যে খুনের ঘটনা হয়েছিল তারপরে কংগ্রেস (ই) এবং যুব কংগ্রেস-(ই)র লোকেরা ২ জন মহিলাকে খুন করেছিল দাঙ্গা লাগানোর জন্য এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি? কারণ কুলাইর চাম্পাহাওর এ, ডি, সির কংগ্রেস (ই) প্রার্থী জগৎ রিয়াং কাঞ্চণপুর গাঁও-পঞ্চায়েতের প্রধান সুকুমার দেবনাথের সঙ্গে ৫ তারিখ ডলুবাড়ী দোকানে বসে চা খেয়েছে তার আধা ঘন্টা পরে টি, আর, টি, সি' এবং অন্যান্য ট্রাক থেকে উপজাতিদেরকে টেনে নিয়ে খুন এবং মারধর করা হয়। তাহলে ত এই ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে এটা টি, ইউ, জে, এস এবং কংগ্রেস (ই)র পূর্ব পরিকল্পনা ছিল, এরকম কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এরকম কোন তথ্য আমার কাছে নাই। তবে এই ঘটনায় ডলুবাড়ীতে যারা জড়িত বলে ধরা হয়েছে তারা কংগ্রেস-(ই)র।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান স্যার, উপজাতিদেরকে যখন কংগ্রেস (ই)র গুণ্ডারা গাড়ী থেকে নামিয়ে খুন করছে ঠিক তখনই আরেকটা গাড়ীতে করে উপজাতি যুব সমিতির শ্যামাচরণবাবুর ভাই যদুমোহন ত্রিপুরা আসে এবং তাকেও গাড়ী থেকে টেনে নামান হয়েছে তখন শ্রী ত্রিপুরা টি ইউ জে এসের শ্যামাচরণ ত্রিপুরার ভাই বলাতে বলা হয়েছে যে ভুল হয়েছে। আপনি তাড়াতাড়ি করে চলে যান এবং ড্রাইভারকেও তাড়াতাড়ি করে গাড়ী চলাতে বলা হয়েছে কাজেই এটা ধরে নেওয়া যায় যে এটা পূর্ব পরিকল্পিত। কারণ যে ৫ তারিখ ডলুবাড়ীতে গাড়ী থেকে নামিয়ে খুন ও মারধোর করা হচ্ছিল সেদিন আমবাসার পি ডি পির ডাঃ গোপাল চক্রবর্তীর ভাই, কমলপুর ব্লক কংগ্রেস (ই)র সভাপতি রতন চক্রবর্তী, প্রধান সুকুমার দেবনাথ ও উপপ্রধান মোহনলাল গোস্বামীসহ কংগ্রেস (ই)র গুণ্ডাদের ডলুবাড়ীতে নিয়ে যায় এবং ঐ গুণ্ডারাও ডলুবাড়ীর

ঐ গুণ্ডাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে এসব খুন ও মারধর করে এবং ট্রাইবেলদের ৩০০-৫টি বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয় এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা জানাবে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মি: স্পীকার স্যার, ঘর পোড়ানোর তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে। তবে যেসব তথ্য মাননীয় সদস্য উপস্থিত করেছেন সে সব তথ্য তদন্তের সময় দেখা হবে এটা বলতে পারি। তবে এটা সত্যি যে দাঙ্গাবাজরা এই ঘটনা দাঙ্গার দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু উত্তর ত্রিপুরার মানুষকে এখান থেকে অভিনন্দন জানাই যে তারা ১৯৮০ সালের দাঙ্গাও তাদের সেখানে বিস্তার করতে দেননি এবং এবারও দেননি। ট্রাইবেল যারা খুন হয়েছে তারা ছাড়াও যারা জখম হয়েছে সে সব অনেক সরকারী কর্মচারী আমাদের কাছে এসে আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে তাদের সমস্ত কিছু লুঠ করে নেওয়া হয়েছে। ট্রাকের অনেক ড্রাইভার তাদের জীবন রক্ষা করেছে। সাধারণ বাঙ্গালী ও সাধারণ ট্রাইবেলদের মধ্যে যারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে দাঙ্গা লাগাতে চায় এবারও তারা উদ্যোগ নিয়েছিল কিন্তু আমাদের সরকার এবং জনসাধারণ সেটাকে রোধ করেছে।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস মহাশয় থেকে আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি এবং সেটির উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আজকে বিবৃতি দিতে স্বীকৃতি হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—

গত ২২শে আগষ্ট ১৯৮৫ ইং কমলপুর মহকুমার আমবাসা থানাধীন গঙ্গানগর এলাকায় উপজাতি যুব সমিতির টি এন ভি উগ্রপন্থী দ্বারা একজন ফরেষ্টার এবং দুজন বন কর্মী নৃশংসভাবে খুন হওয়া সম্পর্কে"।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মি: স্পীকার স্যার, গত ২২শে আগষ্ট ১৯৮৫ ইং সকালে গঙ্গানগর ফরেষ্ট রিসেটেলমেন্ট সেন্টারের ফরেষ্টার শ্রী সুনিল দাস ১০-১২ জন ফরেষ্ট শ্রমিক নিয়া আমবাসার প্রায় ২১ কিলোমিটার দক্ষিণে আমবাসা-গঙ্গানগর রাস্তার উপর পূর্বজয় চৌধুরী পাড়ায় কর্মরত ছিলেন। বেলা প্রায় ১১ টার সময় ৫ জন অজ্ঞাত পরিচয় উপজাতি উগ্রপন্থী বন্দুক, টাকাল নিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করে। একজন শ্রমিক শ্রীদাম দেববর্মা কোনক্রমে পলায়ন করে গঙ্গানগর পুলিশ ফাঁড়িতে বেলা প্রায় ১১-৩০ মি: সময় আসিয়া খবর দেন। শ্রী দেববর্মাকেও উগ্রপন্থীরা মারধোর করে আহত করেন। ঘটনাস্থল গঙ্গানগর পুলিশ ফাঁড়ি হইতে প্রায় ৫ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত।

এই খবর গঙ্গানগর পুলিশ ফাঁড়ি হইতে আমবাসা থানায় প্রেরণ করা হয়। পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে রওয়ানা হন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পেঁছামাত্র উগ্রপন্থীগণ নিকটবর্তী একটি জুম ঘর হইতে পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পুলিশ সাথে সাথে জবাবে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। গুলি বর্ষণের ফলে কেহই হতাহত হন নাই। এস, ডি, পি,

ও. কমলপুর আমবাসা হইতে এক প্লেটুন সি, আর, পি, এফ' জোয়ান সহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ব্যাপক তল্লাসী আরম্ভ করেন। কিন্তু নিকটবর্তী জোমঘরগুলি পরিত্যাক্ত দেখিতে পান। পুলিশ নিকটবর্তী অঞ্চলে অনুসন্ধান চালাইয়া শ্রীসুনিল চন্দ্র দাস, ফরেস্টার শ্রীদেবকী দেব, ফরেস্ট শ্রমিক শ্রীসন্তোষ দেব ফরেস্ট শ্রমিক এই তিনজনের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ দেখতে পান। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র আগরতলা হইতে ডি, আই, জি, (রেইঞ্জ) এবং উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে রওয়ানা হয়ে যান এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছে কম্বিং অপারেশন চালান। এই ঘটনায় একটি অভিযোগ আমবাসা থানায় গত ২২-৮-৮৫ইং তারিখ নথিভুক্ত করা হয়। অপরাধীদের গ্রেপ্তারের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হয় কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে। গত ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ইং হইতে "দি ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ (একস্ট্রা অর্ডিনারী ফ্যামিলি পেনসন এণ্ড একস্ট্রা অর্ডিনারি ডিজ-এবিলিটি পেনসন) রুলস ১৯৮৫ চালু করা হইয়াছে। এই রুলস এর আওতায় উগ্রপন্থী হামলায় নিহত সরকারী কর্মচারীদের পরিবার ডি, সি, আর, জি, বাবদ সর্ব-নিম্ন মং ২০,০০০ টাকা পাইবেন এবং আরও বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। প্রত্যেক পরিবারেরর একজন সরকারী চাকুরী পাইবে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক, কারণ এটা জুমিয়াদের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খিত জুমিয়া পুনর্বাশনের কাজ হচ্ছিল, আর সে কাজ করতে গিয়ে ওরা প্রাণ দিয়েছে। সমাজ বিরোধী শক্তি বিদেশী মদতে বিদেশ ট্রেনিং নিয়ে এসব ঘটনা করছে। আমরা আরও পুলিশী ব্যবস্থা নিয়েছি, সে সব অঞ্চলে যাতে সন্দেহজনকভাবে যারা ঘোরাফেরা করে তাদের বিভিন্ন স্থানের যাতায়াতের পথ চিহ্নিত করে তাদের যাতে গ্রেপ্তার করা যায়।

মিঃ স্পীকার :—এখন সময় শেষ। এই সভা আজ বেলা ২টা পর্যান্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P. M.

LAYING OF REPLIES TO THE POSTPONED QUESTION.

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো : লেয়িং অব্ রিপ্লাইজ টু দ্যা পোষ্টপণ্ড কোয়েচান্স। গত বিধানসভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীজহর সাহা মহোদয় এর পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯ এর উপর জবাব দেওয়া সম্ভব হয়নি। আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েত বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-৪৯ এর উত্তরপত্র সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টুলে দ্যা রিপ্লাই টু দ্যা কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯ অন্ দ্যা টেবিল অব্ দ্যা হাউস।

মিঃ স্পীকার : গত বিধান সভার অধিবেশনে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়ের পোস্টপণ্ড আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২২, শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় এর পোস্টপণ্ড আনস্টারড্ কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৮, এবং শ্রীনকুল দাস মহোদয়ের পোস্টপণ্ড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৪ এর উত্তরগুলি সভায় পেশ করা সম্ভব হয়নি।

আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উপরোক্ত আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার, ২২ ও ৪৮ এবং স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১১৪ এর উত্তরপত্রগুলি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :—মিঃ স্পীকার স্যার, আই বেগ টু লে দ্যা রিস্পাইজ টু দ্যা আনস্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার (২২ এণ্ড ৪৮, এণ্ড স্টার্ড কোশ্চান নাম্বার ১১৪ অন দ্যা টেবিল অব্ দ্যা হাউস।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় যে সকল পোস্টপণ্ড স্টার্ড ও আনস্টার্ড কোয়েশ্চান-এর উত্তরপত্রগুলি পেশ করা হয়েছে, সেগুলির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

ANNOUNCEMENT BY SPEAKER REGARDING APPOINTMENT OF CHA IRMAN OF SELECT COMMITTEE,

মিঃ স্পীকার : সভার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল ওয়ার্কস বিল, ১৯৮৪ এর উপর যে সিলেক্‌ট কমিটি গঠন করা হয়েছিল, ঐ কমিটির চেয়ারম্যানের পদ মাননীয় সদস্য শ্রী বীরেন দত্ত মহাশয় ত্যাগ করায় ত্রিপুরা বিধানসভার নিয়ম বিধির ২০২ ধারার ২নং উপধারা অনুসারে শ্রম বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়কে আমি সিলেকট কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করেছি।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, আপনি ভারতের রাষ্ট্রপতি মাননীয় জ্ঞানী জৈল সিং মহোদয়ের আগমন সম্পর্কে আজ এই সভায় একটি বিবৃতি দিতে চেয়েছিলেন। আপনি আপনার বিবৃতি এখন দিতে পারেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকারের আক্রমণে মাননীয় ভারতের রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং আগামী ৬ই অক্টোবর, ১৯৮৫ ইং তারিখে ত্রিপুরায় আসছেন এবং আগরতলায় পদার্পণ করবেন। তিনি ৭ই অক্টোবর, ত্রিপুরা থেকে চলে যাবেন। আমরা ৬ তারিখে বেলা ১১ টার সময় আগরতলা এয়ারপোর্টে তিনি আসবেন বলে আশা করছি এবং তাঁকে প্রথামত অভ্যর্থনা জানানোর আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া

আমরা বেলা সাড়ে তিনটার সময় আসাম রাইফেলস্ ময়দানে তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানাবো এবং তারজন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। সেখানে তাঁকে নাগরিক সম্বর্ধনা জানানোর পর একটি উপহার দেওয়া হবে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসাবে জ্ঞানী জৈল সিং-এর এটা প্রথম ত্রিপুরায় পদার্পণ। কাজেই এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানকে সব অংশের জনগণের বিশেষ করে এই হাউসের সদস্যদের পুরাপুরি সহযোগিতা কামনা করছি। এবং তাদের অনুরোধ জানাচ্ছি। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানটিকে আমরা যাতে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারি তারজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যাতে সারা ত্রিপুরার মানুষ জ্ঞানী জৈল সিং-এর ভাষণ শুনতে পারেন এবং তারা যাতে আসাম রাইফেলস্ ময়দানে আসতে পারেন তারজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে—

১) আমরা সমস্ত আগরতলা শহরকে সাজাতে চাই। এবং সেজন্য আগরতলার মার্চেন্ট এসোসিয়েশন, ত্রিপুরা চেম্বারস্ অব কমার্স এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করেছি তারা যাতে আমাদের সেভাবে সাহায্য করেন।

২) ট্রাকের যারা মালিক রয়েছেন তাদের ট্রাকগুলিকে সরকার কয়েকদিনের জন্য নিয়ে যাবেন এবং তারজন্য তাদের প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়া হবে। এবং সেগুলিকে আমরা রিকুইজিসন করব। তবে যেসব ট্রাক চাল বা অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পরিবহনের কাজে নিযুক্ত রয়েছে তাদের আমরা আনব না। তবে ইলেকসনের সময় যেভাবে ট্রাকগুলিকে সরকার নিয়ে আসেন সেভাবে আমরা আনব। আমরা এ ব্যবস্থা করছি ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত যে বিভিন্ন স্কুল রয়েছে সেসব স্কুলগুলির ছাত্র-ছাত্রীরা যদি আসতে চায় তাদের আনা হবে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই দিন সকল স্কুল কলেজ বা অন্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ রাখবার জন্য আমরা শিক্ষা দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছি। বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ঐদিন যাতে তাদের নিজ নিজ স্কুল বা কলেজের সামনে জড়ো হন তারজন্য আমরা বলেছি এবং তাদের সকলকে যাতে মাঠে নিয়ে আসা যায় তারজন্য আমরা ট্রাকগুলিকে ব্যবহার করব। যাতে তারা শৃংখলবদ্ধভাবে আমাদের এই মহা সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। স্কুলের সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের আমরা নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন ঐদিন স্কুলে উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীদের গাইড করে নিয়ে আসেন। এছাড়াও গ্রামাঞ্চল থেকেও ছাত্রছাত্রী এবং জনগণকে আনার জন্য ট্রাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর সিডিউল কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইব এর যে সব ছাত্রছাত্রী রয়েছে তাদের যাতে বিনে পয়সায় আসা যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সে অনুষ্ঠানে শুধু সরকার

যে উদ্যোগ নেবেন তা নয় আমরা সমাজের সকল স্তরের মানুষের নিকট, পঞ্চায়েত সদস্যদের, বি ডি. সি সদস্যদের এম, এল, এ, এম, পি, সকলের উদ্যোগ চাই। সকলেই যাতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারেন তার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া : পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেসান স্যার,

মিঃ স্পীকার : এখানে পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান হতে পারে না।

শ্রী ন্পেন চক্রবর্তী : মিঃ—স্পীকার স্যার, মাননীয় স্পীকার যার নেম কল করেছেন এবং হাউস থেকে বের করে দিয়েছেন তার এখানে কোন বক্তব্য রাখার অধিকার নেই। এরপর মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের কর্মসূচীকে যাতে সারা ত্রিপুরায় পৌঁছে দেওয়া যায় তারজন্য আমরা আকাশবানী আগরতলা কেন্দ্রকে বিশেষ প্রচার ব্যবস্থা পর পর কয়েকদিন করবার জন্য অনুরোধ করেছি। এই বলেই আমি আমার স্টেটমেন্ট এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্টেটমেন্ট দেবার সময়ে মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া পয়েন্ট অব্ অর্ডার এনেছেন। কিন্তু স্টেটমেন্টের সময়ে কোন পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না।

আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, যেহেতু অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার নামোল্লেখ করেছেন সেহেতু তিনি আর সভায় থাকতে পারেন না এবং কোন বক্তব্য রাখতে পারেন না। কিন্তু আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জানাতে চাই যে, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার নাম প্রথম বেলায় করেছিলাম কিন্তু দ্বিতীয় বেলায় উনার উপস্থিতিকে অনুমোদন করেছি। সুতরাং উনি প্রয়োজন হলে বক্তব্য রাখতে পারবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— তাছাড়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কি বলতে চান? আপনি কি উনার অনুমতি নিয়ে বলছেন না কি? এখানে দুটো ব্যাপার। যেহেতু চীফ সেক্রেটারী আমাকে চিঠি দিয়েছেন, আমার মনে হয় সবাইকে দিয়েছেন যে রাষ্ট্রপতি যখন আসবেন তখন যেন আমরা সবাই উপস্থিত থাকি। সুতরাং তাঁর যে চীফ সেক্রেটারী তিনি যখন এটা দিয়েছেন সেটা কি কারণে সিক্রেট বললেন?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন সময়ের উল্লেখ করেন নি যে কখন তিনি আসবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— তাছাড়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে যখন নেম করা হয়েছে তখন কোন সদস্যের এখানে উপস্থিত থাকা উচিত নয়। অথচ আপনি বলছেন, থাকতে পারবেন। এখানে হাউসের মতামত নেওয়া হয় নি নেম করার ব্যাপারে। হাউসের মতামত নিয়ে বললেন। এইভাবে একজন সদস্যকে বলতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :— আমি বলেছি বিকালের অধিবেশনে আপনাকে থাকতে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি রুলস্-এর কথা বলছি।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিসলেশান)

সরকারী বিল উত্থাপন

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura Shops and Establishment (Second Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 13 of 1985)"

উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশানটিভ করতে।

শ্রী সমর চৌধুরী :— Sir, I beg to move for leave to introduce "The Tripura Shops and Establishment (Second Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 13 of 1985)"

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় শ্রমমন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো—

"The Tripura Shops and Establishment (Second Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 13 of 1985)"

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।"

(বিলটি ধ্বনি ভোটে উত্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইল) হয়।

মিঃ স্পীকার—এই সভা অনুমতি দিয়েছেন, কাজেই বিলটি উত্থাপিত হলো করা মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছে যে সভায় পেশ বিলের প্রতিলিপি "নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

গভর্ণমেন্ট বিজনেস (লেজিসলেশান)

(সরকারী বিল বিবেচনা ও পাশ করা)

মিঃ স্পীকার - সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— The Tripura Board of Secondary

Education (Third Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. 12 of 1985)" এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী— Mr. Speaker, Sir, I beg to move that 'The Tripura Board of Secondary Education (Third Amendment) Bill, 1985 (Tripura Bill No. of 1985 be taken into consideration)

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশন অ্যাক্টটা ১৯৭৬ সনে প্রথম পাশ হয়। তারপর এটার অ্যামেণ্ডমেন্ট হয়ে গেছে। এটা থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট। আমাদের কাজ করার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু অ্যামেণ্ডমেন্টের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই অ্যামেণ্ডমেন্ট বিলটি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে। যে ধরণের সংস্থান করার প্রস্তাব রেখেছি সেগুলি আমি একটি একটি করে পড়ছি। ৪নং ধারাতে কারা কারা সদস্য হবেন, তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেমন ডিরেক্টার অব এডুকেশান আগে একজন ছিলেন। এখন হয়েছেন দুইজন। একজন ডিরেক্টার অব স্কুল এডুকেশান এক আর একজন ডিরেক্টার অব ডিরেক্টার অব হায়ার এডুকেশান। একজন এর জায়গায় এখন দুইজন দিচ্ছি। ১৪ নং ধারায় আছে টিচার্সরিপ্রেজেন্টেশান সম্পর্কে। এটা নির্বাচিত হওয়াই উচিত। কিন্তু যেভাবে আমাদের শিক্ষকেরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছেন এবং সঠিক নির্বাচনী পদ্ধতিতে যদি নির্বাচন করতে হয় তাহলে লক্ষ লক্ষ টাকা এই দুইজন শিক্ষক নির্বাচনের জন্য খরচ করতে হয়। তাছাড়া এটা লেবরিয়াস্। কাজেই আমরা মনে করি না যে, বোর্ডের দুইজন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার উপরই শিক্ষকদের সঠিক প্রতিনিধিত্ব নির্ভর করছে। সেজন্য আমরা এখানে বলছি যে অন্যান্য সদস্যরা যেভাবে মনোনীত হন, শিক্ষক প্রতিনিধিরাও সেইভাবে মনোনীত হয়ে আসবেন।

আর একটা সংশোধনী আমরা আনছি যেঅটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের একজন সদস্য যিনি সেই কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত হবেন তিনি এই বোর্ডের সদস্য হবেন। তেমনি রিজন্যাল কলেজ অব ফিজিক্যাল এডুকেশান এটাও শিক্ষার একটা অঙ্গ যেখানে আমরা ট্রেনিং দিচ্ছি। কাজেই সেই ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপালকেও আমরা আনতে চাই। তেমনি গভর্ণমেন্ট কলেজ অব আর্ট্স অ্যা ও ক্রাফটস-এর প্রিন্সিপালকেও এবং মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপালকেও এবং মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপালকেও আমরা আনতে চাই। এইভাবে আমরা এই সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি।

এ ছাড়া ১০নং ধারায় সেখানে বোর্ডের যিনি প্রেসিডেন্ট, তার কার্যকালের মেয়াদ প্রথমে

ছিল (পাঁচ) বৎসর। সেটাকে কমিয়ে ২ (দুই) বৎসর করা হয়েছিল। কিন্তু কাজ করতে গিয়ে দেখা গেল যে দুই বছরের মধ্যেই যদি প্রেসিডেন্টের পরিবর্তন হয়ে যায় তাহলে অনেক অসুবিধা হয়। কাজেই প্রথম যেমন ছিল পাঁচ বছরের সেখানেই আমরা যেতে চাই। যদি এই সংশোধনীগুলি ছোট কিন্তু বোর্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা আশা করছি যদি সবগুলি আমরা রাখি তাহলে বোর্ডের কাজ কর্ম করতে সুবিধা হবে। ১৫ নম্বর ধারাতে আমরা দেখছি যে বোর্ডের মিটিং করতে অনেক সময় লাগে। সেটা কমিয়ে এনেছি। আমি আশা করছি যে এটা সকলেই সমর্থন করবেন।

মি স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বোর্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশান (থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৫ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৮৫) বিলটি আনা হয়েছে। এখানে কতগুলি অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে যেগুলি প্রয়োজন, যেমন কিছু মেম্বার এক্স-অফিসিও। সেগুলি সমর্থন করার যোগ্য। কিন্তু একটা জিনিষ আমরা এখানে দেখলাম যে শিক্ষক প্রতিনিধির কথা বলা হয়েছে যেটা অরিজিন্যাল বিলে ছিল যে নির্বাচিত হবে প্রত্যেকটি জেলা থেকে একজন করে। আমি বুঝতে পারছি না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটার সমর্থনে ভাষণ দিতে গিয়ে তার আর্থিক দিকটা তুলে ধরেছেন যে অনেক টাকা খরচ হবে এবং লেবরিয়াস প্রসেস্ ইত্যাদি।

তিনি আরও বলেছেন, শিক্ষক প্রতিনিধিদের নির্বাচন করাটা নাকি 'লেবরিয়াস'। উনার কথাই যদি ধরা হয়, তাহলে তো বলতে হয় যে আমরা যারা এখানে নির্বাচিত হয়ে এসেছি, এই বিধানসভায় আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থাটা তো একটা লেবরিয়াস ব্যাপার এবং এই যে রাজ্য মন্ত্রী সভা, এটাও তো একটা ব্যয় বহুল ব্যাপার। তাই আমি বলতে চাই যে যাদের গণতন্ত্রের প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা আছে, তারা কখনও তাঁর দেওয়া আর্থিক ব্যয়ের দিকটা এই যুক্তিটা মেনে নিতে পারেন না, আর যাদের গণতন্ত্রের প্রতি আদৌ কোন শ্রদ্ধা নেই, তারাই এটা সহজে মেনে নিতে পারেন। কিন্তু এখানে যেটা বলা হচ্ছে, সেটা তার আসল কারণ নয়, কারণ অন্য জায়গায়, আর সেটা হচ্ছে তাদের দলগত ব্যাপার এবং রাজনৈতিক ব্যাপার, অন্ততঃ আমি মনে করি। কারণ বোর্ড, ইউনিভার্সিটি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এগুলিকে উনাদের নিজস্ব রাজনৈতিক আখড়া হিসাব তৈরী করতে চান, আর তাই তো আজকে পশ্চিম বাংলা এবং ত্রিপুরাতে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে চান। তাই রাজনৈতিক কারণে, যারা শিক্ষক-প্রতিনিধি তারা যাতে নির্বাচিত হয়ে না আসতে পারেন, সেই ব্যবস্থাই এই এ্যামেণ্ডমেন্টের মধ্য দিয়ে করতে চাওয়া হয়েছে। কারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকলে, তারা যাকে যাকে এর মধ্যে পেতে চান, তাদের হয়তো নাও পেতে পারেন। তাই আমরা মনে করছি যে এটা করা হলে গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করাব। আর সেই কারনেই আমি

আবেদন রাখছি যে, অরিজিন্যাল এ্যাক্টে যা ছিল, যেমন প্রতি জেলা থেকে একজন করে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসবেন, সেই ধারাটাই রাখা হউক। কাজেই এটার এ্যামেণ্ডমেন্টের আর কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। যে এ্যামেণ্ডমেন্ট এসেছে, সেটা বাতিল করা হউক। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে প্রেসিডেন্টের টেইনুয়র অব অফিস সম্পর্কে। এটা ১৯৭৮ সালে যে টেনুর অফিস সম্পর্কে যে এ্যামেণ্ডমেন্ট রাখা হয়েছে, দুই বছরের, সেটাকে তুলে দিয়ে ৫ বৎসর করতে চাওয়া হয়েছে' এটাকেও আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ প্রেসিডেন্টের পোস্টটা অনেকটা ডেকোরেটিভ পোস্ট। মেইন ফাংশন যা করার, তা সেক্রেটারীই করে থাকেন। কাজেই প্রেসিডেন্টের জন্য ৫ বৎসরের অফিস টেনুয়র থাকার কোন প্রয়োজন আমি দেখছি না, কারণ এটাও তো নমিনেটেড পোস্ট, দুই বছর টেনুয়র থাকলে, সরকার ইচ্ছা করলে, তাকেই আবার দুই বছরের জন্য নমিনেটেড করতে পারবেন, এর মধ্যে অন্য কোন অসুবিধা নেই। তাই দুই বছরের যে টেনুয়র পিরিয়ড আছে, এটাকে ৫ বছর বাড়িয়ে দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। কাজেই আমি দাবী করছি যে এই এ্যামেণ্ড-মেন্টটাও বাতিল করা হউক। একথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী মতিলাল সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে এই বিধানসভায় 'দি ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান (থার্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৫ যেটা এসেছে, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। কারণ আমরা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দেখেছি যে এই বোর্ড খুব সুন্দর ভাবে বিগত বছরগুলিতে কাজ করে আসছে, যার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে একটা অস্থিরতা ছিল ১৯৭৮ সালের আগে, সেটা এখন সম্পূর্ণ ভাবে দূরীভূত হয়েছে। এখন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষাগুলি হচ্ছে, পাঠ্যসূচীও সময় মত দেওয়া হচ্ছে, কাজেই কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সব দিক থেকে একটা স্থিতিশীলতা এসেছে। অন্ততঃ বামফ্রন্ট আসার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করি। যে সংবিধানগুলি এসেছে তা অতীব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলির অভাবে শিক্ষার মধ্যে যে পরিপূর্ণতা তা এত দিন ধরে আসছিল না, তাই এগুলি খুবই যুক্তিসঙ্গত। ফিজিক্যাল এডুকেশান, রিজিনাল কলেজ, এটা এত দিন ছিল না, তাই শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ফিজিক্যালটা খুবই প্রয়োজন, আর সেইজন্যই ফিজি-ক্যাল এডুকেশন এর প্রিন্সিপালকেও বোর্ডের একজন সদস্য করতে চাওয়া হয়েছে, এটা সত্যি গুরুত্বপূর্ণ। তারপরে মিউজিক কলেজ, আর্টস এ্যাণ্ড ক্র্যাফটস, এগুলিও শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারাও এতদিন ছিলেন না, বোর্ডের কাজের ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন বিধায় তাদেরকেও বোর্ডের সদস্য করে নিতে চাওয়া হয়েছে, তাই এটাও যুক্তিসঙ্গত। আগের বিলে নন-গভর্ণমেন্ট প্রতিনিধি নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন আর কোন নন-গভর্ণমেন্ট কলেজের অস্তিত্ব না থাকায়, সেখান থেকে কোন প্রতিনিধি নেওয়ার অবকাশ নাই, কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রভিশনটা ছিল, সেটাকে ডিলিট করতে চাওয়াটা সত্যি যুক্তিসঙ্গত। এডুকেশানটাকে এখন দুই ভাগ করা হয়েছে, তার একটা হচ্ছে হায়ার এডুকেশন আর একটা হচ্ছে স্কুল এডুকেশান। কাজেই দুই এডুকেশানের হেড কে

বোর্ডের সদস্য হিসাবে নেওয়ার যে প্রশ্ন এটাও সমর্থনযোগ্য। শিক্ষক প্রতিনিধি নেওয়ার কথা, এবং এই সম্পর্কে যে কথা বলা হচ্ছে, আমি বলব এই যে সংশোধনী এসেছে, এটা আরও অনেক আগেই আসা উচিত ছিল। কারণ স্কুলগুলি ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সেখান থেকে প্রতিনিধি নির্বাচন করে আনা অত্যন্ত দুসাধ্য ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। এই বোর্ড গঠন হওয়ার পর থেকে তাদের যে একটা বিশেষ ভূমিকা নেওয়ার কথা ছিল, তা আজ অবধি আমরা কিছুই দেখতে পাই নি। তারা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তারা প্রতিষ্ঠানগত ভাবে এই বিষয়ে এগিয়ে আসা, তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। শিক্ষা বোর্ডের কাজ চলছে অথচ শিক্ষক প্রতিনিধি নেই।

আমরা দেখেছি পশ্চিম বংগেও শিক্ষকদের প্রতিনিধি নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচন না করে সেখানে সিলেকশান করেই করা হচ্ছে। আর এখানে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে এই ভাবে নেওয়ার পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়েই এটা করা হচ্ছে এই চিন্তা অমূলক। এবং আমরা এও দেখেছি যে এই জন্য কোথাও বিধানসভার সদস্যদেরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে নির্বাচনের। এই ব্যবস্থা যদি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে নেওয়া হত তাহলে নিশ্চয় উপজাতি যুব সমিতির বিধায়কের নির্বাচিত হতেন না। কাজেই মনোনীত হলেই যে সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-মূলক হবে এই দৃষ্টি-ভংগী ঠিক নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই এমেন্ডমেন্ট গুলির মধ্যে দেখলাম যে আগে এখানে জেলা পরিষদের কোন প্রতিনিধি এই বোর্ডের কোন সদস্য ছিলেন না। কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জেলা পরিষদের একজন সদস্যকে এই বোর্ডের জন্য মনোনীত করা হবে এটা অত্যন্ত প্রশংসার কাজ হয়েছে বলে আমি মনে করি। কারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও উপজাতি জেলা পরিষদের একজন সদস্য সংস্থান পাচ্ছে এটা সমর্থন যোগ্য। আর এখানে চেয়ারম্যানের পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে বলে এই হাউসে সমালোচনা করে বলা হয়েছে যে প্রেসিডেন্টের কোন কাজ করার সুযোগ থাকে না। এই প্রসংগে আমি এই কথা বলতে চাই যে হ্যাঁ, আগে কংগ্রেস আমলে প্রেসিডেন্টদের কোন কাজ করার সুযোগ দেওয়া হত না। কিন্তু বামফ্রন্ট এসে সেই ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টদের কাজ করার সুযোগ করে দিচ্ছেন। এই বোর্ড যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছে প্রেসিডেন্টকে তাঁর কাজ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে। আর আগে তাঁর কার্য্যকাল ছিল মাত্র দুই বছর। দেখা গেছে এই দুই বছরে তিনি বিভিন্ন ব্যাপারে ওয়াকিবহাল হয়ে যখন কাজ করতে সুরু করবেন তখনই তার কার্য্যকাল এর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এই ক্ষেত্রে সেখানে যে দুই বছরের সংস্থলে ৫ বছর করা হয়েছে সেটা খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছে বলে আমি মনে করি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আগে মিটিংয়ের জন্য নোটিশ দেওয়ার সময় ছিল ২১ দিন—আগে ২১ দিন আগে নোটিশ দেওয়ার দরকার হত সেখানে সেটা পরিবর্তন করে সেখানে ১০ দিন করা হয়েছে আর জরুরী কোন মিটিংয়ের ক্ষেত্রে করা হয়েছে ৭ দিন। সেটা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কারণ এতে কাজের অগ্রগতি বেড়ে যাবে

—কোন একটা বিষয়ে যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় বা কোন ব্যাপারে নতুন করে সিদ্ধান্ত না নিয়ে কাজ করতে অসুবিধার সৃষ্টি হয় সে ক্ষেত্রে যাতে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় তার জন্য এই এমেণ্ডমেন্টটি খুবই সংগত হয়েছে। কাজেই আমি আশা করব এই হাউসে সর্বসম্মতিক্রমে এই এমেণ্ডমেন্টগুলি মেনে নেবেন। এবং বোর্ডকে আরও শক্তিশালী করার স্বার্থে এগুলিকে সমর্থন জানাবেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার

মনোরোঞ্জন মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে যে যে এমেণ্ডমেন্টগুলি আনা হয়েছে এই সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু যে কথা বলেছেন সেগুলি আমি সমর্থন করছি এই রকম একটা বোর্ডের উদ্দেশ্য শিক্ষার উন্নতিকল্পে কাজ করার জন্য, মতামত প্রকাশ করার বা শিক্ষা সম্পর্কে যাঁরা শিক্ষাবিদ তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান। কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে নির্বাচনকে বাদ দিয়ে মনোনীত সদস্য দিয়ে সেটা করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। স্যার, এমনিতে শিক্ষার ১২টা বেজে গিয়েছে। পাঠ্য পুস্তকের যা অবস্থা করা হয়েছে, বছর শেষ হতে চলল এখনও নবম এবং দশম শ্রেণীর বই পাওয়া যাচ্ছে না। আর তাছাড়া যাদের দিয়ে এই বই লিখান হয় সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে শুধু দলীয় লোকদের দেওয়ার জন্যই এটা করা হচ্ছে। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এই বই পত্রে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অত্যন্ত ছোট করে দেখান হচ্ছে। যার ফলে আমাদের ভবিষ্যত বংশধরেরা ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বাধীনতার ইতিহাস জানতে পরাবে না। সেই দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে আমি এই

কথাই বলব যে এখানে এইভাবে বোর্ড গঠন না করে সেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমেই এটা গঠন করা হউক। যাতে উপযুক্ত লোক এসে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী Tripura Board of Secondary Education (Third Amendment) Bill 1985" নামে যে এমেণ্ডমেনটটি এনেছেন সেটি আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এবং এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার যে সব কথা বলেছেন সেগুলির সঙ্গে আমি একমত। তিনি বলেছেন যে যদি এই বোর্ডের জন্য ত্রিপুরার বিধানসভার সদস্যদের মধ্য থেকে নির্বাচন করে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সেখানে বিরোধী দলের কোন মাননীয় সদস্যের যাওয়ার সুযোগ নাই এবং তিনি আরও বলেছেন যে বিরোধী দল থেকে যে সব কথা বলা হয়েছে যে এটা করা হয়েছে একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য—বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের এই সব মনতব্যগুলি ঠিক নয়। স্যার, এখানে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে

কথা বলছেন যে এজন্য নির্বাচন এর মাধ্যমে কাদের নেওয়া হবে এটা ঠিক করা হউক এই যুক্তি আমি মেনে নিতে পারছি না। কারণ নির্বাচন একটা বিরাট ব্যাপার তিন ডিস্ট্রিকট থেকে তিন জনকে আনতে গেলে কাজেই এগুলি করতে গেলে অনেক টাকা পয়সা খরচ হবে, অনেক সময় লাগবে। তার জন্য এই কাজটা অতীতে করা সম্ভব হচ্ছিল না। আগে বোর্ডে শিক্ষক প্রতিনিধি থাকার কোন ব্যবস্থা ছিল না। তার জন্য আজকে শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে তিন জন শিক্ষক প্রতিনিধি রাখার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। সেটা খুবই যুক্তি যুক্ত। আগে করলে ভাল হত। এখন এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি। অন্যান্য দিক থেকে যেগুলি আছে মিউজিক, আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফটস এগুলি আগে বোর্ডের সিলেবাসে ছিল না। এখন সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপালকে বোর্ডের সদস্য করে নেওয়া এটা খুবই যুক্তি যুক্ত। এরকমভাবে বোর্ডকে সাজানো হচ্ছে। আগে পরীক্ষা নিয়ে সারা ত্রিপুরায় শিক্ষা জগতে একটা নৈরাজ্য ছিল, নকল টুকাটুকি ইত্যাদি। বামফ্রন্ট এসে বোর্ডকে পুনর্গঠন করেন। আগে প্রেসিডেন্টের কোন কাজ ছিল না। কিন্তু এখন যিনি প্রেসিডেন্ট হিসাবে কাজ করছেন তিনি বিরাট কাজ করছেন। শুধু আসন দখল করে নেই। সারা ত্রিপুরার পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে কিভাবে পরীক্ষা হচ্ছে তার খবরাখবর নিচ্ছেন এবং বিভিন্ন জায়গাতে টীম তৈরী করে পাঠানো হচ্ছে। যার ফলে পরীক্ষা কেন্দ্রে যে একটা গণ-টুকাটুকি অবস্থা ছিল সেটা এখন নাই বললে চলে। বোর্ড সঠিকভাবে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার বলেছেন যে, বই ঠিক সময়ে পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সিলেবাসের ক্ষেত্রে পশ্চিম বঙ্গের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। নিজস্ব বই ছাপানোর ব্যবস্থা এখানে এখনও হয় নি। পশ্চিমবঙ্গ থেকে বই ঘুরে আসতে হয় তো একটু দেরী হচ্ছে। মাননীয় সদস্য সিলেবাসের কথা বলেছেন।

বিশেষ করে ইতিহাসের কথা। আমি নাইন টেনের ইতিহাস দেখেছি। সেখানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের কথা আছে। কেউ অস্বীকার করবেন না। অবশ্য কংগ্রেসের ইতিহাস নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা হয়েছে। যাহাই হউক আমি আশা করছি মাননীয় সদস্য এটাকে সমর্থন করবেন। মাননীয় সদস্য সুধীর রঞ্জন মজুমদার বিলের একটা অংশ ছাড়া গোটা বিলটাকে সমর্থন করেছেন। আশা করি তিনি এই অংশটাকেও সমর্থন করবেন। পরিশেষে বিলটা সর্বসম্মতিক্রমে হাউসে পাশ হবে, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী অনুপস্থিতিতে শিক্ষা বিভাগের পক্ষ থেকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে "দি ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেনডারী এডুকেশন (থার্ড অ্যামেনডমেন্ট) বিল ১৯৮৫" এখানে উপস্থিত করেছেন। আমি এটার বিরোধীতা করছি। তার কারণ হচ্ছে এখানে তিন জন শিক্ষক প্রতিনিধি বোর্ডের সদস্য করার কথা

বলা হয়েছে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যেভাবে বিলটি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে তাতে এই বিল শিক্ষকদের মধ্যে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। এই প্রতিনিধি নির্বাচন করতে গেলে প্রচুর কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে। প্রত্যেকটি স্কুল ইন্সপেকটরেট দুইশো তিনশো শিক্ষক আছেন। তাদের জন্য ভোটার লিস্ট তৈরী করতে হবে। তিনটা ডিস্‌ট্রিক্‌ট থেকে তিন জন শিক্ষক প্রতিনিধি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে প্রশ্ন হচ্ছে এই তিন জন নমিনেটেড না ইলেকটেড হবে? ইলেকশনের ব্যাপারটা উনারা এড়িয়ে যাচ্ছেন। কারণ এর মধ্যে কয়েকটা ইলেকশন হয়ে গেছে। এই ব্যাপারে উনাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে। সেই জন্যই এই বিলটা আনতে হয়েছে। ইলেক-শন হলে উনারা একজন ভাল প্রতিনিধি আনতে পারতেন। কিন্তু সে দিকে উনারা যাচ্ছেন না। গ্রামে গঞ্জে শিক্ষার কি অবস্থা? কি করে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার আলো বিস্তার করা যায় এই লক্ষ্যটা সরকারের সামনে নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, যোগ্য শিক্ষক আসুন। তিনজনের মধ্যে উপজাতীদের জন্য একজন রিজার্ভ রাখা দরকার। ইলেকশন না হওয়াতে নমিনেটেড প্রতিনিধি নিয়ে শিক্ষার পারপাস সার্ভ হচ্ছে না। আমার মনে হয় শিক্ষক প্রতিনিধির সংখ্যা আরও বেশী হওয়া উচিত ছিল। তিন জনের জায়গায় ছয় জন হলে ভাল হত।

আরো বেশী পাঠান উচিত বলে আমি মনে করি। এবং সাথে সাথে আমি এটাও মনে করি, এখানে যা করা হয়েছে তা ষড়যন্ত্রমূলক হয়েছে। ৩ জন হলে আমূল পরিবর্তন আসতে পারে। এবং এই লক্ষ সামনে রেখেই আমাদের এগুতে হবে। স্যার যদি ইলেকটেড হয়, তাহলে শিক্ষকরা আশ্বস্ত হবেন, খুশী হবেন। আর যদি এ বিল এখানে পাশ হয়, তাহলে শিক্ষকদের মধ্যে আন্দোলন হবে, আলোড়ন সৃষ্টি হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, এই হাউসের মধ্যে এই বিল পাশ হলে মনে রাখবেন, শিক্ষকরা ছেড়ে দেবে না। দিকে দিকে আন্দোলন গড়ে উঠবে। কাজেই হাউসে পাশ করার আগে এ হুশিয়ারী দিতে চাই, এই ধারাগুলি আপনারা উইথড্র করুন।

শ্রী জহর সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে' দি ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান (থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৮৫ ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৮৫) যে বিল এখানে আনা হয়েছে এই বিলের কতকগুলি ধারার আমি বিরোধীতা করছি। নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিনিধি না নেবার ব্যাপারে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে যুক্তি দেখানো হয়েছে তা দেখে আমাদের অবাক লাগে। অবাক লাগে এই কারণে যে, গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে যারা সাধারণ মানুষকে ঠকাচ্ছে তাঁরাই আজকে এ ধরণের কথা বলে নির্বাচন না করার পক্ষে অভিমত পোষণ করছেন। এ কথা আমরা সবাই স্বীকার করি যে, শিক্ষকরাই জাতির মেরুদণ্ড। কিন্তু এই শিক্ষকদের মধ্যে একাংশ আছেন যারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুড়ে দিতে চায়। আমি জানি না, রাজ্যের সরকার—বামফ্রন্ট সরকার

এই মুষ্টিমেয় শিক্ষক যারা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিতে চায় তাদের পক্ষে আছেন কিনা। শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো কুক্ষিগত করার জন্য তাঁরা উকালতি করছেন। নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিনিধি নিলে তা ব্যয় বহুল হবে বলে এখানে ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে তো অনেক নির্বাচনই হয়ে গেছে তার জন্য সরকারের অনেক টাকাও খরচ হয়েছে। তাতে গণতন্ত্র কি শেষ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষকদের জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে সামান্য কিছু অর্থের অপচয় হলেও আমরা মনে করি, বোর্ডের পরিচালন ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে। এই নির্বাচনের ব্যাপারে বিরোধীতা করতে গিয়ে একথাও বলা হয়েছে, ভোটার লিস্টের ব্যাপারও তার সাথে জড়িয়ে আছে। কিন্তু শিক্ষকদের বঞ্চিত করে দলীয় কাঠামো হিসাবে বোর্ডকে পরিগণিত করার জন্য এটা বামফ্রন্ট সরকারের একটি ব্যর্থ প্রয়াস মাত্র। আমি মনে করি, এই বিল যদি শিক্ষক সমাজের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় সরকার থেকে, তাহলে শিক্ষক সমাজে আন্দোলন দেখা দেবে। কাজেই, মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মনে করি, এ আন্দোলন দেখা দিলে বোর্ডের কাজ কর্মে খুবই অসুবিধা দেখা দিবে। কাজেই শিক্ষকরা যাতে ছাত্র ছাত্রীদের হয়ে কাজ করতে পারেন সে দিকেই আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আশা করব, এই যুক্তি ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে এবং নির্বাচনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। সাথে সাথে বোর্ডের ছাত্র প্রতিনিধিদেরও নির্বাচনের মাধ্যমেই নির্বাচিত করা হবে। মিঃ স্পীকার স্যার, পাঠ্য পুস্তক যে পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয় এই সাথে আমি তারও নিন্দা করছি। ইতিহাস পাঠ্য পুস্তকে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা থাকে না। এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাশ বলেছেন—ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস তো কংগ্রেসের ইতিহাস। আমি মাননীয় সদস্যকে বলতে চাই, স্বাধীনতার আন্দোলন কংগ্রেস ছাড়া আরকে করেছিল তা ইতিহাস জানে না। অন্যরা তো ভারতের স্বাধীনতাকে অস্বীকারই করেছিল বলে ইতিহাস জানে। সে তো ইতিহাস হতে পারে না। এটা হতে পারে, ভারতের স্বাধীনতা সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে বিকিয়ে দেওয়ার ইতিহাস। আমি হাউসের কাছে অনুরোধ রাখব, পাঠ্য পুস্তক থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই নির্বাচনের মাধ্যমে হলে ভাল হয়। শিক্ষক প্রতিনিধি এবং অন্যান্য প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে করার জনা ট্রেজারী বেঞ্চের কাছে কামনা করে এবং যিনি এই বিল উত্থাপন করেছেন তার কাছে অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য।

শ্রী অশোক কুমার ভট্টাচার্য্য :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে যে 'দি ত্রিপুরা বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশান (থার্ড অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৮৫ (ত্রিপুরা বিল নং ১২ অব ১৯৮৫) বিল এসেছে তাতে যেখানে বলা হয়েছে ৩ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচিত না হয়ে নমিনেটড হবেন সে অংশের বিরোধীতা করছি আমি। কারণ হিসাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন

এবং ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, এটা একটা বিরাট ব্যাপার অর্থের এবং পরিশ্রমের ইত্যাদি ইত্যাদি পাহাড় প্রমাণ। আমাদের গণতন্ত্রের যে প্রসেস সেটাও একটা বিরাট ব্যাপার। নির্বাচন হতে হয়, পঞ্চায়েত থেকে অ্যাসেম্বলী এবং অ্যাসেম্বলী থেকে পার্লামেন্ট পর্য্যন্ত। এবং সবই একই প্রসেসে চলে। এখানে যে সব নমিটেড এবং অ্যাকস-অফিসিও রাখা হয়েছে, মিঃ স্পীকার স্যার, এরা কারা? এই সব কর্মচারী কারা নিয়োগ হবেন? নিয়োগ করবেন সরকারী কর্তৃপক্ষ। সবটাই সরকারী ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে হচ্ছে। তাতে গণতন্ত্রের যে কি অবস্থা হবে সেটা বুঝতে কোন অসুবিধাই হয় না।

কলকাতা সিনেটে যে নির্বাচন হয়, সেখানেও ত্রিপুরার কলেজের যে সমস্ত অধ্যাপকরা আছেন তাঁরা ভোট দেন। কিন্তু সেখানেতো সিনেট এতটা এমেণ্ডমেন্ট এনে বলতে পারতেন যে আগরতলার জন্য একজন প্রতিনিধি চুজ করে নাও। আসল কথা হচ্ছে সি পি এম সরকার গণতান্ত্রিক সরকার নয়, তাঁরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, তাঁদের অভিধানে গণতন্ত্র বলে কোন শব্দ নেই। কিন্তু তাঁদের উপর যখন দায়িত্ব আসে তখন তাঁরা গণতন্ত্রের নামে একনায়কতন্ত্র চালায়। এই একনায়কতন্ত্রের একটা নিদর্শন হচ্ছে এই এমেণ্ডমেন্টটি। স্যার দুঃখের বিষয় হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে গণতন্ত্রের নামে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষন করেন যে গণতন্ত্র গোল্লায় গেল। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি আমার চেয়ারটাতে থাকতেন, তিনি ছিলেন একদিন, তিনি এই বিলটাকে সমর্থন করতে পারতেন? করতেন না। কিন্তু যেহেতু আপনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাই ক্ষমতাকে আরও কুক্ষিগত করার জন্য এই বিলটা এখানে এনেছেন। মূল এ্যাকটাকে বাদ দিয়ে সম্পূর্ণ একটা অগণতান্ত্রিক একটা বিল এখানে এনেছেন। এই বিল এনে চেয়ারম্যানের আয়ু দু বছর থেকে পাঁচ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হলো। আগেও পাঁচ বছর ছিল, আপনারাই এমেণ্ডমেন্ট এনে মেয়াদ কমিয়ে দু বছরে এনেছেন, এখন আবার এমেণ্ডমেন্ট এনে ৫ বছর বাড়াতে চাইছেন। কারণ, আপনারা ভেবেছেন যে পাঁচ বছর থাকলে শিক্ষাকে আরও কুক্ষিগত করা যাবে। তাই আপনারা রাজনৈতিক এ্যাকটিভিটিসগুলি পরিচালনা করার জন্য, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার জন্য এই এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন। আগামী ইলেকশনতো আপনারা আর আসছেন না। তাই সমস্ত অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে আইনে পরিণত করার জন্য আপনারা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন না। সেই প্রচেষ্টা ছাড়ার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। স্যার, কারোও উপর আমি ব্যক্তিগত ভাবে এ্যাকপারশান চাই না, তবুও একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা আমি এখানে বলতে বাধ্য হচ্ছি-মাননীয় সদস্য মতিলাল সরকার মহোদয় এখানে বলেছেন যে ১৯৭৭ সালের আগে শিক্ষা ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ছিল, ১৯৭৭ সালের পর আর সেটা নেই। মতিলালবাবুকে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, ৬ ব্যাটালিয়ন পুলিশ নিয়ে আপনি নৈরাজ্য সৃষ্টি করছেন কেন ঈশানচন্দ্রনগরে। স্যার, এই প্রসঙ্গ আমি আনতাম না। কিন্তু উনি আমার দলকে ছোট করে ইনভাইট করেছেন একটা ইনটেন্স হওয়ার জন্য। উনি শিক্ষা প্রসার করার জন্য ৬ ব্যাটেলিয়ন পুলিশ নিয়ে

যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছেন শিক্ষা ক্ষেত্রে সেটা দেখবার মত। এর চেয়ে নৈরাজ্য আর কিছু হয়? উনি নিজেই উনার নিজের এপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন যে আই ডু হিয়ার বাই এপয়েন্ট শ্রীমতিলাল সরকার। সিগনেচারও করেছেন নিজেই শ্রীমতিলাল সরকার। চমৎকার। শিক্ষাক্ষেত্রে পুরাপুরি নৈরাজ্য সৃষ্টি করলেন মতিলাল বাবু নিজেই। আর মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর বাবুর কথা বলতে গিয়ে আমি দুঃখিত ও ব্যাথিত। উনাকে উনার ইতিহাস কি জানবার জন্য অনুরোধ বোধ করছি। ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়। আপনাদের ইতিহাস হচ্ছে মুসলীম লীগের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ভারত বিভাগের জন্য কলকাতায় লড়বে লেঙ্গে পাকিস্তান শ্লোগান দিয়েছিলেন ১৯৪৪ সালে। আপনাদের ইতিহাস হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজনৈতিক বেইমানি। কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস হচ্ছে ঘৃনিত। ইতিহাস মুছে দেওয়ার জন্য চেস্টা করলে ইতিহাস মুছে না। স্যার, বামফ্রন্ট সরকার প্রথমে পাঁচ বছর, তারপর দু বছর, তারপর আবার পাঁচবছর করার জন্য এমেণ্ডমেন্ট এনেছেন, এই সিদ্ধান্তহীনতার আমি নিন্দা করছি। আমি আশা করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগে যে দু বছর ছিল যে দু বছরেই এগ্রি করবেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নির্বাচন হলে শিক্ষকরা নির্বাচিত হবেন, শিক্ষকদের উপর সেন্স অব পার্টিসিপেশনে আসবে যে আমি এডুকেশান বোর্ডে প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছি এবং আমার একটা বক্তব্য আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে অনেক গণতন্ত্রের দোহাই দিয়েছেন, সেই গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দুটো বিষয় রিকনসিডার করার জন অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি এই বিতর্কের জন্য প্রস্তুত ছিলাম এবং কোন এমেণ্ডমেন্ট ছাড়াই যে ভাবে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে এবং আরও মজার সঙ্গে শুনছিলাম আমাদের বিরোধী দলের নেতা এবং উপনেতার বক্তব্য। মনোনয়ন যে কি, ৪১ জন কমিটির মধ্যে মাত্র ২ জনের মনোনয়নের ফল যদি ত্রিপুরায় আসে এই বেদনা আমি এখান থেকে বিমোভ করতে পারব না। একটা মাত্র পার্টি আছে যেখানে নির্বাচন বলে কোন পদার্থ নেই। আসে মুখ্যমন্ত্রীই হোন আর রাজ্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টই হোন। উনি মনোনয়নের বেদনাটা বুঝতে পেরেছেন বলে আমি খুশী হয়েছি। আজকে একেবারে গ্রামস্তর থেকে রাজ্য স্তর এবং রাজ্য স্তর থেকে সারা ভারতবর্ষে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির যে নির্বাচন হচ্ছে তা আমাদের রক্তের মধ্যে জড়িত। তাই গণতন্ত্রের অভাব যেখানে ঘটে সেখানে আমরা সবচেয়ে বেশী লজ্জিত। মাননীয় সদস্যদের আমি জিজ্ঞেস করছি যে বোর্ড আমরা গঠন করেছি তার মধ্যে যদি ৩ জন নির্বাচিত হয় তাহলে মেজরিটি নির্বাচিত হয় কি? তাতো হয় না, মেজরিটি মনোনীত এবং তারা অফিসার্স।

অফিসার হলেও তারা পণ্ডিতব্যক্তি, শিক্ষাবিদ এবং একজন এম. এল. এলও যদি নির্বাচিত হয় তাহলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষকদের বক্তব্য সেখানে থাকবে। মাননীয় সদস্য সুধীর বাবু যে বিধানসভার সঙ্গে তুলনা করলেন বিড়াল আর বাঘ এক রকম দেখতে হলেও শক্তিতে পার্থক্য আছে। বোর্ডটা হচ্ছে বিড়াল, এটাকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করলে বোধ হয় ঠিক হবে না। মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে এটা আবোল-তাবোল হয়ে গেল নাকি? একদিকে সি, পি, আই (এম) দলের বিরুদ্ধে দলের অভিযোগ হলো যে দেশটা কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে সমস্ত সি, পি, আই (এমের) হাতে। আর আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আজকে যারা প্রস্তাব করছেন তারা সি, পি. আই (এম) নয়। তারা অফিসার অবশ্য সি, পি, আই (এম) দলের মনোনীত নয়, নিয়োগ প্রাপ্ত নয় বা নির্বাচিত নন্ কাজেই এখানে একদিকে বলা হচ্ছে যে এটা কুক্ষিগত হয়েছে সি, পি, আই (এম)-দের আর একদিনে আমি বলছি সি, পি, আই (এমের) লোক সেখানে খুব নগণ্য সংখ্যায় রয়েছে। এমন কি মিঃ স্পীকার আপনি যাদের মনোনয়ন করেছেন তাদের মধ্যে সি, পি. আই (এমের) বাইরে লোক রয়েছে। কাজেই দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি যে কোথায় একমাত্র জণ্ডিস্ যারা তাদের ছাড়া, যারা চোখে কিছুটা দেখেন তাদের এটা না বুঝবার কথা নয়। আর একজন ভদ্রলোক মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন বাবু তিনি শিক্ষার চেলেঞ্জ দেখাচ্ছেন? মাননীয় মজুমদার সাহেবকে বলি যে যদিও চেলেঞ্জ একটু পড়ে দেখুন? আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেটা চেলেঞ্জ করেছেন তখন আর স্কুলের দরকার হবে না। টেলিভিশন থেকে আর, ভি, ডি ও দেখে আমাদের লেখাপড়া শিখবে, এই হলো চেলেঞ্জ।। নুতন শিক্ষা নীতি স্কুলের শিক্ষক, একটা চেয়ার, একটা টেবিল. বেঞ্চ কিছুই দরকার হবে না। আমার বাসার একটা বাচ্চা ছেলে আছে, তাকে যখন বললাম, কি-রে টেলিভিশনে যখন অংক শিখাবে তুই শিখতে পারবি না? তখন সে বলল, আমি তো মনে রাখতে পারবো না। সেই বাচ্চাকে আমি আজকে থেকে ভয় দেখাচ্ছি, যে শিক্ষা নীতি আসছে এটা তোমার জন্য নয়। চেলেঞ্চ তৈরী করার জন্য। সমগ্র দেশের মানুষের শিক্ষা নয়। সবার জন্য শিক্ষা যদি হয় তাহলে সবার জন্য কাজ দিতে হবে। সংবিধানের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা, সভার জন্য কাজ। আজকে ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে সমস্ত জায়গায় ছাত্র-যুবক, গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ যখন নাকি আওয়াজ তুলছে তখন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে না, এটা অল্প লোকের জন্য। যারা মেধাবী, তাদের জন্য। আমার শিক্ষা দিতে হবে। এটা আলোচনা করতে হবে গ্রামে-গঞ্জে। আমি দেখেছি যে সারা পশ্চিম বাংলায় ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে এই শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি মাননীয় বিরোধী দলের নেতা তিনি অবান্তরভাবে একটা স্কুলের মাননীয় বিধায়ককে কি করে প্রধান শিক্ষক করা হলো এটা

এখানে উপস্থিত করেছেন। আমি যদি উপস্থিত করি বিশালগড়ের চেহারাটা? আজকে হয়তো সেখানে শিক্ষককে গুণ্ডা দিয়ে পিটানো হয়, শিক্ষক বলতে পারেন না। কেউ অস্বীকার করতে পারবেন? এখনও হচ্ছে। যেখানে প্রধান শিক্ষকের বাড়ীতে আগুন লাগানো হয়। মিঃ স্পীকার স্যার, একজন বলেছেন যে শিক্ষক মেরুদণ্ড। সেই মেরুদণ্ড তাঁর চোখে এ্যাসিড বাল্ব ফেলতে হবে, কারণ তিনি নকল ধরেন। সেই এলাকায় কোন প্রধান শিক্ষক যেতে চান না। তাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছে? সি. পি. আই. (এম) ট্রেনিং দিচ্ছে? বিশালগড়ে কি সি. পি. আই. (এম) আছে? মিঃ স্পীকার স্যার. এই সব কথা বলে তো কোন লাভ নেই। আমি ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশ্যানের একটা মিটিং'এর কথা বলতে পারি, আমি বিস্তৃত বিবরণ বলতে চাচ্ছি না। সেই ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশনের মিটিং-এ একজন নাম করা শিক্ষাবিদ, আমি নামটা বলতে চাচ্ছি না। কি ইতিহাস এখন লেখা হচ্ছে জানেন? ঔরঙ্গজীব একজন ভাল এড্‌মিনিস্ট্রেটার ছিলেন কিন্তু তিনি মুসলমান ছিলেন? হিন্দুর ইতিহাস লেখা হচ্ছে? রামের জন্য ভূমি কোথায় খুঁজে বের কর. নাসেরের জন্মভূমি সেখানে সমস্ত দেখলাম মসজিদ উঠেছে, এই ইতিহাস ছেলেদের পড়াতে হবে। যে দেশে সমস্ত জায়গায় টেলিভিশনে, সমস্ত জায়গায় ভারতবর্ষে কত তাড়াতাড়ি হিন্দু করা যাবে সে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এবং সেই গঙ্গার জল ফরাসীতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কত পবিত্র জিনিস। মুসলমানরা গঙ্গাজল যদি না নেয় তাহলে বলবে তোমরা এ দেশে থাকতে পারবে না, এই ইতিহাস তৈরী করা হচ্ছে। সম্ভবত: এখানেও এসেছিল ১০ টাকা, ১৫ টাকা, ছোট্ট একটা প্লাষ্টিকের সেই ছোট্ট টুকরা ১০ টাকা, ১৫ টাকা, যদি কেউ অস্বীকার করে যে আমি গঙ্গাজল বিক্রি করবো না তাহলে বলবে তুমি বিদেশী, তুমি ভারতবর্ষের নাগরিক নও, কারণ তুমি গঙ্গাজলকে ভারতবর্ষের পবিত্র জিনিষ মনে কর নি। খ্রীষ্টানরা কেন মনে করবে? মুসলমানরা কেন মনে করবে, বুদ্ধিষ্টরা কেন মনে করবে? আজকে তো তাদের ভারতবর্ষের মধ্যে কোন স্থান হবে না। আজকে যেভাবে কংগ্রেস (আই) এই সমস্ত প্রচারের মধ্যে যেমন রেডিও, টেলিভিশন সমস্তকে ব্যবহার করছেন, কংগ্রেসের মন্ত্রীরা যেভাবে মন্দিরে মন্দিরে ঢুকছেন সেই সমস্ত জায়গায় যাচ্ছেন।

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য-পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, ওটা বিলের কথা নয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার আপনি বিধানসভার হেড তাই আপনাকে বলছি আপনি একবার আমাকে একসপানস্‌ড্ করেছিলেন। আমি একটা কথা বলেছিলাম মাননীয় সদস্যরা যে কথাগুলি অপ্রাসঙ্গিক বলছিলেন এবং আমি বলেছিলাম যে আমি দুঃখিত কারও উপর একস্‌পানশ্যান দিতে। মাননীয় মন্ত্রী এই বিধানসভায় সি, পি, এমের গণসভায় মনে হয় বক্তৃতা করছেন। তাই আমি বলছি তিনি যেন মাঠে গিয়ে বক্তৃতা করেন। ইতিহাসের কথা বলবেন না, বিলের কথা বলুন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—ইতিহাসের এখানে দাড়ি কাটাই একটা ছোট সেনটেন্স দিয়ে যোগ করবো। এই সাম্প্রদায়িকতা ওরা করছে, ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ড করে বৃটিশের সঙ্গে আপোষ করে আজকে পর্য্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে বুঝতে হবে যে সমস্ত প্রশ্ন আনা হয়েছে কেন ৫ বছর করি, আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ তো আমরা এটাকে করছি। কাজেই এই ব্যাপারে আপত্তি টিঁকে না। তাই আমি যে বিলটা এখানে এনেছি এর সমর্থক আমি হাউসের কাছে দাবী করছি।

মিঃ স্পীকার : – এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—" The Tripura

(প্রস্তাবটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার : আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৫ নং পর্যান্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার : এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো : " বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক "।

বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে গৃহীত হয়।

মিঃ স্পীকার : সভায় পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো : The Tripura Board of Secondary Education (Third Amendment) Bill 1985 (Tripura Bill, No. 12 of 1985)" পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, I deg to move before the House the Tripura Board of Secoudary Education (Third amendment) Bill, 1985 (Tripura bill No. 12 of 1985)" be passed.

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো " The Tripura Board of Secondary Education (Thiid amendment) Bill, 1985 (Tripura bill No. 12 of 1985)" পাশ করা হউক।"

আলোচ্য বিলটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো।

Short discussion on Matter of urgent public Importance.

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— সর্ট ডিসকাশান অন মেটারস্ অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স"।

আজকের কার্যসূচীতে দুটি সর্ট ডিস্‌কাশান আছে। নোটিশ দুটির প্রথমটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য সর্বশ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার এবং মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায় মহোদয় মিলিতভাবে।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "ধানক্ষেতে ইচিপোকার ব্যাপক আক্রমণে কৃষকদের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে। উনার আলোচনা শেষ হওয়ার পর পর্যায়ক্রমে আলোচনা করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার এবং মাননীয় সদস্য শ্রী রসিক লাল রায়।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইচি পোকার আক্রমণে ব্যাপকভাবে শুরু হওয়াতে কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমরা দেখেছি বিশ্রামগঞ্জে আউস ফসলের সময় থেকে শুরু হয়েছে, খোয়াই তেলিয়ামুড়াতে আমন ফসলের সময় শুরু হয়েছে। সদর, জীরানীয়া এবং বিশালগড়ে আমরা যখন দেখি আউস ফসলের সময়েতে ইচি পোকার আক্রমণ শুরু হয়েছিল। খোয়াই তেলিয়ামুড়াতে আমরা দেখলাম। কৃষি দপ্তর থেকে ওষধ দেওয়া হয়েছে। তাতে পোকার আক্রমণ শেষ হলনা। পোকার আক্রমণের দিকে লক্ষ্য রেখে বি ডি সির সংগে আলাপ আলোচনা করে যতটা পঞ্চায়েত আছে পঞ্চায়েতগুলি থেকে টিম তৈরী করে প্রত্যেক পঞ্চায়েতকে আমরা সেখানে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পেরেছি। আমন ফসলের সময়েতে যে পোকার আক্রমণ শুরু হয়েছিল তখনও ঠিক সেইভাবে টিম তৈরী করা হয়েছে এবং টিম তৈরী করে ওষধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার ফলে আমরা তাড়াতাড়ি করতে পেরেছি। সদরে দেখা গেল জিরানীয়া, বিশালগড়ে আক্রমণ সাংঘাতিকভাবে চলছে। এই সময়ে কৃষি দপ্তরের মিটিং ডাকা হল। মিটিং এ আলাপ হয় কোথায় কোথায় ওষধপত্র দেওয়া হয়েছে এবং কোথায় ওষধপত্র দেওয়ার প্রয়োজন হবে। আলোচনা করে ঠিক হল যে যে পঞ্চায়েতে স্প্রে মেশিনগুলি নষ্ট হয়েছে সেগুলিকে অতি সত্বর এক করা সরকার পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য জমিগুলিতে ওষধ স্প্রে করার জন্য। মেশিন ঠিক করতে হয়ত দেরী হতে পারে তার জন্য, আমরা ঠিক করলাম দেশী বিদেশী প্রথায় পোকার আক্রমণ থেকে

জমিগুলিকে রক্ষা করতে হবে। আমরা এস টি কমিটি থেকে গেলাম সেই জমিগুলি পরিদর্শন করার জন্য। আমরা দেখেছি জিরানীয়ায় দেশী বিদেশী প্রথায় বিভিন্নভাবে কেম্পে মেশিন দিয়ে পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা গেল। উদয়পুরে গিয়ে দেখি বগাবাসা বারভাইয়া, বাগমা, দরিয়া বাগমা তাতে আক্রমণ শুরু হয়েছে সাংঘাতিকভাবে। সেখানে মিটিং শুরু হওয়ার পর ওষধ দেওয়া শুরু হয়েছে। উদয়পুর মাতাবাড়ী ব্লকে, বিশেষ করে ওষধ দেওয়া শুরু করার কিছু কমেছে। সেখানে ডি ডি টি স্প্রে করা হয়েছে। তারজন্য আমি সেখানে বলে এসেছি যে কোন গরু বাছুর যাতে এই গাছ গুলিকে মুখ না দেয়। কারণ ডি ডি টির অ্যাকশান কিছু দিন পর্যান্ত থাকে। সেই অ্যাকশান থাকা পর্যান্ত গরু বাছুর যদি এই গাছগুলিতে মুখ দেয় তাহলে মারা যাবে, তাই আমি সাবধান করে দিয়ে এসেছি। কোথাও দেখা গেছে জল একেবারে শুকিয়ে গেছে, মাঠে জলের অভাব। যেখানে যেখানে ডিপ টিউব-ওয়েল আছে সেখানে যাতে ডিপ-টিউব-ওয়েলগুলি চালু করে মাঠে জলের ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য বলে এসেছি। দড়িয়া বাগমাতে মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছে সেই বাঁধটির ১টা সাইড ভেংগে গেছে, সেটা যাতে ঠিক করা হয় তার জন্য বলা হয়েছে।

এই বাঁধটা দিলে পরে সেখানে জলের কিছুটা ব্যবস্থা করা হবে। মাইনর ইরিগেশানের মাধ্যমে সেখানে জলসেচের কোন ব্যবস্থা নাই। জলসেচের ব্যবস্থা করলে পরে সেখানে মাঠে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে তাতে আরও ভাল ফসল হবে। মেলাঘরে কৃষক, যুবক-ছাত্র সবাই মিলে সবাই দেশী বিদেশী প্রথায় ঔষধ দিতে শুরু করেছে। সেখানে সবাইর মধ্যে একটা উদ্যোগ দেখা গেছে। সেখানে বি, এস, সি, পাউডার দিয়েছে, ডি, ডি, টি, স্প্রে করেছে।

আমরা দেখলাম কোন কোন জায়গায় ভি. এল. ডাবলিও, নাই এবং না থাকার ফলে কোন জায়গায় স্প্রে মোটেই হয় নাই। যাই হউক কৃষকদের তরফ থেকে, ছাত্র-যুবকদের তরফ থেকে ঔষধ দেওয়ার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার ফলে ইচি-পোকার আক্রমণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। আমরা দেখছি অনেক জায়গায় জলসেচের ব্যবস্থা আছে কিন্তু পঞ্চায়েতের হাতে টাকা না থাকার ফলে বাঁধ দেওয়া যায়নি বলে সার ও জল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমরা মেলাঘরে দেখলাম বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিন্তু বাঁধ নাই। তারপরে আমারা দেখলাম টাকারজলাতে কোন কোন জায়গায় স্প্রে হয়েছে অবার কোন কোন জায়গায় একেবারে হয় নাই। সেখানেও বাঁধ দেওয়া অনেক জায়গায় স্থবিধা আছে, কিন্তু বাঁধ দেওয়া হয় নাই। এই জলের ব্যবস্থার ব্যাপারে এম. আই. এফ. সি'র কোন উদ্যোগ দেখলাম না। অনেক জায়গায় স্প্রে মেশিনের অভাব আছে এবং অনেক জায়গায় দেখলাম মেশিন নষ্ট হয়ে আছে, রিপেয়ার দরকার। আমরা সেখানকার জনসাধারণের কাছে সার্বিক সহযোগিতার আবেদন রেখে এসেছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার।

শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি প্রথম দিন এই বিষয়টি আপনার গোচরে এনেছিলাম। মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাবাবু যেটা বললেন সেটা আমি শুনেছি। কিন্তু ওনার বক্তব্যে বুঝলামনা যে পোকা দমন হয়েছি কিনা, তিনি সেটা এড়িয়ে গেছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাণী, উদয়পুর, অমরপুর, চন্দ্রপুর এবং বিলোনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল যেভাবে এট্যাক হয়েছে তাতে একটা মহামারির রূপ ধারণ করেছে। উত্তর ত্রিপুরার সম্পর্কে আমি বিশেষ কিছু জানিনা, তবে আমার দক্ষিণ ত্রিপুরার মাঠগুলির দিকে তাকালে মনে হয় যেন সমস্ত মাঠ সাদা হয়ে গেছে। সেদিন আমি একটি ধান গাছের থেকে পোকা এনেছিলাম প্রায় ২০০ র মত পোকা ছিল। এই এই পোকা মারার জন্য যে ঔষধ দেওয়া হয়েছে তা যথা সময়ে দেওয়া হয়নি। আমি নিজে দেখেছি যে ডি. এল. ডাবলিও, অফিসে এবং ব্লকে কোন ঔষধ ছিল না। আমি নিজে বিলোনীয়াতে ঔষধের জন্য গিয়েছিলাম কিন্তু পাই নাই। এভাবে গরিব মানুষের ফসল নস্ট হল অথচ আগে থেকে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। আবার যেসব ঔষধ ছিল তার লেভেলে দেখেছি সেগুলি ব্যাক ডেটেড এবং ঐসব ঔষধে কোন কাজ হয় নাই। ঐ ঔষধে গাছ থেকে সাময়িকভাবে পোকা চলে গেলেও পরে ব্যাপকভাবে আক্রমণ হয়েছে। আমরা জানতাম যে যে সকল জমিতে আক্রমণ হয় তার আশাপাশ জমিগুলিতেও আক্রমণ হয়। তাই আশপাশ জমিগুলিতেও যেন ঔষধ দেওয়া হয় যাতে ভাল জমিগুলি আক্রান্ত না হয়। ত্রিপুরায় কত শত হেক্টার জমি আক্রান্ত হয়েছে তার কোন সঠিক হিসাব দেওয়া হয় নাই। ত্রিপুরার এসব গরীব জনসাধারণের কথা বলার মত কোন লোক নাই তাই ঐসব গরীব কৃষকরা আজ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। আমরা দেখেছি বাংলাদেশ সরকার হেলিকপ্টার দিয়ে স্প্রে করেছে। সীমান্ত দিয়ে চলতে গেলে দেখা যায় যে ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা গায়ে এসে বসে। পোকার যে কি ব্যাপক আক্রমণ সে সমস্ত জমিগুলিতে গেলে দেখা যায়। আমি মনে করি কৃষি দপ্তরে এজন্য এক্সপার্ট রাখা দরকার। আমরা দেখলাম সরকার এই আক্রমণকে রোধ করতে একেবারে, ব্যর্থ হয়েছেন।

মি: চেয়ারম্যান স্যার, (বিদ্যা দেববর্মা চেয়ারে), আজকে যে সকল ঔষধ যেমন ডিমি-ক্রণ ডি, ডি, টি, ইত্যাদি দেওয়া হচ্ছে সেগুলি এত বিষাক্ত যে, যে সকল জমিতে দেওয়া হচ্ছে সে সকল জমির আশে পাশে যে ঘাস রয়েছে সে ঘাসও বিষাক্ত হয়ে যাচ্ছে। ফলে অনেক গবাদি পশু আক্রান্ত হয়ে নানারকমের অসুখে পড়ে মারা যাচ্ছে। এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইচি পোকায় যে ধান খেয়েছে তাতে কৃষকের তো সর্বনাশ হয়েছে এখন ইচি পোকা মারতে যে ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে তার দ্বারা গবাদি পশুর মধ্যে মড়ক দেখা দেবে। গবাদি পশু কৃষকের একটি অতি প্রয়োজনীয় চাষের হাতিয়ার এবং প্রধান

সম্পদ। এভাবে যদি কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে এদের বাঁচাবার আর কোন অবস্থা থাকবে না। সুতরাং কৃষকদের বাঁচাবার জন্য সরকার যেন অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—

শ্রী রসিকলাল রায় :— মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আজকে আমরা একটি অতি জরুরী বিষয় ইচি পোকার আক্রমণ কৃষকদের যে সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আলোচনা করছি। গত আগষ্ট মাস থেকে এই ইচি পোকার আক্রমণ শুরু হয়েছে। আজকে সেপ্টেম্বর মাস শেষ হয়েছে। এই পোকার আক্রমণে আমাদের কৃষকদের যে সর্বনাশ হতে চলছে তার মোকাবিলা করতে বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন বলে আজকে আমরা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি।

এটা অবশ্য বলা যায় যে, কৃষকদের সর্বনাশ করবার জন্যে বামফ্রন্ট সরকার ইচি পোকাকে ডেকে আনেননি বা কোন জ্ঞানী লোক সে কথা বলবেন না। কিন্তু এই ইচি পোকাকে ধ্বংস করবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। মিঃ চেয়ারম্যান স্যার, আমি সোনামুড়া বিভাগের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি কিন্তু কোথাও সরকারী তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা নিতে দেখিনি। আমি যখন সেখানে বিভিন্ন গ্রামে গেলাম সেখানে কৃষকরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। তারা বলছেন, আমাদের বাঁচান। আগামী দিন আমাদের চলবে কি করে? আমাদের অনাহার থাকতে হবে। তারা জানালেন যে, কৃষি বিভাগ থেকে কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। পরে আমরা যখন কৃষি সুপারিনটেন্ডেন্ট-এর নিকট তার অফিসে গিয়ে দেখা করি তিনি আমাদের বললেন যে তারা ইচি পোকা মারার জন্য ঔষধ দিচ্ছেন। তিনি বললেন যে ইচি পোকা ধ্বংস করবার জন্যে ৯ টন ডি, ডি, টি ঔষধ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সে ঔষধ গেল কোথায়? মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি শোনলে অবাক হবেন যে, এই সোনামুড়ায় যে পরিমাণ জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে পরিমাণে ডি, ডি, টি দিতে মাত্র ৫ টনের বেশী লাগার কথা নয়। সে স্থলে ৯ টন ডি, ডি, টি নাকি সরবরাহ করা হয়েছে। তাহলে এত ঔষধ গেল কোথায়? মিঃ স্পীকার স্যার. যেসব ঔষধ চোরাই পথে অধিক দামে বাংলা দেশে পাচার হচ্ছে। এবং এই চোরাই চালানে বামফ্রন্টের কিছু এম এল এ-রাও জড়িত রয়েছেন এটা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি। আমারই কনষ্টিটিউয়েন্সীর জন্য আমি যখন কৃষি বিভাগের সুপারিনটেণ্ডেন্ট-এর সঙ্গে ঔষধ স্প্রে করা সম্পর্কে আলোচনা করছি তখন রুলিং পার্টির একজন বিধায়ক সেখানে গিয়ে উক্ত সুপারিনটেণ্ডেন্টকে ঔষধ আনুষ্ঠানিকভাবে দেবার জন্য একটি দিন ঠিক করতে বললেন। তারপর ২৮শে আগষ্ট উক্ত এম, এল, এ-কে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় আড়াই হাজার টাকা খরচ করে ঔষধ স্প্রে করা হয়। যেখানে

কৃষকদের সর্বনাশ হতে চলেছে সেখানে আড়াই হাজার টাকা খরচ করে ঔষধ দেবার নাম করে তারা নিজেদের নাম কিনতে চাইছেন।

সুতরাং এইভাবে ভাওতা দিয়ে আর চালানো যাবে না। আজকে এই ইচি পোকার আক্রমণে কৃষকদের ফসলের প্রায় ৬০ ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে, বাকি যে ৪০ ভাগ রয়েছে তাকে যাতে রক্ষা করা যায় তার জন্যও বামফ্রন্ট সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। তাই আজকে আমাদের এই জরুরী আলোচনাতে বসতে হচ্ছে।

কৃষকদের ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। একস্‌পায়ারী ডেটের পরের ঔষধ বিতরণ করা হচ্ছে। এইভাবে কৃষকদের ঠকানো হচ্ছে। আজকে আমি অনুরোধ করছি এই ধরণের ফাঁকি ফক্করী কাজ না করে আমাদের পরামর্শ গ্রহণ করুন এবং কৃষকদের বাঁচান। এবং শতকরা ৪০ ভাগ যে জমি এখনও রয়ে গেছে সেটা বাঁচাবার চেষ্টা করুন। এই অনুরোধ রেখেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী নকুল দাস—মিঃ চেয়ারম্যান, স্যার, এই যে রাজ্যে ইচি পোকার আক্রমণ, এটা ত্রিপুরা রাজ্যে সম্ভবত প্রথম। এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এবং এইরকম আক্রমণ ত্রিপুরা রাজ্যে কখনও কেউ দেখেছে এটা আমরা শুনি নি। আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিকল্পনা কমিশন করেছেন সেই কমিশন কোন রাজ্যে প্ল্যান্ট প্রটেকশানের জন্য কোন রাজ্যে কত ঔষধপত্র রাখা হবে তার একটা নির্দেশ দিয়ে রাখেন এবং সাধারণত ১০ পার-সেন্ট ধরে অর্থ মঞ্জুর করা হয়। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ৪১ হাজার হেক্টর জমি আক্রান্ত হয়েছে যা সমগ্র আক্রমণ ফসলের শতকরা ৩০ ভাগ। স্বাভাবিকভাবে এই ব্যাপক আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে একে মোকাবিলা করার জন্য প্রথমদিকে সরকারের কিছুটা অসুবিধা হওয়ার কথা। কিন্তু আজকে শুধু ইচি পোকার আক্রমণ নয়, খরা, বন্যা যখনি এই ধরণের প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসে—এটাকে আমি প্রাকৃতিক দুর্যোগই বলব, বিশেষ করে জলবায়ু যেভাবে ওঠা নামা করছে, এই সমস্ত কারণেই ইচি পোকার ব্যাপক-ভাবে আক্রমণ শুরু হয়েছে। তার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকারের যারা কর্মচারী বন্ধুগণ আছেন; তারা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, আমি রাজনগর বি ডি সি-এর সাথে আলোচনা করেছি তাতে গাঁওসভার প্রধানেরা তাদের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন যে কর্মচারীরা প্রায় ২০ ঘন্টা কাজ করেছেন, দিন রাত খেটেছেন। এমন কি আমাদের যে ম্যালেরিয়া নির্মূলের প্রোগ্রামের কর্মচারীরা আছেন তাদেরও যন্ত্রপাতি নিয়ে তারা নেমে পড়েছেন। এই জন্য আমরা বি ডি সিকে অভিনন্দন জানিয়েছি এবং আজকে হাউস থেকেও কর্মচারী বন্ধুদের যারা কৃষকের ফসল রক্ষা করেছেন আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই সমস্ত শর্ট-কামিংস থাকা সত্বেও বামফ্রন্ট সরকার প্রিভেনটিভ মেজার যেভাবে নিয়ে-ছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে প্রতিটি জমিতে স্প্রে করা হয়েছে। তারপর

বিনামূল্যে সারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পরেও আমরা দেখেছি প্রথম বারের যে পোকার আক্রমণ হয়েছিল সেটা চলে গিয়েছে। কিন্তু তারা যে ডিম পেড়েছিল সেটা থেকে কিছু কিছু আক্রমণ হচ্ছে। কাজেই সামগ্রিকভাবে কিছু কিছু ক্ষতি হয়েছে এটা ঠিক। কিন্তু যেখানে ৭০ পারসেন্ট অর্থ মঞ্জুরী থাকে সেখানে ৩০ পারসেন্ট আমাদের আক্রমণ হয়েছে। তারপর আমাদের স্প্রে মেশিন যথেষ্ট নয়। ডি, এল, ডবলিউ-দের কাছ থেকেও কিছু মেশিন আমরা পেয়েছি। তারপর কৃষকেরা যাতে কিনতে পারেন সেজন্য তাদের সাবসিডি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে ব্যাংকগুলি আমাদের সঠিক-ভাবে সহযোগিতা করে নি। কাজেই আগামীদিনে এই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা দেখছি যে স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও দুফোঁটা বৃষ্টি হলেই বন্যা হয়ে যায়। ছয়টা পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেলেও আজও কিছুই করা যাচ্ছে না। যে ভারতবর্ষে ৫,৮০,০০০ গ্রাম এবং যেখানে ৬০ কোটি লোক বাস করে সেই ৩০ শতাংশ গ্রামের মধ্যেই জলের ব্যবস্থা করা যায় নি এবং ৭ম পরিকল্পনায় যে টাকা দেওয়া হয়েছে তাতে বাকী ১০ শতাংশ শেষ করা যাবে না। তা হলে কতদিনের মধ্যে শেষ করা যাবে? কাজেই বিরোধী দলের সদস্যরা যাদের মাটির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই তাদের এই সমস্ত কথা শুধু শূণ্যগর্ভে আসফালন ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই আজকে কৃষকের ভাগ্যে যদি বিপর্যয় হয়ে থাকে তা হলে সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার দায়ী নয়। বামফ্রন্ট সরকার সাহায্য যথেষ্ট করেছে। আজকে যদি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয় তা হলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সেজন্য দাঁড়াতে হবে। এই বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা—মিঃ স্পীকার, স্যার, এই হাউসের মধ্যে আজকে ইচি পোকা নিয়ে আলোচনা আমি অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে মনে করি। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় আমি ঘুরে দেখেছি যে ইচি পোকায় আক্রমণের জন্য যে আলোচনা আনা হয়েছে, আমি দেখেছি যে শুধু ইচি পোকার আক্রমণ নয়, শুটি পোকাও আছে। এই দুই পোকার আক্রমণে কৃষকদের আজকে সাংঘাতিক বিপজ্জনক অবস্থা।

শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা—গত ২৯/৯/৮৫ ইং তারিখে ইচি পোকার আক্রমণ সম্পর্কে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে যে লিখিত প্রশ্নোত্তর দিয়েছেন, তা থেকে আমরা জানতে পাচ্ছি যে বিশালগড়ে ব্লকে ৫১১৬ হেক্টর, মোহনপুর ব্লকে ২০৫৮ হেক্টর, জিরানিয়া ব্লকে ৩৩৯৫ হেক্টর, খোয়াই ব্লকে ৬৭৫ হেক্টর, তেলিয়ামুড়া ব্লকে ৭৪৫ হেক্টর, মেলাঘর ব্লকে ৬০৬১ হেক্টর, মাতারবাড়ী ব্লকে ৪২৫০ হেক্টর, অমরপুর ব্লকে ১৮০০ হেক্টর, ডম্বুরনগর ব্লকে ১০০ হেক্টর, বগাফা ব্লকে ১০,৯১০ হেক্টর, রাজনগর ব্লকে ১৮৯৫ হেক্টর, সাঁতচান্দ ব্লকে ৮০ হেক্টর, পানিসাগর ব্লকে ১৮১ হেক্টর, কাঞ্চনপুর ব্লকে ১৫০ হেক্টর, কুমারঘাট ব্লকে ২২৫০ হেক্টর, ছামনু ব্লকে ১১৩ হেক্টর এবং সালেমা ব্লকে ১০৭৩ হেক্টর। অর্থাত সারা রাজ্যে মোট ৪০,৮৫৩ হেক্টর জমির ফসল ইচি পোকার আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন আমরা যদি এর গড় পড়তা হিসাব করি, তাহলে প্রতি কৃষক প্রতি

যদি এক হেক্টর জমিও ধরি, তাহলে সারা রাজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা হবে, ৪০,৮৫৩ জন। আর এই ক্ষতি হওয়ার জন্য কৃষকেরা সরকার থেকে কি সাহায্য পেয়েছেন, তাতে আমরা দেখছি যে তারা কিছু ঔষধ পেয়েছেন এবং সেই সংগে সংগে কিছু সারও পেয়েছেন। এমন কি স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কৃষকদের জমিতে ইচি পোকা মারার জন্য ডি. ডি. টি. ও স্প্রে করা হয়েছে। স্যার, আমরা এত দিন শুনে এসেছি যে মশা মারার জন্যই ডি, ডি, টি, স্প্রে করা যায় কিন্তু এখন ধান গাছের পোকা মারার জন্যও ডি, ডি, টি, স্প্রে করা যায়। জানি না, কবে আবার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলে বসবেন, যে না শুধু ডি, ডি, টিই নয়, এর জন্য সেলাইনও লাগবে। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আমরা যদি হিসাব করি তাহলে দেখব সরকার এই সব ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের কি ধরনের সাহায্য দিয়েছেন। যেমন ৫০ টাকা মূল্যের বীজ ধান, যার প্রতি কে, জি, বীজ ধানের মূল্য হচ্ছে ২৫ টাকা। অর্থাৎ একজন কৃষককে ২ কে, জি, করে বীজ ধান দিয়েছেন। এখন কথা হচ্ছে একজন কৃষকের যদি কম পক্ষে সোয়া ছয় কানি জমিও থাকে, তাহলে এই দুই কে, জি, বীজ ধান দিয়ে সেই কৃষক কতটুকু ক্ষতি পূরণ পাবে, যেখানে নাকি কম করে হলেও প্রতি কানিতে ১০ থেকে ১২ কে, জি, বীজ ধান লাগে। এখন প্রতি কৃষক পিছু যদি ২ কে, জি, করে দেওয়া হয়, তাহলে তো মাত্র ২ হাজার হেক্টর জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল, কিন্তু আরও যে ৩৮ হাজার হেক্টর জমির ফসল ক্ষতি হল, তার জন্য কি কৃষকেরা বঞ্চিত হল না। কাজেই ফসলের ক্ষতির দরুণ সারা রাজ্যে হাহাকার উঠবে, এক্ষুনি সারা রাজ্য ব্যাপী আগাম দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শুনা যাচ্ছে। তাই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই সরকার কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, ধান ক্ষেতে ডি, ডি, টি স্প্রে করার ফলে অনেক জায়গাতে ধানগাছগুলি মরে গিয়েছে, সেগুলিতে আদৌ ফসল হবে না। অন্য দিকে আমরা দেখছি যে ডম্বুর ক্ষার এলাকায় এক্ষুনি ম্যালেরিয়ার উপদ্রব দেখা দিয়েছে, অথচ সেখানে ম্যালেরিয়ার মশা মারার জন্য কোন রকম ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হয় নাই, ফলে সেখানে ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যাচ্ছে। মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যে আজকে স্বাস্থ্য দপ্তরের যা করনীয়, সে তা করছে না' সে কৃষি দপ্তরের স্বাস্থ্য রক্ষা করতে সচেস্ট, হয়তো স্বাস্থ্য দপ্তরের থেকে কোন সময়ে বলে বসবে, যে রোগীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হবে। স্যার, আমি অবাক হই, এই কারনে যে কোথায় কোন জিনিষ লাগবে, সেটাও দপ্তরের জানা থাকে না। তাই, আমি বলছি ইচি পোকার আক্রমণ থেকে কৃষকদের ফসলকে রক্ষা করার জন্য সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন, তা মোটেই ফলধায়ী হয় নি, কাজেই এই ইচি পোকা বা বাম পোকা ধ্বংস করার জন্য সরকারকে নতুন ধরনের ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে হবে। একথাগুলি বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবুদ্ধ দেববর্মাঃ— মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে যেভাবে কৃষকদের জমিতে ইচি পোকার আক্রমণ ঘটেছে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষের জীবনে একটা মস্ত বড় আঘাত এসেছে। কারণ, এটার সংগে ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষের বেঁচে থাকার প্রশ্ন জড়িত। অবশ্য আমাদের কৃষিমন্ত্রী মহোদয়, এই ইচি পোকার আক্রমণকে প্রতিরোধ করবার জন্য যুদ্ধকালীন মোকাবিলা করবেন বলে একটা হুংকার ছেড়েছেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ব্লকগুলি ঘুরে যা দেখেছি, তাতে তার ঘোষণার সংগে বাস্তবের কোন মিল নেই। আমরা কমিটির তরফ থেকে যে সব ব্লক গুলি দেখতে গিয়েছি, সেই ব্লকের বিভিন্ন কৃষকের যে পরিমান জমি ইচি পোকার আক্রমণ হয়েছে, তা দেখে আমরা নিজেরাই হতবাক হয়ে যাই। আমরা ভাবতে পারছি না, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা কিভাবে এই ইচি পোকার আক্রমণ থেকে তাদের ফসল রক্ষা করবে। অন্যদিকে এই ইচি পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য সরকার যেসব ব্যবস্থা করেছেন, তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। সেখানে প্রয়োজনীয় ওষধ আছে, তো সেই ওষধ স্প্রে করার মেশিন নেই, আবার মেসিন আছে তো, ওষধ নেই। তারপর, এই পোকায় যেভাবে ফসল নষ্ট করে চলেছে, সেগুলিকে যাতে প্রসঙ্গতঃ কিছুটা বাঁচিয়ে রাখা যায়, তারজন্য যে পরিমাণ সারের প্রয়োজন, তাও সময় মত পাওয়া যাচ্ছে না, এমন কি কোন কোন জায়গায় জমিতে যে জল দেওয়ার দরকার, যেহেতু বৃষ্টি খুব বেশী নেই, তারও কোন ব্যবস্থা নেই। কৃষকেরা অনেক জায়গাতে অসহায় হয়ে হয় কুচ্চা পাতা, না হয় খেজুর পাতা জমির মধ্যে পুঁতে দিয়েছে এই বিশ্বাসে যে পোকার আক্রমণ যাতে একটু কমে। কিন্তু এবার আর সেটা কোন কাজেই লাগছে না, পোকার আক্রমন এত প্রবল যে জমির ধারে কাছে না গিয়ে, স্বচোখে না দেখে, সেটা বুঝা যাবে না। এভাবে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হওয়ার পথে। অথচ সরকার বলছেন, যে তারা ইচি পোকার বিরুদ্ধে যুদ্ধকালীন জরুরি অবস্থা ঘোষণা করছেন, আবার কোথায় বলছেন মহামারী ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সরকারের এসব ঘোষণা সত্বেও আমরা লক্ষ্য করছি যে অবস্থার কোন উন্নতি হচ্ছে না, যে সমস্ত জমিতে আগে ইচি পোকার আক্রমণ হয় নি, সেগুলিতেও আক্রমণ হচ্ছে। আমরা শুনেছি যে ম্যালেরিয়ার মশা মারার ঔষধ ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হয়েছে, তা সত্বেও ইচি পোকা মরছে না, ধান গাছগুলিকে এমন ভাবে নষ্ট করা হচ্ছে, যেন আধ মাড়ালে যেমন হয়। ফলে, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকদের মধ্যে এক্ষুনি একটা হাহাকার উঠেছে, তাদের নাভিশ্বাস উঠেছে এই চিন্তা করে যে তারা আগামী দিনে বেঁচে থাকতে পারবে কি, পারবে না। তাই আজ সরকারের কাছে দাবী করছি যে ইচি পোকায় যে সব কৃষকের জমি ফসল আক্রমণ করছে যা নষ্ট করছে, তাদের কানি প্রতি এক হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হউক। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীযাদব মজুমদার—মাননীয় চেয়ারম্যান, স্যার, আজকে এই হাউসে ইঁচি পোকার আক্রমণ সম্পর্কে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এই রাজ্যে যেভাবে ইঁচি পোকার আক্রমণ হয়েছে, তা এত ব্যাপক যে বিগত ২৫ বছরের মধ্যে এই ধরণের পোকার আক্রমণ হয়েছে বলে আমরা জানা নেই। এটা ঠিক যে প্রতি বছরই ধান ক্ষেতে কিছু না কিছু পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে, কিন্তু এবারের যে আক্রমণ, তার ব্যাপকতা এত বেশী যা কল্পনা করা যায় না। আমরা শুনেছি সাধারণতঃ আউস ধানেরই ইঁচি পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে, কিন্তু আমন ধানে এত ব্যাপক ভাবে ইঁচি পোকার আক্রমণ আর কখনও হয়নি। একথা আমি বলছি একারণে যে, আমি এই দেশে এসেছি প্রায় ৩৮ বছরের বেশী হয়ে গেছে, এই সময়ের মধ্যে এই ধরণের পোকার আক্রমণ-এর কথা আমি আর শুনি নি। তাছাড়া মাননীয় সদস্য সুনীল দাস এই ইঁচি পোকার আক্রমণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে কথা বলেছেন, সার দেওয়ার প্রয়োজন, জল-সেচের প্রয়োজন, সেগুলি করতে হলে যে পরিমাণ অর্থের দরকার, সেটা কেন্দ্রীয় সরকার সময় মত দিচ্ছেন না। তিনি এজন্য একটা হিসাব দিয়েছেন।

শ্রী যাদব মজুমদার—আর একটি দিকে আমি এই অল্প সময়ের ক'টি দৃষ্টান্ত এখানে রাখব সেটা হচ্ছে এই ঔষধ সম্পর্কে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রী মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন যে ঔষধের একটা একসপায়ারী ডেট থাকে সেটা ঠিক ঠিকভাবে করা হচ্ছে না। এই কথা ঠিক নয়, আমি দেখছি যে এই এক সপায়ারী ডেট লুক্কা করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের কয়েক হাজার টাকার ঔষধ নষ্ট হচ্ছে। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এই ভাবে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ইঁচি পোকার আক্রমণ হবে এটা আমরা কেউ কল্পনা করতে পারি নাই। তবে বিশালগড় ব্লকের ৫৬টি গাঁওসভায় এই ইঁচি পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ব্যাপক চেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এখানে আমাদের মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জন মজুমদার মহোদয় যে কথা বললেন যে এই ইঁচি পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য হেলিকাপ্টার দিয়ে ঔষধ স্প্রে করার ব্যবস্থা করলে ভাল হত। মাননীয় সদস্য শ্রী মজুমদারের বোধ হয় বাংলাদেশের ঘটনা জানা নাই সেজন্য তিনি এই সব কথা বলছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে এর পর হাঁস মুরগী থেকে আরম্ভ করে বহু প্রাণী মারা গিয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই রকম বড় বড় মাঠ নাই, কাজেই হেলিকাপ্টার দিয়ে ঔষধ স্প্রে করার সম্ভাবনা নাই। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আর বিনা মূল্যে সার দেওয়ার জন্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেই ব্যাপারে আমরা প্রতিটি গাঁও সভায় উপযুক্ত প্রার্থীদের দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের মাননীয় বিধায়ক রসিক বাবু যে সব কথা বলেছেন সেগুলি আদৌ সত্য নয়। বিধানসভায় রং চং করে যে কোন জিনিষকে সাজিয়ে গুছিয়ে নানাভাবে বক্তব্য রাখার সুযোগ আছে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান—মাননীয় সদস্য শ্রী বীরেন্দ্র দেবনাথ

শ্রী বীরেন্দ্র দেবনাথ—মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, মাননীয় সদস্য বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা, শ্রী মনোরঞ্জন মজুমদার ও শ্রী রসিক লাল রায় ইচি পোকার আক্রমন সম্পর্কে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারন এতে ত্রিপুরার প্রতিটি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কিন্তু এই ইচি পোকার আক্রমণ থেকে ত্রিপুরার গরীব কৃষকদের রক্ষা করতে বামফ্রন্ট ব্যর্থ হয়েছে। কারন মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজকে এই ইচি পোকার আক্রমণে যেভাবে ত্রিপুরার কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কারণ এর ফলে কৃষকদের সমস্ত জমি নষ্ট হয়েছে। কিন্তু সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে বামফ্রন্ট ইচি পোকা দমন করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মুনাফা লুটার চেষ্টা করেছেন। মাননীয় চেয়ারম্যান স্যার, আমরা এই সঙ্গে আরও দেখতে পাচ্ছি যে এই ইচি পোকার আক্রমণ দমন করার জন্য যেভাবে জমিতে ডি, ডি, টি, স্প্রে করা হয়েছে তার ফল অত্যন্ত মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। কারণ যদি ছয় মাস পর্য্যন্ত সেই ডি,ডি, টি, পাউডারের আকশন থাকে তাহলে এর প্রতিক্রিয়া সুদূর-প্রসারী হবে। আজকে এই ফসল ঘরে উঠলে জনসাধারণ খাবে, শিশুরা খাবে। এর ফলে জন-স্বাস্থ্য বিপন্ন হবে। এটা মাননীয় কৃষিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী চিন্তাভাবনা করে দেখেছেন কি তার প্রতিকার কি করা যায়? মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা ঠিকই বলেছেন যে, আমাদের রাজ্যে দুটো পোকা আছে, একটা হচ্ছে ইচিপোকা আর একটি হচ্ছে বাম পোকা। এই পোকার ভয়ে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত। এখানে মাননীয় সদস্য রসিকলাল মহোদয় বলেছেন যে এই পোকার ঔষধ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। সোনামুড়া দিয়ে পাচার হচ্ছে। আমার কাছেও হাজার হাজার কমপ্লেন আছে যে মোহনপুর দিয়ে ও ঔষধ পাচার হচ্ছে। আমি সুপারিনটেনডেন্ট বাবুর কাছে অভিযোগ করেছি যে আমাদের ডি, এম, ডব্লিউ অফিস থেকে এই ঔষধ বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সংকামুড়া গাঁওসভার যিনি প্রধান তাকে বলেছিলাম। তিনি বললেন যে, আপনারা কেজ করুন। ঔষধ নাই। দেওয়া যাবে না। এই সরকার ঘোষণা করেছিল যে-৫০০ গ্রাম করে ঔষধ দিবে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে সেই ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না। যে সরকার রাজ্যের কৃষকদেরকে রক্ষা করতে পারে না এই অপদার্থ সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। এই সরকার বলেছিল যে ২০ কে, জি, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ৫০০ গ্রাম করে ঔষধ দেবে বিনা পয়সায়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঔষধ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমি জিজ্ঞাসা করছি ঔষধ যায় কোথায়? স্বাস্থ্যমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী এর থেকে কত ভাগ পাচ্ছেন? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলছি কৃষকদের জীবন এই রাজ্যে রক্ষা করতে এই সরকার ব্যর্থ হয়েছে। এই সরকার আর কতদিন ত্রিপুরার জন-সাধারণকে এভাবে ফাঁকি দেবে? তাই আমি অনুরোধ করছি ত্রিপুরার ২২ লক্ষ মানুষের

স্বার্থে কৃষকদের রক্ষা করুন। সমস্ত ত্রিপুরা পরিদর্শন করে কিভাবে কৃষকদেরকে সাহায্য করা যায় তার ব্যবস্থা করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— শ্রীসেন প্রসাদ মালসাই।

শ্রীসেন প্রসাদ মালসাই :— মাননীয় চেয়ারম্যান, ধান ক্ষেতে ইঁচিপোকা আক্রমণে কৃষকদের প্রভুত ক্ষয় ক্ষতি সম্পর্কে যে আলোচনা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেটা সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমি বিশেষ করে আমার এলাকার কথা বলছি যে ইঁচি পোকার আক্রমণের স্বরু থেকে আমরা বি, ডি, সি, মিটিং করে আলোচনা করি কোন গ্রামে কোন এলাকায় এবং ভি, এল, ডব্লিউ, সেন্টারে কোথায় কি ব্যবস্থা নিতে হবে এই সম্পর্কে আলোচনা করি। বিভিন্ন জায়গায় আমরা অভিযান চালিয়ে যাই এবং এই ইঁচিপোকা আক্রমণ আমরা অনেকটা প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছি। এখনও সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করতে পারিনি। কিন্তু অভিযান বন্ধ রাখিনি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত শেষ না হবে এই অভিযান চলতে থাকবে। এখানে মাননীয় সদস্য রসিকলাল মহোদয় বলেছেন যে ঔষধ নাকি বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। কিন্তু এই কথা তিনি বলেন নি যে, কে ঔষধ পাচার করছে, কি পরিমাণ পাচার হচ্ছে, কোন দিন কত কে, জি, পাচার হচ্ছে। এটা বলেন নি। মাননীয় সদস্য রবীন্দ্র দেববর্মা বলেছেন যে, আমাদের কাছে বাম পোকার আক্রমণ বড়। অতীতে ইঁচিপোকার আক্রমণ আমরা দেখিনি এটা ঠিক। কিন্তু এই পোকার আক্রমণে শত শত মানুষ অনাহারে মরেছে। আমাদের আমলে কিন্তু একটি মানুষও মরেনি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, যেটা বাস্তব ঘটনা সেটা আমি এখানে উল্লেখ করেছি। ইঁচিপোকা প্রতিরোধের অভিযান চলেছে এবং এই ব্যাপারে আমরা মাননীয় সদস্যদের এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ চেয়ারম্যান :— শ্রী বিধাচন্দ্র রাংখল।

ককবরক

শ্রীবিধাচন্দ্র রাংখল :— মানগোনাঙ Speaker Sir চাং অর ইঁচি পোকা তাঁরাই বক্তব্য মারোকনা নাইঅ। অর ২২ লক্ষ ত্রিপুরানি বরক অ মান চাঅর তংমান গোলাক। আবনি, বাগাই আং অনুরোধ খালাইঅ যে Roling Government আবনি ব্যাপার সাচিনানি তংমানি উপরোক্ত বরগ অনুরোধ সে খোলাঁরঅ বিরোধী দলরগণ সাহায্য খোলাইনা বাগাই. বিরোধী রগনি খানি তার তংথা। রংগানি থানি সে ক্ষমতা, অর্থ সব কিছু। বরগসে সমস্ত ত্রিপুরা প্রদর্শন খোলোমনায়। মাননীয় মান গোনাঙ সদস্য সেন প্রসাদ মালসাই, B. D. C. মিটিংগ, সাধাই তংজা সে সব ব্যবস্থা খোলায়না হীনোয়। B. D. C. মিটিং

আংয়া আব "বিদেশী" মিটিং সে আংগ। "বিদেশী" মিটিং। ত্রিপুরানি B. D. C. Chairmam রগ ভতন "বিদেশী" Chairmam আং বাইখা। বরগসে ইচ পোকা বাই কনটেক্ট খালাইখ বরগনি সাচিনানি উচিৎ তংমানি।

মনুষ্যরগ হানকায় আবতায় খালায় মানয়া। বরগ প্রাকৃতিক দুর্যোগনব কনটেক্ট খালায় মান'। মাপয়া হানয় কাবাই। আবনি বাগইন চিনি বরকরগ থাইঅয় তংগ। এলাকাও বিথি মানয়া ডি, ডি, টি, পাউডার রাঅয় তংগ। মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ সাযানি কক্‌ব যুক্তি তং। মাননীয় সদস্য সেন প্রসাদ মালসাই সাযানি বুদ্ধকতব বিথি সার ফাসমানি আবনি হিসাব সাযা হানয় অ কক্‌ব সত্য। V. L W. রগ থগাই ভতন. ফান্ধ পাইবাখ। পুলিশ পর্যন্ত বরগণ মগাই মানয়া। দুখাচখ, তিভুরগ V. L. W. রগ অ অবগ খাল য তন বাইখা। বিথি সার কি ছু কাবাই। ডি, ডি, টি, পাউডার অমনি বাগাইন রাঅয় তংগ। অ মাইরগ বিষাক্ত আংবাইখা। তাই বগেই বামফ্রন্ট সরকার টিকিনাই হানায় আশা পোষণ খালায় তংগ। আবনি বাগাই

মান গানাত সদস্যরগণ অনুরোধ খালায়অ যে, মান গানাত শাসক গোষ্ঠীরগণ চরিত্র সংশোধন খালায় থাং হানায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কই কনটেস্ট খালায় তাবুক কেন্দ্র সরকার ন দোস রানা নাইঅ। আবনি বাগাই আং Request খালায়ম ত্রিপুরাঅ মাচায়া মামাংয়া তংবাইমানি বাগাই রং কাচাকরগ সম্পূর্ণ দায়ী। আবনি বাগাই ডিশিসন নাঅয় প্রতিকার খালাইনা আংথাং হানায় অনুরোধ খালাইন আং আনি কক্ পাইরাখা

বঙ্গানুবাদ

শ্রী দিবা চন্দ্র রাংখল :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি ইচি পোকার বিষয় নিয়ে। ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ মানুষ এই ফসলের আশা করতে পারছে না। এর জন্য আমি অনুরোধ করছি, রোলিং গভার্নমেন্ট এর এই ব্যাপারে লজ্জা থাকা উচিৎ ছিল। উপরোক্ত উনারা বিরোধী দলকে সাহায্য করার জন্য বলছে। বিরোধী দলের কি আছে? না আছে ক্ষমতা, না আছে অর্থ। উনাদের তো সবই আছে উনারাই তো সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য পর্যবেক্ষন করেন। মাননীয় সদস্য সেন প্রসাদ মালসাই বি, ডি, সি, মিটিং এ বলেন সমস্ত ব্যবস্থা করছি। তিনি কি ব্যবস্থা করেছেন। এটা বি, ডি, সি, মিটিং নয় "বিদেশী" মিটিং বি. ডি, সি, মিটিং-এর চেয়ারম্যানরা সবাই "বিদেশী" মিটিং এর চেয়ারম্যান হয়েছেন। এরা সবাই ইচিপোকার সঙ্গে জড়িত। লজ্জা থাকা উচিৎ ছিল উনাদের মানুষ এভাবে করতে পারেননা। উনারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে কনটেক্ট করতে পারেন। উনারা সব কিছুর সঙ্গে কনটেক্ট করতে পারেন। পারেন না এমন কিছু নেই। এর জনাই সমস্ত ত্রিপুরার মানুষ আজ মরিয়া হয়ে উঠেছে। এলাকার মধ্যে ঔষধ নেই, সার নেই, কিছুই নেই। ডি, ডি, টি, পাউডার দিয়ে ইচিপোকার সঙ্গে লড়ছে। মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্র দেবনাথ যে কথা বলেছেন, তা সত্য এবং এর যুক্তি আছে। মাননীয় সেনপ্রসাদ মালসাই বলেছেন যে, ঔষধ, সার, প্রভৃতি বিক্রির টাকার

হিসাব চাইলে হিসাব দিচ্ছেন না। কারণ বি, এস, ডব্লিওদের চুরির পথ বন্ধ হয়ে থাকে। এরাছাড়া তৈত্র ঐ সব এলাকায় তাই দেখা যায়। ঔষধ, সার কিছুই নেই। ডি, ডি, টি, দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ঐ সব ফসল বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। আবার এই বামফ্রন্ট সরকার আরও রাজত্ব করার আশা পোষণ করছে। এরজন্য মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি যে, মাননীয় শাসকগোষ্ঠী চরিত্র সংশোধন করার জন্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে কনটেস্ট করে, না পেরে কেন্দ্র সরকারকে দোষারোপ করছে। সে জন্য ত্রিপুরার অনাহারে অর্ধাহারে মানুষ থাকার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী লাল পোকা। এই সব অবস্থার জন্য ডিসিশন নিয়ে প্রতিকার করার অনুরোধ করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী মোহন সিন্‌হা।

শ্রী তরণী মোহন সিনহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ইচি পোকা সম্পর্কে যে আলোচনা উপস্থিত করা হয়েছে তার উপরে বলতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয়, এই যে পোকার আক্রমন তা খুবই মর্মান্তিক। ত্রিপুরা রাজ্যের একটি মাত্রই সম্পদ। আজকের সেই সম্পদকে ইচি পোকা নষ্ট করে দিয়ে, মানুষের জীবন নিয়ে টানাটানি করছে। এখানে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু আমি তাদের বলতে চাই, আপনারা কি জানতেন কখন এই পোকা আক্রমণ করবে? তা যদি জানতেন তাহলে কখন এই পোকা আক্রমণ করবে তার সময় এবং তারিখ কেন সরকারকে জানান নি? মিঃ স্পীকার স্যার, এটা কারোর জানার কথা নয়। কেন না এটা এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই পোকা আক্রমণে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৪০,৮৫৩ হেকটর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ফসল যদি ভাল হয়, তাই তাহলে ত্রিপুরার উৎপাদিত ফসলে সাড়েনয় মাস পর্যান্ত চলে। এখন এই যে ৪০,৮০০ হেক্টর জমির ফসল যদি পুরো নষ্ট হয়, কিংবা অর্দ্ধেক নষ্ট হয়, কিংবা একাংশও নষ্ট হয়, তাহলে কয়দিন চলবে? সে দিক থেকে রাজনৈতিক ফয়দা না লুটে কৃষকদের রক্ষা করার জন্য সকলেই ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। ঔষধ হতে পারে কম। কিন্তু এই ঔষধ তো ত্রিপুরা রাজ্যে তৈরী হয় না। সেটা তো কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকেন। কাজেই আপনারা এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলুন না কেন? কাজে কাজেই এর জন্য বামফ্রন্ট দায়ী নন, দায়ী কেন্দ্রীয় সরকার। এখানে যারা বিরোধী হিসাবে বসে আছেন তা কংগ্রেস ই হউন, টি, ইউ, জে, এস, ই হউন কিংবা নির্দ্দল হউন সবাই একই ঘাটের জল খান, একই সঙ্গে বসে আছেন। এ আলোচনা সময়োপযোগী আলোচনা অনেকে বলেছেন। আমিও তা স্বীকার করি। কিন্তু সব কিছু স্বীকার করেও আপনারা বলছেন, বামফ্রন্ট সরকার এর জন্য দায়ী। ইচি পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ঔষধ পত্র দেওয়া দরকার।

আমি তো নিজেই জানি। আমি নিজে ২৯. ৮, ৮৫ই এই পোকার আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং তাঁকে বলি যে, আপনি আমার সঙ্গে

আসুন, ঘুরে দেখুন কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে। তিনি আমার সঙ্গে ৩০, ৮, ৮৫ইং বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছেন এবং আমাকে বলেছেন, আমাদের কাছে প্রচুর ঔষধ নেই। দিল্লীতে বলেছি, ঔষধ পাঠানোর জন্যে। একমাত্র বাগবাশাতেই একই ১০ হাজার হেক্টর জমির ক্ষতি হয়েছে পোকার আক্রমণে। ঔষধ অপ্রতুল ছিল। প্রয়োজনের তুলনায় কম এসেছিল। বাইরে থেকে আনতে হয়েছে। যার ফলে অনেক ঔষধ নষ্ট হয়েছে, আসতে বিলম্ব হয়েছে।

— ঔষধ বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে বলে আপনারা চীৎকার করেছেন কিন্তু বাংলাদেশের সংগে তো আপনাদেরই ব্যবসা বানিজ্য আছে, উগ্রপন্থীদের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য আছে, আপনাদের তৈরী এই টি এন ভি রা বাংলাদেশে বসে ট্রেনিং নিচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারেই বাংলাদেশের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ আছে। বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা তো আপনারাই করছেন। স্যার, ইচি পোকা দমনের জন্য আমাদের কর্মচারীরা যে ভাবে খেটেছেন, তাদের, এই অবিরাম খাটুনির ফলে ৪০,৮৫৩ হেক্টর জমি ইচি পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়েছে তার জন্য তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং ইচি পোকার আক্রমণের ফলে এই রাজ্যে কৃষকদের যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতিপূরণ আমি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে দাবী করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এখনও আরও দুজন বক্তা মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা এবং শ্রী গোপাল দাস মহোদয় রয়েছেন, তারপরে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বাদল চৌধুরী মহোদয় জবাব দেবেন। এই দুই জন মাননীয় সদস্য কি তাঁদের বক্তব্য রাখবেন ?

শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার :—হ্যাঁ, স্যার তাদেরকে বক্তব্য রাখতে দিন। হয় আপনি হাউসের সময় বাড়ান, আর না হয় ক্যারীড ওভার করুন।

শ্রী সমর চৌধুরী :—স্যার, এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। সুতরাং এ সম্পর্কে আর কোন আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি না। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী তার জবাবী ভাষণ দিয়ে দিন।

মিঃ স্পীকার :—আমি প্রত্যেক সদস্যকে তিন মিনিট করে সময় দিচ্ছি, উনারা উনাদের বক্তব্য তিন মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী জওহর সাহা মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী জওহর সাহা :—মিঃ স্পীকার স্যার, ইচি পোকার আক্রমণ নিয়ে এই হাউসে অনেক আলোচনা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে কৃষকদের উপর অনেক আঘাত আসে। কখনও ইচি পোকা, কখনও খরা আবার কখনও বন্যা।

এইভাবে এ রাজ্যের কৃষকরা বিভিন্ন সময়ে প্রভুত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। ইচি পোকার আক্রমণে ত্রিপুরার কৃষকদের কতখানি ক্ষতি হয়েছে সেটা বামফ্রন্ট সরকার উপলব্ধি করতে পারছেন না, যদি পারতেন তাহলে এটাকে প্রটেকশান দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। রাজ্য সরকার সময় মত কৃষকদের ঔষধ সরবরাহ করতে পারেন নি বলেই কৃষকরা প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এবং আজকে এই সম্পর্কে কতখানি উদাসীন ছিলেন। এই সরকার বন্যার সময় নানা অজুহাত দেখান, খরার সময় নানা অজুহাত দেখান এবং এখন এই ইচি পোকার আক্রমণ সম্পর্কে নানা অজুহাত দেখাচ্ছেন যার জন্য কৃষকরা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ট্রেজারী বেঞ্চের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে প্রতিটি পঞ্চায়েতে প্রতিবছর একটা করে স্প্রে মেশিন দেওয়া হয়, প্রতিটি পঞ্চায়েতের স্প্রে মেশিন আছে। কিন্তু মিঃ স্পীকার স্যার, অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে, অমরপুরের বি, ডি, সিতে ৫টি স্প্রে মেশিন আছে এবং ৫টা মেশিনই অকেজো। আমরা বি.ডি, সি, মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকারকে জানিয়েছিলাম আমাদেরকে মেকানিকস এবং স্পেয়ার পার্টস দেওয়ার জন্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গুলি যখন গিয়ে পৌঁছল তখন ইচি পোকার আক্রমণ প্রায় শেষ হওয়ার পথে এবং স্পেয়ার পার্টস যাও দেওয়া হয়েছে সেগুলি পর্যন্ত নয়, টুয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মেরামত করতে পারব আর যে কথাটা বলা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ প্রতিটি পঞ্চায়েতের জন্য প্রতি বছরে একটি করে স্প্রে মেশিন দেওয়ার কথা, আমি অমরপুরের বি, ডি, সির চেয়ারম্যান, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে বিগত ২ বছরে মধ্যে অমরপুরে ১০টি পঞ্চায়েত আছে সেখানে একটা স্প্রে মেশিন ও দেওয়া হয় নি, রাজ্য সরকার দিতে পারেন নি। এটা কি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা নয়? উনাদের বক্তব্যের সাথে বাস্তবের বিন্দুমাত্রও গম্য জমা নেই। আর ডি, ডি, টি স্প্রে করার ব্যাপারে আমাদের কৃষকরা অজ্ঞ। সুতরাং তাদেরকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া দরকার। ইচি পোকা ধ্বংস করার জন্য সময় মত ঔষধ না পাওয়ার ফলে এবং মুষ্টিমেয় যে কয়জন কৃষক তা পেয়েছেন কি পরিমান ঔষধ জমিতে ব্যবহার করতে হবে তা নাজানার ফলে কৃষকরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এ ছাড়া ঔষধ বিলি, সার বিলির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি দলীয় সমর্থকদের প্রধান দেওয়া হয়েছে। বিরোধী পঞ্চায়েত গুলিকে ঔষধ, সার সরবরাহ করা হয় নি। ধরনের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আমার কাছে আছে। এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের নিকে দলবাজী করা বাম-ফ্রন্ট সরকারের উচিৎ হয় নি। স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে এই সরকারের কাছে আমার আবেদন যে, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদেরকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরাতে ব্যাপক ভাবে শস্য বীমা চালু করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা সব সময়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন এবং এবার ইচি পোকার আক্রমনে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন শস্য বীমা কৃষকদেরকে বিভিন্ন দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করবে। পরিশেষে যে সমস্ত পঞ্চায়েতগুলিকে বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়েছে সে সমস্ত পঞ্চায়েতগুলিকে ঔষধ

এবং সার, অন্ততপক্ষে সারটা দিয়ে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে আমার আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস মহোদয়কে উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ইচি পোকা ধানের যে এক ধরনের বিরাট শত্রু তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা ' ধান ভাঙ্গতে শীতের গাজন গেয়েছেন' এবং সেইভাবেই এই আলোচনাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ইচি পোকার আক্রমনের কৃষক সম্প্রদায় যখন সর্বশান্ত হচ্ছে সেই সময় এখানে এই সমস্ত আলোচনা উপস্থিত করেছেন যে বর্ডার দিয়ে ঔষধ পাশ হয়ে যায় এবং কোথায় কি হচ্ছে এই সমস্ত প্রশ্ন এনেছেন। কিন্তু প্রশ্নটি হলো, উদ্বেগ যখন দেখা দিয়েছে তখন সেখানে দলমতের কোন প্রশ্ন থাকে না, সব অংশের মানুষকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় সেই দুঃযোগের বিরুদ্ধে সেটা বন্যাই হোক, খরাই হোক, আর ইচি পোকার আক্রমণই হোক কাজেই এই যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটাকে আমাদের দলমত নির্বিশেষে গ্রহণ করা উচিত। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা উপলব্ধি করেছেন এটা আশা করি। কাজেই এই পোকার আক্রমণ সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছে সে সম্পর্কে প্রশ্নের কোন অবকাশ থাকে না কারন এর আগে কোন দিন এই ধরনের এত ব্যাপকত্ব দেখা দেয় নি। কাজেই এই প্রসঙ্গে বলা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার এটা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেখানে সমস্ত দোষ বামফ্রন্ট সরকারের উপর চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মধ্য দিয়ে আমি এই কথাগুলি বলতে চাই আজকে যে ইচি পোকার আক্রমণ হয়েছে সেই জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাত প্রসারিত করা উচিত কারন এখনও হয়তো কোন জায়গায় সেখানে পোকার আক্রমণ কিছু অবশিষ্ট রয়ে গেছে, তাই আগামী ফসল উঠা পর্যন্ত আরও সাহার্য্য দরকার। এন আর, ই, পি, এস, আরই পির কাজের জন্য আরও অধিক অর্থের প্রয়োজন, সেই প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর সমস্ত সাহার্য্য নিয়ে এর সামনে দাঁড়াতে হবে যাতে আগামী দিনের যে সংকট আসছে সেই সংকটকে মোকাবিলা করা যায়, যাতে কৃষকরা প্রত্যক্ষ ভাবে পায়ের উপর দাঁড়াতে পারে। কৃষকরা জাতির মেরুদণ্ড সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি সরকার দেখেন তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত সাহায্য নিয়ে এই সরকারের সামনে এসে দাড়াবেন, ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের পক্ষে দাড়াবেন তাহলে বুঝবো যে কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের মঙ্গল চান! কাজেই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে, সমস্ত কৃষকদের পক্ষ থেকে এই দাবী রাখছি যে সমস্ত রকম সাহায্য নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এগিয়ে আসবেন। এই বক্তব্য রেখে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় কৃষি মন্ত্রী শ্রীবাদল চৌধুরী। আমাদের হাতে এখন সাত (৭) মিঃ সময় আছে, আমার মনে হয় না মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য এর মধ্যে শেষ হবে। যদি হাউস চান তাহলে মাননীয় মন্ত্রীর বক্তব্য শেষ হওয়া পর্য্যন্ত এবং এর পর আমার একটা ঘোষণা আছে, এই পর্যন্ত হাউসটা একসটেনশ্যান করা যায় কিনা।

শ্রী বাদল চৌধুরী মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে এই হাউসের সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই কারনে যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর উপর তাঁরা এখানে আলোচনা উপস্থিত করেছেন। বিশেষ করে এই ধরনের পোকার আক্রমণ-এর আগে আমাদের রাজ্যে কোন দিন হয় নি। সাধারনতঃ আমরা দেখেছি ইচি পোকার আক্রমণ আউস ফসলের উপর হয়ে থাকে। ২/১ জায়গায় আমন ফসলের উপর যদিও আক্রমণ হয় সেটা এত ব্যাপক হয় না, তাই কৃষকদের এই ফসলের উপর এত ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় না। কিন্তু এবার প্রত্যেক জায়গায় ব্যাপক ভাবে আক্রমণ হয়েছে। আমন ফসলের উপর শুধু একটা ব্লক বা একটা গ্রামে মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই সমস্ত এলাকার এমন কোন কোন ব্লক বা এমন কোন পঞ্চায়েত ছিল না যেখানে কম বেশী এই পোকার আক্রমণ ঘটেছে। স্বাভাবিক কারনে এই ধরনের আক্রমনের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না যে এই ধরণের ব্যাপক প্রস্তুতির দরকার হবে। যে পরিমান সার এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম দরকার সেই ব্যাপারে আমাদের সে রকম প্রস্তুতি ছিল না, এবং বিশেষ করে এইবার যে পোকার আক্রমণ হয়েছে সেটা শুধু আমাদের রাজ্যের মধ্যে নয় বাংলাদেশ, আসাম, পশ্চিম বাংলা এবং বিহারের কয়েকটি অংশ এই পোকার ব্যাপক আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে। পশ্চিমবাংলায় ৯টি ডিসিস্ট্রিক এবং আসমে তিনটি জেলাকে মহামারী এলাকা ঘোষনা করতে হয়েছে। বাংলাদেশের কয়েকটি জায়গাতে আক্রমণ এত ব্যাপক ছিল যে সেখানে বিমান পর্য্যন্ত ব্যবহার করতে হয়েছে। তাই বলছি আমাদের যতটুকু সামর্থ্য ছিল সেই সামর্থ্যের মধ্য দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করেছি যাতে কৃষক কোন অবস্থায় মধ্যে তার ফসল নষ্ট না হয়, সে যাতে সর্বশান্ত না হয় সেই দিক থেকে আমরা কর্মসূচী নিয়েছি। সেই কর্মসূচীগুলি আমি এখানে তুলে ধরতে চাই।

(১) সেটা হচ্ছে প্রথমতঃ কৃষক ভাইদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ ভর্তুকীতে কীটনাশক ওষধ বিতরন।

(২) বিভিন্ন গাঁও পঞ্চায়েতে হস্তচালিত স্প্রে মেশিন কৃষক ভাইদের প্রয়োজনে বিনা মূল্যে ব্যবহারের জন্য মজুত রাখা।

(৩) আক্রান্ত জমির মালিক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী ভাইদের কীটনাশক ওষধ ছিটানোর জন্য অপারেশন্যাল সাবসিডি স্কীমের মাধ্যমে সাহায্য প্রদান।

(৪) মাঝারি ও মারাত্মকভাবে আক্রান্ত জমিগুলিকে এলাকা ভিত্তিক মহামারী

এলাকা ঘোষনা করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ভাইদের বিনামূল্যে ওষধ বিতরণ।

(৫) সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত জমির কৃষক ভাইদের প্রতি পরিবার পি অনধিক ৫০ টাকা মূল্যের ধানের চারা বিনামূল্যে বিতরণ।

(৫) মহামারী ঘোষিত এলাকায় অতিদ্রুত কীটনাশক ওষধ প্রয়োগের জন্য কামদার, মেকানিক, গ্রামসেবক, কৃষি পরিদর্শক ও সেকটার অফিসারদের নিয়ে স্কোয়াড গঠনের মাধ্যমে তদারকীর ব্যবস্থা।

(৭) লেম্বুছড়াস্থিত ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (আই সি এ আর) এবং ত্রিপুরা সরকারের কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে টীম গঠন করে, আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনক্রমে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(৮) পত্র-পত্রিকা ও বেতার প্রচারের মাধ্যমে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধে কৃষক ভাইদের বিশেষ ভাবে অবহিত করা।

(৯) মাঠে কর্মরত কৃষি কর্মচারী ও কৃষক ভাইদের মধ্যে পোকা দমনের নির্দেশাবলী ও প্রচার পুস্তিকা বিতরণ।

(১০) কৃষি বিভাগের মহামারী দমন প্রকল্পে মজুত হস্তচালিত ও যন্ত্রচালিত স্প্রে মেশিন কৃষক ভাইদের ব্যবহার করতে দেওয়া।

(১১) প্রয়োজনানুসারে হেড কোয়ার্টার এবং জেলান্তরের অফিসগুলি হতে অফিসারদের পোকার আক্রমণে গুরুত্ব অনুসারে ডেপুটেশনের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষি কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করা।

(১২) পোকাক্রান্ত এলাকাগুলিতে অতি সত্বর প্রয়োজনীয় ওষধ ও স্প্রেয়ার ইত্যাদি প্রেরণ ও কাজের তদারকীর জন্য অন্যান্য সরকারী দপ্তর হইতে যানবাহন নিয়োজিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(১৩) ব্যাপক পোকাক্রান্ত এলাকায় স্বাস্থ্য বিভাগের ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের ফিল্ড ইউনিটগুলিকে মাঠে ডি ডি টি স্প্রে করার কাজে নিয়োজিত করা।

(১৪) অতিদ্রুত পোকাআক্রমণের তথ্য সংগ্রহ, প্রয়োজনীয় প্রতিরোধের কাজের সমন্বয় সাধন, কারীগরী জ্ঞান ইত্যাদি দেওয়ার জন্য জিলা ও রাজ্যস্তরে পেস্ট কন্ট্রোল রুম স্থাপন করা।

এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলি আমরা প্রথম থেকে নিই এবং তার ভিত্তিতে কাজ শুরু করি। এখানে কিছু কিছু মাননীয় সদস্য প্রশ্ন তুলেছেন যে কাজগুলি কিভাবে সংগঠিত হচ্ছে।

এটা আমাদের সরকারী নীতি হিসাবে আমরা প্রথম থেকে বলছি যে নির্বাচিত যে সমস্ত প্রতিনিধি আছেন, সদস্য আছেন তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা এই কাজগুলি সেখানে করেছি। এমন কোন বি ডি সি নেই, এমন কোন পঞ্চায়েত নেই যেখানে আমাদের শুধু কৃষি দপ্তরের লোকেরা গিয়ে কাজ করেন নি। সব জায়গাতেই তাদের পরামর্শক্রমে সেখানে কাজ করা হয়েছে। এখানে মাননীয় সদস্যরা যাঁরা আলোচনা করেছেন তারাও এই ধরণের কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দিতে পারেন নি যেখানে দপ্তর কোন পঞ্চায়েতকে এড়িয়ে গিয়ে, কোন বি, ডি, সিকে এড়িয়ে গিয়ে সেখানে কর্মসূচীগুলি রূপায়িত হয়েছে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এই কারনে যে, তারা সামগ্রিক ভাবে আমরা যে সমস্ত কর্মসূচী রূপায়ন করছি সেখানে তাঁরা তাদের হাত এগিয়ে নিয়ে এসেছেন এই কারনে এত বড় আক্রমনে আমরা সেখানে মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি।

এইখানে যেসমস্ত প্রশ্নগুলি উঠেছে স্যার, ওষধ এই সমস্ত সম্পর্কে। এখানে অনেক সদস্য বলেছেন অনেক এলাকা ফসল পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে গেছে, আমন নষ্ট হয়ে যাবে। আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে, সব এলাকা আমরা আজকে আমন ফসলের আওতার মধ্যে

মিঃ স্পীকার :—আমাদের সময় শেষ হয়ে গেল। আপনার আর কতক্ষন সময় লাগবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—আমার আর ১০-১৫ মিনিট সময় লাগবে।

মিঃ স্পীকার :—তবে মন্ত্রীর বক্তৃতা শেষ হওয়ার পর ১টা অ্যানাউন্সমেন্ট আছে। এই জন্য আমি সময় হাউসের অ্যাকসটেণ্ড করলাম।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমাদের কাছে যেসমস্ত রিপোর্ট আছে মাতাবাড়ী ব্লকে ২৪ হেকটর ফসল নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে আমরা সেখানে কৃষি দপ্তর থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের ধানের চারা পাওয়ার পর সেখানে আবার নতুন করে ধান লাগিয়েছি। আমাদের কাছে এই রকম রিপোর্ট নেই বা মাননীয় সদস্যরা তথ্য দিতে পারেননি যে সেখানে এই রকম ফসল নষ্ট হয়ে গেছে বা পোকার আক্রমনের জন্য ফসল করা যায়নি। আক্রমন যেটা প্রথমতঃ হয়েছিল সেটা ইতিমধ্যে আমরা সারিয়ে ফেলেছি। সেটাকে অনেকে বলছেন যে ছন ক্ষেতের মর, শুকনো মাঠের মত হয়ে গেছে। আমরা সেই এলাকাগুলিকে আবার সবুজ বনানীতে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। আমি এইখানে এই তথ্য দিতে চাই যেখানে আক্রমণটা ব্যাপকভাবে হয়েছিল সেটা ৪০ হাজার ৮৫৩ হেকটর। আমরা মহামারী হিসাবে ঘোষণা করেছিলাম ২০ হাজার হেকটর। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা ৮৩ হাজার ১৯১। ১৫ তারিখ পর্যান্ত যে রিপোর্ট আছে তার মধ্যে এই ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৮৩ হাজার কৃষক ছিল, তাদের মধ্যে ৫০ হাজারের উপর আমরা বিনা মূল্যে ওষধ বিতরন করেছি। তাতে আমাদের ১৭ লক্ষ টাকার মত খরচ হয়েছে। ঔষধের দিক থেকে ঘাটতি পড়েছিল, সেই ওষধ আনানোর জন্য লোক পাঠিয়েছি

ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে, যাতে দ্রুত এই সমস্ত আনা যায়। সেই সমস্ত ওষধ আনতে হয়েছে ৪-৫ দিনের মধ্যে। প্রথম যেটা অসুবিধা হয়েছিল সেই সমস্ত অসুবিধা আমরা কাটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছি। এখানে অনেক সদস্য বলেছেন যে ডি, ডি, টি, স্প্রে করাতে কৃষককের সর্বনাশ হয়ে গেছে। বিভিন্ন সংস্থা, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা এই জিনিষটাকে নিয়ে আতংকিত করার চেষ্টা করেছিল। এখানে কি ওষধ ব্যবহার করব কি ব্যবহার করব না তা রাজ্য সরকার ঠিক করে দেয় না। ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় যে সংস্থা আছে প্রতি বছরে তারা একটা চার্ট তৈরী করেন এবং সেখানে বলা থাকে কোন ওষধ ব্যবহার করা যাবে, কোন ওষধ ব্যবহার করা যাবে না। এই সংস্থা কোনদিনও বলেননি বা সরকারকে নির্দেশ দেননি যে ডি, ডি, টি, তোমরা স্প্রে করতে পারবে না তাহলে ফসল নষ্ট হয়ে যাবে। ডি, ডি, টির যে প্রিপেরেশান সেই প্রিপেরেশান আমরা যেটা বি, এইচ, সি, ৫০ ব্যবহার করি প্রায় এইটার সমতুল্য। সেখানে বলা হয়েছে যদি ডি, ডি, টি, প্রয়োগ করা হয় তার অ্যাফেক্ট প্রায় ১৪ দিনের মত স্থায়ী হয়, ১৪ দিন পরে তার কোনঅ্যাকশান থাকেনা। প্রথম অবস্থায় ফসল লাগানোর পরে সেই ফসল উঠতে উঠতে ২ থেকে ৩ মাস সময় লেগে যায়। কাজেই এখানে আশঙ্কা বা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে তার কোন প্রশ্ন নেই। প্রথম যখন পোকায় আক্রমণ হয়েছিল তখন আমাদের ঔষধ ঘাঁটতি পড়েছিল। আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ঔষধ আনতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, এইখান থেকে আমাদের ঔষধ আনতে হয়। তখন ঐ জায়গাগুলিতে আক্রান্ত হয়েছিল, যার দরুন আমাদের ঔষধ সরবরাহ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন আমাদের যে সুযোগটা দেখা দিয়েছিল, সেটাই ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি কৃষকদের সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আমরা হিসাব করেছি আমাদের ডি, ডি, টি, মজুত ছিল ৬০ টনের উপর। আমরা সেখান থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছিলাম। পরবর্তী সময়ে যখন ঔষধ এসে পৌঁছেছে তখন আর আমাদের দরকার হয়নি। মাঝখানে ৭ দিন থেকে ১০ দিনের মত আমরা ব্যবহার করেছি। দ্বি-তীয়তঃ যে প্রশ্নটা এসেছে সার বিনা পয়সায় বিতরণ করা আমাদের কর্মসূচীর মধ্যে নেই। আমাদের রাজ্যে বেশীরভাগ মাঝারী কৃষক, বড় কৃষক আমাদের রাজ্যে নাই। এই রাজ্যে বিশেষ করে উপজাতি যারা সার ব্যবহার সম্পর্কে এতটা উৎসাহী ছিলোনা। আমাদের বিভিন্ন স্কীম উপজাতি অংশের মানুষের মধ্যে সেই সার ব্যবহার সম্পর্ক তাদের উৎসাহিত করেছে। উৎসাহ যাতে আরও বাড়ানো যায় তার জন্য আমরা প্রতি সময়ে সার আনার জন্য যে সমস্ত পরিবহন খরচ পড়ে আমরা সরকার থেকে দিয়ে দেই পনরো সেন্ট পারসেন্ট সাবসিডিতে এবং সারের যে মূল্য যে দরে আমরা কিনি তার ৩০ ভাগ ভর্তুকী আমরা দেই। যাতে আমাদের কৃষকদের কিনতে অসুবিধা না হয়। প্রতি বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সারের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়, এইটা আমাদের কৃষকদের কেনার পক্ষে বড় অসুবিধা হয় যারা ১ কানি, ২ কানি, ৩ কানি জমির মালিক তাদের প্রশ্নটি আমাদের কাছে বেশী। তাদের

এত দাম দিয়ে কেনার ক্ষমতা নাই। চারা লাগানোর পরে তার যে গ্রোথ ঠিকমত যদি সার প্রয়োগ না করা হয় তাহলে বাড়তে পারে না, বাড়ার সুযোগটা নষ্ট হয়ে যায়। সেখানে যারা মাঝারী কৃষক তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা এইটা বলেছি কানি প্রতি ৮ কেজি এবং সর্বোচ্চ ২০ কেজি পর্য্যন্ত সার দেব। এইটা দপ্তর নিজেও করে থাকে। এখানে পরিষ্কার নির্দেশ আছে যে পঞ্চায়েত এবং তার সংগে কৃষি দপ্তরের বি, এল, ডব্লিউ, আছেন তারা একসাথে বসবেন, আলাপ আলোচনা করে যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তাদের নাম চিহ্নিত করে বিলি বন্টন করা হবে এবং ৫৮ হাজারের মত কৃষক তারা আজকে তাদের নাম চিহ্নিত হয়েছে ১৫ তারিখের মধ্যে যে রিপোর্ট আছে, কারন ২৫ তারিখ পর্য্যন্ত এই প্রগ্রাম আমাদের ছিল, ১৫ তারিখের মধ্যে ৫০ হাজার কৃষকের কাছে এই সার পেঁ|ছে দিয়েছি এবং বাকী কৃষকরা আমি আশা করছি এরা ইতিমধ্যে পেয়ে গেছেন। তার জন্য আমাদের ১৬ লাখ টাকার মত খরচ হয়ে গেছে বা যাচ্ছে। আমাদের ইচ্ছা থাকলেও আমরা কৃষককে বেশী সার দিতে পারি না। কারন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যা চাই তা আমরা পাইনা। আদের কাছে উৎপাদনের যন্ত্র নাই। কেন্দ্রীয় সরকার খারীফ ফসলের জন্য যে কোটা বরাদ্দ করেছেন তার ১ কোটাও আমরা এখনও পাইনি। যে সময়ে আমাদের আনার কথা তা আমরা আনতে পারিনা। কারন রেল পথে আনতে হয়। কলিকাতা, বঙ্গাইগাঁও থেকে আনতে হয়। রেল পথের পরে ট্রাকে করে আনতে হয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারনে ট্রাক সেখানে যেতে পারেনা। বিশেষ করে আসাম চুক্তির ফলে যিনি ক্যারিয়ার ক্যারি করে আনেন, গৌহাটি বা নিউবঙ্গাইগাঁও থেকে সেই সমস্ত ট্রাক অনেকদিন পর্য্যন্ত যেতে পারলেন না। যার জন্য এগুলি আনতে অনেকক্ষেত্রে বিলম্বিত হয়ে যায়। কয়েকদিন আগে আপনারা দেখেছেন পত্র-পত্রিকায় বন্ধ হয়ে গেল কারন আসাম চুক্তি কার্যকরী করতে হবে। যারা গাড়ীর ড্রাইভার তারা যেতে পারছেন না, যদি যায় তাদের গাড়ীর গ্লাস ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এইসব বিভিন্ন কারনে বাইরে রাজ্য থেকে ঔষধ আনতে বিলম্ব হয়ে যায়। আমাদের ইতিমধ্যে আলু, রবি ফসলের কাজ শুরু হয়ে গেছে। যারা বলছেন যে ঔষধ, সার নেই তাদের আমি বলতে চাই, ঔষধ এখন আমাদের আছে। দ্বিতীয়বার পোকার আক্রমণ হয়েছে উদয়পুর, বিশালগড়, এই দিকে বগাফাতে। তৃতীয়বার নতুন করে আক্রমণ হচ্ছে আমরা সেখানে বলে দিয়েছি, হয়ত আমরা বিনামূল্যে দিতে পারবনা আমাদের যেটা রয়েছে প্রতি হেক্টরে ১৫ টাকার মত আমরা দেখেছি আমাদের সাবসিডি মিলিয়ে ৫০ পারসেন্ট সাবসিডিতে ঔষধ কিনতে পারেন। নতুন করে যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা যাতে ঔষধ পায় তার জন্য বলা হয়েছে। ঔষধ আমাদের যেটা আছে সেটা ঘাটতি পড়বে না। আমাদের সার যেটা প্রয়োজন সেটা উত্তর পশ্চিম, দক্ষিণ ত্রিপুরাতে আমাদের যথেষ্ট মজুত আছে স্টোরের মধ্যে। পশ্চিম ত্রিপুরাতে কিছুটা ঘাটতি পড়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরাতে ধর্মনগরে আমাদের ৭০০ টনের মত এসেছে। ৩-৪ দিনের মধ্যে হয়ত আমরা সেটা পেঁ|ছাতে পারব। ওষধ আমাদের হাতে যথেষ্ট পরিমানের রয়েছে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য।

যেভাবে পোকার আক্রমণ শুরু হয়েছে তা আরও বাড়তে পারে এই চিন্তা মাথায় রেখে আবার নূতন করে ঔষধ স্টক করার সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ইণ্ডিভিজুয়েল যে সমস্ত স্প্রেয়ার আছে তার সংখ্যা আরও যদি বাড়ান যায় তাহলে ভাল হয়। কারন এ সমস্ত মেশিনগুলি ভাল কাজ করেছে। তাই ৫০ ভাগ ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে কৃষকরা ইণ্ডিভিজুয়েলি মেশিন কিনতে পারে। পঞ্চায়েতে ৩০০০ স্প্রে মেশিন ছিল তার মধ্যে ২০০০ মেশিন কাজ করেছে। ১৪,১০০টি মেশিন কৃষি দপ্তর থেকে কাজ করেছে। কেন্দ্রীয় দল যেটা রাজ্যে সার্ভে করতে এসেছিল তাদের কাছে আমরা এই ভয়াবহতার কথা বলেছি। আমরা ৩৫ লক্ষ টাকা সাহায্য চেয়েছি। তবে ঔষধ এবং স্প্রে যেখানে যেখানে বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে তাতে ৩০ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। আমরা ডি, ডি, টি, কর্মীদেরও সাহায্য নিয়েছি। ১০০ জন ভি, এল, ডব্লিও, ট্রেনিং-এ এসেছিল তাদেরকেও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কাজে লাগান হয়েছে। আমাদের খরচ ইতিমধ্যে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা পেরিয়ে গেছে। আমরা টাকার কথ চিন্তা করিনি, আমাদের মূল কথা ছিল যেভাবে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কৃষকদের ফসল আক্রান্ত হয়েছে তা রক্ষা করতে তাদের পাশে দাঁড়ান এবং তা করতে পেরেছি বলে কৃষকদের ফসল কিছুটা রক্ষা করতে পেরেছি। বিশেষ করে পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্মীরা দিন-রাত খাটা-খাটুনি করেছে। ডিস্ট্রিক এডমিনিস্ট্রেশন, প্রচার দপ্তর এবং ভলান্টারিলি অনেকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। যেখানে স্প্রে মেশিন ছিল না সেখানে লোকেরা বাঁশের, খেজুরের এবং দড়ির মধ্যে কেরোসিন লাগিয়ে স্প্রে করার ব্যবস্থা করেছে। এভাবে পোকার আক্রমন রোধ করার জন্য রাজ্যের সকলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বলে অনেকটা ফসল রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে বামফ্রণ্টের আমলে কৃষক-দের কোন সর্বনাশ হয় নি। ঝড় হউক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হউক, যেখানে যা দেখা দিয়েছে সরকার সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ব্যাংক থেকে টাকা দিয়ে কৃষকদের যেখানে যা হয় তা উৎপাদন করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন জম্পুই পাহাড়ে আদা বেশী হয়, তাই সেখানে আদা চাষ যাতে হয় তার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ কৃষক-দেরকে যেখানে যেরকম সাহায্য করা দরকার সেখানে এই বামফ্রন্ট সরকার গিয়ে সাহায্যের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে সব সময়ে গরীবদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— আজকে বামফ্রন্ট সরকার তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে যেভাবে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে তা আমি নিজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে অনেক কৃষকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বুঝেছি যে তারা খুশী। তার কারণ বামফ্রন্ট সরকার তাদের জন্য এসব করতে পেরেছে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— আলোচনা শেষ হল। আমাদের আরেকটি.শর্ট ডিসকাশন ছিল কিন্তু সময়ের অভাবে হবে না। এবার আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি

Announcement

The House is to elect one Member each of the Committee on Estimates and Committee on Welfare of Scheduled Tribes for the remaining period of this financial year. Only one nomination paper has been received from Shri Manik Sarkar, M. L. A, for the Committee on Estimates and also one nomination paper from Shri Matilal Sarkar, M. L. A. for the Committee on Welfare of Scheduled Tribes. The nomination papers have been scrutinisen and found valid and there has been no withdrawal. The persons submitted nomination papers for these two Committees are equal to the number of vacancy in each of these two Cammittees. I, therefore, declare the names of the members elected as follows :—

Committee on Estimates.

1. Shri Manik Sakar, Member.

Committee on Welfare of Scheduled Tribes.

1, Shri Matilal Sarkar, Member.

I furher declare that I have appointed Shri Manik Sarker, Chairman of the Estimates Committee in pursuance of Rule 202 (1) of the Rules of procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly.

এই সভা আগামী ১লা অক্টোবর, মঙ্গলবার ১৯৮৫ ইং বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

ANNEXURE—"A"

Admitted Starred Question No. 5.

Name of Member :-Sri Samir Deb Sarkar.

প্রশ্ন

১। খোয়াই শহরের দক্ষিণাংশে লালছড়া, সুভাষপার্ক, গনকী, জাম্বুরা ও সোনাতোলা গ্রামগুলিকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করতে কোন পরিকল্পনা সরকার করছেন কিনা ?

২। গ্রহণ করে থাকলে তার বিবরণ এবং কবে পর্যন্ত তা কার্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায় ?

৩। ঐ রূপ কোন পরিকল্পনা যদি সরকারের না থাকে তবে তার কারণ?

৪। খোয়াই নদীর ভাঙ্গন রোধ করতে পহরমূড়া, চরগকী ও জমিরমাঠ এলাকায় নদীতে হানা নির্মাণের কাজ বর্তমান আর্থিক বৎসরে শুরু করা হবে কি?

৫। না করা হলে তার কারণ?

উত্তর

১। পরিকল্পনা রচনার জন্য জরীপ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ চলিতেছে।

২। বিস্তারিত পরীক্ষা নিরীক্ষা ও জরিপের কাজ সম্পন্ন হইলে ব্যয় ও উপকারের ভিত্তিতে পরিকল্পনার গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হলে এস্টিমেট্ তৈরী করে টি-এ-সিতে পেশ করা হবে। টি-এ-সির অনুমোদন ও জমি অধিগ্রহণের পরই রূপায়নের কাজ হাতে নেওয়া হবে। সঠিক তারিখ এখন বলা সম্ভব নয়।

৩। দুই নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৪। পহরমূড়াতে কিছু কাজ শুরু হইয়াছে। অন্যান্য জায়গায় জরীপ ও অনুসন্ধানের কাজ চলিতেছে।

৫। ব্যয় ও উপকারের ভিত্তিতে পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য হলেই অন্যান্য জায়গায় পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 33

Name of Member :—Sri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগের পিপলাছড়ায় উত্তর লালজুরি ও নবীনছড়া গাঁওসভায় গত ১৯৮২-৮৩ইং আর্থিক বছর থেকে ১৯৮৪-৮৫ইং আর্থিক বছর পর্যন্ত কত জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে?

২। উক্ত পুনর্বাসন প্রাপ্ত কত পরিবার নিজ নিজ ভূমি ও বাড়ীতে দখল পেয়েছেন?

উত্তর

১। উক্ত সময়ে ঐ সব এলাকায় কোন জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি।
২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 88 (ADMITTED NO. 3p)

Name of the Member : - Sri Sudhir Ranjan Majumder, M. L. A,

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে কতগুলি সীমান্ত চৌকি আছে ;

২। এই সব সীমান্ত চৌকিগুলিতে প্রহরা দেওয়ার জন্য বর্তমানে ত্রিপুরাতে কত ব্যাটেলিয়ন সি-আর-পি-এফ এবং আধা সামরিক বাহিনী আছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister,

১। সীমান্ত চৌকিগুলির প্রহরায় বি-এস-এফ এবং বর্ডার উইং হোম গার্ড ব্যাটেলিয়ন নিযুক্ত আছে।

২। জনস্বার্থে সীমান্ত চৌকির সংখ্যা ও নিরাপত্তা বাহিনীর সংখ্যা প্রকাশ করা উচিত হবেনা।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 82 (ADMITTED NO. 49)

Name of the Member :—Shri Sudhir Ranjan Majumder, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state .—

১। ইহা কি সত্য যে বিগত ৬ই জুন উদয়পুর মাতাবাড়ী এলাকায় ডাকাতি করা সময়ে কিছু সংখ্যক ডাকাত মৃত ও অর্ধমৃত অবস্থায় ধরা পড়েছে ?

ANSWER

Name of the minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister,
Tripura.

১। গত ৬-৬-৮৫ইং মাতাবাড়ী সংলগ্ন এলাক্বায় ডাকাতির ঘটনায় কাহাকেও আটক করার কোন ঘটনা ঘটে নাই তবে ৭-৬-৮৫ইং সন্ধ্যা ৬-৩০ মিঃ রাধাকিশোরপুর থানা হইতে ১৭ কিলোমিটার উত্তরে জলেমা গ্রামের শ্রী আনসার আলীর বাড়ীতে এক চুরির ঘটনা ঘটে। উক্ত ঘটনায় জম্পুই জলার শ্রী ধারং জমাতিয়া এবং রাধাকিশোরপুর থানাধীন মাণিক্য গ্রামের শ্রী কালাজান জমাতিয়া জলেথা গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পপে। গ্রাম বাসীগণের প্রহারের ফলে শ্রী ধারং জমাতিয়া ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায়। আহত শ্রীকালাজান

জমাতিয়া চিকিৎসার জন্য ঐ দিনই জি, বি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এই ঘটনায় দুইটি অভিযোগ (একটি হত্যা এবং অপরটি চুরি) রাধাকিশোরপুর থানায় নথিভুক্ত করা হয়। এখন পর্যন্ত তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY
ASSEMBLY STARREED QUESTION. NO. 112 (ADMITTED NO. 59)

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha. M. L. A.

Will the Hon'ble Minister in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। অমরপুরের যতনবাড়ীতে একটি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র খোলার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি;

২। থাকিলে উক্ত অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপনের কাজ কবে নাগাদ শুরু করা হবে বলে আশা করা যায়.

৩। না থাকিলে তাহার কারন:

৪। রাজ্যের কোন কোন মহকুমায় কতটি অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র আছে?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Nripen Chakraborty, Chief Miniter, Tripura

১নং ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর—

হঁ্যা, আছে

সমস্ত ব্লক হেড কোয়ার্টারগুলিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং আর্থিক অবস্থার উপর নির্ভর করে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প সরকার গ্রহন করেছেন। এই প্রকল্প ধাপে ধাপে রূপায়িত হবে সমস্ত ব্লক হেড কোয়ার্টারগুলিতে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপনের পর যতন বাড়ী এবং আনান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ফায়ার সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

৪। মহকুমা ভিত্তিক অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্রের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

মহকুমা	অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র
১। সদর	আগরতলা
২। ধর্মনগর	১। ধর্মনগর
	২। কাঞ্চনপুর
	৩। পানিসাগর
	এই দুইটি কেন্দ্রে ফায়ার সার্ভিস খোলার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে সরকার গ্রহণ করেছেন।
৩। কৈলাশহর	১। কৈলাশহর
	২। কুমারঘাট (এই কেন্দ্রটি এই বৎসরই খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে)
৪। কমলপুর	১। কমলপুর
	২। আমবাসা (এই কেন্দ্রটি এই বৎসরই খোলার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে)।
৫। খোয়াই	১। খোয়াই।
	২। তেলিয়ামুড়া।
৬। সোনামুড়া	১। সোনামুড়া।
৭। উদয়পুর	১। উদয়পুর।
৮। বিলোনীয়া	১। বিলোনীয়া
	২। শান্তিরবাজার (এই কেন্দ্রটি খোলার ব্যবস্থা হইতেছে)।
৯। সাব্রুম	১। সাব্রুম।
১০। অমরপুর	১। অমরপুর।
	২। গণ্ডাছড়া।

Admitted Starred Question No. 78

Name of Member :— Sri Jawhar Saha

প্রশ্ন:—

১। নতুনবাজার ও উহার পার্শ্ববর্তী পাড়াগুলিতে বর্তমানে ওয়াটার সাপ্লাই এর মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ থাকার কারণ কি?

২। তথায় পুনরায় ওয়াটার সাপ্লাই ব্যবস্থা চালু করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

৩। ঐ এলাকার অরবিন্দ কলোনী, সুকান্ত কলোনী, ফরেষ্ট অফিস সংলগ্ন বসতি অঞ্চল, বাঙ্গালী পাড়া, ঐয়ারায় চৌধুরী পাড়া, বিশু সেন জমাতিয়া পাড়া ও কমলাকান্ত পাড়ায় পানীয় জলের জন্য ওয়াটার সাপ্লাই স্কীম চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

৪। থাকিলে কবে নাগাদ তা করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

৫। এরূপ কোন পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ ?

উত্তর :—

১। বর্ত্তমানে জল সরবরাহ বন্ধ নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে উল্লেখিত এলাকায় জল সরবরাহের জন্য সরকার আরও একটি গভীর নলকূপ খনন করার জন্য আর্থিক অনুমোদন দিয়াছেন। এই গভীর নলকূপ দ্বারা একমাত্র কমলাকান্ত পাড়া ছাড়া আর বাকী গ্রামগুলিতে পানীয় জল সরবরাহের আওতায় আনা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৪। নূতন গভীর; নলকূপটির কাজ ইতিমধ্যেই হাতে নেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হইলে আগামী আর্থিক বছরের মধ্যেই প্রকল্পটি চালু হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

৫। ৪নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

STARRED QUESTION NO 355(ADMITTED NO, 80)

Name of the Member :—Sri Dhirendra Debnath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Pleased to state :—

১। ক) জিরানীয়া থানার অধীনে বড়োখাঁতে যে T. A. P. ক্যাম্প আছে তাহা স্থায়ী না অস্থায়ী;

খ) যদি অস্থায়ী হয়ে থাকে তাহলে উক্ত ক্যাম্পটিকে স্থায়ী করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

গ) ইহা কি সত্য যে উক্ত পুলিশ ক্যাম্পের ঘরটি পুলিশ থাকার উপযুক্ত নয়।

ঘ) সত্য হইলে উক্ত T. A, P, ক্যাম্পের ঘরটি পাকাবাড়ী নির্মাণ করে পুলিশ থাকার উপযোগী করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা,

ঙ) থাকলে কবে নাগাদ ঐ ঘর নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

Name of the Minister : - Sri Nripen Chakraborty. Chief Minister. Tripura.

১। ক) একটি ক্যাম্প আছে এবং যতদিন প্রয়োজন

খ) উক্ত ক্যাম্প থাকিবে।

গ) পুলিশ ক্যাম্পের ঘরটি ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয়

ঘ) মেরামত করে সংস্কার সাধন করা হইয়াছে।

ঙ) শীঘ্রই পাকাবাড়ী নির্মাণের কোন পরিকল্পনা নাই।

Assembly starrred question No. 87 (admitted No. 83)
Name of the Member :— Shri Sudhir Rajan Majumder,

Will the Hon'ble Minister—in—Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। বিগত ১৯৮৫ইং সনের ২০শে জুন বৃহস্পতিবার তৈদুতে যাত্রীবাহী জীপের উপর উগ্রপন্থী হামলার ফলে কতজন লোক মারা গিয়াছেন;

২। রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে পরপর কয়েকটি উগ্রপন্থী হামলা সংগঠিত হওয়ার পরে সরকার কোন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কি?

ANSWER

১। গত ২০শে জুন ১৯৮৫ইং তৈদুতে যাত্রীবাহী জীপের উপর উগ্রপন্থী হামলার কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে গত ১৯শে জুন ১৯৮৫ইং রাত্র প্রায় ৮-১০ মিঃ অম্পি থানার অন্তর্গত উজান ধলাছড়িতে একদল দুষ্কৃতিকারী একটি জীপ গাড়ীর উপর হামলা করে। এই ঘটনায় জীপের দুইজন যাত্রী নিহত হন।

২। হ্যাঁ উপদ্রুত অঞ্চলে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পুলিশ এবং সি-আর-পি-এফ বাহিনীর জোয়ানগণ উপদ্রুত অঞ্চলে সদা সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত আছে। উক্ত অঞ্চলে দ্রুত টহল দারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 151 (ADMITTED NO. 102)

Name of the Member :— Shri Bidhu Bhushan Malakar,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Departmant be pleased to state :—

১। কুমারঘাটে ফায়ার ব্রিগেড ইউনিট স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে কবে নাগাদ তাহা চালু করা হবে বলে আশা করা যায়।

ANSWER

১। হাঁ।

২। এই বৎসরই চালু করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 112

Name of the Member :— Shri Len Prasad Malsai,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১) কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর ত্রিপুরায় কাঞ্চনপুরকে কত বৎসরের জন্য উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করেছেন তাহা রাজ্য সরকারের জানা আছে কি,

২) জানা থাকিলে তাহা কত বৎরের জন্য এবং তাহা তুলে নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোন আলোচনা করেছেন কি ?

ANSWER

১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

কেন্দ্রীয় সরকার গত ১৭-৯-৮২ইং তারিখ ত্রিপুরা মিজোরাম সীমান্ত অঞ্চলের একটি অংশকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা পত্রে কত কত বৎসরের জন্য উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা করা হল তাহা কেন্দ্রীয় সরকার নির্দেশ করেন নাই। এমন কি কতদিন উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা বলবত থাকিবে তাহাও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে জানান নাই। ত্রিপুরার কোন অংশকে উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণার বিপক্ষে রাজ্য সরকারের অভিমত কেন্দ্রীয় সরকার অবগত আছেন।

ASSEMBLY ADMITED STARRED QUESTION NO. 121.

NAME OF MEMBERS (1) Shri Matilal Saha, &
(2) Shri Buddha Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৫ইং সনের জানুয়ারী হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত বিশালগড় থানার অন্তর্গত এলাকায় মোট কতগুলি ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে,

২। উক্ত এলাকায় ডাকাতির ঘটনায় ডাকাতদের গুলিতে কতজন উপজাতি ও অউপজাতি ব্যক্তি নিহত হয়েছে এবং কতজন আহত হয়েছে ;

৩। নিহত ও আহত ব্যক্তির পরিবারবর্গকে সরকার ডেকে কোন সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ; এবং

৪। যদি না দেওয়া হইয়া থাকে তবে এই ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা এবং

৫। উক্ত এলাকায় ডাকাতি বন্ধ করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

১। ১৭টি।

২। ২ জন উপজাতি এবং ১ জন অউপজাতি নিহত হন।

৩নং এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর

৩ জন মৃত ব্যক্তির মধ্যে একজনের পরিবারকে মং ৫,০০০্ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। ঐ নিহত ব্যক্তির নাম সুভাষ দেবনাথ, পিতা শ্রী যোগেশ দেবনাথ, চড়িলাম, পশ্চিম ত্রিপুরা। অন্য নিহত ও আহত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে সাহায্যের বিষয় সরকার যথাসময়ে বিবেচনা করিবেন।

৫। ডাকাতি প্রতিরোধে উক্ত এলাকায় ৫টি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হইয়াছে। সীমান্ত অপরাধ, চোরা চালান, ডাকাতি প্রভৃতি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর ৩ কিলোমিটার অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রত্যহ রাত্রে ৯ ঘটিকা পর্যান্ত নৈশ কারফিউ জারি করা হইয়াছে। রাত্রি কালিন পুলিশ টহলদারী জোড়দার করা হইয়াছে। সন্দেহজনক স্থানে পুলিশের অনুসন্ধান জোড়দার করা হইয়াছে। উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করিতেছেন। গ্রামরক্ষী বাহিনীকে সংগঠিত করা হইয়াছে। গ্রামরক্ষী বাহিনীর সদস্যগণ গ্রামবাসীদের সাথে যোগাযোগ করিয়া সন্দেহজনক ব্যক্তিদের চলাচলের উপর নজর রাখিতেছেন।

Admitted Starred Question No. 126.

Name of Member :—Sri Rudeswar Das

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধলাই নদী ভাঙ্গনের জন্য কমলপুর মহকুমার কোন্ কোন্ গ্রাম বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে,

২। সত্য হলে এই ভাঙ্গন রোধ করার জন্য দপ্তরে পক্ষ থেকে কোন রূপ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। ধলাই নদীর দুই পাড়ে অবস্থিত প্রায় সব গ্রামেই নদীর ভাঙ্গনের ফলে কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২। বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গনেম ফলে ক্ষতির পরিমাণ এবং গুরুত্ব অনুসারে কিছু কিছু ভাঙ্গন নিরোধক কাজ যথা মন্দাক, হানা, প্ল্যালাসাইডিং ইত্যাদী কাজ করা হইয়াছে। তবে সামগ্রিক ভাবে ভাঙ্গন রোধের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয় নাই।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO.239(ADMITTED NO.165)

Name of The Member : Shri Monoranjan Majumder,

Will The Hon'ble Minister–in-Charge of The Home Department be Pleased to State.

১। ১৯৮৫ ইং সনের জানুয়ারী হইতে ১লা আগষ্ট পর্যন্ত বাইখোরা ও বিলোনীয়া থানার (বিলোনীয়া বিভাগের) অধীনে ইছাছড়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মোট কতটা ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ; এবং

২। ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত কতজন আসামীকে ধরা হইয়াছে এবং কতজনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করা হইয়াছে ;

৩। উক্ত এলাকায় ডাকাতির ফলে জনসাধারণের কি পরিমান এবং কত টাকা মূল্যের সম্পদ লুণ্ঠিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ;

ANSWER

Name of The Minister : Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister'

১। ১-১-১৯৮৫ইং হইতে ১-৮-১৯৮৫ইং পর্যন্ত বিলোনীয়া মহকুমার ইছাছড়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মোট ৫টি ডাকাতি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

২। একজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

এই চারটি ঘটনার মধ্যে ১টিতে চার্জসীট দেওয়া হইয়াছে। ১টি প্রমাণের অভাবে শেষ হইয়াছে এবং ২টি ঘটনার তদন্ত চলিতেছে।

৩। নগদ ৪,৯০০, টাকা এবং মং ১১,১০০, টাকা মূল্যের সম্পদ লুণ্ঠিত হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 181

Name of Member :—Shri Shyama charan Tripura.
Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state,

প্রশ্ন

১। আগরতলাস্থিত উপজাতি বিশ্রামাগারে ১৯৮২ইং সালের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ এর ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত কতজন গ্রামের মানুষ রাত্রি যাপন করেছেন, (বছর ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত বছরগুলিতে কোন বছর কতদিন বিশ্রামাগারটি খালি ছিল, এবং

৩। উক্ত বিশ্রামাগারটি বর্ত্তমান স্থান থেকে আগরতলা শহরের কেন্দ্রস্থলে স্থানান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর

১। আগরতলার জি, বি, হাসপাতাল এলাকায় অবস্থিত বিশ্রামাগার উক্ত সময়ে —৮৫৩ (আটশত তিপ্পান্ন) জন উপজাতি রাত্রিযাপন করেছেন। বছরভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

১৯৮২ইং	—	১৩০ জন
১৯৮৩ইং	—	২৮৯ জন
১৯৮৪ইং	—	৩২১ জন
১৯৮৫ইং	—	১১৩ জন
(৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত)	মোট :—	৮৫৩ জন

২। ঐ সময়ে কোনদিনই বিশ্রামাগারটি খালি ছিল না।

৩। আগরতলার জি, বি, হাসপাতাল এলাকায় অবস্থিত বিশ্রামাগারটি স্থানান্তর করার কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে দুই নম্বর এম, এল, এ হোস্টেল সংলগ্ন এলাকায় ৩৫ শয্যা বিশিষ্ট একটি বিশ্রামাগার তৈরী করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 182.

Name of Member:—Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। পী, জী, পী, স্কীম এ কতজন চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা আছে ?

২। বর্তমানে উক্ত স্কীম এ কতজন চিকিৎসক নিয়োগ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। ৬ (ছয়) জন চিকিৎসক নিয়োগের ব্যবস্থা আছে।

২। বর্তমানে ৬ (ছয়) জন চিকিৎসকই নিযুক্ত হয়েছেন।

Admitted Starred Question No. 193.

Name of member :—Sri Rasik Lal Ray.

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে সোনামুড়া ওয়াটার সাপ্লাই এর জন্য গোমতীতে লিফট্ বসানোর কাজ আরম্ভ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

২। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহার কাজ শুরু হবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ১৯৮৬ ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কাজ আরম্ভ করার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Starred Question NO. 194,

Name of Member:—Shri Rashik Lal Roy

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমায় রোদাজলা গাঁওসভায় পানীয়জলের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকায় বিশেষ করে মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসে উক্ত এলাকার বাসিন্দারা জলের জন্য ভীষণ অসুবিধা ভোগ করছে।

২। সত্য হইলে উক্ত গাঁওসভায় জলের অসুবিধা দূর করার জন্য ডিপ্-টিউব-ওয়েল স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা।

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। এই আর্থিক বছরে নাই।

Admitted Starred Question No. 199.

Name of member :—Shyama Charan Tripura

Smti. Maharani Bibhu Kumari Devi.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) সরকারী আধা-সরকারী এবং সরকার পরিচালিত সংস্থা সমূহে চাকরীর ক্ষেত্রে তপঃ উপজাতি ও তপঃ জাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ নীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত বিভিন্ন আদেশ, বিজ্ঞপ্তি ও সার্কুলার রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তর ও সরকারী সংস্থা সমূহ কার্য্যকরী কিংবা অনুসরন করছেন কিনা—এই তথ্য রাজ্য সরকার সংগ্রহ করেন কিনা,

২) করে থাকলে, রাজ্য সরকার উক্ত তথ্য সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং কমিশনার ফর এস, সি, এণ্ড এস, টি,-র নিকট পাঠান কিনা।

উত্তর

১) হ্যাঁ, মহাশয় ।

২) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে এস টি এণ্ড এস সি কমিশনকে পাঠান হয় ।

Admitted Starred Question No. 202.

Name of Member :— Shri Mono Ranjan Majumder

প্রশ্ন

১। বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমূখ এলাকায় গৌরানদীর বাধ ও স্লুইস্ গেইট তৈরীর কাজ শুরু করা হয়েছে কি ?

২। যদি শুরু করা হয়ে থাকে তবে তাহা কবে থেকে উক্ত কাজ শুরু করা হয়েছে, এবং

৩। উক্ত বাঁধ ও স্লুইস্ গেইট তৈয়ারী করার জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে, এবং

৪। উক্ত কাজের জন্য নিযুক্ত ঠিকাদারকে এ পর্যন্ত কত টাকা দেওয়া হয়েছে,

৫। বর্তমানে উক্ত বাঁধের কাজ কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। বিগত ১২-১-৮৩ ইং তারিখে এই কাজ শুরু করা হয়েছে।

৩। উক্ত পরিকল্পনার জন্য মোট ৩০,৪৮,৭০০্ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

৪। প্রকল্পের কাজে ঠিকাদারকে এ পর্যন্ত ২৪,০৬,৫৩০ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

৫। বর্ত্তমানে উক্ত বাধের কাজ ৮০ শতাংশ শেষ হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 214

Name of Member : 1) Sri Rabindra Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Homse Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৫ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৫ই আগষ্ট পর্য্যন্ত সারা ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী আক্রমণের ঘটনার সংখ্যা কত,

২। এবং আক্রমণে সরকারী ও বেসরকারী সম্পদ ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কত ?

ANSWER

Name of Minister :— Shri Nripen Chakraborthy, Chief Minister, Tripura.

১। ২১টি ঘটনাকে উগ্রপন্থীকে হামলা' বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। অধিকাংশ ঘটনাকে এখনো তদন্তাধীন আছে।

২। ৮টি ঘটনায় প্রায় ৪৫,৫৮৫ টাকা মূল্যের বেসরকারী সম্পদ লুঠ করা হয়েছে। আর একটি ঘটনায় লংথরাই মাইক্রোওয়েভ কেন্দ্রের সরকারী সম্পদের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১৮,০৩,৫২০ টাকা।

Name of member :—Shri Rashik Lal Roy.

Admitted Starred Question No :—219

প্রশ্ন

১) গোমতী নদীর পারে কলম খেত ও বেজীমাড়া এই দুই স্থানে লিফ্ট ইরিগেশান চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

খ) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়।

গ) শ্রীসন্তপুর চেক পোষ্টের নিকট গোমতীর পাড়া সাউড সিলেকশান হওয়া সত্বেও লিফ্‌ট ইরিগেশান স্কীম এর কাজ আরম্ভ করিতে দেরী হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) গ্রামতলী গাঁওসভার অধীনে কলম খেতে একটি লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্প ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বেজী মারাতে নৌকায় পাম্প বসিয়ে দুইটি লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্প চালু আছে।

খ) বর্তমানে কলম খেতে লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্প তৈরীর কাজ চলিতেছে। আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়ার পর রূপায়ণের কাজ হাতে নেওয়া হবে ।

গ) শ্রী মন্তপুর লিফ্‌ট ইরিগেশান প্রকল্পের এষ্টিমেট মঞ্জুরীর পর্যায়ে আছে। আর্থিক মঞ্জুরী পাওয়া গেলেই প্রকল্পটি রূপায়ণের কাজ হাতে নেওয়া হইবে।

Name of Mamber :--Sri Mati Lal Saha.

Assembly Admitted Starred Question No :—222.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে বিগত বন্যায় বিশালগড় বাজার হতে নোয়াপাড়ার দিকে বিজয় নদের উপকূল ঘেঁষে যে বাঁধ আছে সেটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে ;
২) সত্য হলে বর্তমান আর্থিক বৎসরে এটি সংস্কারের সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

উত্তর

১) না, তবে বাঁধটি বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

২) আপাততঃ না।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 335 (ADMITTED NO. 223)

Name of the Member :—Shri Matilal Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :–

১। ইহা কি সত্য বিশালগড় ব্লক এলাকাধীন যে সমস্ত সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে আবক্ষা দপ্তর ও বি. এস এফের কিছু কর্মচারীর সহযোগিতায় অবাধে কালোবাজারী চলছে ;

২। সত্য হইলে সরকার বর্তমান বৎসরে উক্ত ব্লক এলাকায় কতজন কালোবাজারীকে ধরতে সক্ষম হয়েছে ?

ANSWER

Name of Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister Tripura.

১নং ইহা কি সত্য নয়।

এবং

২নং পুলিশ গত ১লা জানুয়ারী ১৯৮৫ইং হইতে ৩১শে জুলাই ১৯৮৫ইং পর্যান্ত বিশালগড় ব্লক এলাকায় ১০ জন কালোবাজারীকে গ্রেপ্তার করেছেন।

Assembly Starred Question No :—350. (Admitted No 230)

Name of the Member :—Syed Basit Ali.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Departmant be pleased State :—

১। ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪ এবং ১৯৮৪-৮৫ ইং সনের আর্থিক বৎসরে উত্তর ত্রিপুরার Suparintendent of police এর অধীনে বিভিন্ন স্থানে অফিস, থানা, ক্যাম্প, চেকপোষ্ট ইত্যাদির জন্য গৃহ নির্ম্মান ও মেরামত এর বাবত কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে? (আর্থিক বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত গৃহ নির্ম্মান ও মেরামতের কাজে সরকারী নিয়মনীতি মেনে চলা হয় কি না ?

৩। ইহা কি সত্য যে একই ব্যক্তি প্রতি বৎসর উপরোক্ত কাজের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে ?

৪। সত্য হলে তাহার কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister :—She Nripen Chakraborty Chief Minister Trrpura.

১। ১৯৮২-৮৩ — মং ১, ৪০, ৮১৮. ৪৮

১৯৮৩-৮৪ — মং ৪, ৯২, ৬১৬. ৩০

১৯৮৪-৮৫ — মং ৭, ৬৮, ৮৯৭. ৬৬

২। প্রতিটি কাজের জন্য টেণ্ডার আহবান করা হইয়াছিল এবং টেণ্ডারের সর্বনিম্ন রেইট প্রদানকারী কনট্রাকটারকে কাজ প্রদান করা হয়।

৩নং এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর

কোন ব্যক্তি বিশেষকে কাজের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। ৫৬ জন কনট্রাকটারকে এই সময়ের মধ্যে কাজ দেওয়া হইয়াছিল।

Admitted Starred Question NO. 232

Name of member :—Sayed Basit Ali

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বসবাস করিতেছে এমন অ-উপজাতির সংখ্যা কত,

২। ঐ এলাকায় সর্বমোট জন সংখ্যা কত?

উত্তর

১। ১৯৮১ সালের লোক গণনা অনুসারে অ-উপজাতির সংখ্যা ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৭ শত সত্তর।

২। ১৯৮১ সালের লোক গণনা অনুসারে মোট জন সংখ্যা ৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৮ শত পাঁচ।

Admitted Starred Question No. 235.

Name of Member :—Shri Kali kr. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। খোয়াই নদীর উপরে চাকমাঘাট ব্যারেজ নির্মাণ করার জন্য কত একর জমি অধিগ্রহন করা হয়েছে? এবং

২। এই জমিগুলি অধিগ্রহনের জন্য জমির মালিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ কোন মূল্য দেওয়া হয়েছে কি?

৩। যদি না দেওয়া হয় তাহলে তাহার কারণ?

উত্তর

১। চাকমাঘাট ব্যারেজ নির্মাণের জন্য ৩৪.২০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

২। এই জমিগুলি অধিগ্রহনের জন্য জমির মালিকদের আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য ল্যাণ্ড একোজিশন অফিসার পশ্চিম ত্রিপুরার এসেসমেন্ট অনুযায়ী মোট ৭,০৮, ৭৭৮-৬০ টাকা জমা দেওয়া হইয়াছে এবং ল্যাণ্ড একোজিশন অফিসার কর্তৃক ৯৩ জন জমির মালিকের মধ্যে এখন পর্যান্ত ৮৪ জনকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ৯ জনকে বিভিন্ন কারণের জন্য দেওয়া হয় নাই।

৩। ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Assembly Admitted Starred Question NO-237.

Name of the Member :—Shri Buddha Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত গোলাঘাঁটী বাজারে কোন পুলিশ আউট পোষ্ট বসানোর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

উত্তর

১। বর্তমানে প্রয়োজন নাই।

২। টাকারজলা থানা হইতে এই এলাকার উপর নজর রাখা হইতেছে।

Admistted :–Starred Question No. 246,
Name of member Shri Nakul Das

প্রশ্ন

১। রাজ্যের উম্বুর নগর ব্লকে এখন পর্যন্ত কতটি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প চালু আছে.

২। এর মধ্যে কতটি কোন প্রকল্প চালু অবস্থায় আছে;

৩। চালু না হয়ে থাকলে তার কারণ;

উত্তর

১। রাজ্যের ডম্বুর নগর ব্লকে এখন পর্যন্ত একটিও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প চালু নাই

২। প্রশ্ন আসে না

৩। ডম্বুর নগর ব্লকে তিনটি লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্পের কাজ চলিতেছে ফইস্যা বাড়ী গণ্ডাছড়া ও কৃষ্ণপুরে এই প্রকল্পগুলি অবস্থিত। নতুন এই প্রকল্পগুলির কাজ এখনো শেষ না হওয়ায় চালু করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 251.
Name of member :—Syed Basit Ali

প্রশ্ন.

১। কৈলাশহর— মহকুমায় চণ্ডিপুর ও টাউন এলাকায় কি পরিমাণ ভূমি জল-সেচের আওতায় আনা হয়েছে এবং কি পরিমাণ জমিতে এখনও জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই এবং

২। উক্ত এলাকায় যে সমস্ত জমিতে এখনও জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই সেই

সমস্ত জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করার জন্য কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে কি;

৩। করা হইলে কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর :

১। কৈলাশহর মহকুমার চণ্ডিপুর ও টাউন এলাকার যথাক্রমে ২৫৩ হেক্টর ও ১৯৮ হেক্টর জমি জলসেচের আওতায় আনা হয়েছে এবং এই দুই এলাকায় যথাক্রমে ৯৬১৫ একর এবং ৪২৮৯ একর জমিতে এখনও জলসেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই।

২। যথা সম্ভব সব জমিতে ক্রমান্বয়ে সেচের আওতায় আনা হইবে, তবে তাহা অনেক সময় সাপেক্ষ।

৩। এই বৎসর চণ্ডিপুর এলাকায় (১) ভটের বাজারে একটি (২) কৈলাশহরের দক্ষিনে মনুনদীর বামতীরে একটি এবং টাউন এলাকায় রাঙ্গাউটি এলাকায় ১টি লিফ্‌ট ইরিগেশনের কাজ হাতে নেওয়া হইবে। ইহা ছাড়া নাল কাটাতে মনু নদীর উপরও মাঝারী সেচ প্রকল্পের কাজও আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Questions No.275

Name of Member—Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Pleased to state :–

১। গত তিন মাসে (১৯৮৫ সালের জুন হইতে আগস্ট পর্য্যন্ত) রাজ্যের কোন বিভাগে কতটি বে-আইনীভাবে দেশী মদ বিক্রেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে এবং শাস্তির জন্য আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে; এবং

২। উক্ত বিক্রেতাদের কাছ থেকে কত পরিমাণ মদ ও অর্থদণ্ড আদায় করা হয়েছে;

৩। এই বে-আইনী দেশী মদের ব্যবসা দমন করার জন্য শহর ও শহরতলীতে পুলিশ কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

ANSWER

১নং ও ২নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৮৫ সালের জুন হইতে আগস্ট পর্য্যন্ত ৩ মাসে বে-আইনীভাবে দেশী মদ বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার, আদালতে সোপর্দ করা উদ্ধারকৃত মদের পরিমাণ ও অর্থদণ্ডের হিসাব মহকুমাভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল :–

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	গত তিন মাসে গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির হিসাব	উদ্ধারকৃত মদের পরিমাণ	আদালত কর্তৃক আদায়কৃত টাকার পরিমাণ
১।	ধর্মনগর	৫০	২৩৫ লি:	—
২।	কমলপুর	৬	১২ ,,	১২০০্ টাকা
৩।	কৈলাশহর	১৮	১৮১ ,,	৫০ ,,
৪।	সদর	৮০	৬০৪৪ ,,	—
৫।	সোনামুড়া	৬	৩০ ,,	—
৬।	খোয়াই	১০	৭২ ,,	—
৭।	বিলোনীয়া	১১	১৫০ ,,	—
৮।	উদয়পুর	৩	১৩০ ,,	—
৯।	সাব্রুম	২	২৪ ,,	—
১০।	অমরপুর	২	২০ ,,	—
		মোট ১৮২	৬৮৯৮ লি:	১২৫০্ টাকা

উপরে বর্ণিত গ্রেপ্তারকৃত প্রত্যেক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালতে বিচারের জন্য অভিযোগপত্র দাখিল করা হইয়াছে।

৩। উপরি বর্ণিত অপরাধ দমনের জন্য বে-আইনী দেশী মদ বিক্রয়ের এলাকাসমূহে পুলিশ টহলদারী জোরদার করা হইয়াছে এবং দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসারের তত্ত্বাবধানে মদ প্রতিরোধ অভিযান চাপানো হইতেছে।

(ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. '58 ADMITTED NO. 276)

Name of Member :—Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Pleased to state :—

১। উদয়পুর মহকুমার নূতন কাইস্তাবাড়ীর নিবাসী বিশ্বরায় জমাতিয়া ওরফে শ্রী দান জমাতিয়ার হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে কিনা, এবং

২। যদি গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হয়ে থাকে তবে তার কারণ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর

২ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No 283,

Name of Member :—Shi Matilal Sarkar

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় কয়টি জলসেচ প্রকল্প চালু আছে (গভীর ও অগভীর নলকূপ সহ) এবং

২। তাতে কত একর জমি জলসেচের আওতায় এসেছে?

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় গভীর ও অগভীর নলকূপ সহ মোট ৬৪৩টি প্রকল্প আছে।

২। তাতে মোট ৩৯,৯৮৩ একর জমি জলসেচের আওতায় এসেছে।

Admitted Starred Question No. 285

Name of M. L. A. :—Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to State—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে তপশীল জাতি কর্মচারীর সংখ্যা কত?

২। (১ম শ্রেনী ২য় শ্রেণী এবং ৩য় শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Shri Nripen . Chakraborty, Chief Minister. — Minister-in-charge of the Appointment & Services Deptt.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Information is be ng Collected.

Assembly Starred Question No. 287

Name of Member :— Sri Kali kr. Deb Barma.

প্রশ্ন

১) খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত কল্যানপুর এলাকায় সর্বং ছড়ার সেচ প্রকল্পের কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে এবং কবে নাগাদ সেচের কাজ চালু করা হবে বলে আশা করা যায় এবং

২) উক্ত সেচ প্রকল্পের দ্বারা ঐ এলাকার কি পরিমাণ জমিতে জল সেচ করা সম্ভব হবে:

উত্তর

১) খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত কল্যাণপুর এলাকার সর্বংছড়া সেচ প্রকল্পের কাজ ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক সালে শেষ হবে বলে আশা করা যায় এবং কাজ শেষ হইলে এই প্রকল্প হইতে সেচের কাজ চালু করা হবে বলে আশা করা যায়।

২) উক্ত সেচ প্রকল্প দ্বারা ঐ এলাকার ৭২ হেক্টর জমিতে জল সেচ করা সম্ভব হবে।

Admitted Starred Question No 310
Name of member :—Sri Diba Chandra Hrankhal
Will the Hon'ble Minister-In-charge of the Trible Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) Tripura Trible Areas Autonomaus District Council সদর দপ্তর চলতি বছরেই নির্মাণ করা হবে কি না।

২) করা হলে উক্ত সদর দপ্তর এ, ডি, সি, এরিয়ার ভিতরে নির্মান করা হবে কিনা,

এবং

৩) না করা হলে কোথায় নির্মাণ করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১) ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্টিকট কাউন্সিলের সদর দপ্তর নির্মাণের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

২) এটা এ, ডি, সি ঠিক করবেন।

৩) এ, ডি, সি, প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

Admitted Starred Question No: 313
Name of member :— Shri Diba Chandra Hrankhal

Will the Hon'ble Ministar-in-charge of the Trible Welfare Department be pleased to state—

১) ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরের ৩১শে আগস্ট পর্যন্ত এ, ডি, সি, এরিয়াতে কি কি উন্নয়ন-মূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১) এ, ডি, সি এরিয়াতে উল্লিখিত সময়ে রাজ্য সরকারের সমস্ত উন্নয়ন দপ্তর ও জেলা পরিষদ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছেন। উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 316

Name of Member: Sri Diba Chandra Hrangkhal.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে জুমিয়া উপজাতিদের ভবিষ্যত উন্নয়নকল্পে "রিগ্রুপিং" করে উপযুক্ত সরকারী আর্থিক অনুদান সহ বিভিন্ন উন্নয়ন ব্যবস্থা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না,

২। না থাকলে তার কারন, এবং

৩। থাকিলে কবে নাগাদ উহা কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। জুমিয়া উপজাতিদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করার জন্য রাজ্য সরকার পুনর্বাসন সহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের সুফল পৌঁছে দেওয়ার জন্য আর্থিক অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করছেন। যদিও আগে ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত গ্রামগুলি থেকে জুমিয়া পরিবারদের এক জায়গায় এনে "জুমিয়া পুনর্বাসন কলোনী" স্থাপন করা হয়েছে কিন্তু উপজাতি জুমিয়াদের "রি-গ্রুপিং" করার কোন বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহন করা হয় নাই। যাই হোক, রাজ্য সরকার যে সব বিক্ষিপ্ত গ্রামে উপজাতি জনসংখ্যা খুবই কম সেইসব এলাকার আদিবাসীদের এক জায়গায় নিয়ে এসে পুনর্বাসন দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করছেন যাতে উক্ত পরিবারগুলি সুফলগুলি উপযুক্ত ভাবে পেতে পারেন। কাঞ্চনপুর ব্লকের ভাণ্ডারীমা গাঁওসভায় রি-গ্রুপিং—এর কাজ সর্বপ্রথম হাতে নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 323

Name of M. L. A :— Sri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to State :

১। রাজ্যে একই মহকুমায় ১৫ বছর বা ততোধিক বছর কাজ করেছেন এমন সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত?

২। এর মধ্যে আগরতলা সহ বিভিন্ন মহকুমা হেড্ কোয়ার্টারে অবস্থানরত কর্মচারীর সংখ্যা কত ? (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

ANSWER

Minister-in-Charge of the Appointment & Services Department — Shri N. Chabraborty, Chief Minister.

Matterials under Collection

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে ·

Assembly Admitted Question No. 330

Name of member :— Shri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-in.Charge of the Home Deptt. be pleased to State—

১) মেলাঘরে যে Police out Post টি আছে তাহা থানায় রূপান্তরিত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা,

২) থাকিলে কবে নাগাদ তাহা কার্য্যকরী করা হবে বলে আশা করা যায়,

৩) বৈরাগী বাজারে নূতন কোন out Post স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না,

৪) থাকিলে তাহা কবে নাগাদ স্থাপন করা হবে,

৫) তক্‌সা পাড়া যে অস্থায়ী পুলিশ ফাঁরিটি আছে তাহা স্থায়ী করে পাকা গৃহ নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

Name of the Minister :— Sri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১নং এবং ২নং— ইহা বর্ত্তমানে সরকারে বিবেচনাধীন আছে।

৩নং এবং ৪নং— বৈরাগী বাজারে Police out Post স্থাপন করার পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই। তবে সেখানে একটি পুলিশ ক্যাম্প আছে।

৫নং— বর্ত্তমানে নাই।

Assembly Starred Question No. 404
(Admitted Question No. 331)

Name of the Member :—Shri Rabindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী বৈরীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর কর্তৃক রাজ্যের প্রত্যেকটি থানার কর্তৃপক্ষকে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে,

২। যদি সত্য হয় তবে তাহার ফলাফল ?

ANSWER

Name of the Minister :—Sri Nripen Chakraborty, CHIEF MINISTER

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর

রাজ্য সরকার উপজাতি বিপথগামী যুবকদের বৈরীতার মনোভাব ত্যাগ করে সরকারের নিকট অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তিপ্রিয় নাগরিক হিসাবে বসবাস করিতে আহ্বান জানাইয়াছেন। এই আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা পুলিশসহ সবাইকে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ করা হইয়াছে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত ২।১২।৮৪ইং হইতে আজ পর্যন্ত ১৭ জন উগ্রপন্থী সরকারের নিকট আত্মসমর্পন করেছেন।

Assembly Starred Question No 538
(Admitted Starred Question No. 347)

Name of the member :—Sri Narayan Das

Will the Hon'ble Minister-In-Charge of the Home Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫ সালে সোনামুড়া মহকুমার এলাকায় কতগুলি ডাকাতি হইয়াছে;

২। উক্ত ডাকাতের হাত থেকে এলাবাসীদের রক্ষা পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছেন।

ANSWER

Name of the Minister— Sri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১। ২৮টি।

২। সীমান্ত অপরাধ, চোরাকারবার, ডাকাতি প্রভৃতি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর ৩ কিলোমিটার অভ্যন্তর পর্যন্ত প্রত্যহ রাত্রে ৯ ঘটিকা হইতে ভোর ৪ ঘটিকা পর্যন্ত নৈশ কারফিউ জারি করা হইয়াছে। সীমান্তের উপদ্রুত অঞ্চলে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হইয়াছে। রাত্রিকালীন পুলিশ টহলদারী জোরদার করা হইয়াছে। উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তত্বাবধান করিতেছেন। গ্রামরক্ষী বাহিনীকে সংগঠিত করা হইয়াছে। গ্রামরক্ষী বাহিনীর সদস্যগণ গ্রামবাসীদের সাথে যোগাযোগ করিয়া সন্দেহজনক ব্যক্তিদের চলাচলের উপর নজর রাখিতেছেন।

Assembly Starred Question No.556 (Admitted No. 355)

Name of the Member :—Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Pleased to state :—

১। লামা কৌতাল নামক বৈরী সংগঠনটি কবে কোথায় এবং কে বা কাহাদের দ্বারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে গঠন করা হইয়াছে ;

২। এ পর্য্যন্ত এই সংগঠন কর্তৃক কয়টি রাজনৈতিক খুন লুটতরাজ হামলা ডাকাতি অগ্নি সংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ;

৩। টি এন ভি এবং টি, ইউ, জে, এস এর সঙ্গে এই দলের কোন সম্পর্ক আছে কি ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১। সন্দেহ করা হচ্ছে যে দক্ষিণ ত্রিপুরার বীরগঞ্জ থানাধীন বুরবুরিয়া গ্রামের শ্রী ত্রিনয়ন জমাতিয়া এবং পুরান কাসকো গ্রামের শ্রী ধ্রুব সাধন জমাতিয়ার নেতৃত্বে ১৯৮৪ সালের আগষ্ট মাসে অমরপুরের পুরান কাসকো গ্রামে একটি সশস্ত্র দুস্কৃতিকারী দল লামা-কৌতাল নামে এলাকায় ডাকাতি ও খুন সন্ত্রাসের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়।

২নং এবং ৩নং

২নং প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনাগুলি তদন্তাধীন অথবা বিচারাধীন সেই হেতু এখনই ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের বিস্তৃত জবাব দেয়া সমচিন হবে না।

Assembly Admitted Starred Question No. 357
Name of Member :—Shri Gopal Ch. Das

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য সম্প্রতি উদয়পুর মহকুমার মুড়াপাড়া গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় একটি গভীর নলকূপ স্থাপনের জন্য উক্ত এলাকার গ্রাম প্রধান ও জনসাধারণের গণ সাক্ষর সম্বলিত এক খানা দরখাস্ত স্থানীয় Irrigation Indrustion দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছিল?

২) সত্য হলে উক্ত নলকূপ স্থাপনের ব্যাপারে দপ্তর থেকে কোন সার্ভে করা হয়েছে কিনা ?

৩) করা হয়ে থাকলে বর্তমানে উহার অগ্রগতি কতদূর হয়েছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ

২) এখনো সার্ভে করা হয় নাই

৩) মুড়াপাড়া গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় দুধ পুস্করনিতে একটি গভীর নলকূপ প্রকল্প ১৯৮৫-৮৬ সালের বাজেটে ধরা হয়েছে ইহার বিস্তারিত জরিপের কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে।

Assembly Starred question No. 559 (Admitted No. 358)
Name of Member :—Shri Gopal Chandra Das,

Will the Hon'ble Ministet-in-charge of the Home Department be Pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের রাজধানী আগরতলা শহরে মটরষ্ট্যাণ্ড ও বটতলাতে যান জট সমস্যা প্রতিদিনই তীব্র হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয় তবে এই সমস্যা মোকাবিলায় সরকার কি পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

৩। ইহাও সত্য কিনা মটরষ্ট্যাণ্ড সহ রাজধানীর প্রধান প্রধান সড়কগুলোকে গাড়ীর গ্যারেজ হিসাবে ব্যবহার করে যত্রতত্র গাড়ী দাঁড় করিয়ে এই সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে এবং প্রতিদিনই দুর্ঘটনার সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

৪। সত্য হলে প্রচলিত ট্রাফিক আইনকে সংশোধন করে পরিস্থিতি মোকাবিলায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের কথা সরকার চিন্তা করছেন। কি ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nriphn Chakraborty, Chief Minister, Triputa.

১নং ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর)

শহরের যানজট সমস্যা সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন। এই সমস্যা সমাধান কল্পে সরকার একটি মাস্টার প্ল্যান প্রস্তুত করিতেছেন। শহরের রাস্তা যাতে গাড়ীর গ্যারেজ হিসাবে ব্যবহৃত না হয় সেই জন্য কয়েকটি নতুন মোটরস্ট্যাণ্ড তৈরী করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। আগরতলা মিউনিসিপ্যালেটির অন্তর্গত সড়কগুলি পরিস্কার রাখার দায়িত্ব মিউনিসিপ্যালেটিকে দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজন বোধে মিউনিসিপ্যাল আইন সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইবে।

ANSWER-B

Admitted Un-Starred Question No. 26.

Name of Member :— Shri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-incharge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৫ সালে ১৫ই জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্যে জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা কত, (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ১৯৭৮ সালের 'বেঞ্চ মার্ক' সার্ভে অনুযায়ী, ১৯৮৪ সালের ১৫ জুলাই পর্য্যন্ত পুনর্বাসন, পায় নাই এমন প্রকৃত জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা ১৫,৭৫৫ (পনের হাজার সাত শ' পঞ্চান্ন।)

মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

(ক)	সদর	১,৫৬৩	পরিবার।
(খ)	সোনামুড়া	৪১১	ঐ
(গ)	খোয়াই	১ ৫২৫	ঐ
(ঘ)	উদয়পুর	৮৬৭	ঐ
(ঙ)	অমরপুর	২,৫৮৪	ঐ
(চ)	সাব্রুম	১,৪৩০	ঐ
(ছ)	বিলোনীয়া	১,৪৩০	ঐ
(জ)	কমলপুর	১,১২৮	ঐ
(ঝ)	কৈলাশহর	১,৯০৪	ঐ
(ঞ)	ধর্মনগর	৩,০৭৩	ঐ
	মোট :—	১৫,৭৫৫	পরিবার

২। ১৯৮৩-৮৩, ৮৪-৮৫ ইং সনে কোন ব্লকের কত পরিবারকে জুম বীজ ও জুম চাষাবাদের জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। জুম বীজ বিতরনের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	পরিবারের সংখ্যা			
	১৯৮৩-৮৪		১৯৮৪-৮৫	
(ক) কাঞ্চনপুর	২,৪৮৪	পরিবার	১,৬৬৬	পরিবার
(খ) পানিসাগর	৪৬৬	ঐ	৪৬০	ঐ
(গ) কুমারঘাট	৭৭৪	ঐ	৬৬৭	ঐ
(ঘ) ছামনু	২,৪৮৬	ঐ	১,৬৬৬	ঐ
(ঙ) সালেমা	২,৯২১	ঐ	২,৪৮১	ঐ
(চ) তেলিয়ামুড়া	১,১৮৩	ঐ	৯৩৬	ঐ
(ছ) খোয়াই	৬৬৬	ঐ	৮৩২	ঐ
(জ) জিরানীয়া	৮৮৭	ঐ	৮৩২	ঐ
(ঝ) মোহনপুর	৬৬৬	ঐ	৫৩১	ঐ
(ঞ) বিশালগড়	৯১৬	ঐ	২৮২	ঐ
(ট) মেলাঘর	৪৪৬	ঐ	২৮২	ঐ
(ঠ) ডুম্বুরনগর	২, ৬৬৬	ঐ	১, ০০০	ঐ
(ড) মাতাবাড়ী	১, ৩৬৪	ঐ	১, ০৪৭	ঐ
(ঢ) অমরপুর	৩, ৯০৩	ঐ	১, ৪৮৫	ঐ
(ণ) বগাফা	৬৬৬	ঐ	৮৬৬	ঐ
(ত) সাতচাঁদ	১, ৫৪৩	ঐ	১, ৩৮০	ঐ
(থ) রাজনগর	৪৬৬	ঐ	৩৮০	ঐ
(দ) টাকারজলা —জম্পুইজলা	৪১৬	ঐ	৩৭২	ঐ
সাব-ব্লক	২৪,৯৭৯ পরিঃ		১৭, ৫৪৯ পরিবার	

জুম-চাষবাদের জন্য সাহায্যদানের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপঃ—

	১৯৮৩-৮৪		১৯৮৪ ৮৫	
(ক) কাঞ্চনপুর	২,০০০	পরিবার	২,০০০	পরিবার
(খ) পানিসাগর	১০০	ঐ	১০৯	ঐ
(গ) কুমারঘাট	২০০	ঐ	২০০	ঐ
(ঘ) ছামনু	২,০০০	ঐ	২,০০০	ঐ
(ঙ) সালেমা	১,৫০০	ঐ	১,৫০০	ঐ
(চ) তেলিয়ামুড়া	৪০০	ঐ	৪০০	ঐ
(ছ) জিরানীয়া	৪০০	ঐ	৪০০	ঐ
(জ) মোহনপুর	৩০০	ঐ	২৭০	ঐ
(ঝ) বিশালগড়	১০০	ঐ	১০০	ঐ
(ঞ) খোয়াই	৩৭৫	ঐ	৩০০	ঐ
(ট) মাতাবাড়ী	১,০০০	ঐ	১.০০০	ঐ
(ঠ) ডুম্বুরনগর	১,২০০	ঐ	১,২০০	ঐ
(ড) অমরপুর	১,৫০০	ঐ	১,৫০০	ঐ
(ঢ) বগাফা	৮০০	ঐ	৮৯০	ঐ
(ণ) রাজনগর	৫০	ঐ	৫০	ঐ
(ত) সাতচাঁদ	১,০০০	ঐ	১,০০০	ঐ
(থ) মেলাঘর	২০০	ঐ	২০০	ঐ
(দ) টাকারজলা জম্পুইজলা সাব-ব্লক	৪১৬	ঐ	৪১৬	ঐ
	১৩,৫৪১	ঐ	১৩,৪৩৬	ঐ

প্রশ্ন

৩। ১৯৮৩-৮৪ সনে অমরপুর ব্লকে যত পরিবার জুম চাষীকে জুম বীজ ও চাষাবাদের জন্য সত অর্থ দেওয়া হয়েছিল, ১৯৮৪-৮৫ সনে তা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা,

৪। যদি কমিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে কারণ কি,

৫। ১০৮৩-৮৪ সনের ন্যায়, ১৯৮৪-৮৫ সনে উক্ত ব্লকে জুম চাষের জন্য সম পরিমাণ আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করার জন্য বীডিসী-র তরফ থেকে রাজ্য সরকারকে কোনরূপ অনুরোধ জানানো হয়েছিল কি ?

উত্তর

৩। ১৯৮৪-৮৫ সালে জৈব বীজ খাতে ১৯৮৩-৮৪ সালের চাইতে বেশী অর্থ দেওয়া হয়েছিল।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

৫। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION. NO.27

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ১৯৮৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বা তার পূর্বে থেকে দায়ের করা কতগুলি মামলা রাজ্যের Sub-Divisional Magistrate এর কোর্টে বিচারাধীন অবস্থায় আছে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত মামলাগুলি নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণ কি ;

৩। উক্ত মামলাগুলি সত্বর নিষ্পত্তি করার জন্য রাজ্য সরকার কোন প্রকার ব্যবস্থা নিয়েছেন কিনা ;

৪। নিয়ে থাকলে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

১। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল :—

ANSWER

ক) সদর—	৪২৭
খ) সোনামুড়া—	৭২
গ) খোয়াই—	১৪০
ঘ) উদয়পুর—	৮৮
ঙ) অমরপুর—	৯২
চ) বিলোনীয়া—	১২৪
ছ) সাব্রুম—	২৭
জ) কমলপুর—	৩৯
ঝ) কৈলাশহর—	৫৩০
ঞ) ধর্মনগর—	২১২

২। মামলার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নির্দ্ধারিত শুনানির দিন অনুপস্থিতি, আইনজীবীদের অনুপস্থিতি কখনও বা ম্যাজিস্ট্রেটদের অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার দরুণ মামলাগুলি নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হইতেছে

৩ নং এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর

এই সব বকেয়া মামলাগুলির সত্তর নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

চীফ্ জাস্টিস, চীফ্ মিনিস্টার ল-মিনিস্টারদের সম্মেলনে আদালতকে গ্রাম স্তরে নেবার যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা কার্যাকর করা হলে মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি হতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

Admitted Un-starred Question No. 33
Name of Member :— Shri Samir Deb Sarkar

প্রশ্ন

১। গ্রামীণ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য রাজ্যে ১৯৭৭ ইং পর্যান্ত কতটি গ্রামে ডিপ্-টিউব-ওয়েল খনন করা হয়েছিল এবং কত কিঃ মিঃ পাইপ লাইনের মাধ্যমে মোট কত পরিবারকে জল সরবরাহ করা হচ্ছিল (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ১৯৮৫ ইং মার্চ মাস পর্যন্ত এ প্রকল্পে গ্রামাঞ্চলে ডিপ্-টিউব-ওয়েলের সংখ্যা কত? এবং উক্ত প্রকল্পের দ্বারা কতটুকু পাইপ লাইনের মাধ্যমে কত পরিবারকে জল সরবরাহ করা হয়েছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

৩। খোয়াই ব্লকের গনকী ও সিঙ্গিছড়া ডিপ্-টিউব-ওয়েল থেকে কত পরিবারকে জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

৪। উক্ত দুটি প্রকল্পে আরও পাইপ লাইন সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে কিনা,

৫। বর্তমান বৎসরে আর-ডব্লিউ এস্ প্রকল্পে কতটি ডিপ্-টিউব-ওয়েল করা হবে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। মোট ২৬টি ডিপ্-টিউব-ওয়েল খনন করিয়ে মোট ১৬৪টি গ্রাম পানীয় জলের আওতাধীনে ছিল, এবং মোট ১৮৩'৬৪৮ কিঃ মিঃ পাইপ লাইনের সাহায্যে ২২,৫০০টি পরিবারকে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছিল। ব্লক ভিত্তিক হিসাব ইহার সঙ্গে সংযোজিত হইল।

২। গ্রামাঞ্চলে ডিপ্-টিউব-ওয়েলের সংখ্যা ১৩৩টি এবং উহা দ্বারা ৫৪৬.৭২৮ কিঃ মিঃ পাইপ লাইনের মাধ্যমে ৫৬৩৭২টি পরিবারকে জল সরবরাহ করা হয়েছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব ইহার সঙ্গে সংযোজিত হইল।

৩। শিলিগুড়া এখনও চালু হয় নাই। শুধুমাত্র গনকী স্কীমে ৩০০ পরিবারকে জল সরবরাহ করা হচ্ছে।

৪। হাঁ।

৫। মোট ১১৬টি ডিপ্-টিউব-ওয়েল হবে বলে আশা করা যায়। ব্লক ভিত্তিক হিসাব ইহার সঙ্গে সংযোজিত হইল।

১নং প্রশ্নের সংযোজিত অংশ

ক্রমিক সং	ব্লকের নাম ও গভীর নলকূপের সংখ্যা।		গ্রামের সংখ্যা	পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য	১৯৮১ইং এর লোক গণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা	গড়ে ৬ জন ধরিয়া পরিবারের সংখ্যা	পানীয় জল দ্বারা উপকৃত পরিবারের সংখ্যা গড়ে ৬ জন করিয়া ধরিয়া
১	২		৩	৪	৫	৬	৭
১।	বিশালগড়—	৬টি	৩২টি	২৯°৩০ কিঃ মিঃ	৬৮,০৫৩	১১,৩৪২	৬৮৫০
২।	জিরানীয়া—	২টি	১০টি	১০ ,,	৯,৮৮৩	১,৬৪৭	১,৪০০
৩।	মোহনপুর—	৫টি	৩৬টি	৪০ ,,	৩১,২০৩	৫,২০০	৪৫০০
৪।	মেলাঘর—	১টি	১০টি	১ ,,	৬,০৮০	১,০১৩	৩০০
৫।	তেলিয়ামুড়া—	২টি	১৬টি	৬°৫ ,,	২০,৭৬৪	৩,৪৬১	২৭০০
৬।	অমরপুর—	৩টি	৭টি	১০°৮১ ,,	১১,৬৯৩	১,৯৪৯	৮৫০
৭।	ছামনু—	১টি	৪টি	৮°৪৭২ ,,	২,৫৪৭	৪২৫	৩০০
৮।	সালেমা—	২টি	৮টি	১৮°২৯ ,,	৫,২৯৩	৮৮২	৬০০
৯।	পানিসাগর—	২টি	৬টি	১০.১৯ ,,	১১,২৯৭	১,৮৮৩	৬৫০
১০।	কুমারঘাট—	১টি	৩টি	১০°৪৬৯	৩,৬৯২	৬১৫	৬০০
১১।	মাতাবাড়ী—	৩টি	১৫টি	১৯°৩৭২	২২,৬৮১	৩,৭৮০	২৬০০
১২।	বগাফা—	১টি	৬টি	৩°৩ ,,	৭,১৯৮	১,১৮৩	৫০০
১৩।	সাঁতচান্দ—	১টি	৬টি	৫°৪৪৫	৪,২৫৪	৭০৯	৩৫০
যোট:—	১৩টি ব্লক ৩০টি গভীর নলকূপ		১৬২টি গ্রাম	১৮৩°৬৪৮	২,০৪,৯৩৮	৩৪,১৩৯	২২,৫০০

২নং প্রশ্নের উত্তরের সংযোজিত অংশ

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	ডিপ্-টিউব ওয়েলের সংখ্যা।	পাইপ লাইনের দৈর্ঘ্য	১৯৮১ইং এর লোক গণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা।	গড়ে ৬জন ধরিয়া পরিবারের সংখ্যা।	পানীয় জল দ্বারা উপকৃত পরিবারের সংখ্যা গড়ে ৬জন ধরিয়া।
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১।	বিশালগড়	২৯টি	১৩৪.৮০ কিঃ মিঃ	১,২৫,৮৩১	২০,৯৭২	১৫,১০০
২।	জিরানীয়া	৯টি	২৩.১০	২৭,৪৫০	৪;৫৭৫	৪,০০০
৩।	মোহনপুর	১৪টি	৭৯.২০	৫৫,৭২৯	৯,২৮৮	৮,২০০
৪।	মেলাঘর	৩টি	১৫.৫০	১৪,১৩৬	২,৩৬৫	২,৬০০
৫।	তেলিয়ামুড়া	৫টি	১৪.৫০	৫৪,৫১৫	৭,৫৮৬	৫,৫০০
৬।	অমরপুর	৯টি	১০.০৮৫	২১,৮১৮	৩,৬৩৮	৯৯০
৭।	ছামনু	৪টি	১৯.৭২২	১৩,৪৭২	১,৭৪৪	২,৩১৪
৮।	সালেমা	৬টি	৪৪.১২৩	১৫,৩৬৭	২,৫৬১	১,৭৫৬
৯।	পানিসাগর	৭টি	২৮.৫৪৭	২২,৩০১	৩,৭১৭	১,৩০৭
১০।	কাঞ্চনপুর	৪টি	১৯.৪৯০	১৫,২০০		
১১।	কুমারঘাট	৯টি	২৬.৩০	১৮,১৭৬	৩,০২৯	১,২০০
১১।	মাতাবাড়ী	১৪টি	৬৯.৪৮৩ কিঃ মিঃ	১,১১,৩০০	১৮,৫৫০	৭,৫৫০
১২।	বগাফা	৭টি	১৭.৯৪৫	২৭,৬২২	৪,৬০৪	৯১৫
১৩।	সাঁতচান্দ	৩টি	৭.১৬৮	৫৩১	১,০৮৮	৮৭৫
১৪।	ডুম্বুরনগর	১টি	৩.১০০	৩,২৫৪	৫৪৩	১৮০
১৫।	রাজনগর	৬টি	৩০.৮৬৫	২০,৯৪২	৩,৪৯০	২,০২৫
১৬।	খোয়াই	৩টি	২.৮০	৮,৭০৭	১,৪৫১	৩০০
১৭।	কাঞ্চনপুর	৪টি	১৯.৪৯০	১৫,২০০	২.৫৩৩	১,৬৫০
মোটঃ—		১৩৩টি	৫৪৬.৭২৮	৫,৫০,৩৬১	৯১,৭২৫	৫৬,৩৭২

৫নং প্রশ্নের উত্তরের সংযোজিত

ক্রমিক সংখ্যা	ব্লকের নাম	ডিপ্-টিউব-ওয়েলের সংখ্যা	মন্তব্য
১।	বিশালগড়	১৭টি	
২।	মেলাঘর	৮টি	
৩।	জিরানীয়া	৭টি	
৪।	মোহনপুর	৪টি	
৫।	তেলিয়ামুড়া	৭টি	
৬।	কুমারঘাট	১২টি	
৭।	সালেমা	২টি	
৮।	ছামনু	৭টি	
৯।	কাঞ্চনপুর	৪টি	
১০।	পানিসাগর	১২টি	
১১।	ডুম্বুরনগর	৪টি	
১২।	সাতচান্দ	৯টি	
১৩।	মাতাবাড়ী	১০টি	
১৪।	বাগমা	৫টি	
১৫।	অমরপুর	২টি	
১৬।	রাজনগর	৬টি	
মোট—		১১৬টি	

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 80 (ADMITTED NO. 34)

Name of the Member :—Shri Sudhir Ranjan Majumder,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১) আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের মধ্যে যাদের সরকারী চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তাদের কোন কোন বিভাগে কি কি পদে চাকুরী দেওয়া হয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty Chief Minister, Tripura

১। আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীদের চাকুরী দেওয়ার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক) কৃষি বিভাগ :—চৌকিদার—৪৫ জন।
চেইনম্যান— ৪ ,,
সাহায্যকারী—৮ ,,
৪র্থ শ্রেণী—২৪ ,,
৮১ জন

খ) বন বিভাগ :—নার্সারী
প্ল্যান্টওয়াচার—২০ জন।

গ) মৎস বিভাগ :— ৪র্থ শ্রেণী— ৯ জন।

ঘ) স্বাস্থ্য বিভাগ :— জি ডি এ—২৯ জন।

ঙ) শিক্ষা বিভাগ :—কক বরক শিক্ষক—৭ জন।
৪র্থ শ্রেণী—২০ জন।
এস, ই, ডব্লিও—১ ,,
স্কুল মাদার—১ ,,
মোট—২৯ জন।

চ) পঞ্চায়েত বিভাগ :—পঞ্চায়েত
সেক্রেটারী—৫ জন।

ছ) পূর্ত বিভাগ :—
খালাসী—৭৮ জন।
পাম্প অপারেটার—১২ ,,
৪র্থ শ্রেণী—২ ,,
গ্যাঙ ম্যান—২ ,,
মোট—৯৪ জন।
সর্বমোট—২৬৭ জন।

ক) মোট চাকুরী দানের সংখ্যা -২৬৭ জন।

খ) পুনর্বাসনের জন্য অর্থ সাহায্য দান করা হয়— ২৫ ,,

গ) পুনর্বাসন। চাকুরী প্রাপ্তির অপেক্ষামান সংখ্যা— ১৩ ,,

মোট :—৩০৫ জন।

Admitted Unstarred Question No. 47.

Name of the Member :— Shri Jawhar Saha.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Vigilance Department be pleased to state:—

Question	Answer
১। ১৯৮০ইং থেকে ১৯৮৫ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্যান্ত রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত কতজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, (নাম ও পদবী সহ গেজেটেড ও নন গেজেটেড কর্মচারীদের দপ্তর ও বছর ভিত্তিক হিসাব)?	
২। এর মধ্যে কতগুলি দুর্নীতির তদন্তের আদেশ দেওয়া হয়েছে, (নাম ও পদবী সহ দপ্তর ভিত্তিক পৃথক পৃথক হিসাব)?	তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩। তদন্তের ফলে কতজন দোষী সাব্যস্ত হয়েছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে কি কি শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে?	

Assembly Admitted Un-Starred Question No. 53

Name of the Member- Shri Jawhar Saha,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of The Home Department be Pleased to State :—

১। ১৯৮১ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৫ সালের ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন বিদ্যালয় হইতে বৈদ্যুতিক পাখা এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিষ চুরি যাওয়ার ব্যাপারে থানায় কতটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে. (বছর ও থানা ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত সময়ে চুরি যাওয়া মূল্যবান জিনিষের মধ্যে এ পর্য্যন্ত কি পরিমাণ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে; (বছর ও থানা ভিত্তিক হিসাব)

৩। ১৯৮৫ইং সনের জানুয়ারী থেকে ১লা যে তারিখের মধ্যে অমরপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও অমরপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে বৈদ্যুতিক পাখা চুরি যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে অমরপুর থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কি,

৪। যদি করা হয়ে থাকে তবে কতগুলি বৈদ্যুতিক পাখা চুরি হয়েছে।

৫। ইহা কি সত্য যে উক্ত সময়ের মধ্যে অমরপুর বালিকা বিদ্যালয়ে কয়েকটি বৈদ্যুতিক পাখা ও রেগুলেটার উক্ত বিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষকের বাড়ী থেকে উদ্ধার করে বীরগঞ্জ থানায় আনা হয়েছিল.

৬। সত্য হলে উক্ত দুইজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister, Tripura.

১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের বছর ও থানা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক নং	থানার নাম	বৈদ্যুতিক পাখা চুরির ঘটনা লিপিবদ্ধ	উদ্ধার	অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী চুরির ঘটনা লিপিবদ্ধ	উদ্ধার
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯৮১ ইং					
১।	আগরতলা পশ্চিম	—	—	৫	—
২।	আগরতলা পূর্ব	১	—	১১	—
৩।	জিরানীয়া	—	—	—	—
৪।	এয়ারপোর্ট	—	—	—	—
৫।	সিধাই	—	—	—	—
৬।	খোয়াই	—	—	—	—
৭।	তেলিয়ামুড়া	২	—	২	—
৮।	কল্যাণপুর	—	—	৫	—
৯।	আমতলী	—	—	৩	—
১০।	বিশালগড়	—	—	—	—
১১।	টাকারজলা	—	—	১	—
১২।	সোনামুড়া	—	—	৫	—
১৩।	কলমছড়া	—	—	—	—
১৪।	যাত্রাপুর	—	—	২	—
	মোট	৪	—	৩৪	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	১৯৮১ B. F.—	৪		৩৪	
১৫।	কাঞ্চনপুর	—	—	—	—
১৬।	ফটিকরায়	—		—	—
১৭।	কৈলাশহর	—	—	৬	—
১৮।	আমবাসা	—	—	—	—
১৯।	কমলপুর	..	—	২	—
২০।	মনু	—	—	—	—
২১।	চুরাইবাড়ী	—	—	—	—
২২।	ধর্মনগর	১	—	৩	—
২৩।	ছামনু	—	—	—	—
২৪।	ডাংমনু	—	—	—	—
২৫।	দামছড়া	—	—	—	—
	মোট—	৫	—	৪৫	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	১৯৮১ B. F.	৫		৪৫	
২৬।	অমরপুর	—	—	২	—
২৭।	সাব্রুম	--	—	—	—
২৮।	বিলোনীয়া	—	—	২	—
২৯।	রাধাকিশোরপুর	—	—	১১	—
৩০।	কিল্লা	—	—	১	—
৩১।	নতুনবাজার	—	—	—	—
৩২।	অম্পি	—	—	—	—
৩৩।	গণ্ডাছড়া	—	—	—	—
৩৪।	বাইখোরা	—	—	২	—
৩৫।	পুরানরাজবাড়ী	--	—	২	—
	মোট—		—	৬৫	—

১	২	৩	৪	৫	৬
১।	আগরতলা পশ্চিম	—	—	৬	—
২।	আগরতলা পূর্ব	৭	—	১৩	—
৩।	ভিরানীয়া	—	—	—	—
৪।	এয়ার পোর্ট	—	—	১	—
৫।	সিধাই	—	—	—	—
৬।	খোয়াই	—	—	—	—
৭।	তেলিয়ামুড়া	—	—	৬	—
৮।	কল্যাণপুর	—	—	৫	—
৯।	আমতলী	—	—	৩	—
১০।	বিশালগড়	=	—	—	—
১১।	টাকারজলা	—	—	—	—
১২।	সোনামুড়া	২	—	৭	—
১৩।	কলমছড়া	—	—	—	—
১৪।	যাত্রাপুর	—	—	১	—
	মোট	৯	—	৪২	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	B. F.	৯		৪২	—
১৫।	কাঞ্চনপুর	—	—	১	=
১৬।	ফটিকরায়	—	—	—	—
১৭।	কৈলাশহর	৫	৯	—	—
১৮।	আমবাসা	—	—	—	—
১৯।	কমলপুর	—	—	৪	—
২০।	মনু	—	—	—	—
২১।	চন্দ্রাইবাড়ী	—	—	—	—
২২।	ধর্মনগর	—	—	১	—
২৩।	ছামনু	—	—	—	—
২৪।	ভাংমুন	—	—	—	—
২৫।	দামছড়া	—	—	—	—
	মোট—	১৪	৯	৪৮	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	B, F |	১৪	৯	৪৮	
২৬। অমরপুর		—	—	২	—
২৭। সাব্রুম		—	—	১	—
২৮। বিলোনীয়া		১	—	২	—
২৯। রাধাকিশোরপুর		২	—	৪	—
৩০। কিল্লা		—	—	—	—
৩১। নুতন বাজার		—	—	—	—
৩২। অম্পি		—	—	—	—
৩৩। গন্ডাছড়া		—	—	—	—
৩৪। বাইখোরা		—	—	৩	—
৩৫। পুরান রাজবাড়ী		—	—	৩	—
মোট—		১৭	৯	৬৩	—

১	২	৩	৪	৫	৬
১। আগরতলা পশ্চিম		২	—	৮	—
২। আগরতলা পুর্ব		২	—	১৬	—
৩। জিরানীয়া		—	—	—	—
৪। এয়ার পোর্ট		১	৩	১	—
৫। সিধাই		১	১	—	—
৬। খোয়াই		—	—	—	—
৭। তেলিয়ামুড়া		—	—	৫	—
৮। কল্যাণপুর		—	—	৪	—
৯। আমতলী		১	—	৪	—
১০। বিশালগড়		১	—	২	—
১১। টাকারজলা		—	—	২	—
১২। সোনামুড়া		১	—	৬	—
১৩। কলমছড়া		—	—	—	—
১৪। যাত্রাপুর		—	—	—	—
মোট		৯	৪	৫০	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	B.F —	৯	৪	৫০	
১৫। কাঞ্চনপুর		—	—	—	—
১৬। ফটিকরায়		—	—	৫	—
১৭। কৈলাশহর		১২	১২	—	—
১৮। আমবাসা		১	২	—	—
১৯। কমলপুর		—	—	৩	—
২০। মনু		—	—	১	—
২১। চুরাইবাড়ী		—	—	—	—
২২। ধর্মনগর		১	—	২	—
২৩। ছামনু		—	—	—	—
২৪। ভাংমনু		—	—	—	—
২৫। দামছড়া		—	—	—	—
মোট		২৩	১৮	৬১	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	B. F.	২৩	১৮	৬১	
২৬। অমরপুর		১	—	৫	—
২৭। সাব্রুম		—	—	৫	—
২৮। বিলোনীয়া		২	—	—	—
২৯। রাধাকিশোরপুর		৩	—	৩	—
৩০। কিল্লা		—	—	—	—
৩১। নতুন বাজার		—	—	—	—
৩২। অম্পি		—	—	—	—
৩৩। গণ্ডাছড়া		—	—	—	—
৩৪। বাইখোরা		—	—	৩	—
৩৫। পুরান রাজবাড়ী		—	—	৭	
	মোট—	২৯	১৮	৮৪	—

১	২	৩	৪	৫	৬
১।	আগরতলা পশ্চিম	—	—	৮	—
২।	আগরতলা পূর্ব	৮	—	১০	—
৩।	জিরানীয়া	—	—	১	—
৪।	এয়ার পোর্ট	১	—	—	—
৫।	সিধাই	—	—	—	—
৬।	খোয়াই	—	—	—	—
৭।	তেলিয়ামুড়া	—	—	৬	—
৮।	কল্যাণপুর	—	—	২	—
৯।	আমতলী	—	—	৫	—
১০।	বিশালগড়	—	—	২	—
১১।	টাকারজলা	—	—	—	—
১২।	সোনামুড়া	১	—	৮	—
১৩।	কমলছড়া	—	—	—	—
১৪।	যাত্রাপুর	—	—	—	—
	মোট—	১০	—	৪২	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	B.F —	১০	—	৪২	—
১৫।	কাঞ্চনপুর	—	—	—	—
১৬।	ফটিকরায়	—	—	১৪	—
১৭।	কৈলাশহর	—	—	১৪	—
১৮।	আমবাসা	—	—	—	—
১৯।	কমলপুর	—	—	৪	—
২০।	মনু	—	—	১	—
২১।	চুরাইবাড়ী	—	—	১	—
২২।	ধর্মনগর	২	...	৩	—
২৩।	ছামনু	—	—	—	—
২৪।	ভাংমনু	—	—	।	—
২৫।	দামছড়া	—	—	—	—
	মোট	১২	—	৬৯	—

১	২	৩	৪	৫	৬
	B. F.	১২	—	৬৯	—
২৬।	অমরপুর	১	—	২	—
২৭।	সাব্রুম	—	—	১	—
২৮।	বিলোনীয়া	২	—	১	—
২৯।	রাধাকিশোর পুর	—	—	—	—
৩০।	কিল্লা	—	—	১	—
৩১।	নতুন বাজার	—	—	—	—
৩২।	অম্পি	—	—	—	—
৩৩।	গণ্ডাছড়া	—	—	—	—
৩৪।	বাইখোরা	—	—	—	—
৩৫।	পুরানরাজ বাড়ী	—	—	২	—
	মোট—	১৫	—	৭৬	—

১৯৮৫ ইং ৩০শে জুলাই পর্যান্ত।

১	২	৩	৪	৫	৬
১।	আগরতলা পশ্চিম	—	—	৫	—
২।	আগরতলা পূর্ব	১	—	৪	—
৩।	জিরানীয়া	—	—	২	—
৪।	এয়ারপোর্ট	—	—	—	—
৫।	সিধাই	—	—	১	—
৬।	খোয়াই	—	—	—	—
৭।	তেলিয়ামুড়া	১	—	—	—
৮।	কল্যাণপুর	—	—	—	—
৯।	আমতলী	১	১১	১	—
১০।	বিশালগড়	—	—	১	—
১১।	টাকারজলা	—	—	৩	—
১২।	সোনামুড়া	৩	—	১	—
১৩।	কলমছড়া	—	—	—	—
১৪।	যাত্রাপুর	—	—	—	—
	মোট—	৬	১১	২২	—

১৯৮৫ ইং ৩০শে জ্বলাই পর্য্যন্ত

১	২	৩	৪	৫	৬
	B. F.	৬	১১	১২	
১৫।	কাঞ্চনপ্নর	—	—	৪	—
১৬।	ফটিকরায়	—	—	২	—
১৭।	কৈলাশহর	—	—	৭	—
১৮।	আমবাসা	—	—	—	—
১৯।	কমলপ্নর	—	—	২	—
২০।	মন্থ	—	—	৩	—
২১।	চুরাইবাড়ী	—	—	—	—
২২।	ধর্মনগর	—	—	৩	—
২৩।	ছামন্থ	—	—	—	—
২৪।	ভাংমন্ন	—	—	—	—
২৫।	দামছড়া	—	—	—	—
	মোট—	৬	১১	৪৩	—

১৯৮৫ ইং এর ৩০ শে জ্বলাই পর্যন্ত।

	B. F.,—	৬	১১	৪৩	
২৬।	অমরপ্নর	১	—	১	—
২৭।	সাব্রুম	—	—	—	—
২৮।	বিলোনীয়া	১	—	—	
২৯।	রাধাকিশোরপ্নর	১	—	১	—
৩০।	কিল্লা	—	—	—	—
৩১।	নতুন বাজার	—	—	—	—
৩২।	অম্পি	—	—	—	—
৩৩।	গণ্ডাছড়া	—	—	—	—
৩৪।	বাইখোরা—	—	—	—	—
৩৫।	প্নরান রাজবাড়ী	—	—	—	—
	মোট	৯	১১	৪৮	

৩নং এবং ৪নং প্রশ্নের উত্তর	গত ২৯/৩০শে এপ্রিল ১৯৮৫ইং তারিখ অমরপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের তিনটি বৈদ্যুতিক পাখা চুরি হয়। এই ঘটনায় একটি অভিযোগ অমরপুর থানায় দায়ের করা হইয়াছে।
৪নং এবং ৫নং প্রশ্নের উত্তর	তদন্তকালে পুলিশ ২টি পুরাতন বৈদ্যুতিক পাখা রেগুলেটার সহ অমরপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রী বিনোদ বিহারী দাস এবং উক্ত বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শ্রী হেমন্ত দত্তের বাড়ী হইতে উদ্ধার করেন। তদন্তে দেখা যায় উভয় শিক্ষক সাময়িক কালের জন্য প্রয়োজনীয় রসিদ জমা দিয়ে এবং বিদ্যালয়ের স্টক রেজিস্টারে নথিভুক্ত করে এই দুটি পাখা বাড়ী নিয়ে গিয়াছিলেন। ইহা চুরি ঘটনা নয়। তদন্ত সমাপ্তির পর উদ্ধার করা পাখাগুলি ফেরৎ দেওয়া হয়।

Admitted unstarred Question No. 57

Name of M. L. A. :— Shri Shyama Charan Tripura.

Will the Hon'ble Minister in Charge of the Appointment and Services Department be pleased to State :—

১। ১৯৮৫ ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে, সরকার পরিচালিত বিভিন্ন নিগম ও সংস্থায় এবং স্বয়ং শাসিত সংস্থায় সমূহে তপঃ উপজাতি এবং তপঃ জাতি কর্মচারীদের সংখ্যা কত, (সরকারী, আধা-সরকারী নিগম এবং স্বয়ং শাসিত সংস্থাভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব এবং কর্মচারীদের শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব), এবং

২। তপঃ উপজাতি এবং তপঃ জাতি কর্মচারীদের উপরোক্ত সংখ্যা রাজ্যের সমস্ত কর্মচারীদের কত শতাংশ; (শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)।

ANSWER

Minister-In-Charge of the Apptt. & Services Deptt.	Shri N. Chakraborty Chief Minister

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 324 (ADMITTED QUESTION NO. 59)

Name of Member :— Sri Jawhar Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be Pleased to State :—

১। ১৯৮৪ সালে জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ সালে ৩০শে . আগষ্ট পর্যন্ত রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বাংলা দেশের ডাকাত ও দুবৃত্তের দল দ্বারা কতগুলি হামলা ও ডাকাতি সংঘটিত হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত সময়ে কতটি গবাদি পশু এবং কত পরিমাণ নগদ অর্থ এবং কত পরিমাণ মূল্যের অন্যান্য জিনিষ ডাকাত ও দুর্বৃত্তের দল নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩। এ সকল হামলায় কতজন ভারতীয় নাগরিক আহত ও নিহত হয়েছে ; (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৪। এ সকল ঘটনায় আহত ও নিহত ক্ষতিগ্রস্থদের কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ;

৫। হলে তা কি ভাবে এবং কত টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে ; এবং

৬। ঐ সকল হামলা বন্ধ করার জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

ANSWER

Name of Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister.

১নং ২নং এবং ৩নং প্রশ্নের উত্তর

১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮৫ সালের ৩০শে আগষ্ট পর্যান্ত রাজ্যের সীবান্তবর্তী এলাকাগুলিতে বাংলাদেশের ডাকোত ও দুবৃত্তের দ্বারা হামলাও ডাকাতির ঘটনা, গবাদি পশু নগদ অর্থ, অন্যান্য জিনিষপত্র লুট এবং ভারতীয় নাগরিক আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেয়া গেল। বি এস-এফ কর্তৃক ধৃতদের সম্পর্কে তথ্য এখানে নেই।

মহকুমার নাম	ঘটনা	ঘটনা সংখ্যা	গবাদি পশু চুরি	নগদ অর্থ লুটের পরিমান	অন্যান্য জিনিষ পত্র লুটের মুট মূল্য	নিহতের সংখ্যা	আহত সংখ্যা
সদর	ডাকাতি	৩৭	১৫	৭২,০৫০	১,৮৩,০৮৫	৪	২৬
	হামলা ও অন্যান্য	৩	—	—	—	—	—
সোনামুড়া	ডাকাতি	৪০	৫৪	১৬৪৩৮	১,১৭,২২৮	—	৫৩
	হামলা ও অন্যান্য	১	—	—	—	=	—
খোয়াই	ডাকাতি	৫	১৬	৪,০৫০	৭৪,১০০	—	৯
	হামলা ও অন্যান্য	৫	—	১,৫০০	৯,৪০০	—	৪
সাব্রুম	ডাকাতি	৫	—	৫,৯০০	৬৪,১০০	১	১৩
	হামলা ও অন্যান্য	—	—	—	—	—	—
বিলোনীয়া	ডাকাতি	৪	—	১১,৩৫০	৩৭,৬৫০	২	৬
	হামলা ও অন্যান্য	—	—	—	—	—	—
অমরপুর	ডাকাতি	—	—	—	—	—	—
	হামলা ও অন্যান্য	—	—	—	—	—	—
উদয়পুর	ডাকাতি	—	—	—	—	—	—
	হামলা ও অন্যান্য	—	—	—	—	—	—
ধর্মনগর	ডাকাতি	—	—	—	—	—	—
	হামলা ও অন্যান্য	—	—	—	—	—	—
কৈলাশহর	ডাকাতি	২	৪	৪,০০০	৪,০০০	—	—
	হামলা ও অন্যানা	—	—	—	—	—	—
কমলপুর	ডাকাতি	—	—	৮,৫০০	৮,৫০০	—	—
	হামলা ও অন্যান্য	১	২	—	—		

৪ নং ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ডাকাতিতে যাহারা ক্ষতিগ্রস্থ হন তাহারা সাহায্য দাবী করিলে তাহাদের সাহায্য দেওয়া হয়। কোন ক্ষতি পূরনের ব্যবস্থা নাই।

৬। সীমান্ত অপরাধ চোরাকারবার, ডাকাতি প্রভৃতি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর ৩ কিলোমিটার অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রে ৯ ঘটিকা হইতে ভোর ৪ ঘটিকা পর্য্যন্ত নৈশ কারফিউ জারি করা হইয়াছে। রাত্রি কালিন পুলিশ টহল জোরদার করা হইয়াছে। উচ্চ পদস্থ পুলিশ অফিসারগণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তত্বাবধান করিতেছেন।

গ্রামরক্ষী বাহিনীকে সংগঠিত করা হইয়াছে। গ্রামরক্ষী বাহিনীর সদস্যগণ গ্রামবাসীদের সাথে যোগাযোগ করিয়া সন্দেহজনক ব্যক্তিদের চলাচলের উপর নজর রাখিতেছেন।

Admitted Unstarred Question No. 61
Name of M. L. A. :—Shri Jawhar Shaha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to State :—

১। ত্রিপুরায় বর্তমানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে গেজেটেড, নন-গেজেটেড, তৃতীয় শ্রেনী ও চতুর্থ শ্রেনীতে নিযুক্ত মুসলীম সম্প্রদায় ভুক্ত সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত? (গেজেটেড, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর কর্মচারীর পৃথক পৃথক হিসাব):

ANSWER

Minister-In-Charge of the Apptt. & Services Deptt.	Shri N. Chakraborty Chief Minister

বর্তমানে রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত সংখ্যালঘু মুসলীম সম্প্রদায় ভুক্ত কর্মচারীর বিভাগ ভিত্তিক ও শ্রেনীভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

বিভিন্ন বিভাগে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	৩১-৭-৮৫ই তারিখ পর্যন্ত ত্রিপুরা সরকারে অধীনে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা					মন্তব্য
		প্রথম শ্রেনী	দ্বীতিয় শ্রেনী	তৃতীয় শ্রেনী	চতুর্থ শ্রেনী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১।	ডাইরেক্টরেট অব রিসারস	—	—	—	১	১	
২।	স্টেট প্লেনিং মেসিনারী	—	—	—	১	১	
৩।	ডাইরেক্টরেট অব ফায়ার সার্ভিস	—	—	৩	—	৩	
৪।	প্রিজনস ডাইরেক্টরেট	—	—	—	৮	৮	
৫।	লেবার ডাইরেক্টরেট	—	—	১	—	১	
৬।	আইন বিভাগ	—	১	—	—	১	
৭।	মহাকরন প্রশাশন বিভাগ	—	—	৩	৫	৮	
৮।	জেলা রেজিস্টার পঃ ত্রিপুরা	—	—	১	—	১	
৯।	মৎস্য আধিকারিকের অফিস	—	—	৬	৭	১৩	
১০।	ত্রিপুরা ফরেস্ট ডেভলাপমেন্ট এবং প্রেনটেশন করপোরেশন লিঃ	—	—	৪	—	৪	
১১।	ডাইরেক্টরেট অব এমপ্লয়মেন্ট সারভিসেস্ এবং মেন পাওয়ার প্লেনিং	—	—	২	১	৩	
১২।	ত্রিপুরা ট্রাইবেল এরিয়াস অটোননাস ডিস্ট্রিক্ট কাউনসিল	—	—	২	১	৩	
১৩।	ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেষন জজ উত্তর জেলা	—	—	২	৬	৮	
১৪।	আই, জি, পি, অফিস	১	১৩২	—	১১	১৪৪	
১৫।	সমবায় অধিকারীকের অফিস	—	—	১	২	৩	
১৬।	ডিস্ট্রিক্ট এণ্ড সেষন জজ পঃ জেলা	—	১	—	৪	৫	
১৭।	পশ্চিম ত্রিপুরা রুরেল ডেভলাপমেন্ট এজেন্সি	—	—	১	—	১	

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮।	মুখ্য বন আধিকারীক	১	—	১১	৫৫	৬৭	
১৯।	কৃষি বিভাগ	—	১	২১	৩	২৫	
২০।	ভূমি লেখ্য ও বন্দোবস্ত আধিকারীক	—	১৪	—	—	১৪	
২১।	উপজাতি কল্যাণ আধিকারীক	—	—	৫	২	৭	
২২।	ত্রিপুরা সড়ক পরিবহন নিগম	—	—	৫	৩	৮	
২২।	উচ্চ শিক্ষা আধিকারীক	—	৩	—	৭	১০	
২৪।	মুখ্য (বিদ্যুৎ বাস্তকার	—	—	৪	৭	১১	
২৫।	জেলা ও দায়রা অদালত (দক্ষিণ ত্রিপুরা)	—	—	১	—	১	
২৬।	পঞ্চায়েত আধিকারীক	—	—	১৩	১	১৪	
২৭।	পশু পালন আধিকারীক	—	—	১৭	৭	২৩	
২৮।	স্কুলশিক্ষা আধিকারীক	—	—	২৪৩	২৩	১৬৭	
২৯।	গৌহাটি হাই কোর্ট আগরতলা বেঞ্চ	—	—	—	১	১০	
৩০।	জেলাশাসক ও সমহর্ত্তা উত্তর ত্রিপুরা	—	—	৮	১	৯	
৩১।	জেলাশাসক ও সমহর্ত্তা দক্ষিণ ত্রিপুরা	—	—	৬	৫	১১	
৩২।	জেলা শাসক ও সমহর্ত্তা	—	—	৪	৮	১২	
৩৩।	কমিশনার অব টেক্সেন	—	—	১	—	১	
৩৪।	টাউন এণ্ড কান্ট্রি প্লেনিং আরগানাইজেশন	—	—	—	২	২	
৩৫।	প্রিন্টিং এণ্ড স্টেশনারী বিভাগ	—	—	—	২	২	
৩৬।	মুখ্য বাস্তকার, জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ	—	—	১৮	১১	২৯	
৩৭।	আগরতলা পৌরসভা	—	—	১	৪৪	৪৫	
৩৮।	খাদ্য জন সম্ভরণ আধিকারীক	—	—	৪	৭	১২	
৩৯।	মুখ্য বাস্তকার, পূর্ত দপ্তর	—	—	৫	৬৩	৬৮	
৪০।	তথ্য, সাংস্কৃতি ও পর্যটন আধিকারিক	—	—	৪	৮	১২	
৪১।	মুখ্যমন্ত্রী সচিবালয়	—	—	—	১	১	
			১০	৫৮০	৪০০	৯৯১	

Admitted Unstarred Question No. 69
Name of M. L. A. :—Shri Kali kr. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য সরকারী বিভিন্ন দপ্তরে অনেকগুলি শূন্যপদ পড়ে আছে ?

২। সত্য হইলে কোন দপ্তরে কতগুলি শূন্যপদ পড়ে আছে তার ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পদ ভিত্তিক হিসাব ?

৩। ১৯৮৫-৮৬ আর্থিক বৎসরে শূন্যপদগুলি পূরণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

Minister incharge of the Appointment & Services Deptt.
Shri N. Chakraborty Chief Minister.

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Question No. 71.

Name of Member :— Shri Kali kr. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ১৯৮৫-৮৬ ইং সনের আর্থিক বৎসরে সারা ত্রিপুরার কৃষি জমিতে জল সেচের জন্য কতটি ডিপটিউবওয়েল বসানো হয়েছে, (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। এর মধ্যে বর্তমানে কতটি চালু ও কতটি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, এবং

৩। আরও নতুন ডিপ টিউবওয়েল বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। ১৯৮৫-৮৬ ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরায় ৪টি ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।

ক) তারানগর (মোহনপুর ব্লক)
খ) ধনপুর (মেলাঘর ব্লক)
গ) পশ্চিম লালছড়া (সালেমা ব্লক)
ঘ) কৃষ্ণ কাবরা (জিরানীয়া ব্লক)

২। এর মধ্যে একটিও বর্তমানে চালু করা হয় নাই।

৩। হ্যাঁ, বর্তমানে ১৯৮৫-৮৬ সালে ত্রিপুরায় আরও ৩০টি নতুন ডিপ টিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question NO. 75.

Name of Member:—Shri Nakul Das,

প্রশ্ন

১) রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কোন ব্লকে কতটি লিফ্‌ট ইরিগেশন স্কীম, গভীর নলকূপ, অগভীর নল কূপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ?

২) বর্ত্তমানে কোন ব্লকে কতটি চালু অবস্থায় আছে এবং কতটি অকেজো হয়ে পড়ে আছে ? এবং

৩) কোন কোন ব্লকে কোন প্রকল্পই এখন পর্যান্ত চালু হয় নি ?

৪) না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১) রাজ্য বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৮৫ইং সালের ৩১শে অক্টোবর পর্যান্ত ব্লক ভিত্তিক স্থাপিত লিফ্‌ট ইরিগেশন গভীর নলকূপ ও অগভীর নলকূপ ও ডাইভারশন স্কীমের চালু ও অচালু অবস্থা সহ হিসাব সংযোজনীতে প্রদত্ত হইল ।

৩). একমাত্র ডম্বুর ব্লকে এখনো কোন প্রকল্প চালু করা হয় নি ।

৪) দুর্গম এলাকা হওয়ায় সেখানে পূর্বে কোন সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি, বর্ত্তমানে ৩টি সেচ প্রকল্প যথা—রাইস্যাবাড়ী, গণ্ডাছড়া ও লক্ষীপুর হাতে নেওয়া হইয়াছে এবং সেগুলির কাজ চলিতেছে । আশা করা যায় এই বৎসরেই এসব প্রকল্প হইতে জল দেওয়া সম্ভব হইবে ।

ASSEMBLY QUESTION

ANNEXURE

R. L. I.

Sl No.	Name of Block	Schemes commissioned between 1. 1. 1978 to 31-3-85.	Total Nos of Schemes upto 31-3-1985.	Schemes running at present.	Schemes not running at present	REMARKS
1.	2	3	4	5	6	7
1.	Panisagar	9	17	10	7	
2.	Kanchanpur	7	9	5	4	
3.	Kamarghat	11	23	12	11	
4.	Chawmanu	2	3	—	3	

1	2	3	4	5	6	7
5.	Salema	18	26	16	10	
6.	Khowai	4	5	4	1	
7.	Teliamura	12	17	11	6	
8.	Jirania	16	17	15	2	
9.	Mohanpur	3	2	2	—	
10.	Bishalgarh	15	19	18	1	
11.	Melagarh	15	19	16	3	
12.	Matabari	28	36	7	29	
13.	Bagafa	8	10	10	—	
14.	Rajnagar	5	8	5	3	
15.	Satchand	15	15	13	2	
16.	Amarpur	12	19	15	4	
17.	Dumburnagar	—	—	—	—	
18.	Non-Block Agartala	5	6	6	—	
		185	251	165	86	

DEEP TUBE WELL

1	2	3	4	5	6	7
1.	Panisagar	7	8	5	3	
2.	Kanchanpur	1	1	1	—	
3.	Kumarghat	1	1	1	—	
4.	Chowmanu	2	2	2	—	
5.	Salema	4	3	3	—	
6.	Khowai	2	2	1	1	
7.	Teliamura	3	3	3	—	
8.	Jirania	1	3	3	—	
9.	Mohanpur	9	11	11	—	
10.	Bishalgarh	10	11	11	1	
11.	Melagarh	3	3	10	—	
12.	Matabari	8	9	8	1	
13.	Bagafa	3	3	3	—	
14.	Rajnagar	4	4	1	3	
15.	Satchand	4	4	4	—	
16.	Amarpur	—	—	—	—	
17.	Dumburnagar	—	—	—	—	
18.	Non-Block (Agartala)	—	—	—	—	
		62	68	59	9	

1	2.	3	4.	5.	6.	7.
DIVISION						
1. Panisagar		—	—	—	—	
2. Kanchanpur		—	—	—	—	
3. Kumargha		—	—	—	—	
4. Chawmanu		—	—	—	—	
5. Salema		—	5	2	3	
6. Khowai		1	1	1	—	
7. Teliamura		—	—	—	—	
9. Mohanpur		2	2	2	—	
10. Bishalgarh		—	—	—	—	
11. Melagarh		1	1	1	—	
12. Matabari		1	2	1	1	
13. Bagafa		—	3	3	—	
14. Rajnagar		2	3	3	—	
15. Satchand		—	—	—	—	
16. Amarpur		1	1	1	—	
17. Dumburnagar		—	—	—	—	
18. Non-Block (Agartala)		—	—	—	—	
Total :		8	19	15	4	
SHALLOW TUBE WELL						
1. Panisagar		2	2	—	2	
2. Kanchanpur		—	—	—	—	
3. Kumarghat		15	15	—	15	
4. Chowmanu		—	—	—	—	
5. Salema		8	8	—	8	
6. Khowai		3	3	—	3	
7. Teliamura		8	8	—	8	
8. Jirania		156	156	50	106	
9. Mohanpur		5	5	—	5	
10. Bishalgarh		19	19	—	19	
11. Melagarh		36	36	—	36	
12. Matabari		10	10	—	10	
13. Bagafa		26	26	—	26	
14. Rajnagar		4	4	—	4	
15. Satchand		13	13	—	13	
16. Amarpur		—	—	—	—	
17. Dumburnagar		—	—	—	—	
18. Non-block (Agartala		—	—	—	—	
Total :		305	305	50	255	

Admitted Unstarred question No. 80.

Name of Member :—Shri Nakul Das,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Apporintment & Services Department be Pleased to state :—

১। রাজ্য সরকার কর্তৃক কর্মচারীদের জন্য কোন সুষ্ঠ বদলী নীতি চালু করা হয়েছে কিনা ?

২। যদি চালু করা হয়ে থাকে তবে তার বিবরণ, এবং

৩। ঐ নীতিরূপায়নের ক্ষেত্রে কোন বাধার সম্মুখীন হয়েছে কি ? এবং

৪। হয়ে থাকলে সেগুলি কি কি ?

ANSWER

Name of the Minister :—Sri Nripen Chakraborty, CHIEF MINISTER.

১। হ্যাঁ

২। সরকার বদলী নীতির নির্দেশিকা জারণ করেছিলেন (নিয়োগ ও সেবা দপ্তর) যাতে সুসম পদ্ধতিতে বদলী ও চাকুরী স্থল নির্ধারিত হয় যার ফলে চাকুরীতে আস্থার ভাব বজায় থাকে। নির্দেশিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তর তাদের স্ব স্ব দপ্তরের জন্য পূর্ণাঙ্গ বদলীর নীতি প্রনয়ন করেছিল।

৩। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

৪। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মচারীগণ আদালতে গিয়ে জারী করা আদেশের উপর স্থগিতাদেশ লাভ করেছেন। সরকার পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করেছেন। এবং বদলীনীতির পূর্বতন নির্দেশাবলী বাতিল ক্রমে সংশোধিত নির্দেশিকা জারীর কথা বিবেচনা করেছেন।

Admitted Unstarred Question No. 86.

Name of Member :—Shri Nakul Das

প্রশ্ন

১। রাজ্যে গ্রামীন পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এবং

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কোন ব্লকে কত পরিমান পানীয় জল সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে এবং এই সময়ের মধ্যে তা কতটা কার্য্যকরী করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। সরকার ডিপটিউব-ওয়েল ইণ্ডিয়াMark-II টিউবওয়েল অকেজো টিউবওয়েল পুনর্খননে ও অকেজো রিং-ওয়েলের সংস্কারের সাহায্যে রাজ্যে গ্রামীন পানীয় জল সরবরাহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

২। বর্তমানে আর্থিক বৎসরে বিভিন্ন ব্লকে পানীয় জল সরবরাহে টিউব-ওয়েল প্রভৃতির লক্ষ্যমাত্রার হিসাব নিয়ে দেওয়া হইল। বর্তমান বৎসরের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত প্রায় ৩০% কাজ অগ্রসর হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 88

Name of M. L. A :— Shri Fayzur Rahaman,

QUESTION

১। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতজন স্বাধীনতা সংগ্রামী পলিটিক্যাল ভাতা পাচ্ছেন (তাদের নাম সহ বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

Minister-In-Charge of the Political Department Chief Minister

ANSWER

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় ৪৪৭ স্বাধীনতা সংগ্রামী পলিটিক্যাল ভাতা পাচ্ছেন। তাদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হল :—

সদর—	২৯৩
খোয়াই—	২৩
সোনামুড়া—	৪
উদয়পুর—	২৭
বিলোনীয়া—	২৬
অমরপুর—	৪
সাব্রুম—	৬
ধর্মনগর—	২৬
কৈলাশহর—	২৩
কমলপুর—	১৭
	৪৪৯

তাদের নাম সংযুক্ত তালিকায় দেওয়া হল।

List of Freedom Fighters of Sadar Sub-Division who are getting pension from central revenues

1. Shri Raiharn Chakraborty, S/O. L. Durga Mohan Chakraborty, Vill, Ujan Abhoynagar Agartala, West Tripura.
2. Shri Swadesh Ranjan Deb Roy, S/O. L. Joy Kr. Deb Roy, Vill. Krishnanagar, Agartala, West Tripura.
3. Shri Harimohan Podder, S/O. L. Iswar Ch. Podder, Vill. Abhoynagar, Agartala, West Tripnra.
4. Shri Dhiresh Ch. Ghosh, S/O. Bhagaban, Ch. Ghosh, Ker Chowmuhani, Agartala, West Tripura.
5. Shri Ramendra Kr. Bhattacharjee, S/O. L. Nanda Kr. Bhattacharjee, Ramnagar, Agartala, West Tripura.
6. Shri Khitish Ch. Bhattacharjee. S/O. Jogendranagar, Agartala, West Tripura.
7. Smti. Hashi Roy, W/O. L. Prabhat Roy, Krishnanagar, Agartala.
8. Shri Kanti Ch. Deb Barma, S/O. L. Annada Mohan Deb Barma, Krishnagar, Agartala, West Tripura.
9. Shri Kaliprasana Majumder, S/O. L. Laxmikanata Majumder, Reshambazar, West Tripura.
10. Shri Tejendra Nath Sengupta, S/O. L. Benode Behari Sengupta. Office Tilla, Bishalgarh, West Tripura.
11. Shri Jitendra Ch. Dutta, S/O. L. Jagneswar Dutta, North Badharghat, Agartala, West Tripura.
12. Shri Abirash Ch. Chakraborty (Bhomik), S/O. L. Ananda Ch. Chakraborty (Bhowmik) Vill. Subhashnagar, Jirania, West Tripura.
13. Shri Paresh Chakraborty, S/O. L. Banga Ch. Chakraborty, Arundhutinagar Rd. 1, Agartala, West Tripura.
14. Shri Hemendra Bejoy Roy Chowdhury, S/O. L. Kamini Kr. Roy Chowdhury, Nutanpalli, Dhaleswar, Agartala, West Tripura.
15. Shri Nanigopal Deb, S/O. L. Chandra Kr. Deb, Ramnagar Rd. No. 8,
16. Shri Bejoy Krishna Sen, S/O. L. Manidra Lal Sen, Banamalipur, Agarlata, West Tripura.

17. Shri Sashi Mohan Banik, S/O. L, Ishan Ch. Banik, Uttar Badharghat. Subhashpalli, Agartala, West Tripura.

18. Shri Nirode Ch. Sengupta, S/O. L. Benode Behari Sengupta, Bishalgarh, West Tripur.

19. Shri Dhirendra Ch. Dutta, S/O. L. Jagneswar Ch. Dutta, Joynagar, Agartala, West Tripura.

20. Shri Satyendra Prasad Bhattacharjee, Nutanpalli, Dhaleswar, Agartala, West Tripura.

21. Shri Sachindra Nath Datta, S/O. L. Bhabani Ch. Dutta, Ramnagar, Agartala, West Tripura.

22 Shri Pramathanath Bhattacharjee, S/O. L. Har Kr. Bhattacharjee, Krishnagar, Nutanpalli, Agartala, West Tripura.

23. Shri Bankim Ch. Sengupta, S/C. L. Sarani Ch. Sengupta, Ramngar, Rod No. 6, Agartala, West Tripura,

24. Shri Prabodh Ch. Kar, S/O. L. Akhil Ch. Kar, 17, Thana Road, Banamalipur, Agartala, West Tripura,

25. Shri Satinath Bharadwaj, Banamalipur, Agartala, West Tripura.

26 Shri Pramode Ranjan Dasgupta, S/O. Jagneswar Dasgupta, Krishnanagar, Agartala, West Tripura.

27. Shri Ramani Mohan Debnath, S/O, L. Ramdulal Debnath, Gangail Road, Agartala, West Tripura.

28. Shri Pulin Behari Barua, S/O. L. Kebal Krishna Barua, Subhashpalli, Agartala, West Tripura.

29. Shri Sudhil Ch. Chakraborty, S/O. L. Adhar Ch. Chakraborty, Ramnagar Rd. No. 5, Agartala, West Tripura.

30. Shri Hiralal Roy, S/O. L. Tarani Mohan Loy, Gangail Rd. Agartala, West Tripura.

31. Shri Indra Mohan Bhattacharjee, Ramnagar, Agartala, West Tripura.

32. Shri Mathura Mohan Chakraborty, Vill. & PO Fatikcherra Tea Esatate, West Tripura.

33. Shri Saroj Ranjan Bhowmik, S/O. L. Harish Ch. Bhowmik, Joynagar, Agartala, West Tripura.

34. Shri Nirendra Nath Deb, S/O. L. Kailass Ch. Deb, College Tilla, Agartala, West Tripura.

35. Shri Tarit Mohan Dasgupta, S/O. L. Ananga Mohan Dasgupta, Banamalipur, Thana Road, Agartala, West Tripura.

36. Shri Ananta Lal Banik, S/O. L. Dinabandhu Banik, Akhaura Road, Agartala.

37. Shri Mohan Choudhury, S/O. L. Bimala Charan Choudhury, Vill. Sutarmura, P. O. Lalsinghmura, West Tripura.

38. Shri Sukumar Ch. Nandi S/O. L. Jagat Ch. Nandi, Bordowali. Agartala, West Tripura.

39. Shri Atul Ch. Das, S/O. L. Lab Ch. Das, Rampur Rd. No. 10, Agartala, west Tripura.

40. Shri Jitendra Kr. Choudhury, S/O. L. Shri Kali Ch. Choudhury, Vill. & P.O. Reshambagan, Agartala, West Tripura.

41. Sri Sudhangshu Mohan Dey, S/O. L. Chandra Kr. Dey, Town Bordwali, Agartala. West Tripura.

42. Shri Ashutosh Mukherjee, S/O. L. Hiranya Kr. Mukherjee, Noabadi, Jirania, West Tripura.

43. Shri Sadu Charan Saha, S/O. Late Ramkamal Saha, Ramnagar Road No. 4, P. O. Ramnagar Road No, 4, Agartala, West Tripura.

44. Shri Nani Gopal Guha Roy, S/O. late Har Mohan Guha Roy, Joynagar Agartala West Tripura.

45. Shri Pramatha Nath Chakraborty, S/O. late Dinabandhu Chakraborty, Agartala Town, Manush Patrika office, West Tripura.

46. Shri Anil Krishna Choudhury, S/O. late Kala Chand Choudhury, Military Road, Agartala, West Tripura.

47. Shri Priyaja Kumar Bhattacharjee, S/O. late Jagat Bandhu Bhattacharjee, Ramnagar Road No, 4, Agartala, West Tripura.

48. Shri Benode Behari Choudhury, S/O, late Bipin Ch. Choudury, Banamalipur, Agartala, West Tripura.

49. Shri Chitta Ranjan Chanda, S/O. late Barada Kumar Chanda, Joynagar, Agartala, West Tripura,

50. Shri Haridas Sen, S/O. late Nilkanta Sen, Military Road, Krishnanagar, Agartala, West Tripura.

51. Shri Jogesh Ch. Chakraborty, S/O. late Madhab Ch. Chakraborty, West Jog ndranagar, Agartala, West Tripura.

52. Shri Phatik Ch. Sen, S/O. late Debendra Nath Sen, Gangil Road, Krishnanagar, Agartala, West Tripura.

53. Shri Pulin Behari Paul, S/O. late Basanta Kr. Paul, Town Rampur, Agartala, West Tripura.

54. Shri Pabitra Kr. Roy, S/O. Kailash Ch. Roy Vill. North Badarghat, Arundhutinagar, West Tripura.

55. Sachindra Roy Choudhury, S/O. late Tarani Charan Chowdhury, 67, Bhattapukur, P. O. Arundhutinagar, Tripura.

56. Shri Santi prava Dhar, W/O. late Bhupendra lal Dhar, Old Melarmath, Agartala.

57. Shri Manindra Ch. Chakraborty, Adhya Chakraborty, Shibnagar, Agartala.

58. Shri Mihir Ranjan Battachrjee, S/O. late Mahedra Kumar Battacharjee, Ramnagar Rd. No. 1, Agartala, West Tripura.

59. Shri Nani Gopal Biswas, S/O. late Rashik Chandra Biswas, Joynagar, Agartala.

60. Shri Nabadwip Chandra Saha, S/O. late Hari Mohan Saha, Power House Quarter, Agartala, West Tripura,

61. Shri Harishikesh Dutta, S/O. late Dwaraka Nath Dutta, Ramnagar Road No. 4, Agartala, West Tripura.

62. Smti. Mani Debi, W/O. late Girendra Chandra Roy, Vill. & P. O. Abhoyanagar, Agartala, west Tripura.

63. Shri Harendra Ch. Bhattachajee, S/O. late Mahendra Ch Bhattacharjee, Ramnagar Rd. No. 6, Agartala, West Tripura.

64. Shri Krishna Kumar Chakraborty, S/O. late Kailash Ch. Chakraborty, Joynagar, Agartala, West Tripura.

65. Shri Makhanlal Namasudra S/O. late Nabin Ch, Namasudra, Gangail Road, Agartala, West Tripura.

66. Shri Aswini Kumar Biswas, S/O. late Kalachand Biswas, Aishmatpur, Ishan Chandra nagar, West Tripura.

67. Shri Kumode Bandu Chakraborty, S/O. late Kshirode Ch. Chakraborty P. O. & Village : Gandhigram, West Tripura.

68. Shri Debendra Ch. Deb, S/O. late Dinadyal Deb, Bishalgharh, Dhajnnagar, West Tripura.

69. Shri Dwijendra Chakraborty, S/O. late Dinanath Chakraborty. Old Kalibari Road, Krishnanagar, Agartala, West Tripura.

70. Shri Jadu Gopal Das, S/O. late Rashik Ch. Das, Ramhagar Rd. No. 2 Agartala.

71. Shri Kshitish Ch. Bhattacharjee, S/O, late Uday Ch. Battacharjee Taranagar, Mohanpur.

7?. Shri Hara Ranjan Ganguli, S/O. late Kalikumar Ganguli, Ramnagar Road No. 4. Sankar Choumohani, Agartala.

74. Shri Harendra Ch. Naha, S/O. late Ananga Mohan Saha, Jogendranagar Agartala,

75. Shri Jogendra Ch. Das, S/O. late Annada Chandra Das, Sarba Dharmamission Colony, Arundhutinagar Agartala.

76. Shri Jagadish Ch. Battacharjee, S/O. late Jogendra ch. Battacharjee, West Pratapghar, Agartala.

77. Shri Krishna Mohan Paul, S/O. late Mathura Mohan Paul, Town Bor dwali, Agartala, West, Tripura.

78. Shra Nilmohan Ghosh, S/O. late Ramchandra Ghosh, Ganjail Rd. Agartala,

79. Smti. Purnima MuKherjee, D/O. late Lt. Lalit Kr. Mukherjee, Ramnagar Rd. No. 3. Agartala, West Tripura.

80. Shri Ratinath Bharadwaj, S/O. late Ananda Ch. Bnaradwaj. Danamalipur, Agartala, West Tripura.

81. Shri Ramesh Ch. Baidya, S/O. late Brajabashi Baidya, Ramnagar Rd. No. 6, Agartala.

82. Shri Sudharsan Kar, S/O. late Bimalai Charan Kar, Kalibari Lane, Krishnanagar, Agartala,

83. Smti. Suhashini paul, W/O. late Surendra Chandra paul, C/O. N. Guha Roy, Dentist Joynagar, Agartala, West Tripura.

84. Shri Abani Kumar Bhattacharjee, S/O. Late Rabi Lochan Bhattacharjee, Agartala, Town Pratapgarh'

85. Shri Adhir Kr. Chakrabortry, S/O. Late Gurucharan Chakraborty, Bishalgarh; West Tripura.

86. Shri Benoy Bhusan Bhowmik, S/O. Late Bipra Charn Bhowmik, Jogendranagar, Agartala.

87. Sri Benoy Krishna Das Gupta, S/O, Late Baikunthanath Das Gupta, Ramnanagar Rd. No. 6 Agartla.

88. Shri Bindhu Bhushan Choudhury, S/O. Late Chandra Monan Choudhury, Radhakishornagar, Paschimnoabzdi Agartala, West Tripura.

89, Shri Dhirendr Kar, Kar, S/O, Late Sarada Kishore Lar, Joynagar, Agartala,

90. Shri Indu Bhushan Saha, S/O. late Girish Ch. Saha, Banamaliptr Agartala.

91. Shri Jogendra Ch. Das, S/O. Lt. Nandalal Das, Town Pratapgar, Agarala.

92' Shri Jogesh Ch' Chakraborty, S.O. late Mahim Ch. Chakraborty, Barjala, Agartala.

93. Shri Kamal Ranjan Madak S/O. late Pandab Chandra Modak, College Road, Shibnagar, Agartala, West Triplra,

94. Shri Lal Mohan Acharjee, S/O. Lt. Mahendra Ch. Acharjee, Indranagar Abhoynagar.

95, Shri Makhan Lal Das Choudoury, Town Pratapgarh, Agartala.

96. Shri Matilal Deb, S/O. late Gaya Charan Deb. Banamalipur' Agartala, West Tripura.

97. Shri Manindra Ch. Saha, S/O. Lt. Gopal Ch. Saha, Reshambaran, Sadar West Tripura,

98. Shri Naresh Ch. Sen, S/O. Lt. Debendra Nath Seh, Old Thana Road, Banamalipur, Agartala.

99. Shri promode Ranjan Das, S/O late Mukunda Ch. Das, Bridhyanagar, panirbaxar, Jirania, West Tripura.

100. Shri Rashmohan Bhattacharjee, S/O. late Ramdulal Bhattacharjee, Abhoynagar, West Tripura.

101. Shri Srish Ch. Roy, S/O. late Bebati Kanta Roy, H. G. Basak Rd. Agartala, West Tripura.

102. Shri Barani Kumar Bhattacharjee, S/O late Tarini Kumar Bhattachrjee, Sast of Central Jail, Old Maldar House, Agartala, West Tripura.

103. Shri Ranjit Sarkar, S/O late. Khagendra Nath Sarkar, Tebaria, Bishal arh, West Tripura.

104. Shri Bijoy Kr. Nandi S/O late Jagat Ch, Nandi, 1, Joynagar Rd. Agartala.

105. Shri Anil Chandra Chakraborty, S/O Lt Tarani Mohan Chakraborty, Ramnagar Rd. No. 6, Agartala, West Tripura.

106. Shri Jyctirmoy Datta, S/O. Late Akhil Chandrr Datta, Town Rampur, P, O, Ramnagar, West Tripura,

107. Shri Cointa Haran Chakraborty, S/O, Late Barada Kanta Chakraborty, Ananganagar, P, O, Airport, West Tripura.

108, Shri Birendra Kr. Nag. S/O. Lt. Chandra Kanta Nag, Joynagar, Agartala.

109. Shri Chinta Haran Choudhury, S/O. L. Kailash Ch. Choudhury, Charilam, Sadar, West Tripura.

110. Shri Dwijen Dey, S/O. Late Aswini Kr. Dey, 28, Akhaura Road, Agartala.

111. Shri Dhirendra Lal Roy, S/O. Late Ram Charan Roy, North Badarghat, Subash Palli, p O. Arundhutinagar.

112. Shri Gopal Ch. Choudhury, S/O, Late Bipin Ch. Choudhury, Vill. & P. O. Abhoynagar, Agartala.

113. Shri Haridash Ghosh, S/O. Late Mahim Ch. Ghosh, Hariganga Basak Rd. Agartala, West Tripura.

114. Shri Jogesh Ch. Paul, S/O. Late Harish Ch. Paul. S/O. Late Harish Ch. Paul, 72/2 Thakurpalli Road, Krishnanagar, Agartala.

115. Shri Jogesh Ch. Chakraborty, S/O. Late Hari Kr. Chakraborty, Nalgaria, Ranirbazar.

116. Shri Jatindra Mohan Roy, S/O. Late Prnsanna Kr. Roy, Batdwali, Agartala, West Tripura.

117. Shri Kshirode Mohan Paul, SO/' Late Raj Mohan Paul, S/O. Bar Association, Agartala, West Taipura.

118. Shri Kshirode Behari Chakraborty, S/O. Late Brindaban Ch. Chakraborty, Bardwali, Agartala.

119. Shri Khagendra Ch. Bhadra, S/O. Late Bhagaban Ch. Bhadra. Vill. & P. O. Sekerkote, Bishalgarh, West Tripura.

120. Smti Lilabati Debi, W/O. Late Sarada Bhattacharjee, Radhanagar, Agartala.

121. Shri Lalit Mohan Sarma, S/O. Late Kshirode Ch. Sarma. Mohanpur, Sidhai, West Tripura.

122. Miss Leena Dutta Gupta, alias Panu Dutta, D/O. Late Naba Ch. Dutta. C/O. Major H.C. Dutta, 6 Mantribari Road, Agartala.

123. Shri Monotosh Chatterjee, S/O. Late Bankim Ch. Bhatterjee, C/O. Shri Narayan Banerjee, P. O. & P. S. Office Land, West Tripura.

124. Shri Mudhusudhan Paul, S/O. Late Monoranjan Paul, Konaban, Vill. Chakbasta, Haripur, West Tripura.

125. Shri Nilmani Mukherjee, S/O. late Lalit Kr. Mukherjee, Ramnagar Rd. No. 3, P.O. Agartala, West Tripura.

126. Shri Naresh Ch, Banerjee, S/O. late Srish Ch. Banerjee, C/O. Dr. Nandalal Chakraborty, Banamalipur, Agartala.

127. Shri Rajendra Ch. Ghosh, S/O. Late Harish Ch. Ghosh, Ramnagar Rd. No. 3, Agartala, West Tripura.

128. Shri Surendra Kr. Chakra borty, S/O. lt. Kalidas Chakrabroty, Champamura, Old Agartala.

129. Shri Sukhendra Ch. Nandy, S/O. late Mahesh Ch. Nandy, Sekerkote, Bishalgarh,

130. Shri Sachindra Bhattaeharjee, S/O. late Upendra Bhattacharjee, Barjala, Jirania, West Tiipura.

131. Shri Sudhir Ranjan Datta, S/O. late Annada Charan Datta, Ramnagar Road No. 6, Agartala.

132. Shri Subal Krishna Saha, S/O. late Jaga Mohan Saha, South Shibnagar, Agartala.

133. Shri Satish Ch. Roy, S/O. late Chandra Nath alias Chandra Kumar Roy, Adarsha Palli, College Tilla, Agartala, West Tripura.

134. Shri Haridash Basak, S/O. late Kunja Lala Basak Vill. New Model Abhoynagar, Agartala, West Tripura.

135. Shri Manindra Ch. Deb, S/O. late Banka Ch. Deb, Vill. Town Shibnagar Agartala.

136. Smti Jyotikana Bhowmik, W/O. Bhupendra Ch. Bhowmik, Vill. Joynagar, 1st Lane, Agartala.

137. Shri Abinash Ch. Dey, S/O. late Upendra Chandra Dey, North Badharghat, P. S. Sidhai, West Tripura.

138. Shri Dhan Singh Rawat, S/O. Rup Singh Rawat, R/O. Agartata, P.S. Kotowali, West Tripura.

139. Shri Jamini Kumar Bhowmik, S/O. late Sashi Kumar Bhowmik, Vill. Jagatpur. P. O. Abhoynagar, Agartala.

140. Shri Suresh Ch. Chakraborty, S/O. late Gopesh Ch. Kabiratna, Vill. Indranagar, Agartala, West Tripura.

141. Shri Ghupesh Ch. Chekraborty, S/O. late Umesh Ch. Chakraborty, Vill. Badharghat, (North), P. O. Arundhutinagar, West Tripura.

142. Shri Hrishikesh Bhattarjee, S/O. late Satish Ch. Bhattacharjee, Ramnagar Road No. 1, Agartala.

143. Shri Ganesh Ch. Gupta, S/O, late Sarat Ch. Gupta, North Banmalipur, Agartala, West Tripura.

144. Shri Sachindra Ghakraborty, S/O. late Satish Ch. Chakraborty. Officer Quarter Lane, Agartala.

145. Shri Phatik Ch. Chakraborty, S/O. late Jogendra Ch. Chakraborty, Dhaleswar, Agartala.

146. Shri Mohendra Ch. Deb Barma, S/O. late Nabin Ch. Deb Barma, Gamchakabra Para, P. O. Kamalghat, Sadar, West Tripura.

147. Shri Hiran Kumar Deb Barma, S/O. late Joy Kumar Deb Barma, Vill. Durgachoudhuripara, P. O. West Tripura.

148. Shri Anil Kumar Majumder. S/O. late Dwarikantr Majumder, Vill. and P. O. Paschimnoabadi, West Tripura.

149. Shri Paresh Ch. Chakraborty. S/O. late Prakash Ch. Chakraborty, Ramnagar, Agartala.

150. Shri Gopendu Krishna Choudhury, S/O. Gispati Krishna Choudhury, Indranagar, Agartala.

151. Shri Benoy Kr. Nandy Bardowali, Arundhutinagar, West Tripura.

152. Shri Sukumar Deb, S O. lale Atul Ch. Deb, Vill. Paschsm Bhubanban, Agartrla.

153. Shri Jtindra Mohan Roy, S'O. late Mathura Mohan Roy, West Pratapgarh, P. O. Arundhutinagar.

154. Shri Rajendra Ch. Ghosh, S O. late Shib Charan Ghosh, Shibnagar, Agartala.

155. Shri Birendra Kr. Das, S/O. late Biswamber Das, Krishnanagar, Agartala.

156. Shri Sushil Kr. Chatterjee, S/O. late Satish Ch. Chatterjee, Jogendranagar, West Tripur.

157. Shri Sukha Bindu Sen Gupta, Kanu Sen, Madhyapara, Agartala.

158. Shri Sailendra Narayan Saha. S/O. late Kshetra Mohan Saha, Banamalipur, Agartala.

159. Shri Chandranath Bhowmik, S O. late Har Mohan Bhowmik, Banamalipur, Agartala.

160. Shri Jafabandu Banik, S'O. late Mani Mohan Banik, Ramnagar, Rd. No 6 Agartala.

161. Shri Jogendra Ch. Das. S/O, late Rajkumar Das, Arundhutinagar, Charipara, Sadar.

162. Shri Nalini Kr. Choudhury, S/O. late Kamini Kr. Choudhury, Ramnagar, Rd. No 4, Agartala Tripura.

163. Shri Nepal Ch. Chakraborty, S/O. late Girish Ch. Chakraborty, Hariganga Basak Rd. Agartala.

164. Shri Raj kumar Majumder, S/O. late Chandra Kr. Majumder, Ramnagar Pd, No, 3, Agartala, West Tripura.

165. Shri Sukumar Bhowmik, S/O. late kashi Nath Bhowmik, Hariganga Basak Rd. Agartala.

166. Shri Sachindra Ch. Chanda, S/O. late Iswar Ch. Chanda, Ramnagar Rd. No. 4, Agartala, West Tripura.

167. Shri Ajit Kr. Choudhury, S/O. late Suresh Ch. Chowdhurv, Indranagar, Abhoynagar,

168. Shri Ashytosh Mukherjee, S/O. late Aaranya Kr. Mukherjee, Vill Ndabadi, Jirania, West Tripura.

169. Shri Brojendra Ch. Dey, S/O. late Kali Charan Dey, Uttar Badardhat Sadar.

170, Shri Chandra Kumar Deb Barma, S/O. late Kunja Mohan Deb Barma, Bishramganj, Sadar West Tripura'

171. Shri Debendra Ch. Banik, S/O, late Pitambar Banik, Bimangarh, Atur Ashram, West Tripura.

172. Shri Nripendra Mohan Choudhury, S/O, late Surendra Mohan Choudhury, Krishnagagar, Agartala, West Tripura.

173. Shri Satya Ranjan Chakraborty, Abhoynagar, Agartala, W. Tripura.

174. Shri Sudhan Das, S/O. late Nityananda Das, Dudhpur Colont, Arundhutinagar, West Trlpura.

175, Shri Sudhangsu Bhushan Peul, S/O. late Mohini Mohan Paul, Bordwali, P. O. Arundhutinagar, Sadar West Tripura.

176' Shri Prasanna Kr. Dutta, S/O. late Nabin Ch. Dutt, Golaghati, Bishalgarh, West Tripura.

177. Shri Parimat Ch. Gupta, S/O. late Ansnda Behari Gupta, 34/1, Chitta Ranjan Road, Agartala, West Tripura.

178. Shri Sital Chandra Fudra, S/O. late Akhoy Kumar Rudra, Ujjanlarm?, Colaghai, Bishalgarh, West Tripura.

179. Shri Radha Raman Roy, S/O, late Mahim Chandra Roy, Radhanagar, Agartala, West Tripura.

180. Shri Mohan Lal Acherjee, S/O, late Sarada Lal Acherjee, Town Bordaweli, Agartala, West Tripura.
181. Shri Promode Behari Majumder, S/O. late Mahendra Ch. Majumbder Matinagar, Rayarmura, Sadar, West Tripura.
182. Shri Gopendra Ch. Sinha, Melarmah, Agartala, West Tripura.
183. Shri Chitta Ranjan Sarkar, S/O. late Mahim Chandra Sarkar, Dimsagar, Agartala, West Tripura.
184. Shri Gopi Ballabh Saha, S/O. late Sadhu Charan Saha, Ramnagar Road No. 4, Ramnagar, Agartala.
158. Shri Ramesh Chandra Biswas, S/O. late Mahesh Ch. Biswas, Ramnagar Road No. 7, Ramnagar, Agartala.
186. Smt. Snehalata Saha, W/O' late Subal Krishna Saha, Town Pratapgarh, Agartala:
187, Shri Amar Ch. Chakraborty, S/O. late Kedareswar Chakraborty, Badharghat, Agartala.
188. Shri Usha Ranjan Ganguly, S/O. late Lal Behari Ganguly, 50, H. G. Basak Road, Agartala,
189. Shri Deba Prasad Ganguly, S/O. late Jitendranath Ganguly, M.B.B. College Compound Qr. No' C 2/5, Agartala.
190. Shri Phani Bhushan Choudhury, S/O. late Tara Charan Choudhury, Kunjaban Colony, Abhoynagar, Agartala.
191. Smt' Nilima Kar (Nandi), W/O. late Hem Chandra Nandi, Bardowali, Arundhutinagar, Agartala.
192. Shri Sudhindra Kumar Deb, S/O. late Rajani Kanta Deb, Charilam, West Tripura.
193. Shri Jitendra Ch. Ghose, S/O, late Mahendra Ch. Ghose, Adviser Choumohani, Krishnanager, Agartala.
194. Shri Biren Datta, S/O. late Jagneswar Datta, Joynagar, Agartala'
195. Smt, Charu Bala Choudhury, W/O. late Sachchidananda Choudhury, Ramnagar Road No. 9. Ramnagar, Agartala.
196. Shri Prabhat Ch, Choudhury, S/O. late Sarat Ch. Choudhury, Ramnagar Road No. 5, Ramnagar, Agartala,
197, Shri Aswini Kumar Debnath, S/O. late Harish Ch. Debnath, Abhoynager, Agartala.

198. Shri Sachindra Lal Singh, S/O, late Dina Dayal Singh, H. G. Basak Road, Agartala.

199, Smt, Manjulika Sengupta, W/O. late Soumendra Ch. Sengupta, 16, Thana Road, Banamalipur, Agartala.

200. Shri Manindra Ch. Chakraborty, S/O. late Nabin Ch, Chakraborty, Ramnagar Road No. 11, Ramnagar, Agartala,

201. Shri Tarani Mohan Dey, S/O. late Tulananda Dey, Ghosepatty, Agartala,

202. Smt. Priya Lakshmi Bhowmik, W/O. late Jadu Gopal Bhowmik, Abhoynagar. Agartala.

203. Shri Hriday Krishna Nath, S/O. late Dwarika Mohan Nath, Ranirbazar, West Tripura.

204. Smt, Hemalata Deb Barma, W/O, late Hemanta Deb Barma, C/O. Jyotish Deb Barma, Head Post Office. Agartala.

205. Shri Ramendra Narayan Mitra, S/O, late Upendra Nath Mitra, Abhoynagar, Agartala.

206, Shri Ramtaran Bhattacharjee, S/O. late Rohini Ch. Bedanta Bhushan Bhattachaajee, Ramnagar Road No, 6, Ramnagar, Agartala.

207. Smt. Juthhika Majumder, W/O. late Tripuresh Majumder, Banamalipur, Agartala.

208. Shri Bimal Kumar Kar, S/O. late Chandra Kumar Kar, Shibnagar, College Road, Agartala.

209. Shri Manindra Ch. Bhattacharjee, S/O. late Surendra Ch. Bhatt charjee,Raj Baidya Bhavan, Akhaura Road, Agartala.

210. Shri Nani Gopal Bhattacharjee, S/O. late Barada Kanta Bhattacharjee, Krishnanagar Nutanpally, Agartala.

211. Shri Biresh Ch. Chakraborty, S/O. late. Chandrauday Chakraborty, Chittaranjan Road, Agartala.

212. Smt. Surabala Sengupta, W/O. late Manindra Kr. Sengupta, Veterinary Hospital Compound, Abhoynagar, Agartala.

213. Shri Trigunanada Choudhury, S/O. late Ananda Choudhury, Ramnagar Road No, 9 Ramnagar, Agartala.

214. Shri Jitendra Kumar Sengupta, S/O. late Aswini Kr. Sengupta, North Joynagar, Agartala.

215. Shri Nibaran Ch. Paul, S/O. late Kala Chad Paul, College tilla, Agartala.

216. Smt. Surangamoyee Kar, W/O, late Surendra Kumar Kar, Arundhutinagar, Agartala.

217. Shri Sujit Kumar Bhattacharjee, S/O. late Tarani Kr. Bhattacharjee, Narasinghar, Agartala.

218. Smt. Amiya Bala Dabi, W/O. late Ramani Mohan Chakraborty, Arundhutinagar, Agartala.

219. Smti. Binapani Choudhury, C/O. Amrita Banik, Agartala,

220. Smti. Nani Bala Roy. W/O. late Manindra Kumar Roy, Kankaria Tilla, Kunjaban, Agartala.

221. Smti. Rani Bharadwaj, W/O. late Kshitish Ch. Bharadwaj, Banamalipur, Agartala.

222. Annapurna Bhattacharjee, W/O, late Kumud Bandhu Bhattacharjee, Shibnagar. Agartala,

223. Smt. Kunti Bala Chakrabarty, W/O. late Rajmohan Chakraborty, Naraura. Bishalgarh.

224. Smti, Jyotsna Rani Majumder, W/O. late Nani Kumar Majumder, Ramnagar. Agartala,

225, Smti. Gouri Bala Ghosh, W/O. late Nishi Kanta Ghosh, Ramnagar, Rd. No. 2, Agartala.

226. Smti, Lina Dey, W/O. late Rajendra Dey, Akhaura Road, Agartala.

227. Smti. Subha Bhattacharjee, W/O. late Pabitra Charan Bhattacharjee, Pyaribabu's Bagan, Akhaura Road.

228. Smti. Kalpana Sinha Roy, W/O. late Bhuban Mohan Singha Roy, Joynagar, Rd. No. 4, Agartala.

229. Smti. Prativa Sen, W/O. late Tripur Sen, Sukuntala Road, Agartala.

230. Smti. Ranu Bala Bhattacharjee, W/O. late Rasaraj Bhattacharjee, Dhaleswar, Maldar House, East Central Jail, Agartala,

231. Smti. Saroj prava Roy, W/O. late Monoranjan Roy, P.O. Kunjaban, Shyamali Bazar, Agartala.

232. Smti. Taranga Bala Saha, W/O. late Banka Behari Saha, Town Pratapgarh, Agartala.

233. Smti. Ashalata Bardhan, W/O. late Sachidananda Barbhan, Old Kalibari, lane, Agartala.

234. Smti. Ashalata Ghose, W/O. late Gobinda Ch. Ghose, Vill. Naraura, Bishalgarh.

235. Smti. Bhakti Nandi, W/O. late Anil Chandra Nandi, Ramnagar, Agartala.

236. Smti, Indu Bala Ghose, W/O. late Rash Behari Ghose, Krishnanagar, Pragati Rd. Agartala.

237. Miss Lantika Datta, W/O. late Dhirendra Datta, Ramnagar.

238. Smti, Puraz Laxmi Bhattacharjee, W/O. late Akhil Ch. Bhattacharjee, Joynagar, Agartala.

239. Smti. Saraswati Roy, W/O. late Monoranjan Roy, Badharghat, Agartala.

240. Smti. Sheela Roy, W/O late Hemendra Bijoy Roy, Dashamighat, Joynagar.

241. Smti. Haridashi Roy, W/O. late Sakhi Charan Roy, C/O. Gobinda Ch. Roy, N. S. Road, Agartala.

242. Smti. Sova Bhattacharjee, W/O. late Kartick Ch. Bhattacharjee, Motorstand. Agartala,

243. Smtl, Indubala Nandi, W/O. late Haribhusan Nandi, Binamara, Sidhai.

244. Shri Haridas Goswami, S/O, late Banamali Goswami. Bamutia, Sadar.

245. Shri Purnendu Bhushan Chakraborty, Mantribari Road, Agartala,

246, Smti. Chin Bashini Singha Roy, W/O. late Sukhamoy Sinha Roy, Jail Ashram Rd. Agartala.

247. Shri Sukhamoy Sen Gupta, Banamalipur, Agartala.

248. Shri Makhan Lal Deb, S/O. late Badan Chandra Deb, Paschim Pratapgarh, Agartala

249. Smt. Khela Rani Shome Bhowmik, W/O, Ltte Manada Ranjan Shome Bhowmik, Nandanagar, Agartala.

250. Smt. Hashi Rani Deb, W/O. late Amulya Charan Deb, Bardowali, Agartala.

251, Smt. Bashudha Sundari Das. W/O. late Gopal Ch. Das, Anandanagar, Agartala.

252. Shri Manidra Gupta Choudhury, S/O. late Mahim Gupta Choudhury, Ramnagar Road No. 1, Ramnagar, Agartala.

253. Smt. Kukul Bashi Adhikari, W/O. late Jaladhar Adhikari, Gajariatilla, Arundhutinagar, Agartala.

254. Smt. Minu Rani Choudhury, W/O. late Sachindra Lal Choudhury, East Dhaleswar, Agartala.

225. Smt. Jnanada Sundari Ghose, W/O. late Rajendra Ch. Ghose, Ramnagar, Agartala,

226. Shri Lala Saradendu De, S/O. late P. K. De, Kunjaban Township, Agartala.

257. Shri Khagesh Choudhury, S/O. late Satish Ch. Choudhury, Ramnagar, Road No. 2, Ramnagar, Agartala.

258. Shri Rebati Mohan Dutta, S/O. late Ramkumar Dutta, Laxminarayan bari Road, Agartala.

259. Shri Debendra Chandra Sarkar, S/O. late Har Kumar Sarkar, Aralia, Agartala.

260. Shri Naresh Chandra Bhattacharjee, Gangail Road. Agartala.

261. Shri Phani Bhushan Nandi, Dasamighat, Agartala.

262. Shri Parimal Sarkar, Joynagar, Agartala.

263. Miss. Jewel Sarkar, D/O. late Prafulla Rarnjan Sarkar, West Joynagar, West Agartala.

264. Smt. Kalyani Dasgupta, W/O. late Nihar Ranjan Dasgupta, Shibnagar,, Agartala.

265. Shri Kalipada Bhattacharjee, S/O. late Annada Charan Bhattacharjee, Ramnagar Rord No. 8, Agartala.

266. Smt. Bina Pani Deb (Dutta), W/O. late Dr. p. Deb. C/O. Mejor H. C. Dutta, Mantribari Road, Agartala.

267. Shri Nimai Ch. Deb Barma, S/O. late Narendra Ch. Deb Barma, Palace Compound, Agartala.

268. Shri Chitta Ranjan Bhowmik, S/O. late Bharat Chandra Bhowmik, Joynagar, Agartala.

269. Smt. Saila Bala Ghose, W/O. late Bipin Behari Ghose, Thakurpalli Road, Krishnagar, Agartala.

270. Shri Prabir Kumar Shyam, S/O. late Prabhat Ch. Shyam, Brahma-kunda, Simna, West Tripura.

271. Shri Nagendra Chandra Chakraborty, Gandhigram, Agartala.

272. Smt. Shepalika Nag, W/O. late Santi Bhushan Nag, Agarta.la

273. Smti. Santy Chakraborty, W/O. late Kalachan Chakraborty, Ram-nagar Rd. No. 9, Agartala.

274. Smti. Prabhabati Debi, W/O. late Durga kumar Bhattacharjee, Ramnagar Rd. No. 4, Agartala.

275. Smti. Ashalata Dutta, W/O, late parimal Kanti Dutta, Banamalipur, Agartala.

276. Smt. Indu Bala Acharjee, W/O. late Gopal Acharjee, Ramnagar, Agartala.

277. Shri Tarani Mohan Singha Roy, Joynagar, Agartala.

278. Shri Pramode Ranjan Majumder, Jaynagar, Agartala,

279. Shri Usha Ranjan Dasgupta, Banamalipur, Agartala.

280. Shri Prafulla Kamal Chakraborty, Ramnagar, Agartala.

281. Smt. Hena Sengupta, Banamalipur, Agartala.

282. Smt. Suprava Paul, Ramnagar, Rd. No. 6, Agartala.

283 Smt. Mina Bhattacharjee, Ramnagar Road. No. 6, Agartala,

284. Shri Jitendra Das, Jourpukur. Bishramganj West Tripura.

285. Shri Saradindu Battachrjee, Gandhigram Sadar,

286. Shri Nripendra Ch. Datta Roy. Bardowali Agartala,

287. Shri Matilal Ray Krishnanagar, Agartala.

288. Shri Chunilal Deb. Town Bordowali Agartala.

289. Shri Gopi Mohan Saha, Jirania,

290. Smt. Bani Laskar,
291. Shri Bharat Sharma Roy.
292. Smt Chapala Bhattacharje.e W/O. Ramesh Ch. Bhattcherjee. Banamalipur' Agartala'
293. Smti Kadambini Kar gupta. W/O. late Sailendra Ch. Kar gupta. Jangalia, Bishalgarh, West Tripura.

LIST OF FREEDOM FIGHTERS OF KHOWAI SUB-DIVISION WHO ARE GETTING PENSION FROM CENTRAL REVENUES.

1. Shri Dhananjoy Singh. S/O. late Amu Singh, KalyanPur, Khowai, West Tripura.
2. Shri Bagala Ch, Chakraborty, S/O. late Baidyanath Chakraborty, Rajnagar, Teliamura, West Tripura.
3. Smt. Haridashi Saha, W/O' late Ramani Mohan Saha, Rajnagar, Teliamura, West Tripura.
4. Shri Satish Chandra Chakraborty, S/O. late Kali Ch. Chakraborty, Khowai Town, West Tripura.
5. Shri Nirode Behari Chakraborty, S/O. late shirode Behari Chakraborty Khowai, West Tripura.
6. Shri Jitendra Ch' Bhattacharjee, S/O. late Jagat Ch. Sritibhusan. Maharanipur, Teliamura, Khowai.
7. Shri Aswini Kr. Mallik, S/O' late Nadia Chand Mallik, Durganagar, Khowai.
8. Shri Nani Gopal Bhattacharjee. S/O. late Akrur Ch. Bhattacharjee, Santinsgar, Teliamura, Khowai.
9. Shri Promode Ranjan Paul, S/O. late Chandra Kr. Paul, Chitatali, Kalyanpur, Khowai.
10. Shri Surendra Kr. Chakraborty, S/O. late Ram Kumar Chakraborty, Teliamura, Khowai.
11. Shri Durga Sankar Shil, S/O. late Krishna Kr. Shil, Moharpurchera, Teliamura, Khowai.
12. Smt. Binapani Sengupta, W/O. late Gopendra Nath Sengupta, Khowai Durganagar.

13. Abani Kr. Deb, S/O. late Adinath Deb, Rajnagar, Teliamura, Khowai.
14. Shri Ramani Mohan Saha, S/O. late Adhar Ch. Saha, Rajnagar, Teliamura, Khowai.
15. Shri Anil Chandra Banik, S/O. late Adhar Chandra Banik, Teliamura
16. Shri Bipin Chandra Sutradhar, S/O. late Bharat Ch. Sutradhar Karilong Teliamura, Khowai.
17. Shri Sashi Mohan Banik, S/O. late RajKishore Banik, Khowai Bazar, Khowai.
18. Smt. Binapani Lahiri, W/O. late Amulya Ratan Lahiri, Netajeenagar. Teliamura.
19. Shri Bakul Ranjan Deb. S/O. late Girija Mohan Deb. Durganagar. Khowai.
20. Shri Hemanta Kumar Das Purakaystha. Champahowar. Khowai.
21. Smt. Kankan Prava Goswami, W/O late Sridhar Goswami. Office tilla. Khowai
22. Smt. Himani Bhowmik. W/O, late Mahendra Ch, Bhowik, Santinagar Khowoi,
23. Shri Sushil Kumar Dey, S/O, Joynagar Khowai

LIST OF FREEDOM FIGHTERS OF SONAMURA SUB-DIVISION WHO ARE GETTING PENSION FROM THE CETRAL REVENUES

1. Shri Phani Majumder S/O. late Ganga Gobiada Majumder, Aralia, Khedarbari, Sonamura.
2. Shri Ramani Mohan Chakrabortay, S/O. late Mahim Ch. Chakraborty, Chandigarh, Melaghar, Sonamura.
3. Shri Monomohan Bhowmik, S/O, late Chandi Charan Bhowmik, Mohanbhog, Kamrangatali, Sonamura.
4. Shri Niranjan Sen, S/O. late Nilkantha Sen. Sonamura Town, Sonamura.

List of feedom fighters of Udaipur Sub-Division who are getting pension from Central Revenues.

1. Shri Radha Raman Saha, S/O. late Nil Krishna Saha. Radhakishore-pur Udaipur, South Tripura.
2. Smt. Kanak Prava Roy, W/O. Rajendra Kumar Roy, Badarmokam, Radhakishorepur, Udaipur, South Tripura.
3. Shri Prabhat Ch. Majumder, S/O. late Kali Kr, Majumder, New Town Road, Radhakishorepur, Udaipur, South Tripura.
4. Smt. Bina Dattagupta, W/O. late Trailokya Nath Dattagupta, Radhakishorepur, Udaipur, South Tripura.
5. KanaiLal Chakraborty, S/O, late Harendanath Chakraborty, Radhakishorepur, Udaipur.
6. Smti. Jyotsna Roy, W/O. late Kumud Roy, Udaipur, Rrdhakishore-pur.
7. Shri Aganga Mohan Debnath, S/O. late Nagarbashi Debnath, Vill. & P.O. Gakulpur, Udaipur.
8. Shri Debendra Ch. Bhowmik, S/O. late Banshi Badan Bhowmik, Rabindra Palli, Radhakishorepur, South Tripura,
9. Shri Krishna Kanta Chakraborty, S/O, late Baikuntha Kr. Chakraborty Radhakishorepur, South Tripura.
10. Smti, Muktabala Das, W/O. late Basanta Kr. Das, Dhuptali, P.O. Jitendranagar, Radhakishorepur, Udaipur.
11. Shri Bani Kanta Baisistha, S/O. late Barada Kanta Basistha, Santipalli, Radhakishorepur, South Tripura.
12. Shri Braja Kishore Lodh, S/O. late Aswini Kumar Lodh Radhakishorepur, South Tripura.
13. Shri Debendra Ch. Nandy, S/O. late Ram Chandra Nandy. Radhakishorequr, South Tripura.
14. Shri Jatindra Chandra Sarcar, S/O. Kalihar Sarcar, Pitra, Radhakishore-pur, South Tripura.
15. Shri Krishna Sundar Sarma, S/O. late Ram Kumar Sharma, Tapania Colony, Gakulnagar, South Tripura.
16. Shri Makhan Lal Majumder, S/O. late Mihir Ch. Majumder, P. O. Radhakishorepur, Udaipur.
17. Smt. Ranu Bala Das, W/O. late Nepal Ch. Das, Tulamura. Udaipur,

18. Shri Taraprasanna Roy, S/O. late Mathura Mohan Roy, Radhakishore pur; South Tripura.
19. Smti. Radharani Saha, W/O. late Pyarimohan saha, Udaipur bazar Main Rd. Radhakishorepur.
20. Shri Ananda Kumar Chakraborty, S/O. late Kamini Kumar Chakraborty, Radhakishorepur. South Tripura.
21. Shri Harendra Ch. Deb, S/O, late Ganga Ch. Deb, Vill. & P.O. Khilpara, Radhakishorepur.
22. Shri Tazendra Lal Chakraborty, S/O. late Jagat Ch. Chakraborty.
23. Shri Jogesh Ch. Deb, S/O, late Bangshimodi Deb, Rajnagar, Radhakishorepur.
24. Shri Suresh Ch. Ghosh, S/O, late Monomohan Ghosh, Radhakishorepur, South Tripura.
25. Shri Surendra Ch. Ghosh, Radhakishorepur, South Tripura.
26. Smti. Premoda Sundari Ghosh, W/O. late Ramesh Ch. Ghose. Khilpara.
27. Sri Surendra Nath Das, Udaipur.

List of freedom Fighters of Belonia Sub-division who are Getting pension from Central revenues

1. Shri Akhil Chandra Datta, S/O. late Banamali Datta. Jolaibari, Belonia,
2. Shri Monoranjan Majumder, S/O, late Nagendra Kr. Majumder, Belonia.
3. Shri Sourindra Kishore Datta Choudhury, S/O. late Basanta Kr. Datta Choudhury. Belonia.
4. Shri Amrit Lal Sarkar, S/O, late Akhil Ch. Sarkar, Bankar Road, Belonia.
5. Shri Boroda Kr. Mitra, S/O. late Prasanna Kr. Mitra. Santirbazar, Belonia.
6. Shri Sudhir Ranjan Sinha, S/O. late Bani Madhab Sinha, South Julaibari, Belonia.

7. Smt. Chinu Choudhury (Datta) W/O. Shri Suresh Ch. Choudhury, Belonio.
8. Shri Karuna Kr. Roy, S/O. late Abhoy Ch. Roy, Bankar Road, Belonia.
9. Shri Dhirendra Lal Choudhury, S/O. late Sarat Ch. Choudhury, Chittamara, Baikhora, Belonia.
10. Shri Rebati Mohan Paul, S/O. late Nishi Kanta Paul, Master para, Belonia.
11. Shri Ashutosh Baidya, S/O. late Akhil Ch. Baidya, South Belonia.
12. Shri Jogendra Lal Choudhury, S/O. late Pitambar Choudhury. Banspara Colony, Belonia.
13. Shri Jogesh Ch. Chakraborty, S/O. late Nabin Ch. Chakraborty, Jolaibari, Belonia, South Tripura.
14. Shri Harendra Kumar Chakraborty, C/O. Shri Chandra Kumar Chakraborty, Belonia Town.
15. Shri Nrependra Kumar Bose, S/O. late Mono Mohan Bose, Amlapara, Belonia, South Tripura.
16. Shri Phani Bhusan Paul, S/O. late Dinanath Paul, Village & P.O. Muhuripur, Belonia, South Tripura.
17. Shri Suresh Chakraborty, S/O. late Chandradoy Chakraborty, Baikhora, Belonia, South Tripura.
18. Shri Niranjan Sen, S/O. late Nanda Kr. Das, Sonaichari, Belonia.
19. Shri Surendra Kr. Majumder, S/O. late Sarat Ch. Majumder, Issanchandranagar, P. O. Subhasnagar, Belonia.
20. Shri Ashutosh Kar, S/O. late Jayanta Kr. Kar Sarashima, Belonia,
21. Shri Kali Sankar Shome, S/O. late Rambali Shome, Sarashima, Belonia, South Tripura.
22. Shri Mahendra Kr. Chakraborty, S/O. late Radha Krishna Chakraborty. South Belonia, South Tripura.
23. Shri Abani Mohan Roy. S/O. late Fulin Behari Roy, Sonapur, Barpathari, Belonia, South Tripura.
24. Smt. Prativa Rani Das. W/O. late Bidhu Bhushan Das, Belonia, South Tripura.
25. Shri Nimai Chand Sarkar, S/O. Belonia, South Tripura.
26. Shri Abinash Chandra Majumder, S/O. late Sarat Ch. Majumder, Ishanchandranagar, Belonia, South Tripura.

List of freedom fighters of Amarpur Sub-Division who are getting Pension from the Centiral Revenues.

1. Shri Gopal Ghose, S/O. late Rashamoy Ghose, Ampinagar, Birganj, South Tripura.
2. Smt. Nitu Rani Saha, W/O. late Birendra Kishore Saha, Amarpur Town, Amarpur, South Tripura.
3. Shri Sachindra Kumar Das Choudhury, S/O, late Sonatan Das. Choudhury, Amarpur Birganj, South Tripura.
4. Shri Jamini Kanta Sarkar, Amarpur, South Tripura,

LIST OF FREEDOM FIGHTERS OF SABROOM SUBDIVISION WHO ARE GETTING PENSION FROM THE CENTRAL REVENUES.

1. Shri Manindra Kumar Dhali, S/O. late Purna Chandra Dhali, Sabroom. South Trlpura.
2. Shri Kiran Chandra Bhowmik, S/O. late Sarat Ch. Bhowmik, Chalitubhari, Harbatali, Sabroom.
3. Shri Harendra Kumar Bhowmik, S/O. late Sarat Ch. Bhowmik, Vill. Harbatali. P. O, Chalituchari, Sabroom.
4. Shri Shashi Rani Dey, W/O. late Santosh Dey, Bijoynagar, Sabroom.
5. Shri Harendra Kumar Bhowmik, S/O, late Sarat Ch. Bhowmik, Harbatali, Sabroom,
6. Shri Lal Mohan Nandi, S/O. late Sarat Ch. Nandi, South Kalapania, Satchand. Sabroom.

LIST OF FREEDOM FIGHTERS OF DHARMANAGAR SUB—DIVISON WHO ARE GETTING PENSION FROM CENTRAL REVENUES.

1. Shri Jagatbandhu Chakraborty, S/O. late Chandra Madhab Chakraborty, Nayapara, Dharmanagar, North Tripurai
2. Shri Jitendra Nath Maitra, S/O. late Jagannath Maitra, Chandrapur, Dharmanngar, North Tripura.

3. Shri Monoranjan Bhattacharjee, S/O late Ramkumar Bhattacharjee, Chandrapur, Dharmanagar, North Tripura.

4. Shri Kumode Bandhu Choudhury, S/O. late Kula Chandra Choudhury, Chandrapur, Dharmanagar, North Tripura.

5. Shri Kartik Chandra Saha, S/O. Late. Haradhan Saha, Kanchanpur, Dharmnagar, North Tripura.

6. Shri Kandarpa Kumar Chakraborty, S/O. Late. Kumode Ranjan Chakraborty, Dharmanagar Town, North Tripura.

7. Shri Labanya Chandra Chakraborty, S/O. late Abhaya Charan Chakraborty, Thana Road, Dharmanagar, North Tripura.

8. Shri Rashik Ranjan Bhattacharjee, S/O, Lt. Jagat Chandra Bhattacharje, Dharmanagar Town, North Tripura.

9. Shri Bhupendra Kr. Bhattacharjee, S/O. Late Bhabani Sankar Bhattacharjee, Dewanpasha, Dharmanagar, North Tripura.

10. Shri Ajit Kumar Deb, S/O, late Digendra Nath Deb, Chandrapur, Dharmanagar, North Tripura.

11. Shri Benode Behari Goswami, S / O. late Bipin Behari Goswami, Chandrapur, Dharmanagar, North Tripura.

12. Shri Biresh Ranjan Roy Choudhury, S/O. late Rajakishore Roy Choudhury, Nayapara, Dharmanagar North Tripura.

13. Shri Gurusaday Dey, S/O. late Taranath Dey, Nayapara, Dharmanaga North Tripura.

14. Shri Ramesh Ranjan Bhattacharjee, S/O, late Kai Kumar Bhattacharjee, Kadamtali, North Tripura.

15. Shri Girindra Nath Roy, S/O, late Kunja Behari Roy, Chandrapur, Dharmanagar, North Tripura.

16. Shri Jogendra Bhusan Paul, S/O. late Radha Krishna Paul. Chandrapur Colony, Chandrapur, Dharmanagar, North Tripura.

17. Shri Ramendra Kr. Sen, S/O. late Raghunath Sen, Panisagar, Dharmanagar, North Tripura.

18. Smt. Susama Basi Dey, W/O. late Birendra Dey, Chandrapur, Dharmanagar, North Tripura.

19. Shri Sailendra Dhar, S/O. late Saday Chandra Dhar Uptakali, Dharmanagar, North Tripurn.

20. Smt. Madhari Lata Dey, W/O. late Jhandranath Dey, Nayapara, Dharmanagar. North Tripura.

21. Shri Subodh Mukherjee, S/O. late Chinta Haran Mukherjee, R' K. Mision, Road, Dharmanagar, North Tripura.

22, Shri Jogesh Chandra Bhattacharjee, S/O. late Gakul Ch. Bhattachrjee, Sakaibari, Dharmanagar, North Tripura.

23. Shri Probodh Ch. Bhattacharjee, S/O. late Prabash Ch. Bhattacharjee, Dewanpasha, Dharmanagar, North Tripura

24. Shri Jatindra Ch. Das, S/O. late Bharat Ch. Das, Kameswargaon, Dharmanagar, North Tripura.

25. Shri Kali Mohan Sen. S/O. late Dinabandhu Sen, Office Road, Dharmanagar, North Tripura.

26. Smt. Suniti Chakraborty, W/O. late Dhirendra Chakraborty, Dharmanagar.

LIST OF FREEDOM FIGHTERS OF KAILASHAHAR SUB-DIVISION WHO ARE GETTING PENSION FROM CENTRAL REVENUES.

1, Shri Abinash Ch. Das, S/O. late Kunja Mohan Das. Gobindapur, Kailashahar, North Tripura.

2. Smt. Hiran Prava Datta, W/o, late Behari Lal Datta, Chantail. Kailashahar, North Tripura.,

3. Shri Naresh Chandra Battacharjee, S/O. late Rajani Kanta Bhattacharjee, Gobindapur, S/O. Kailashahar, North Tripura.

4. Shri Promathesh Choudhury, S/O. late Banka Behari Choudhury, Kacharghat, Kailashahar, North Tripura.

5. Shri Akhoy Kr. Bhattacharjee S/O. late Guru Gobinda Bnattacharjee, Kaulikura, Sonamukhi, Kailashahar, North Tripura.

6. Shri Jagatjyoti Gupta, S/O. late Jogendra nath Gupta. Kathalpar, Kailashahar, North Tripura.

7. Shri. Sailesh Ch. Roy, S/O. late Satish Ch. Roy, Paiturbazar, Kailashahar, North Tripura.
8. Shri Mathura Kanta Mishra, S/O. late Sarada Kanta Misra, Gobidapur, Kailashahar, North Tripura.
9. Shri. Kshetrabala Dhar. W/o, late Surendra Ch. Dhar, Blashpur. Kailashahar, North Tripura.
10. Shri Moharanjan Kar, S/O. late Nabin Ch, Kar, Chandipur. Kailasha- Kailashahar, North Tripura.
11. Shri Paramesh Ch. Ghosh, S/O. late Hari Prasanna Ghosh, Gobindapur Kailashahar, North Tripura.
12. Shri Ramapada Bhattacharjee. S/O. late Brajanath Bhattacharjee, Gobindapur. Kailasuahar. North Tripura.
13. Shri Ratish Chondra Chbudhury, S/O. late Ramesh Ch, Choudhury Kubjar, Kailashahar, North Tripura,
14. Shri Kataki Ranjan Choudhury, S/O. late Karunamay Choudhury, Kanchanbari, Kailashahar, North Tripura,
15. Shri Sushil Kr. Roy s/o. late Sanat Kr. Roy. Kanchanbari, Kailashahar, North Triputa.
16. Shri Nabadwip Sinha, s/o. late Chawbamacha-Sinh, jitudighirpar, Kailashahar, North Tripura,
17, Smt, Prativa Paul, W/o, Shri Ram Knmar Paul, Tagari, Fatikroy, Kailashahar, North Tripura.
18. Shri Abani Ghosh, s/o, late Lalchand Ghosh, Mashauli, Fatikroy, Kailashahar. North Tripura.
19. Shri Surendra Kr. Deb, s/o, late Kirti Ch. Deb, Rajnagar colony, Gakulnagar, Kailashahar North Tripura
20, Smt, Khuku Rani Bhattacharjee, W/O, late Subodh Bhattacharjee, Manughat, Manu, Kailashahar, North Tripura.
20. Smti. Swarna Kumai Dewan W/O, late Ghanasyam Dewan, Minama, Manughat, kailashahar, North Tripura.
21. Ashataru Nandy, Kailashahar.
22. Shri Madhab Lal Chattarhjee, Kailashahar.
23. Smt. Nessa Chowdury W/O, late Abdul Razak Chowdhury, Kailashahar, North Tripura.

LIST OF FREEDOM FIGHTERS OF KAMALPUR SUB-DIVISION WHO ARE GETTING PENSION FROM CENTRAL REVENUES.

1. Shri Pradyumna Kumar Nag. S/O. late Pyari Mohan Nag. Dalubarigate, Kamalpur, North Tripura.
2. Shri Sudhangshu Ghose, S/O. late Kamini Kanta Ghose, Bashudebpara, Kulaibazar, Kamalpur. North Tripura.
3. Shri Manindra Kumar Dasgupta, S/O. late Nagendra Ch. Dasgupta, Ambasha, Kamalpur, North Tripura.
4. Shri Satyabrata Choudhury, S/O. late Dwarika Mohan Choudhury, Mohabir Tea Estate, Kamalpur, North Tripura.
5. Shri Amarnath Choudhury, S/O. late Radha Gobinda Choudhury, Marikbhandar, Kamalpur, North Tripura
6. Shri Satyendra Bijoy Dey, S/O. late Surendra Kumar Dey, Halahali, Kamalpur. North Tripura.
7. Shri Ganesh Lal Roy, S/O. late Tripura Nath Roy, Kamalpur, North Tripura.
8. Shri Thanbabu Singh, S/O. late Raman Singh. Baraluthma, Kamalpur. North Tripura.
9. Shri Nanda Kishore Das, S/O. Kumod Chandra Das, Dalubari, Kamalpur, North Tripura.
10. Shri Trailokya Nath Datta S/O. late Rajani Nath Datta, Manikbhander. Kamalpur, North Tripura.
11. Smt. Malina Lodh, W/O. late Narendra Nath Lodh. Kamalpur, North Tripura.
12. Shrimati Bindhubashini Bhattacharjee, W/O. late Binode Behari Bhattacharjee, Kamalpur, North Tripura.
13. Shri Nagendra Nath Goswami, Kulai, North Tripura.
14. Shri Rakesh Chandra Datta,
15. Shri Aswini kumar Roy, Kamalpur town, Kamalpur.
16. Shri Sailendra kumar Kar Gupta, Kamalpur,
17. Smt. Horidashi Chakraborty, Kamalpnr,

Admitted unstarred Question No. 89
Neme of Member : —Shri Rati Mohan Jamatia

প্রশ্ন

১) বর্তমান আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে কৃষি উৎপাদনের জন্য জল সেচের সুবিধার্থে বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা,

২) যদি পরিকল্পনা থাকে তা হলে কোথায় কোথায় তা করা হবে (মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)।

৩) না থাকিলে তাহার কারন ?

উত্তর

১) বর্তমান আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরায় নলকাটায় মনুব্যারেজ ভিন্ন নূতন কোন পাকা বাঁধ (Diversion) এর কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা নাই। তবে প্রতি বৎসরের মত এবার ও অস্থায়ী মরশুমী বাঁধ দেবার পরিকল্পনা আছে।

২) অস্থায়ী বাঁধের ব্লক ভিত্তিক অবস্থান তথা মরশুমে ঠিক করা হয় বলিয়া এখন এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। নলকাটা ব্যারেজ কৈলাশহর মহকুমায় অবস্থিত।

৩) দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY

Admitted unstarred Qestion No. 90,
Name of M. L. A. :—Shri Shyama Charan Tripura.
Will the Hon'ble Minister in charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

১) ১৯৭৮ হইতে ১৯৮২ এবং ১৯৮৩ থেকে ১৯৮৫ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে সর্বমোট কতজনকে ডি আর ভর্তি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে, (ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক পৃথক হিসাব)

২) ইহাদের কতজনকে Regular করা হয়েছে (ডিপার্টমেন্ট ভিত্তিক পৃথক হিসাব) এবং Regular করার Norms কি প্রকার,

৩) ডি আর ভর্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন Interview এর ব্যবস্থা করা হয় কিনা ? না হলে তার কারণ ?

ANSWER

Material Under Collection

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred question No. 91

Name of M. L. A.—Shri Sudhir Ranjan Majumder.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Appointment & services Department be pleased to state—

1. What are the number of employees in Govt. Departmemt, Semi Auto no mous Bodies, Public undertaking non Govt. Schools on 1-1-1978, 1-1-79, 1-1-80 1-1-81, 1-1-82, 1-1-83, 1-1-84, and 1 1 85. (The number of Govt. and Local Bodies may kindly be stated seperately)

ANSWER

Minister-in-charge of the Appointment & Services Deptt' — (Shri N, Chakraboty) Chief Minister,

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Unstarred Ques'ion No, 92

Name of the M, A, L, :—Shri Ratimohan Jamatia,

Will the Hon'bleMinister-in-charge of the Appointment & Services Department bePleased to state :—

১) ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় জড়িত সন্দেহে কতজন সরকারী কর্মচারীকে Suspension করা হয়েছিল:--(দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২) তার মধ্যে কতজনকে(Suspension করার পর সরকার চাকুরীতে পুনর্বহাল করেছে এবং আরও কতজন Suspension এ এখনো রয়েছেন তার হিসাব ?

৩) উদয়পুর মহকুমায় কতজনকে উক্ত সন্দেহে Suspension করা হয়েছিল ?

৪) উদয়পুর মহকুমায় এখনো কতজনকে পুনর্বহাল করা হয়নি ?

ANSWER

Minister, in charge of the Appointment & Services Deptt, — (Shri N, Chakraborty,) Chief Minister

(Admitted QUestion No 114(Postponed) ANNEXURE—"C"

Name of M. L. A. :—Shri Nukul Das

Will the Hon'ble Minister-in.Charge of the Rural Develoment Depart ment pleased to State—

QUESTION

১) গত ছয় বছরে রাজ্যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মোট কত কিলোমিটার রাস্তা তৈরী হয়েছে এবং

২) এর জন্য কত শ্রমদিবস ব্যয় করা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

৩) ঐ রাস্তাগুলির কত কি: মি: পূর্ত্ত দপ্তর অধিগ্রহণ করেছে ?

REPLY

Minister-in-Charge of the Rural Development Department: — Shri Dinesh Deb Barma.

১) গত বছরে রাজ্যে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মোট ৯৩৬৪.২৪ কি: মি: রাস্তা তৈরী হয়েছে এবং

২) এর জন্য সর্বমোট ৬৯,৪৪,২৫২ শ্রমদিবস ব্যয় হয়েছে।

৩) ঐ রাস্তাগুলির মাত্র ১০৬.৫ কি: মি: রাস্তা পূর্ত্ত দপ্তর অধিগ্রহণ করেছেন।

তাহাদের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া হলো।

বিভাগ ভিত্তিক তথ্য

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	নির্মিত রাস্তার পরিমাণ		শ্রম দিবসের পরিমান	পূর্ত্ত দপ্তর কর্তৃক অধিগৃহীত রাস্তার পরিমাণ
১)	খোয়াই	৬২২	কি: মি:	৫,২০,১৫৮	১৪ কি: মি:
২)	তেলিয়ামুড়া	৪১৬	,,	২,৬৮,৭১৪	—
৩)	জিরানীয়া	৮৪৯	,,	১৩,৭৯,৫৭২	—
৪)	মোহনপুর	১,১০৫	,,	১৯,৫০৪	৭৮ ,,
৫)	বিশালগড়	৮০৫	,,	৭,৯৫,৯৫০	—
৬)	মেলাঘর	৫২০	,,	২,০৭,২৭১	৫
৭)	উদয়পুর	৬৩৬	,,	৪,৯৮,৫৬৮	—
৮)	অমরপুর	৯১৮.২৭	,,	১৪,৯৪,৫৪৯	—
৯)	বগাফা	১৪০	,,	৯৭,৪৩২	—
১০)	রাজনগর	৭.৪	,,	২৪,৭৫০	—
১১)	সাতচাঁদ	১৩০	,,	১,০০,২৩০	—
১২)	কাঞ্চনপুর	১২০৯	,,	১,৬৬,৫১৫	—
১২)	পানিসাগর	১৬৬২.৫৭	,,	১২,৮৩,২৫১	—
১৪)	কুমারঘাট	২৪৮	,,	৪২,৭৮৮	—
১৫)	সালেমা	৯৬	,,	৪৫,০০০	৯.৫ কি: মি:
	মোট	৯৩৬৪.২৪		৬৯,৪৪,২৫২	১০৬.৫

নিম্নলিখিত বিভাগ থেকে তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে :—

১) জম্পুইর নগর। ২) ছামনু।

Admitted unstarred question No. 22. (Postponed)

Name of Member :—Shri Namar Choudhury. MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Departme be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ সনের অক্টোবর থেকে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থাগুলি কোন বছর কত পরিবারকে আইডেন্টিফাই করে আই, আর, ডি, পি স্কীমে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রস্তাব দিয়েছিল==ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ সালে আই, আর, ডি, পি স্কীমে DRDA কর্তৃক কোন পারিবারিক ঋণের প্রস্তাব ব্যাঙ্কে পাঠানোর নিয়ম ছিল না।

১৯৮১-৮২, ১৯৮২-৮৩, ১৯৮৩-৮৪ সালের '৮৩-র ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আই, আর, ডি, পি স্কীমে ডি, আর, ডি, এ কর্তৃক ব্যাঙ্কে পাঠানো পারিবারিক ঋণের প্রস্তাবের সংখ্যা নিম্নে ব্লক ভিত্তিক দেওয়া হইল :

ব্লকের নাম	প্রস্তাবের সংখ্যা (পরিবার)		
	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩ ৮৪ ডিসেম্বর '৮৩ পর্যন্ত
১। মেলাঘর	৫৮০	৫৯০	৬৩৮
২। তেলিয়ামুড়া	৬১৮	৫৫৪	৪৮১
৩। খোয়াই	৬৪৫	৪৯২	৬১
৪। মোহনপুর	৭০৬	৮২৩	৫৬৪
৫। জিরানীয়া	৭৯০	৪৬৮	৮৪
৬। বিশালগড়	১০৭৪	১০৯৩	২৯৪
৭। মাতাবাড়ী	—	২৩২৭	৭২৭
৮। রাজনগর	—	১৭৪১	৮০১
৯। সাতচাঁদ	—	৮৪২	৮৪১
১০। ডম্বুরনগর	—	৪৮৭	৩৫২
১১। অমরপুর	—	১৫৩৮	৬৭৪
১২। বগাফা	—	১৪৩৮	৯৬৭
১৩। পানিসাগর	৫৯৬	৬৯৬	১১৮
১৪। কুমারঘাট	৯৬১	১৩৩৩	৫১৭

১৫।	কাঞ্চনপুর	৩৭৪	৩৮০	২৩০
১৬।	সালেমা	৫৬৬	৩৫৮	৪৭৮
১৭।	ছামনু	২৫৩	৩৭০	১

প্রশ্ন

২। বি, ডি, সি কর্ত্তৃক beneficiary-দের সিলেকসন করে কোন বছর কত পরিবারকে ডি, আর, ডি, এ বেনিফিট দিয়েছেন।

উত্তর

বি, ডি, সি কর্ত্তৃক নির্বাচিত পরিবারগুলি মধ্যে ডি, আর, ডি, এ হইতে সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা বৎসর ভিত্তিক নিম্নে হইল।

বৎসর	সাহায্যপ্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা
১৯৮০-৮১	নাই
১৯৮১-৮২	নাই
১৯৮২-৮৩	৭৪৬০
১৯৮৩-৮৪ (১৯৮৩ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত)	৫০২৫

প্রশ্ন

৩। কত সংখ্যক selected beneficiary দের মধ্যে কত-জনকে বেনিফিট দেয়া হয়েছে ?

উত্তর

বি, ডি, সি কর্ত্তৃক নির্বাচিত মোট ৩০,১৭২ পরিবারের মধ্যে ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত DRDA এর মাধ্যমে আই, আর, ডি, প্রোগ্রামে মোট ১২,৪৯৫ পরিবার আর্থিক সাহায্য পেয়েছে।

প্রশ্ন

৪। যে সব স্কীমে বেনিফিট দেয়া হয়েছে সেগুলোতে ব্যাঙ্ক ক্রেডিট এবং Govt. assistance-এর involvement কি ধরণের ?

উত্তর

এই কর্মসূচীর আওতায় গৃহীত পরিবার ভিত্তিক স্কীমগুলি রূপায়ণে প্রয়োজনীয় মূল ধনের আংশিক ব্যাংক ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে। গৃহীত স্কীমগুলির জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন নির্ধারিত হারে সর্বোচ্চ পরিমান ভর্তুকী দেওয়ার পর মূলধনের বাকী অংশ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ হিসাবে দেওয়া হইয়া থাকে।

সরকার প্রদত্ত পরিবার পিছু ভর্তুকীর হার এবং সর্বোচ্চ পরিমাণ নিম্নরূপ :—

পারিবারিক শ্রেণী	ভর্তুকীর হার	ভর্তুকীর সর্বোচ্চ পরিমাণ
১। ক্ষুদ্র চাষী	২৫%	৩০০০ টাকা
২। প্রান্তিক চাষী কৃষি ও অকৃষি মজুর তপসীল জাতি	৩৩⅓%	৩০০০ টাকা
৩। উপজাতি পরিবার	৫০%	৫০০০ টাকা।

প্রশ্ন

৫। অনুর্ধ ৩০০ টাকা স্কীম কত পরিবার, ৩০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা স্কীম কত পরিবার ৫০০ টাকা থেকে ১০০০ টাকা। ১০০০ টাকা থেকে ২০০০ টাকা, ২০০১ টাকা থেকে ৫০০০ হাজার টাকা এবং তদূর্ধ কোন স্কীম কতগুলি পরিবারকে দেওয়া হয়েছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

ডি আর ডি, কর্তৃক প্রস্তাবিত যে সকল পরিবারকে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে. তাহাদের সংখ্যা ঋণ পরিমান শ্রেণীতে এবং ব্লক ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল :

১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মঞ্জুরী প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা :--

ব্লকের নাম	ঋণ পরিমান শ্রেণী (টাকা)					
	অনুর্ধ ৩০০ -	৩০০ হইতে ৫০০	৫০০ হইতে ১০০০	১০০০ হইতে ২০০০	২০০১ হইতে ৫০০০	৫০০১ হইতে তদূর্ধে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। মেলাঘর	—	৪	১৫৩	১০১	১০৫	৩৫
২। তেলিয়ামুড়া	—	৭.	৬২	১৬১	১৯৪	১২৪
৩। খোয়াই	—	১	৭৪	৭৮	২৫৩	৭৫
৪। মোহনপুর	—	১	৪	২২৯	২৭০	২৩
৫। জিরানীয়া	—	১০	৬৮	২০৩	১৮৯	৮৫
৬। বিশালগড়	—	—	১৮০	১১৮	৩২০	১৪৫
৭। মাতাবাড়ী	১২	২৫৮	৪১২	৪৮২	৩২৯	১৩

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৮। রাজনগর	৪	১৮৮	২২৮	২৯৭	১৪৬	৬
৯। সাতচাঁদ	২৫	৮৬	১৮	১১৫	২০	২
১০। ডম্বুরনগর	—	৪	৩১	৫	১	—
১১। অমরপুর	৩২	২৪৯	৯৯	২৯২	৩২৩	৬৩
১২। বগাফা	—	২৯২	১৮৬	১৭৩	২০৬	৫৪
১৩। পানিসাগর	৮	৪	৮৫	৪৬৫	১৯৬	১৪
১৪। কুমারঘাট	২৮	১৪৫	২০৬	৯২৫	৬৭০	১৭৭
১৫। কাঞ্চনপুর	—	২	২৫	১৯৯	১৩৬	১৬
১৬। সালেমা	২৮	৪৬	৪০	৪৩৬	২৮০	৫০
১৭। ছামনু	—	৬	১৪	১০৭	৫৩	২
দক্ষিণ ত্রিপুরা অন্তর্গত অন্যান্য স্কীমে পরিবারের সংখ্যা।	২৯৮	৯১৯	৮২৫	৪৪৪	১৯৩	—

POSTPONED ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO.48

Name of Member :—Shri Matilal Sarker

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Department be Pleased to state :—

QUESTION

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ইং সন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে নূতন করে কত কিলোমিটার রাস্তা তৈরী হয়েছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১৯৭৮ইং সন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত% গ্রামাঞ্চলে ১২,৪৮২,৫০৩ কিলোমিটার নূতন রাস্তা তৈরী হয়েছে।

প্রশ্ন

ঐ সময় রাস্তায় মোট কয়টি ব্রীজ স্পান পাইপ ও বক্স কালভার্ট দেওয়া হয়েছে এবং

উত্তর

ঐ সকল রাস্তায় মোট ১১০ টি ব্রীজ, ১,১২০টি স্পান পাইপ এবং ৭২টি বক্স কালভার্ট লাগানো হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। উক্ত কাজের জন্য কত শ্রমদিবস কাজ করতে হয়েছে ?

উত্তর

উক্ত কাজের জন্য মোট ১, ০৩, ১০, ৪০৯, শ্রম দিবসের কাজ হয়েছে।

উপরিউক্ত কাজের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

ব্লকের নাম	মোট নতুন রাস্তা তৈরী (কি. মি:)	মোট ব্রীজের সংখ্যা	মোট স্পান পাইপের সংখ্যা	মোট কালভার্টের সংখ্যা	মোট শ্রমদিবসের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	
১ । জিরানীয়া	৮৫৬.১০	৫	২১৮	২৪	১৩,৭৯,৫৭২
২। মোহনপুর	১,০৪৮	—	২৮	—	৪,[illegible]০,৭৮০
৩। কুমারঘাট	২৯৫	৩৫	১৫	—	১৩,২০,০০০
৪। মেলাঘর	২৯৫	৫	৩০২	—	৪০,৫১৯
৫। পানিসাগর	১,৭৪৫,৬২	—	.৩১০	—	১৪,৯৬,২৬৩
৬। অমরপুর	৯১৮.২৭	—	২৩	—	১৪,৯৪,৫৪৯
৭। বগাফা	৭১২'০০	৯	১৪১	—	৩,৯২,৮৮২
৮। বিশালগড়	৮০৫'০০	৭	২৫০	৩৪	৭,৯৫,৯৫০
৯। সাতচাঁদ	১,১২৩,৭৫	৪	১৩	—	৭,৬০,৩১২
১০। খোয়াই	১৫৪	১০	১২০	—	৭৬·০০০
১১। কাঞ্চনপুর	১,০৭৪	১৫	৩৪	৬	১,৮০,৫০০
১২। মাতাবাড়ী	৮০৮	৪	৭১	—	৫,৯৪,৭৭০
১৩। ডম্বুরনগর	১,২০৪	১২	৪৮	—	২,৭৪,৫১২
১৪। ছাঁওমনু	৭৮৫	২	৯০	৫	২,৩৬,২৫৭
৫। সালেমা	৯৬	১	—	৩	১,৯২,৫০০
১৬। তেলিয়ামুড়া	৫৬০'৫	১	৫২০	—	৫,০৩,৭০৩
১৭। রাজনগর	১,১৬৩	—	৩০	—	১,৪১,৩৪০
সর্বমোট	১২,৪৮২'৫০৩	১১০	২,২২০	৭২	১,০৩,১০,৪০৯

Admittedun Starred Question No. 49. (Postponed)

Name of Member :—Shri Jowhar Saha M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the panchayat Raj Department be Pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে পঞ্চায়েতের হাতে মোট কতটি পাম্প মেশিন আছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

২। পঞ্চায়েতের সর্বমোট ৬৮০টি পাম্প মেশিন আছে। ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ।

১।	পানিসাগর —	৪৩টি
২।	কাঞ্চনপুর —	৪১টি
৩।	কুমারঘাট —	৫২টি
৪।	ছাওমনু —	৫২টি
৫।	কমলপুর —	৪০টি
৬।	খোয়াই —	৩৪টি
৭।	তেলিয়ামুড়া —	৩৭টি
৮।	জিরানীয়া —	৩১টি
৯।	মোহনপুর —	৩৩টি
১০।	বিশালগড় —	৫৭টি
১১।	মেলাঘর —	৪৭টি
১২।	উদয়পুর —	৫৪টি
১৩।	সাতচাঁদ —	৪৬টি
১৪।	বগাফা —	২৪টি
১৫।	রাজনগর —	২৬টি
১৬।	অমরপুর —	৫৯টি
১৭।	ডুম্বুরনগর —	৮টি

মোট—৬৮০টি

প্রশ্ন

২। উক্ত পাম্প মেশিন থেকে ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত পঞ্চায়েতগুলি কত আয় করেছে? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

২। সর্বমোট ৯০, ৮১৭, ৬১ টাকা আয় করেছে।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব এইরূপ।

১) পানিসাগর — ৯, ০০০ টাকা
২) কাঞ্চনপুর — ৭০ টাকা
৩) কুমারঘাট — ১২, ২৩৪ টাকা
৪) ছাওমনু — ১৮৮ টাকা
৫) কমলপুর — ১, ০০০. ৯০ টাকা
৬) খোয়াই — ৩, ৬৮১. ৫০ টাকা
৭) তেলিয়ামুড়া— ১, ৬৩৭. ০০ টাকা
৮) জিরানীয়া — ৩, ১২২.৮৩ টাকা
৯) মোহনপুর ১, ৫৩৯. ৪৭ টাকা
১০) বিশালগড় -- ৮, ৫৯৮. ৮৯ টাকা
১১) মেলাঘর — ২৯, ১৬৭. ৭৯ টাকা
১২) উদয়পুর ২, ৭৭২, ৭২ টাকা
১৩) সাতচাঁদ -- ২, ৭০০.০০ টাকা
১৪) বগাফা ৫, ২৯৯. ৭০ টাকা
১৫) রাজনগর -- ২, ৬৩৭. ০০ টাকা
১৬) অমরপুর — ৬, ৮৩২. ৭৮ টাকা
১৭) ডম্বুরনগর— ৩২৫.০০ টাকা

প্রশ্ন

৩। বর্তমানে কতটি মেশিন সচল আছে এবং কতটি অচল হয়ে পড়েছে ?

উত্তর

৩। বর্তমানে ৯৮টি সচল এবং ৫৮২ টি অচল মেশিন আছে।

প্রশ্ন

৪। অমরপুর ব্লকের রাঙামাটি ও ঘুড়িয়া গাঁও সভার পাম্প মেশিনগুলি পঞ্চায়েতের অনুমোদন ব্যতিরেকে গাঁও প্রধান অন্যত্র ভাড়া দিয়ে আদায়কৃত অর্থ পঞ্চায়েত কাছে জমা দিচ্ছেন না এটা সরকার জ্ঞাত কিনা ?

উত্তর

৪। এই তথ্য সরকারের জ্ঞাত নহে। এই দুইটি গাঁও সভাগুলির হিসাব পরীক্ষায় দেখা যায় যে গত ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ঘড়িয়া গাঁও সভায় মোট ১৭৯.৩০ পয়সা আয় হইয়াছে। রাঙামাটি গাঁও সভার পাম্প মেশিন ভাড়া দেওয়া খাতে কোনরূপ আয় হয় নাই। তদন্ত সূত্রে জানা যায় যে বর্তমানে উভয় গাঁও সভার পাম্প মেশিনগুলি অচল অবস্থায় আছে।

প্রশ্ন

৫। কবে নাগাদ অচল মেশিনগুলি সচল করা হবে?

উত্তর

৬। অতি সত্বর সমস্ত অচল মেশিনগুলিকে সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।